উজীর পুত্র।

OR

THE ADVENTURES OF A MOGUL.

চতুর্থ পর্ব্ব।

শিবজীর অভিনয় প্রণেতা
শ্রীফকিরচাঁদ বসু দেব।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্
কালিদাস।"

বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—করণওয়ালীশ ষ্ট্রীট নং ৭৫।
ইং ১৮৭৬ সাল।

মূল্য ১৷৵টাকা।

উজীর পুত্র

চতুর্থ পর্ব্ব

১৯ পরিচ্ছেদ

"ললাটের লেখা কে খণ্ডাতে পারে?"

উত্তরকালে কোন দুর্বিপাকে না পড়তে হয়, তাই এক জন মজবুত দেখে সেথো সঙ্গে নিলেম, তার সঙ্গে এই চুক্তি হলো, সে আমায় নিমাচ্ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে, নিমাচ্ থেকে দোসরা একজন সেথো নিযুক্ত কোর্‌বো, সে আমাদের গুজ্‌রাটের বরদা সহর পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে লয়ে যাবে*। যে সকল গ্রামের মধ্যদিয়ে আমাদের রাস্তা, সে গ্রামগুলি উদাম জঙ্গলে সমাকুল, ঐ জঙ্গল কলেবর বিস্তীর্ণ কোরে আমিরগড় পর্য্যন্ত চলে [illegible] গিয়েছে। বুনাস্ নামে একটী নদী পার হোয়ে

---

* ইতর জাতি[illegible]কেরাই সেথো হয়, হিন্দুস্থানের মধ্যে প্রতি গ্রামেই তাহাদিগের বসবাস আছে। পথিকদিগকে পথপ্রদর্শন করান তাহাদিগের জাতীয় বৃত্তি। সোয়ার-পথিকদিগের [illegible] সঙ্গেই পদব্রজে চলিয়া যায়, গ্রামান্তর পৌছাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া আইসে, আবার [illegible] এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। গুজরাটে সেথোদিগকে "বুমিয়া" বলে।

আমরা সেই আমীরগড়ে উপস্থিত হোলেম। নদীটি বর্ষাকালে দুরন্ত ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, এইক্ষণে কিন্তু কলেবর খর্ব্ব কোরে, একটি মিড় মিড়ে ক্ষুদ্র সোঁতা হোয়ে মড়ার ন্যায় পড়ে আছে। অন্য সহর যেরূপ, আমীরগড়ও সেইরূপ। রাজঅট্টালিকা আর দেবালয় গুলি একটি উচ্চ শৈলের উপর সুশোভিত। আমরা একদিন দিন রাত এইস্থানে অবস্থিতি কোল্লেম, তাতেকোরে পথশ্রমও অনেক লাঘব হলো, আমরাও অনেক সুস্থ হোলেম। আমাদের পথ প্রদর্শককে কিছু আমাদের ন্যায় তত পথ চল্‌তে হয় নাই, তাই সে ব্যক্তি ভারি বিরক্ত হতে লাগ্‌লো, সে বোল্লে এ অকারণ বিলম্বের প্রয়োজন কি? সন্ধ্যার সময় সলিমান আমাদের ফেলে রেখে একলা সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে ছিল। সে যখন ফিরে এলো, তার দুর্গতি দেখে আমার কান্নাপেতে লাগ্‌ল। পিঠের দিকের চাপকান্‌টা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, মাথায় পাগ্‌ড়ি নাই, কোথায় পড়ে গিয়েছে তা বোল্‌তে পারে না, মুখময় চোট্ লেগেছে, শরীরময় রক্তে রক্ত হয়েছে, এক পায়ে একপাটী জুতো রয়েছে, আর একপাটী কোথায় পড়ে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই। রাগে ফুল্‌ছে, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, আমি আগে জান্‌তেম না, তার শরীরে তত রাগ ছিল। মুখে কথা নাই কেবল এক একবার আপনা আপনি এই কথা বোল্‌ছিল, "- [illegible] াতে বিষ, আজ সেই দাঁত ভেঙ্গে দিইছি," তখন কোন [illegible] কোত্তে সাহস হলো না, অনেক ক্ষণের পর যখন একটু [illegible] লা, তখন তার মুখে তার দুর্দ্দশার কারণ শুনতে

[illegible] লমান বোল্লে, "মশায়! যারে খায় কালসাপে কি করে তার [illegible] র বাপে! আমি তফাত থেকে দেখ্‌লেম সেই নেমক হারাম বেটা দাড়িয়ে, আজ তার নেমক হারামির শিক্ষা দিয়ে দিইছি, আজ বেটা কাল গু ছেগে মোর বে, যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ দিইছি"।

আমি বোল্লেম "কে ? কার কথা বোল্‌ছিস ?" ধর্ম্মাবতার ! সেই বিট্‌লে ঠগ্‌বেটা, সেই বজ্জাত নেমক হারাম হিন্দু, যে আমাদের ফুস-লিয়ে মাহীরদের চক্রের মধ্যে লোয়ে যায়, যে মাহীরদের হাত থেকে আল্লা আমাদের রক্ষা কোরেছেন" আমি বোল্লেম কে ? যে আমাদের পথে উপাখ্যান শোনায় ? সেই প্রফুল্লচিত্ত সুরসিক হিন্দু ? সেই রহস্য প্রিয় সুকৌতুকী সহপথিক ?

সলিমান বোল্লে, "হাঁ, সেই নেমক হারাম ধূর্ত্ত বেটা ! আমি তারে দেখ্‌তে পেয়েই চিন্‌তে পাল্লেম, সেও আমায় চিন্‌তে পেরেছিল। সে একটা ক্ষুদ্র গলীর মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে, ঘাঁতিমেরে ঘাঁতিমেরে বেড়া-চ্ছিল। আমি বোল্লেম তুই আজ আমার হাত থেকে বেঁচে যেতে পার্‌বি না, ঐ কথা বোলে আমি তার পেচনে পেচনে চোল্লেম। তলয়ার খানা বারকোরে, তাতে তখন খাপ্‌ লাগান আছে, কোসে তার ঘাড়ে এক চোট্‌ বোসিয়ে দিলেম, সে তখন ফিরে দাড়ালো ; আর এক চোট্‌ তার মুখ তেকে মাল্লেম, সেই চোটে কতক গুলি দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বিট্‌লে বেটা সেই চোট্‌ খেয়ে "গেলেম রে, মোলেম রে, মাল্লে রে, মেরে ফেল্লে রে" বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে লোক ডাক্‌তে লাগ্‌ল 'কাটের নেড়ে হুজুক চায়,' তার ঐ চীৎ-কার শুনে অনেকে এসে পোড়্‌লো, তারি ফল এই যাহা চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। সকলে মিলে আমায় দূর্‌ দূর্‌ করে, মেরে তাড়্‌য়ে দিয়েছে, দিয়েছে দিয়েছেই, আমি তা তৃণ জ্ঞানও করি না, সে পাপিষ্ঠ বেটার দাঁত গুলি যখন পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিইছি, তাতেই বস্‌ আছে, বস্‌ ! আর কিছু কত্তে চাইনে, কি ধর্ম্মাবতার ! সকলে জুটে হল্লা কোরে আমার কোল্লে কি ! আমি তো বেটাকে আচ্ছা কোরে ঠুকে দিইছি, কই, কেউ রক্ষা কত্তে পাল্লে ! "এ কি হাত দিয়ে হাতি ঠেলা !"

আমি সলিমানের পীঠ্‌ থাব্‌ড়িয়ে বোল্লেম, " সাবাস্‌ সলিমান্‌ !

বাহবা, বাহবা! আচ্ছা জাঁহাবাজী কোরেছো, খুব্ বাহাদুরী দেখিয়েছো! তুমি একটা মস্ত তুম্‌তড়াকে লোক্! এই দেলেসা দিয়ে শেষে বোল্লেম্, তোমার এ বীরত্বের প্রশংসা না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম্ না সত্য, কিন্তু তুমি যে এখানে নির্ব্বিঘ্নে উৎপাত অত্যাচার কোর্‌বে, তা পার্‌বে না, এ সে দেশ নয়, দেখো! ভবিষ্যতে যেন এমন পাগ্‌লামি আর্ না করো, এখান্‌কার বাসিন্দাদের সঙ্গে কদাচ বিবাদ্ বিসম্বাদ্ কোরোনা, সলিমান্! সময়ে অনেকে বন্ধু হয়, তারা কিন্তু অসময়ের কেউ নয়, আমাদের এখন্ সময় ভাল নয়, সেইটী যেন স্মরণ থাকে"।

"স,। ধর্ম্মাবতার! এদেশ আমার বেস্ জানা আছে, এখানকার লোকেরা ঠেঁটা, বজ্জাত্, কি বাট্‌পাড়্, জোয়াচোর নহে, তাদের বেস্ শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু পাষণ্ড গয়েন্দা বেটা মাহির্‌দের্ চিহ্নিত্ চর, তার এখানে ঘর বাড়ী নাই, সে এস্থানের বাসিন্দাই নহে, ও-বেটা কেবল এ দেশ সে দেশ নষ্টামি আর ঠকামি কোরে ফেরে, বেটা যেমন কাপুরুষ, তেমনি পাজী ছোট লোক, তা যদি না হবে, তবে নিজের তলোয়ার বারকোরে আমার সঙ্গে মোহাড়া দিলেনা কেন? তবে সে আমার সঙ্গে লড়াই কত্তে মোস্তাদ্ হলোনা কেন? বেটা, তা না কোরে লোক ডেকে জড় কোল্লে, শক্ত লোকের হাতে পোড়ে কেঁদে কোকিয়ে মাটি ভিজ্‌য়ে দিলে, বেটা, ছেলে ধত্তে জানেনা কেউটে ধত্তে যায়। হুজুর! যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ, তাও কি কখন শোভা পায়; সে বেটা ভারি পাজি, ভারি বজ্জাত্, আমায় আগে চিন্তে পারেনি, আমি যে শিয়ানা পাগল বেটা তা জানেনা" এই কথা বোলে সলিমান্ ক্রমিক্ তারে একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে, এমন সময় কতকগুলি অস্ত্রধারী রাজঅনুচর উপস্থিত কোয়ে সলিমান্‌কে হাজির কোরে দিতে বোল্লে, তারা তারে

ধরে নিয়ে বিচারাসনে লয়ে যাবে। সলিমান্ আপনিই ধরা দিলে, আমিও তার্ সঙ্গে সঙ্গে গেলেম্। এই উপলক্ষে ঐ স্থানের এক জন ঠাকুর প্রতিনিধি বিচারপতি হোয়ে বোসেছেন্। সেই হিন্দু তার সম্মুখে এসে যোড়্ হাত্ কোরে দাঁড়ালে, তার মুখ এত ফুলে গিয়েছে যে, তার্ প্রায় কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যদি এই বিচার স্থানকে কাছারি বোলেই গণ্য করা হয় আমি তবে সেই কাছারীতে ফরিয়াদীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা বুঝিয়ে বোলে আমার অনুচরের দোষ কাটাবার পথ কতক্ খোলাষা কোরে রাখ্‌লেম্। শ্রোতের মুখ তখনি উল্টে গেল, পড়্‌তা ফিরে দাঁড়াল, ঐ স্থানের মহাজনেরা মাহীরদের কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অপহৃত হয়, এখন তাদের স্মরণ হোল, ঐ হিন্দু যখনি তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোরে ফিরে যায়, তার পরেই মাহীরেরা পোড়ে লুঠ তরাজ্ কোরে চোলে যায়, প্রতিবারেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে।

এক্ষণে বিস্তর লোক উচ্চৈঃস্বরে ঐ হিন্দুর দুর্নাম কোরে নালিশ বন্দি হোতে লাগ্‌লো। সে বেটা যেমন বজ্জাত্ আমার চাকর সলিমান্ তার সঙ্গে তেম্‌নি উপযুক্ত ব্যবহার কোরেছে। সলিমান্ তারে যে লাঞ্ছনা করে, এবং যে শাস্তি দিয়ে তারে ছেড়ে দেয়, বিচারপতির বিচারে সেটী যথেষ্ট হয় নাই, তাই হুকুম্ হোলো যে, "আমার পরিহাস প্রিয় উপাখ্যান বক্তার নাক্ আর কান্ কেটে লোয়ে, আচ্ছা রকম প্রহার কোরে; এই কথা বোলে সহর থেকে দূর কোরে দেওয়া হয়, "সে যদি আর কখন আমিরগড়ে মুখ্ দেখায়, তবে তার অদৃষ্টে মৃত্যু নিশ্চয়ই অবধারিত আছে"।

সলিমান এক্ষণে গা হাত্ পা পরিষ্কার কোরে, ঘায়ে পটী দিতে বসে গেল, সে এবার যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, তাই স্মরণ কোরে আপনা আপনি আহ্লাদে ঢলে পোড়্‌তে লাগলো। লুচার্ পরামাণিক তার দাড়িটী ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার কোরে দিলে, একাজটী যে তার ভাল

এসে, সে অভিমান তার চিরকালই আছে। এবার কিন্তু লুচার্‌কে জব্দ হোতে হোয়ে ছিল, সে আপন মুখেই কোবুল্‌ কোল্লে, দাঙ্গাতে যেতে গিয়ে সলিমানের দাড়িটী একেবারে মুড়ো মুড়ো হোয়ে পোড়েছে, যেন খিচ্‌ড়ি পাকিয়ে গিয়েছে, একটু টুম্‌ টাম্‌ কোরে ফাঁকি দিয়ে যাবার যো নাই, এবার লুচার্‌কে অনেক পাট্‌ ঝাট্‌ কোত্তে হোয়েছিল, তত পরিশ্রম না কোল্লে দাড়িটীর পঙ্কোদ্ধার হতো না।

দুঃখের বিষয় এই, যে সকল দেশ দিয়ে চোলেছি, আমার সময়ও নাই, আর স্থানও নাই যে, এই উপাখ্যানের মধ্যে সেই সকল দেশের আকৃতি ও অবস্থা নিবিষ্ট করি। গুজরাটের বরদা. সহরে পোঁছে দেখ্‌লেম, মুরাদবাঁকির বাহিনী ডেকানে কুচ্‌ কর্‌বার উদ্যোগ্‌ কোচ্চে। মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হোয়ে, তাঁর আনুকুল্যে সহায়তা কোরবেন্‌ এই পরামর্শ স্থির হোয়েছে। ঐ কথা শুনে আমার তো বিস্ময় জ্ঞান্‌ হোলো, এ ঘোর দুর্জ্জেয় ব্যাপারের মর্ম্ম অবগত হবার জন্য আমায় কিছুকাল্‌ বিলম্ব কোত্তে হোয়েছিল, যেপর্য্যন্ত ডেকানে পৌঁছিতে না পেরেছিলেম্‌ সে পর্য্যন্ত ঐ নিগুঢ় সন্ধানটী জান্‌বার উপায় ছিল না।

মুরাদবাঁকি শুন্‌লেন আমি তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের একজন কর্ম্মচারী, ঐ কথা শুনে আমার খাতির যত্ন কোত্তে লাগ্‌লেন্‌, কতক্‌ গুলি সৈন্যের অধ্যক্ষ করেও দিলেন্‌. আর কিছু অর্থও আগামি প্রদান কোল্লেন। অর্থগুলি হস্তগত কোরে আমিরগড়ের রাজার পাওনা গুলি অগ্রে পাঠিয়ে দিলেম্‌, "রন্ধনের চাউল চর্ব্বণেই গেল," তার পর কুচ্‌ কোরে সসৈন্য দাক্ষিণাত্যে পৌঁছিলেম্‌, তার পূর্ব্বে ইয়াস্‌ মিন্‌ আমির জেম্‌লার সমভিব্যাহারে আরঙ্গজেবের সঙ্গে এসে মিলিত হোয়েছেন। সম্রাট্‌ শাজাহান্‌ ৭০ বৎসর গত কোরেছেন, এক্ষণে সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, এখন তখন হোয়ে আছেন। তাঁর পীড়ার কথা সর্ব্বত্রে রাষ্ট্র হোয়ে

দেশশুদ্ধ লোক উৎকণ্ঠিত সশঙ্কিত হোয়ে পোড়েছে, ভাবছে, না জানি কখন কি প্রমাদ উপস্থিত হয়। রাজপুত্র দারা দিল্লী ও আগ্‌রায় বলবান্ বলবান্ বাহিনী সংগ্রহ কোরেছেন, আবার সেই সময় সুল্‌তান সুজা বঙ্গে বোসে যুদ্ধের ঘোর আড়ম্বর কোচ্ছিলেন। এদিকে যখন এই সকল অনর্থপাতের মহা প্রবাহ চলেছে, তখন দক্ষিণে আরঙ্গজেব ও গুজরাটে মুরাদবাঁকি আলস্য কোরে যে নিশ্চিন্ত বোসে থাক্‌বেন্, সেটী বিবেচনার বহির্ভূত। যার যত আত্মীয়, যার যত সুহৃদ্, যার যত মিত্র ছিল, রাজভ্রাতারা আপনাব আপনার পার্শ্বে এনে একত্রে সমবেত কোল্লেন, এবং নানা প্রকার কুচক্রে, নানা প্রকার কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হলেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল লোকের বল পরাক্রম দ্বারা উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা জেনে ছিলেন, তাদের সঙ্গে রাজকুমারদিগের চিঠী পত্র লেখা লেখি চোল্‌তে লাগল। অদৃষ্টের অপ্রসাদ বশতঃ দারা কতক গুলি সেই সকল পত্র পথে আটক্ কোরে তাঁর রাজপিতা শাজাহানের নিকট ধোরে দেন, সেই সময় আবার অপরাপর ভ্রাতাদের নামেও যৎ-পরোনাস্তি গ্লানি কোরে মনের আক্রোশ প্রকাশ করেন। রাজকুমারী বেগম্ সাহেবও এই শুভ লগ্নে অবাধ্য তিন্ ভ্রাতার নামে নিন্দা মন্দ কোরে মোগল প্রধানের মনান্তর জন্মাইবার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন্। কিন্তু দারার প্রতি সম্রাটের শ্রদ্ধাও ছিল না, আস্থাও ছিল না, "যার গলা ধোরে কাঁদি, তার নেই চক্ষে জল," এই নিন্দামন্দ অবিকল সেই রূপ হোয়ে দাঁড়াল। লোকের মনে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল শাজা-হান্ আরঙ্গজেবকে গোপনে গোপনে চিঠীপত্র লিখে থাকেন। রাজকুমার দারা ঐ সন্দেহের কথা শুনে ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হোলেন, একদিন কথায় কথায় রাগে উন্মত্ত হোয়ে বৃদ্ধ নরপতিকে প্রায় মেরে বোসেছিলেন আর কি। সম্রাটের পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, তাঁর পরলোক প্রাপ্তি হোয়েছে, এই কথা পূর্ব্বের মতন আরও

একবার রাষ্ট্র কোরে দেওয়া হোল, সেই জনরব শুনে সমুদয় রাজ-পুরীর মধ্যে মহা গোল্ হোতে লাগ্লো, এমন কি, গোলের যেন তরঙ্গ খেল্তে লাগ্ল. আগ্রাবাসী লোকেরা ভয়ে চকিত হোল, দোকান পাঠ বন্ধ হোল, সরকারি কার্য্য স্থগিত হয়ে গেল, কার্ কারবারও রহিত হোল, দেশ অরাজকের ন্যায় হোয়ে পোড়্ল, কে কারে মারে, কে কারে কাটে, তার বিচার ছিল না, রাস্তা ঘাট ভয়ানক হোয়ে পোড়্ল, লোকের চলাচল্ রহিত প্রায় হোল।

এই সময় চার্ রাজকুমার স্পষ্ট হোয়ে আপনার আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে বোল্লেন, একমাত্র তলোয়ার মধ্য-বর্ত্তিনী হোয়ে সগর্ব্বিত দূরন্ত স্বার্থবিবাদের মীমাংসা কোর্বে। যিনিই হউন্, যুদ্ধে বিমুখ বা অপদস্থ হোলে কেবল রাজমুকুটের উপর দিয়া বিপদ কেটে যাবেনা, রাজত্বের পরিবর্ত্তে কেউ যে প্রাণ লয়ে নির্ব্বিঘ্নে থাক্বেন, তা পার্বেন্ না, রাজ্য আর মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে কারও ইচ্ছাগত মনোনীত কর্বার্ ক্ষমতা থাক্বেনা, যিনি রাজত্ব হারাবেন্, তাঁকে জীবনও হারাতে হবে। আমি যখন ডেকানে পৌঁছিলেম্, রাজপদ এই রূপ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে দেখলেম্। এখনও কিন্তু একটী বিষয় আমার জান্তে বাকী আছে—যে সময় চার্ রাজ-কুমার সিংহাসনের নিমিত্ত ছুটোছুটী কচ্ছেন, সেই সময় মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিলেন; কি সূত্রে এ ঘটনাটী হোয়ে দাঁড়াল, তাই জান্বার নিমিত্ত মনে মনে ব্যগ্র হোতে লাগ্লেম, ভাবলেম এ ঘটনার অবশ্যই কিছু নিগূঢ় মর্ম্ম থাক্বে। কুচের সময় শাহা আবিয়াসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হয়। শাহা আবিয়াস একজন খোজা সিপাই, সাতিশয় বীর্য্যমন্ত, মুরাদবাঁকি সর্ব্বদাই তাঁর ছলা পরামর্শ লয়ে বিষয় কার্য্য কত্তেন্। দুই ভ্রাতার বাহিনী কেন একত্রে মিলিত হোল, এ দুর্জ্ঞেয় মর্ম্ম ভেদ কত্তে নাপেরে আমি

বিস্ময় প্রকাশ করাতে, শাহা আবিয়াস মাথা নেড়ে বোল্লেন "এটী আমার অভিমতে হয় নাই, মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের চাতুরীতে মুগ্ধ হয়েছেন, সে কালফাঁদ থেকে রাজকুমার কদাচ বেঁচে আস্‌তে পার্‌বেন না"। মুরাদবাঁকি আরঙ্গজেবের প্রেরিত যে পত্র পেয়েছিলেন, শাহা আবিয়াস্ ঐ পত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা কল্লেন। মুরাদবাঁকিকে আরঙ্গজেব এই কথা লিখে পাঠান্ "তাঁর (আরঙ্গজেবের) যে রূপ প্রকৃতি, আর তাঁর মনের যে রূপ প্রবৃত্তি, তাতে কোরে রাজত্বের ঝনঝাট্ তাঁর কদাচ সহ্য হবার নয়, বরং তাতে তাঁর বিরক্তিই বোধ হয়, সেই জন্যে রাজত্বের প্রতি তিনি ঘৃণাই কোরে থাকেন্। দারা আর সুলতান্ সুজা সন্নিপাতের তৃষ্ণার ন্যায় রাজ্যপিপাসায় ব্যাকুল হয়েছেন সত্য, কিন্তু আমি আরঙ্গজেব, ফকিরের ফকিরত্ব গ্রহণ কোত্তে পাচ্ছিনে বোলেই দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোচ্ছি"। আরঙ্গজেব তাঁর পত্রে আরও এই কথাগুলি ব্যক্ত করেন "দারার কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, সে ব্যক্তি রাজপদের যোগ্য নহে, তাঁর দ্বারা রাজ্য শাসন চোলবে না, তিনি তার যোগ্য নন, তাই কাজে কাজেই দারা রাজসিংহাসনের অনুপযুক্ত পাত্র। "সাঁতার না জান্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মত্তে হয়," দারা রাজ্য পেলে অবিকল সেই দশা ঘট্‌বে, তদ্ভিন্ন দারা ধর্ম্ম বিমূঢ়, ওমরাওরা তাঁকে অতিশয় ঘৃণা কোরে থাকেন। সুলতান সুজাও অনুপযুক্ত, রাজছত্র পাবার অতি অপাত্র। সুলতান সুজা রেফাজি, (স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট) সুতরাং তিনি সেই দোষে হিন্দুস্থানের মিত্র না হোয়ে বরং শত্রু হোয়ে পড়েছেন"। এই প্রকার মুখ বন্ধনা কোরে, ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব শেষে এই মীমাংসা কোরে লিখ্‌লেন্ "অতএব আমার যখন দরবেশের টুপি গ্রহণের অভিলাষ হোয়েছে, তাতেই আমি চিত্ত-প্রসাদ লাভ কোত্তে পারবো, আর যখন দারা আর সুলতান সুজা রাজকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তখন, হে প্রিয় ভ্রাতা

মুরাদ! দুর্জ্জয় রাজ্য সুশাসন কর্‌বার্‌ ক্ষমতা যোগ্যতা শুদ্ধ তোমা-তেই বিদ্যমান রয়েছে। একথা শুধু আমি বলি না, বড় বড় ওমরাওরাও ঐ কথা বোলে তোমার অনুরাগ কোরে থাকেন্‌। তোমার দুরন্ত পরাক্রমের তুলনা নাই, তাই তুমি তাঁদের শ্রদ্ধাস্পদ হোয়েছ, এক্ষণে তারা তোমার রাজধানী আগমনের প্রতীক্ষা কোরে আছেন। তোমার নিকট আমি এই মাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি যখন রাজ্যেশ্বর হবে, তোমার রাজ্যের মধ্যে কোন নির্জ্জন স্থানে আমায় বাস্‌ কোত্তে দিও, আমি যেন সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে জগদীশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থেকে জীবন অবশেষ কোত্তে পারি। আমি সহায় হোয়ে তোমার সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত আছি, আমি আমার যুক্তি আর ভ্রাতৃক স্নেহ প্রদান কোরে তোমার আনুকুল্য কোত্তে সম্মত আছি। আমার সঙ্গে যে লস্কর আছে, সে সমুদয় তোমার হুকুমের অধীন কোরিয়ে দেবো। এই সকল সরস প্রলোভন বাক্য দ্বারা আরঙ্গজেব মৎস্যটী আপন চারে এনে কুচক্ররূপ বঁড়শীতে গেঁথে ফেল্লেন। শাহা আবিয়াস্‌ বোল্লেন "এই হোচ্চে আরঙ্গ-জেবের আশয়, অভিপ্রায়, এবং তাৎপর্য্য। মুরাদ বাঁকিকে সুরাতের কেল্লা অবরোধ কোত্তে পরামর্শ দিয়ে চিঠীখানি সমাপ্ত করেন। সুরাত অবরোধ করবার ভার আমার উপর এসে পোড়েছে। যুবা! সকল কথাই তো শুন্‌লে, আরঙ্গজেবের পত্র সম্বন্ধে তোমার কিরূপ অভিপ্রায় তা বল"। আরঙ্গজেব আমার মুনিব এবং রাজা, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা আমায় বল্‌তে না হয়, সেইটীই আমার ইচ্ছা, কেননা ধর্ম্ম ভেবে বল্‌তে গেলে আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অবশ্যই দোষারোপ কোত্তে হতো, আমি তাই সাত পাঁচ চিন্তা কোরে, ঘোর ফের কোরে, এমনি দ্বিভাবের উত্তর কল্লেম, খোজার সাধ্য হলো না আমার কি অভিপ্রায় তা বুঝে উঠেন। তার পরেই আবিয়াস যুদ্ধের আয়োজন কোত্তে সুরাতে চলে

গেলেন, আমিও বেঁচে গেলেম্, আমায় আর বারবার সেই অরুচিকর কাল তর্ক লয়ে নিরর্থক বাক্চাতুরী কোত্তে হলো না।

মুরাদ আরঙ্গজেবের পত্রখানি অকপটে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখাতে লাগলেন, মনের আশা এই যে, পত্রের মর্ম্মাবগত হোলে লোক তাঁর অনুগত হোয়ে চোল্‌বে, তাঁর অধীনে থেকে কাজ কর্ম্ম কোত্তেও তাদের প্রবৃত্তি হবে, ধনবান মহাজনেরাও তাঁকে টাকা কর্জ্জ দিতে কুণ্ঠিত হবে না, এক্ষণে নিরবচ্ছিন্ন জোর জবর দাস্ত কোরে ঐ টাকা তাদের কাছ থেকে এক প্রকার কেড়ে নেওয়াই হোচ্ছিল।

মুরাদ আকাশ. কুসুম দর্শনের ন্যায় মনে মনে রাজপদ রাজ পরাক্রম গ্রহণ কোল্লেন, লোক জনকে লম্বা লম্বা আশা ভরসা দিতে লাগলেন, উম্মেদারে উম্মেদারে তাঁর বাড়ী যেন হার ঘোষের গোয়াল হোয়ে পোড়্‌ল, বিস্তর বাহিনীও সমবেত কোল্লেন, সুরাত অবরোধের নিমিত্ত সসৈন্য প্রস্তুত হোয়ে রইলেন। এক্ষণে আমি তাঁর অনুমতি লয়ে আরঙ্গজেবের নিকট চলে গেলেম। এসে দেখলেম দারুণ লোভ-ব্রতে ব্রতী, রাজ্য লোলুপ, ধূর্ত্ত রাজপুত্র আরঙ্গজেব নানা দূরভিসন্ধি চক্র লোয়ে ব্যতিব্যস্ত আছেন, জেমলার বাহিনী সমূহকে হস্তগত করা এক্ষণে তাঁর প্রধান অভিসন্ধি। আমীর জেমলা সসৈন্য আগ্‌রা থেকে আগমন কোরেছেন, আপাতত ক্যালয়ানি অবরোধের নিমিত্ত মহাব্যস্ত ছিলেন, সেটী সম্রাট শাজাহানের হুকুম। জেমলার সঙ্গে কিরূপে স্বয়ং সাক্ষাৎ কোরে পরামর্শ আট্‌বেন, রাজপুত্র তারি মন্ত্রণা, তারি কৌশল কোচ্ছিলেন, এমন সময় আমি উপস্থিত হোয়ে সাক্ষাৎ করবার প্রার্থনা জানালেম।

আরঙ্গজেব আমায় দেখে বোল্লেন, "কও কথা! তুমি কোথা থেকে? আমি মনে কোরে ছিলেম কাল যমই বুঝি তোমার পরিসেবায় আমাদের বঞ্চিত কোল্লেন। দোহাই আল্লার! তুমি এত দিন কি কাজে

ব্যস্ত ছিলে বল, এই বুঝি তোমার প্রভুভক্তি দেখানো! এই বুঝি তোমার বিশ্বাস বজায় রাখা! যাবার সময় তোমায় বারম্বার কোরে বলে দিছিলেম, আগরায় কি বন্দবস্ত হয়, দারা কি মন্ত্রণা কি চক্র কোচ্ছেন, সে সকল বিষয় অবশ্য অবশ্য আমায় লিখে পাঠাবে, কদাচ যেন অন্যথা না হয়, সে সব কথা কি তুমি বিস্মৃত হোয়ে গেছো? আমি কি তোমায় তৎকালীন বিশেষ কোরে বলে দিইনি, এ কার্য্যে যেন কদাচ গাফিলি না হয়?

আমি আপনার দুর্ঘটনার বৃত্তান্তগুলি যত পাল্লেম বোল্লেম, কিন্তু সে কথা শুনে রাজপুত্র সন্তুষ্ট হোলেন না, তথাচ তিনি অনুগ্রহ কোরে মুরাদের লস্কর সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তাদের মনের কিরূপ গতিক, কার কি বেতন, এই সকল সন্ধান জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্লেন। আবশ্যক মত সকল কথারি উত্তর কোরে শেষে বোল্লেম, শাহা আবিয়াস্ মুরাদবাঁকিকে দিবারাত্র এই বোলে জপাচ্ছেন যে, আরঙ্গজেবের পত্র অনুসারে তাঁর কথায় বিশ্বাস যাবেন না, তাঁর আশ্বাস বাক্যের উপর ভরাভর দিয়ে চোল্‌বেন না।

আরঙ্গজেব একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, "সাদক! তুমি যখন আমার দুর্নাম কোত্তে শুন্‌লে, তখন অবশ্যই তুমি কিরে দিব্যি কোরে বোলে ছিলে আরঙ্গজেব সেরূপ স্বভাবের লোক নন্, তাঁর কথার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে নির্ভর কোত্তে পার"। আমি যে দ্বি অর্থক কথা বোলে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কোরে ছিলেম, সে কথা রাজকুমারকে বোল্‌তে সাহস হলো না, তাই এই কথা বোলে তাঁর কথার উত্তর কোল্লেম "যে স্থলে শাহা আবিয়াস্ উপস্থিত আছেন, সে স্থলে আমি কে যে, আমার কথা গ্রাহ্য হবে, তথাচ হুজুরের মনে যে খলতা কপটতা নাই, সেই কথাটী কিন্তু কৌশল কোরে জানিয়ে দিয়েছি, কতক ভঙ্গীতে কতক

ইঙ্গিতে বেশ বুঝিয়ে দিয়েছি যে, হুজুর অতি নিরীহ, অতি নিস্পৃহ, অতি সরল, মনে কিছু গোল নাই"।

রাজপুত্র শুনে বোল্লেন "আচ্ছা তা বেশ কোরেছ, আমাদের আর একটী অভিপ্রায় আছে, আমীরজেমলাকে আর তার সৈন্য সামন্তকে আমাদের অনুগত পক্ষ কোত্তে হবে"। আমি বোল্লেম, হুজুর! একটী কথা বিস্মৃত হোচ্ছেন, প্রভু ভক্তির জামিনের স্বরূপ আমিরের পরিবার আপনার রাজভ্রাতা দারার হস্তে আবদ্ধ আছে।

আরঙ্গজেব বোল্লেন সে কথা আমি বিস্মৃত হইনি, আমীরের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হোলে সে পথ পরিষ্কার হোয়ে যাবে। সাদক! তোমায় স্পষ্ট বোল্‌ছি আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হোয়েছি, তুমি যদি পূর্ব্বের মতন আমার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ কোত্তে চাও, তবে তার সময় এই, আমীর এক্ষণে কালিয়ানিতে বাস কোচ্ছেন, তুমি গিয়ে তাঁকে এই কথা বল, তিনি যেন দৌলতাবাদে এসে একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বিশেষ পরামর্শ আছে, সেই জন্যে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে তুমি এই দণ্ডেই চোলে যাও, আমীরকে সঙ্গে কোরে আনতে চাও, দেখো যেন একথার অন্যথা না হয়।

"অন্যথা না হয়" এরূপ হুকুম কোত্তে রাজপুত্রের পক্ষে অতি সহজ, আমি কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় কোল্লেম্ একার্য্য আমা হোতে নির্ব্বাহ হবার নয়, আমি অপ্রতিভ হব, বিশেষতঃ সকল দিক বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে আমিই এ দৌত্যকার্য্যের অনুপযুক্ত পাত্র, তথাচ কি করি, অগত্যা বিশজন সোয়ার সঙ্গে কোরে কালিয়ানির যাত্রা কোল্লেম, মন কিন্তু সুখী হলো না, অন্তঃকরণের মধ্যে যেন কতই দুর্ভার জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল। আমীর আমায় দেখে, হঠাৎ চম্‌কে উঠে, রাগে চোক্ মুখ লাল কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তুমি আবার এখানে কেন

এসেছ ? আমার এখানে তোমার কি প্রয়োজন ?” আমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্লেম, আমার নিজের কোন গরজ নাই, আপনাকে সঙ্গে কোরে দৌলতাবাদে লয়ে যাবার জন্যে আরঙ্গজেব আমায় পাঠিয়েছেন, রাজপুত্র আপনাকে কোন বিশেষ কথা বোলবেন বোলে আপনার প্রতীক্ষা কোচ্চেন। আরঙ্গজেব সাক্ষাৎ কোরে যে কথা বোলবেন, আমীর যেন তার মর্ম্ম বুঝ্তে পাল্লেন, তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে এইরূপ অনুমান হোল। জেম্‌লা লস্কর ছেড়েযেতে অস্বীকৃত হোলেন, মুখে কিন্তু এই কথা বোল্লেন, আগরা থেকে তাঁর কাছে পত্র এসেছে, তিনি নিশ্চয় খবর পেয়েছেন শাজাহানের কালপ্রাপ্তি হয় নাই, মৃত্যু হওয়া দূরে থাকুক, সম্রাট বরং দিন দিন আরোগ্য লাভ কোচ্চেন, এ সম্বাদ যদিও সত্য না হোতো, তথাচ যে আরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পাত্তেম, তা বোধ হয় পাত্তেম না, যেহেতু আমার স্ত্রী পরিবার দারার আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিতি কোচ্চে। এই উত্তর লয়ে আমায় আরঙ্গজেবের কাছে ফিরে যেতে হোল। রাজপুত্র দুই চক্ষু পাকিয়ে কালমূর্ত্তি হোলেন, আমি ছল কৌশল জানি না বলে আমায় তিরস্কার কোত্তে লাগলেন, মুখে বোল্লেন, এরূপ কোন দৌত্যকার্য্যে আমায় কখন পাঠাবেন না, ঐ কথা শুনে আমার হাঁসি পেলে, ভাবলেম এ শুখনো কাঠে ব্রহ্ম শাঁপ কেন! কি করি, নিস্তব্ধ হোয়ে রইলেম, তাঁর এ অন্যায় অপবাদ আমায় সয়ে থাকতে হোল, কাল গুণে, অবস্থা গুণে, সব সহ্য কোত্তে হয়, আমি আর কথা কাটাকাটি না কোরে চুপ কোরে রইলেম, তার পর অনেক অনুনয় জানিয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সোরে পোড়্‌লেম। আরঙ্গজেব যে সহজে তাঁর অভিসন্ধি পরিত্যাগ কোরবেন, তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদকে আমীরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, ইনিও কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হোতে পাল্লেন না। মহম্মদ বিমুখ হোয়ে ফিরে

এলে, কুমারের মধ্যম পুত্র সুলতান মাজমকে পাঠান হোলো, তিনি গিয়ে এত আত্মীয়তার ভাণ কল্লেন, বাক্যের ফাঁদ পেতে এত চতুরালি দেখালেন, আমীর সেই বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে তাঁর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে বাধ্য হোলেন। আমীর কালিয়ানির দুর্গ দুর্গপতির হস্তে সমর্পণ কোরে, তাঁকে নিয়ম পালনের পক্ষে বিশেষ আবদ্ধ কোরে, বেছে বেছে ভাল ভাল সৈন্য লয়ে দৌলতাবাদে চোলে গেলেন। আরঙ্গজেব যৎকালীন আমীরের আহ্বান করেন, তখন আমি সেস্থানে উপস্থিত ছিলাম না, আমার উপস্থিত থাক্‌বার অনুমতিই ছিল না, ইয়াসমিন কিন্তু তৎকালে সেস্থানে উপস্থিত থাকেন, ঐ ইয়াসমিনের নিকট শুন্‌লেম, রাজপুত্র আমীরের গলা জড়িয়ে ধোরে তাঁরে পিতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন। যখন তাঁদের গোপনীয় কথা বার্ত্তা হয়, সুলতান মাজম ও সুলতান মহম্মদ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরা কিন্তু সে নিগূঢ় সাক্ষাতের মর্ম্ম অবগত হোতে পারি নাই, শেষে শুনলেম আমীর দৌলতাবাদে বন্দী হোয়েছেন, শুনে আমরা হতবুদ্ধি হোলেম, এই অনুমান কোল্লেম, আরঙ্গজেব আমীরকে বন্দী হোতে বলেন, আমীর তাঁর প্রস্তাব মত বন্দী হোতে স্বীকৃত হন, তা হোলে দারা আর বুঝ্‌তে পারবেন না যে, তাঁরা পরস্পরের মিত্র, কারণ দারা যদি জান্‌তে পারেন আমীর আরঙ্গজেবের মিত্র হোয়েছেন, তবে যে তাঁকে পরিবার গুলিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে, তার আর সন্দেহ নেই। আমীর বন্দী হোতে সম্মত হোলেন কেন? তাঁকে কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরে প্রলোভ দেখানো হোয়েছিল? আমীর কি সেই ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার কুহকে বিমোহিত হোয়ে বন্দী হোতে স্বীকৃত হোলেন? না, সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হোতে তাঁর সাহস হোলোনা? তাই সুতরাং ভয়ে জড় সড় হোয়ে অনিচ্ছাতেও বন্দী হোতে হয়েছিল? আমরা কিন্তু সে অস্ফুট কথার কিছুই অবগত হোতে পারি নাই, তবে কথা এই যে, শুধু মেষে কখন

মাটি ভেজে না, কোন রকম না কোন রকম ভয় অবশ্যই দেখানো হোয়েছিল। একজন খোজা কোন গতিকে সে পরামর্শ ঘরের ভিতর একবার উঁকি মেরে দেখেছিল, তারি মুখে সুলতান মহম্মদের আকার প্রকার, তার ভাবভঙ্গির কথা শুনতে পেলেম। সুলতান মহম্মদ তখন অস্ত্র শস্ত্র লয়ে বীর সজ্জায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর সে সময়ের ভীম মূর্ত্তি বিস্মৃত হবার নয়, যেহেতু তিনি নিজে অপারক হয়ে ফিরে আসিলে, তাঁর সহোদর গিয়ে আমীরকে সঙ্গে কোরে নিয়ে আসেন, সুলতান মহম্মদের পক্ষে সেটী অপমানের কথা, তাই তিনি বীর মূর্ত্তি হোয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমীরের লস্করেরা যখন শুনলে তাদের নায়কপ্রধান বন্দী হোয়েছেন, তারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁর মুক্তি প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌ল। তারা তদ্দণ্ডেই আমীরকে উদ্ধার কোরে লইত, কিন্তু আরঙ্গজেব মধ্যবর্ত্তী হোয়ে তাদের নিবারণ কোল্লেন। রাজকুমার সেনাপতির প্রধান প্রধান সরদারদের ডেকে বোল্লেন, আমীর আপনার সম্যক্ ইচ্ছাতেই কয়েদ হয়েছেন, এ কৌশলের মর্ম্ম কেবল তাঁদের মধ্যেই প্রকাশ ছিল, অন্যের জান্‌বার বিষয় নয়। এতদ্ভিন্ন রাজকুমার বিস্তর বহুমূল্যের খেলাত দিয়ে লস্কর ও সরদারদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দিলেন, তিন মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান কোল্লেন, রাজকুমার এই সকল উপায় ও কৌশল দ্বারা লস্করদের মন মুগ্ধ কোরে আপনার অনুগত পক্ষ কোল্লেন। তিনি যে সমর তরঙ্গের অনুষ্ঠান কোচ্ছিলেন, তাতে তারা ব্রতী হোতে স্বীকার কোল্লে। আরঙ্গজেব দেখ্‌লেন, তাঁর এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কোন বাধা নাই, সকল আয়োজনই হোয়েছে, মুরাদবাঁকি সুরাত অধিকার কোরে তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হোলেন, এক্ষণে উভয় বাহিনী একত্রিত হোয়ে উল্লাসের, উৎসবের মহা ধুম হোতে লাগলো। আমরা আপাততঃ আগরা রাজধানীর যাত্রা কর্‌বার আয়ো-

জন কোত্তে লাগ্‌লেন, আরঙ্গজেব সকল কাজ কথাতেই মুরাদবাঁকিকে সম্রাট বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তিনি যেন অনুগত দাস, এই রূপ ভাণ কোরে, মুরাদবাঁকির আদেশ অনুমতি গুলি অতি নম্র হোয়ে সগৌরবে পালন কোত্তে লাগ্‌লেন।

উভয় বাহিনী একত্র হওয়াতে আগরাতে ভারি একটা গোলযোগ পোড়ে গেল। আরঙ্গজেব ধীর প্রাজ্ঞ বুদ্ধিমান, মুরাদবাঁকি দুর্দ্দান্ত তেজস্বী, দারার মনে কাজে কাজেই ভয় হলো। এদিকে সুল্‌তান্ সুজা বিস্তর সৈন্য লয়ে দ্রুত বেগে বঙ্গদেশ থেকে রাজধানী অভিমুখে চলেছেন, তাতে কোরেও দারার পক্ষে আর একটী নূতন গুরুতর বিভ্রাট বৃদ্ধি হলো। সম্রাটের এক্ষণে প্রকৃত দুরবস্থা, এক দিকে রোগগ্রস্ত হোয়ে যন্ত্রণা ভোগ কোচ্ছেন, আর এক দিকে দারার হাতে প্রায় বন্দী হোয়ে আছেন, দারা তাঁর সঙ্গে দারুণ দুর্ব্যবহার কোচ্ছিলেন। আগরায় কি কি কাণ্ড হোচ্ছিল, সে খবর আমরা সকলের আগে পেতে লাগ্‌লেম।

সুল্‌তানসুজার প্রতিরোধ জন্য যে লস্কর নিযুক্ত হয়, দারার জেষ্ঠ পুত্র সলিমান্ সিকু তাঁদের সেনাপতি হোলেন। সিকুকে দারা অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, সিকু অপ্রাজ্ঞের ন্যায় অধীর হোয়ে কোন দুঃসাহসের কার্য্য না কোত্তে পারেন, বিশেষতঃ রাগান্ধ হোয়ে হঠাৎ একটা রুধিরপ্লাবিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হোতে পারেন, তাই দারার নিয়োগ অনুসারে রাজা জয়সিংহ যুবরাজপুত্রের পরামর্শ-দাতা হোয়ে তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী হোলেন। জয়সিংহ একজন প্রবীণ বৃদ্ধ রাজা, বিস্তর অর্থের অধিকারী, তাঁর উপর এই আদেশ হলো, ছলে হোক্, বলে হোক, সুজা যাতে বঙ্গদেশে ফিরে যান তারি চেষ্টা কোর্‌বেন। তথাচ একটা যুদ্ধ কোত্তে হোয়েছিল, যুদ্ধের ফল এই হলো, সুজা পরাভূত হোয়ে একেবারে ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌লেন। সুজা শত্রুহস্তে বন্দীও হোতেন, পরে জয়সিংহ যে একজন প্রকৃত রাজপুত্রের অঙ্গে সহসা হস্তার্পণ কোর্‌

বেন, সে বিষয়ে তিনি ভারি বিবেচক ভারি সাবধান ছিলেন, লোকে বলে তিনি ইচ্ছা কোরেই রাজপুত্রের পালাবার উপায় বোলে দিছিলেন। আমরা যখন বরহাম্পুরের নদী উত্তীর্ণ হোয়ে, পার্ব্বতীয় দুর্গম পথ ভেদ কোরে, সরাসর্ একটানা চোলে আস্ছিলেম, সেই সময় ঐ যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তগুলি শ্রবণ কোল্লেম। আমাদের গমনের মর্ম্মাবধারণ কোত্তে দারার কাল বিলম্ব হলো না, তাই আমাদের প্রতিকূলে বিপক্ষতা কোত্তে কুমার একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন, অজীন নদীর পথে আমাদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত কর্বার নিমিত্ত সে দিকেও একদল বাহিনী রওনা কোরে দেওয়া হয়। কাশীম খাঁ ও রাজা যশমন্তসিংহ এই দুই ব্যক্তিকে সেনাপতি কোরে আমাদের প্রতিকূলে প্রেরণ করা হয়। কাশীম খাঁ সম্রাট শাজাহানের অতিশয় অনুগত বন্ধু, যশমন্তসিংহ রাজবৃন্দের চূড়ামণি।

দারা দূতের মুখে অনুনয় কোরে আরঙ্গজেবকে এই কথা বোলে পাঠালেন, তিনি আর অগ্রসর না হোয়ে পথে থেকে ফিরে যান। তখন কিন্তু রাজপুত্র অনেক পথ এগিয়ে এসে পোড়েছেন, সুতরাং ফিরে যাবার আর সময় ছিল না, বিশেষতঃ তাঁর মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ছিল তিনি প্রাণ থাক্তে কদাচ বিমুখ হবেন না, আর কি এখন দূতের কথা শুনে নিবৃত্ত হোতে পারেন? কি করি, আমরা ক্রমিক অগ্রবর্ত্তী হোতে লাগ্লেম, কতক পথ অগ্রসর হোয়ে হঠাৎ দেখ্তে পেলেম, নর্ম্মদা নদীর কিঞ্চিৎ দূরে শত্রুপক্ষেরা একটা উচ্চ স্থানে যুদ্ধের ভঙ্গিতে সারবন্দি হোয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীম খাঁ বিপক্ষের সেনাপতি, আমাদের গতি অবরোধ করেন এই তাঁর স্পষ্ট অভিপ্রায়। আরঙ্গজেব তাই দেখে কারপর্দাজ লয়ে পরামর্শ কোত্তে বোস্লেন, আমি যে পরামর্শ দিলেম, সেই পরামর্শ মতেই কার্য্য করা হলো। আমি বোল্লেম, আমরা নদী পার হবার ছলনা কোরে মিথ্যামিথ্যা উদ্যোগ

আড়ম্বর করি, নচেৎ রক্ষা নাই, আমাদের নিশ্চিন্ত থাক্‌তে দেখ্‌লে, শত্রুপক্ষেরা পার হোয়ে এসে কেটে খান্‌খান্‌ কোরে ফেল্‌বে। নদীর ধারে এক্ষণে যে সকল লস্কর উপস্থিত, তারা পথক্লান্ত হোয়ে নির্জ্জীবপ্রায় হোয়ে পোড়েছে, পশ্চাতে যে সকল সৈন্য আগমন কোচ্ছে, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই বিপক্ষেরা আমাদের উপর চড়াও হোতে পারে, তাই নদী পার হবার জন্য লোক দেখানো মহা উদ্যোগ কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু সে সকলি মিথ্যা, তখন গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রেরও অতিশয় প্রভাব, হেঁটে পার হবার উপযুক্ত সময়। আমাদের এই উদ্যোগ দেখে বিপক্ষেরা আর অগ্রসর না হোয়ে পথাবরোধ কর্‌বার্‌ জন্য আয়োজন কোত্তে লাগ্‌ল। ইত্যবসরে বাকী লস্কর এসে পৌঁছিল, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে ভরসা হল, তিনি এক্ষণে জবরদস্তী কোরে নদী পার হবার যত্নবান হোলেন। তোপগুলি দাগ্‌বার মুখে সাজিয়ে রাখা হল, সেই সকল তোপমুখনিঃসৃত ধূমরাশির আবরণে আবৃত হোয়ে লস্করদের অগ্রসর হোতে হুকুম দিলেন। শত্রুপক্ষের তোপও ঘোর ভৈরব রব কোরে পাল্টাপাল্টি উত্তর দিতে লাগ্‌ল, দুই দিকে সমান দুর্দ্দান্ত তোড়ে যুদ্ধ চোল্‌তে লাগ্‌ল। মুরাদবাঁকি তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে লয়ে সকলের অগ্রে পরপারে উত্তীর্ণ হোলেন, তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাতেই বাকী লস্করের দল অনুসরণ কোল্লে। কাশীম খাঁ রাজা যশবন্ত সিংহকে সাংঘাতিক বিপদে পতিত কোরে পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, রাজার একান্ত ভক্ত রাজপুতেরা তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কোল্লে না, সেই সকল বীর্য্যমত্ত অনুগত বীরগণেরা তাঁর পায়ের নিচে পোড়ে, ছট্‌ ফট্‌ কোত্তে কোত্তে প্রাণত্যাগ কোত্তে লাগ্‌ল। রাজা সেই মর্ম্মান্তিক হৃদয়ঘাতি বিপদস্রোত স্বচক্ষে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। আমরা জয়ী হোলেম, রাজা যশমন্তসিংহ পাঁচ শত রাজপুত লয়ে আপনার রাজ্যে অথবা অন্যত্রে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন,

রাজা আর যেখানেই যান, তিনি কিন্তু আগরায় আর ফিরে যান্‌নি। অজীনে আরঙ্গজেবের জয়ের বার্ত্তা শ্রবণ কোরে দারা কালাগ্নিবৎ ক্রোধে প্রলয়াবতার হোলেন। কাশীম খাঁকে আর আমীর জেমলার পরিবারকে প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা কোরে রাজপুত্র বোল্লেন, আমীর জেম্‌লা আরঙ্গজেবকে সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আনুকুল্য করেছে বলেই এই মহাঅনর্থপাৎ উপস্থিত হোয়েছে। দারার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল আমীর জেম্‌লার পুত্রের প্রাণদণ্ড কোরে, তাঁর স্ত্রী পরিবারকে বাঁদী কোরে বাজারে বিক্রয় করেন, সম্রাট কিন্তু গুটিকতক কথা বলাতে দারা ততদূর নিষ্ঠুর হোতে পাল্লেন না। সম্রাট বল্লেন "আমীর জেম্‌লার পুত্র পরিবার যখন দারার হস্তগত হোয়ে রয়েছে, তখন যে আমীর আরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগাযোগ কোরবেন্ এ কথা অতি অসম্ভব," বাদশাহা আরও একথাও বল্লেন, "বরং আমীর বুদ্ধিদোষে আরঙ্গজেবের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছেন।"

সংগ্রামের পর নর্ম্মদার তীরে বোসে ঐ সকল কথা শুন্‌তে পেলেম্, আমরা নদীতীরে কিছুকাল বিশ্রাম কর্‌বার অভিপ্রায় কোল্লেম, মুরাদ কিন্তু অধীর হয়ে আরঙ্গজেবকে বারম্বার বিরক্ত কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "আর বিলম্ব না কোরে অগ্রসর হবার পরামর্শ স্থির করুন", তাঁর কথা কিন্তু রক্ষা হোলোনা, আরঙ্গজেবের পরামর্শ মত আস্তে আস্তে যাওয়াই স্থির হলো। আমরা এক্ষণে রয়েবোসে ধীরে ধীরে, অতি সতর্ক হয়ে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেম, পথের মধ্যে যখন যেরূপ সংবাদ পেতে লাগ্‌লেম, আমাদের অগ্রগমনের ব্যবস্থা তদনুরূপ হোতে লাগিল।

---

২০ পরিচ্ছেদ।

"সাঁতার না জান্‌লে বাপের পুকুরে ডুবে মরে"।

শেষ কালে যে একটী ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হবে, নর্ম্মদা তীরের যুদ্ধটী তারি পূর্ব্বসূত্র হোয়ে রইল। দারা দুর্দ্দান্ত ক্রোধে অধীর হয়ে, সম্রাটের পরামর্শ না শুনে, আপনি সেনাপতি হোয়ে চম্বল নদীর তীরে কুঁচকোরে চোলে গেলেন। চম্বল নদী আগ্‌রা থেকে ত্রিশ ক্রোশ দূরে, সেই স্থানে উপস্থিত হোয়ে আমাদের নদী অবতরণের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার উচিত আয়োজন কোত্তে লাগ্‌লেন। এরূপ সতর্কহোয়ে আট্‌ঘাট অবরুদ্ধ কোল্লে সে নদী পার হওয়া যে দুষ্কর হবে, আরঙ্গজেব সে বিষয় অপরিজ্ঞাত ছিলেননা, তাই আর পুরোবর্ত্তী না হোয়ে, দারার বাহিনী দেখ্‌তে পায়, ঠিক এত অন্তরে অবস্থিতি কোত্তে লাগ্‌লেন, এই অবসরে নানা কৌশল কোরে একটী রাজার সঙ্গে মহা আত্মীয়তা কোল্লেন্। রাজনবর নানা অনুরোধে বাধ্য হোয়ে তাঁর অধীকারের মধ্যদিয়ে আমাদের কুচ কর্‌বার অনুমতি প্রদান কোল্লেন। নদীর যে স্থান তরণীয় অথচ অরক্ষিত, আমরা তাঁর রাজ্য দিয়ে সেই স্থানে পৌঁছিব স্থির কোল্লেম। দারাকে বঞ্চনা কর্‌বার নিমিত্ত তাঁবু গুলি খাড়া কোরে রেখে আমরা চলে গেলেম। তিনি আমাদের প্রস্থান কর্‌বার সংবাদ অবগত হবার পূর্ব্বেই আমরা তাঁর নিকটে এসে পড়্‌লেম। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি দেখে দারা আপনার গড় পরিত্যাগ কোরে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত

হলেন। আমরা যমুনার ধারে পোঁছে, গড় বন্দির মধ্যে অবস্থিতি কোরে শত্রুআগমনের প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। একদিকে আমরা, অপর দিকে আগরা, ইহার মধ্যস্থলে দারা ছাউনি কোল্লেন, এই অবস্থায় চারি দিবস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করি, এ অবকাশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ একটা কথা উঠ্‌লো যে, নজফালীখাঁ দারার একজন সেনাপতি হয়েছেন, আমি কিন্তু সে কথা হেঁসে উড়িয়ে দিলেম, আমার মুখে নজফালীর অপমৃত্যুর কথা শুনে আরঙ্গজেব সন্তুষ্ট হলেন। রাজকুমার কর্ম্মচারীদের ডেকে বল্লেন, আগত যুদ্ধে যারা প্রসিদ্ধ খ্যাতাপন্ন হবেন, তাদের পুরস্কার কোর্‌বেন, তদ্ভিন্ন কুমার চিরানুগ্রহের আশা ভরসা তাদের চক্ষের উপর ধোরে দিতে লাগ্‌লেন। সকলে প্রতিজ্ঞা কোরে বল্লেম, "তাঁর জন্যে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, জীবন দেব তথাচ বিমুখ হবনা"। রাজপুত্র আমাদের বিদায় কোরে দিয়ে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন। তোপগুলি লোহার শৃঙ্খলে পরস্পর যুক্ত কোরে শ্রেণীমত সম্মুখে সাজিয়ে রাখা হল, শত্রুপক্ষের অশ্বারোহীরা আমাদের দলের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বে না বোলেই এই কৌশল করা হল, বড় বড় তোপের পশ্চাতে উটের পীঠে ছোট ছোট তোপ স্থাপিত করা হল, তার পশ্চাতে বন্দুকধারী দাঁড়িয়ে, অশ্বারোহীরা শাঙ্গিন তলোয়ার ও তীর ধনুক লয়ে ডাইনে বাঁয়ে ইতস্ততঃ হোয়ে অথচ ব্যবস্থামত ছোড়িয়ে রইল। আমাদিগের ব্যূহ রচনার মতন দারারও বাহিনীবিন্যাস হল। অবিশ্রান্ত ঘন গর্জ্জনের ন্যায় তোপের নিরন্তর ঘোরগম্ভীর নির্ঘোষে, অবিশ্রান্ত ঝন্‌ঝার ন্যায় তীরের অনবরত সন্ সন্ শব্দে, ধরা কম্পিত কোরে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ঘন ঘন তোপধ্বনির গভীর শব্দে কর্ণ বধির হোতে লাগল, অনবরত ধনুষ্টঙ্কারের কড়ক্কড় রবে দিক স্তব্ধ হোতে লাগল, তোপমুখনিঃসৃত রাশি রাশি ধূম পুঞ্জে গগণ অন্ধকারময় হল,

ঐ সকল ধূমরাশি অপসৃত হোয়ে যখন চারি দিক্ পরিষ্কার হোয়ে পোড়্‌ল, সেই সময় দূর থেকে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, দারা একটা বিরাটাকার বৃহৎ হস্তীর উপর সোয়ার হোয়ে হুকুম সাদের কোচ্ছেন। একদল অশ্বারোহী সঙ্গে লয়ে তাদের আগে আগে অকুতোভয়ে আমাদের তোপের মুখে অগ্রসর হোচ্ছেন, আমরাও অসঙ্কুচিত মনে তাঁর সম্মুখবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লেম, তিনিও সেইরূপ নির্ভয়ে আমাদের তোপাগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে লাগ্‌লেন, শত শত প্রাণী তাঁর পায়ের তলে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল, তাঁর অনুগামী যে সকল সোয়ার ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে পোড়েছিল, তারা পুনরায় আপনার আপনার পদ্ ও স্থান গ্রহণ কোল্লে। তোপের ভীষণ আক্রমণ পুনশ্চ আরম্ভ হল, এই দ্বিতীয় বারেও আমাদের তোপাগ্নির মুখে মৃত্যু স্রোত, সংহার স্রোত, ঘোর বেগে প্রবাহিত হোতে লাগল, আমাদের তুরুক সোয়ারেরা মরিয়া হোয়ে, নিবিড় সমর তরঙ্গের মধ্যে সরোষে প্রবেশ কোরে, ঘোর মহামারি আরম্ভ কোরে দিলে। বিপক্ষের গোলন্দাজদিগের মস্তক ছিন্ন কোরে ভূমিসাৎ কোত্তে লাগ্‌ল, তারা যেন অকালে যুগপ্রলয় উপস্থিত কোরে দিলে। উভয় পক্ষের তুরুক সোয়ারে তুরুক সোয়ারে কাটাকাটী আরম্ভ কোল্লে, তখন আর আমার অন্য কাজ ছিল না, কেবল কাট্‌তে কাট্‌তে, দুটুক্‌রো কোত্তে কোত্তে, চলেছি. আমার হস্ত দুখানি পরিশ্রম কোরে কোরে, যেন ছিঁড়ে পোড়্‌তে লাগ্‌ল, আমরা কে কেমন বীরত্ব প্রকাশ কোচ্ছি, আরঙ্গজেব তা নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌ছিলেন, তাঁর সঙ্গে একবার চোকচোকি হওয়ায়, রাজকুমার একটু মুচকে হাঁসলেন, হাঁসবার কিন্তু বিশেষ কারণ কিছুই ছিল না। দারাও বেছে বেছে, চোনা চোনা কতকগুলি তুরুক সোয়ার লয়ে আমাদের উপর চড়াও হোলেন, আমাদের পক্ষে বিস্তর লস্কর কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো কোত্তে লাগ্‌লেন, আমাদের দল বল সংহার কোরে নিঃশেষ প্রায় কোরে ফেল্লেন, এমন কি আরঙ্গজেবের পক্ষে আমরা হাজার লোকের অধিক

অবশিষ্ট ছিলেম না। দুইবার আমি ঢাল দিয়ে ঢেকে রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষা করি। আমি আমাদের লস্করগণকে ডেকে বোল্লেম, আমরা কদাচ পশ্চাৎ হট্‌বনা, তার অপেক্ষা বরং এই স্থানেই প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তথাচ বিমুখ হব না।

ঐ কথা শুনে আরঙ্গজেব অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "কি! হটে যাব! আল্লার দিব্যি, তা কখনই হবে না! তোমরা যদি ছেড়ে যাও, যাবে, আমার হাতির পায় জিঞ্জির বেঁধে দাও, আমি এই স্থানেই থাক্‌ব, এই স্থানেই প্রাণত্যাগ কোর্‌ব"। ঐ সাহস বাক্য শুনে আহ্লাদে হোর্‌রা দিয়ে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, বোল্লেম "আমরা শেষ পর্য্যন্ত তোমার পাশে থাকব, কদাচ পরিত্যাগ কোরে যাবনা"। রণভূমির অসমতা হেতু দারার পক্ষের তুরুক সোয়ার বিস্তর থেকেও আমাদের অল্পমাত্র অথচ তেজোন্মত্ত লস্কর দলের উপর চড়াও কোত্তে পাল্লে না, ইত্যবসরে দারা বীরমদে মত্ত হোয়ে, ব্যাঘ্রের ন্যায় আস্ফালন কোরে, আমাদের বাম পার্শ্বের বাহিনী দল ছিন্ন ভিন্ন কোরে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, তারা কে কোথায় ছড়িভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌তে লাগল, তার ঠিকানা ছিল না। দারা দুজন প্রধান রণকুশল সেনানায়ককে স্বহস্তে নিপাত করেন, তথাচ আজ দারার অশুভ দিন, অদ্যকার যুদ্ধে জয় লাভ নিঃসন্দেহ তাঁরি হতো সত্য, কিন্তু নির্ব্বিবাদের সময় তাঁর সাহঙ্কার দাম্ভিক আচরণের বিষ ময় ফল আজ তাঁকে অনুভব কোত্তে হল, সেই মহা পাপের ভোগ আজ তাঁকে ভোগ কোত্তে হল, বিনাপরাধে গুণবান্ লোকের অনাদর অগৌরব করা যে মহা পাপ, সেটী আজ তাঁকে শিক্ষা কোত্তে হল। দারার এক জন প্রধান সেনানায়ক ত্রিশ হাজার মোগল বাহিনী লোয়ে তাঁর লস্কর ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা কোচ্ছিলেন, সেই ত্রিশ হাজার রণাসক্ত সমর-কুশল মোগল সেনারা আমাদের সমুদায় দলবলকে উচ্ছিন্ন দিয়ে সমূলে নিপাত কোত্তে পাত্তো, কিন্তু ঐ সেনাপতি সমর ক্ষেত্রের দূরে অবস্থান

কোচ্ছিলেন, তিনি যুদ্ধে আদৌ লিপ্ত হন নাই, তার কারণ আর কিছুই নয়, কয়েক বৎসর গত হলো দারা তাঁকে সাহঙ্কার পূর্ব্বক অপমান করেন, সেই অপমান অদ্যাপি বিস্মৃত হন নাই, তাঁর অন্তরে এপর্য্যন্ত জাগরুক ছিল। দারা দেখলেন, সেই সমরনিপুণ সেনানায়ক এক্ষণে সহায়তা না কোল্লেও তাঁর জয়ী হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হোয়েছে, তথাচ তিনি ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে, সেনাপতির কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় কোত্তে লাগলেন, সেনাপতি তখনও হাতির উপর নিরুদ্বেগে বোসে আছেন। এক্ষণে হাতি থেকে নেবে ঘোড়ার উপর সোওয়ার হবার জন্য দারা তাঁকে অনেক যত্ন কোত্তে লাগলেন, বল্লেন, আমরা যুদ্ধে হেরে ছত্রাকার হোয়ে চারিদিকে দৌড়িয়ে পালাচ্ছি, এক্ষণে কেবল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া কোরে লয়ে যাওয়া ভিন্ন বাকি কিছুই নাই। ইত্যবসরে দারার লস্করেরা দেখলে, রাজপুত্র হাতির উপর নাই, তাঁরে না দেখতে পেয়ে তখনি স্থির কোল্লে দারা মারা পোড়েছেন, তাই তারা হঠাৎ উত্রাসে অভিভূত হোয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটে পালাতে লাগল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই দারার সমুদয় বাহিনী যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে ছত্রাকার হোয়ে পোড়ল, অবশেষে জয়ীপুরুষ পরাভূত হোলেন। দারা প্রাণভয়ে ও মনঃক্ষোভে অবসন্ন হোয়ে পালিয়ে দিল্লীতে প্রস্থান কোল্লেন। সমরাসক্ত ভ্রাতাদের গতিপ্রবৃত্তিগুলি যথাক্রমে বিবৃত করা আমার অভিপ্রায়। সুজার কথা পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে, তিনি সংগ্রামে পরাস্ত হোয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন, অধঃপাতে গেছেন বোল্লেই হয়, দারাও তথৈবচ, তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে সম্যক্‌রূপে ছিন্নভিন্ন হোয়ে পোড়লেন, তথাচ তাঁর মনে মনে আশা ছিল সম্রাট শাজাহান তাঁর সহায়তা কোরবেন, তাই এখনও জয়ী হবার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন। ভ্রাতাদ্বয় আরঙ্গজেব ও মুরাদবাকি আগরায় প্রবেশ কোরে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী কোল্লেন, তার পরেই সমুদয় ওমরাওরা একত্র

হোয়ে ঐ ভ্রাতাদ্বয়ের অনুকূলপক্ষ হোলেন, হতগর্ব্ব, হত সম্পদবৃন্দ নৃপবরের পক্ষ হোয়ে একটী প্রাণীও একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ কোল্লে না, মুখের একটা কথাও বোল্লে না। একপরামর্শী উভয় ভ্রাতা দারার অনুসরণে বাহির হোলেন, দারা তখন পালিয়ে দিল্লীতে অবস্থিতি কোচ্ছিলেন। আমাদের প্রথম দিবসের কুঁচের পর, মীর খাঁ নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে আরঙ্গজেবের যে কথোপকথন হয়, আমিতা উপকর্ণন করি; মীর খাঁ সম্প্রতি রাজকুমারের অতি বিশ্বস্তপাত্র হোয়েছেন। এই কথোপকথনের ভাবার্থ অবগত হোয়ে ত্রাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগ্‌ল, তাঁরা মুরাদ-বাঁকির প্রতিকূলে সাংঘাতিক কালচক্রের কৌশল কোচ্ছিলেন, আমি মনে মনে বোল্লেম, হায়! ছলনা রূপ ছদ্মবেশের মুখশ্ দূরে টেনে ফেলে দেওয়া হবে, রাজপুত্র আরঙ্গজেব তারি অবসর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এক্ষণে আমরা মথুরায় আছি, আগরা থেকে ছোট ছোট চার্‌মঞ্জিল দূরে মাত্র। যদি সাধ্য হয় দুর্ভাগ্য মুরাদের প্রাণরক্ষা কোর্‌বো, এইটী মনে মনে স্থির কোল্লেম, সেই অভিপ্রায়ে নিশীথরাত্রে মুরাদের পরম মিত্র, তাঁর সৎপরামর্শদাতা, খোজা শাহা আবিয়াসের অনুসন্ধান কোরে সাক্ষাৎ কোল্লেম। আরঙ্গজেব ও মীরখাঁর মধ্যে যে দুরন্ত দুর্জ্ঞেয় কৌশ-লের কথোপকথন হয়, সেই দুরূহ বৃত্তান্তটি তাঁকে অবগত করালেম্, খোজা ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ কোরে, আমার উপর ধন্যবাদের একটী বোঝা চাপিয়ে দিলেন, তিনি আমায় তাঁর প্রভুর প্রাণদাতা বোলে সম্বোধন কোত্তে লাগ্‌লেন, তারপর রাজকুমার মুরাদের সম্মুখে আমায় লয়ে গেলেন। মুরাদবাঁকির ভাবভক্তিতে বোধ হোল, তিনি যেন মনে কোল্লেন আমি তাঁর ভ্রাতার কথোপকথনের মধ্যে প্রবেশ কোত্তে পারি নাই, তার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারি নাই, রাজপুত্র আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন না, তাঁর মনে বিশ্বাস হলোনা, খোজা মুরাদের পায়ের তলে পোড়ে বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে বোল্‌তে লাগলেন, আপনি আগ্‌-

রায় ফিরে চলুন, সেখানে আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত আপনাকে সম্রাট বোলে স্বীকার কোরেছেন, সেস্থানে গেলে আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাক্‌বেন। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ কখনই হয়না, রাজপুত্র আমাদের কথা গ্রাহ্যই কোল্লেন না, আমরা যত কাতর হোয়ে, যত কেঁদেকোকিয়ে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লেম, রাজকুমার ততই জেদ্ কোরে অবাধ্য হোতে লাগ্‌লেন, শেষে স্পষ্টই বোল্লেন, তাঁর রাজভ্রাতা আরঙ্গজেবের সঙ্গে একত্র হোয়ে দারার অনুসরণে নিতান্তই গমন কোর্‌বেন, কারুর কথাই শুনবেন না। দুঃখিতহৃদয় খোজা নিরুপায় দেখে, শেষে কুমারকে এই কথা বুঝিয়ে বোল্লেন, তিনি যেন আগত কল্য তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে না যান্। আরঙ্গজেব যেন মুরাদবাঁকিকে মোহিনীমন্ত্র পোড়িয়ে বশীকরণ কোরেছিলেন, সে কুহকমন্ত্রের এত প্রভাব, কি সুযুক্তি, কি হিতবাক্য, কি কাতর অনুনয়, কিছুই তার কাছে থাই পেলে না, আরঙ্গজেবের কুহক জালে পোড়ে বুদ্ধিশুদ্ধির লোপাপত্তি হোয়ে কুমার যেন ভেড়া বোনে গেছিলেন, আরঙ্গজেব মৌখিক স্তবস্তুতি কোরে, তাঁকে এত বাধ্য এত বশ্য কোরেছিলেন যে, অগত্যা আবিয়াসকে বিমুখ হোয়ে ফিরে আস্‌তে হোয়েছিল। রাজকুমার মুরাদ এই উক্তি কোল্লেন, "যেমন নিত্যপ্রথা আছে, আজও সেইরূপ ভ্রাতার সঙ্গে সায়ংকালে একত্রে আহারাদি কোর্‌বেন", ঐ কথা শুনে আমি সেখানথেকে উঠে চোলে এলেম্, কুমার যাতে সেখানে আহার কোত্তে না যান, তার জন্যে আবিয়াস ভারি যত্ন পেতে লাগলেন। যে সকল কর্ম্মচারিরা এই শেষ যুদ্ধে প্রাণনিয়ে বেঁচে এসেছিলেন, অদ্যকার সায়াহ্নিক আহারের সময় তাঁদের সকলকেই আহ্বান করা হলো। আরঙ্গজেব আমার বিস্তর আদরগৌরব কোত্তে লাগ্‌লেন, আমার বীরত্বের গুণে তাঁর দুবার প্রাণরক্ষা হয়, অন্য কেউ নয়, তিনি স্বয়ং তার সাক্ষীর স্থল। ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব অন্য অন্য দিন অপেক্ষা আজ অতিরিক্ত সম্মান,

অতিরিক্ত বিনয় নম্রতা দেখিয়ে মুরাদবাঁকির সমাদর কোল্লেন। তিনি যখন উঠে দাঁড়িয়ে মুরাদবাঁকিকে কোল দিলেন, তখন বোধ হলো তাঁর নেত্র কোণ দিয়ে যেন অশ্রু গোড়িয়ে পোড়্তে লাগলো। আহারের সময় নানাপ্রকার হাস্য কৌতুক চোল্তে লাগ্লো, প্রফুল্লচিত্ত যতদূর হোতে হয়, তা হোলেন। আহারান্তে কাবুল ও শিরাজ জাত উত্তম উত্তম উপাদেয় সরাব এসে উপস্থিত হলো, আরঙ্গজেব তখন গাত্রোত্থান কোরে বোল্লেন, "শ্রীমান্ সম্রাট আমার গুরুতর মনোধর্ম্ম অবগতই আছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের ন্যায় আমি নানাবিষয়ে সংশয় জ্ঞান কোরে থাকি, সেই সংশয়ের নিমিত্ত আমি মদ্যপানে আমোদী হইনা, এক্ষণে আমার এখানে না থাকাই সৎপরামর্শ, তথাচ শ্রীমান্ সম্রাটকে একলা না থাক্তে হয়, তাই ভাল ভাল লোক তাঁর কাছে রেখে দিয়ে আমি অন্তঃপুরে চোল্লেম, উপস্থিত মীর খাঁ প্রভৃতি অন্য অন্য বান্ধবেরা পার্শ্ববর্ত্তী হোয়ে আপনার চিত্ত বিনোদন কোর্বেন"।

মুরাদের বেআড়া পানদোষ ছিল, তাই এক্ষণে পরম উপাদেয় সিরাজ সরাব পেয়ে, যত পাল্লেন পেটে পুল্লেন, আকণ্ঠোদর পান কোরে জ্ঞানের মাথা খেয়ে বোস্লেন, তখন নেশায় ঢুলু ঢুলু হোয়ে, ভাই ব্রাদরদের গাল্মন্দ দিয়ে মুখবাজি কোত্তে স্বরুকোরে দিলেন, তাঁর তখন হাতও ছুট্তে লাগ্ল, যাকে সুম্খে পান, তাকেই মেরে বোস্তে লাগ্লেন, তার বাচ্‌বিচার ছিলনা। খানিকক্ষণ দাপাদাপি মাতামাতি কোরে, শেষে তাঁর হাত পা অবশ হোয়ে সর্ব্বশরীর এলিয়ে দিলে, রাজকুমার অজ্ঞান অচেতন হোয়ে পোড়্লেন, তাই দেখে আমি সেখান থেকে উঠে চোলে এলেম, তার পূর্ব্বে কুমারকে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন বিস্তর কৌশল কোরেছিলেম, কিন্তু কোন ক্রমেই বাগ্মানাতে পাল্লেম না, তাই দেখে মনে মনে স্থির কোল্লেম আজ মুরাদের চরম দিন উপস্থিত, শুদ্ধ তাঁকে ছারেখারে দেবার নিমিত্ত, শুদ্ধ

তাঁরে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত, আজ এই সুরারূপ কালফাঁদ পেতে বসা হোয়েছিল। হা দুর্ভাগ্যনর! কেন তুমি তোমার মিত্রবর খোজার চৈতন্যগর্ভ জ্ঞানপ্রদ বাক্যগুলির প্রতি বধির হোলে! আমি অধিক্ষণ সেখান থেকে চোলে আসি নাই, এর মধ্যেই ভোজনোৎসব তাঁবুর মধ্যে মহাগোলমাল বেঁধে উঠেছে শুন্‌তে পেলেম, শুনে তখনি সেইদিকে ছুট্‌লেম, এসে দেখি না আরঙ্গজেব মহা উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে গভীর গর্জ্জন কোরে বোল্‌ছেন, "কি লজ্জা! কি কলঙ্ক! তুমি না রাজ্যেশ্বর! তোমার এই কীর্ত্তি! এত অনবধান! এত অসাবধান! এত অপরিনামদর্শী! ব্রহ্মাণ্ডের লোক তোমারেই বা কি বোল্‌বে, আমারেই বা কি বল্‌বে! ঐ হতভাগ্য নরাধম মাতোয়ালাকে হাতেপায়ে বেঁধে একটা নির্জ্জন অন্ধকূপে টেনে নিয়ে ফেলে রেখে দাও, সেইখানে সে ঘুমিয়েই লজ্জার অবসান কোরুক!"

আরঙ্গজেবের মুখ দিয়ে এই হুকুম বেরুতেই তৎক্ষণাৎ সেটী তামিল করা হলো। দেখ্‌লেম দুর্ভাগ্য মুরাদের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে আগে তাঁকে বন্দী কোল্লে, তিনি হাত পা ছুটিয়ে হুটোপাটি কোত্তে লাগ্‌লেন, বারম্বার চীৎকার কোরে বাড়ী কাঁপাতে লাগ্‌লেন। কুমার কিন্তু যতই চীৎকার করুন, হাত পা ছুটিয়ে যতই হুটোপাটি করুন, তাঁর সে চীৎকার শোনেই বা কে? তাঁর সে হুটোপাটি মানেই বা কে? যদিও ছাড়াবার নিমিত্ত মুরাদ্ বিস্তর হুটোহুটি বিস্তর দাপাদাপি করেন, তথাচ তাঁকে বেঁধে ফেল্লে, চেপে ঠেসে বেঁধে ফেল্লে, তাঁর তত বল সামর্থ থাকতেও, তত হাতবাগড়াবাগড়ির সত্ত্বেও মুরাদকে বাঁধা পোড়্‌তে হলো! বেঁধে ফেলে, তাঁর জন্যে যে অন্ধকূপ নির্দ্দিষ্ট হোয়ে ছিল, সেই অন্ধকারাগারের মধ্যে ফেলে রেখে দিলে। মুরাদের অনুগত পক্ষেরা ঐ সকল গ্লানির কথা শ্রবণ কোরে, কুমার যে ঘরে কয়েদবস্থায় ছিলেন, সেই ঘরে তারা জোরকোরে প্রবেশ কোত্তে যাচ্ছিলো, মুরাদের একজন প্রধান

কারপরদাজ তাদের নিষেধ কোরে ক্ষান্ত কোল্লেন, আরঙ্গজেব মূল্য দ্বারা ক্রয় কোরে তাঁকে আপনার পক্ষে এনেছিলেন। এদিকে গুপ্ত চরের প্রতি ইঙ্গিৎ হলো, তারা ছাউনিতে ছাউনিতে গিয়ে, উঠ্‌তে বোস্‌তে মুরাদের দুর্নাম কোরে ফিত্তে লাগ্‌ল, মুখে কিরেদিব্যি কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লো, তারা তৎকালীন সেখানে উপস্থিত ছিল, মুরাদ যে মাতোয়ালা হোয়ে আরঙ্গজেবকে অকথ্য কথা বোলে গালাগালি দিয়েছেন, তারা তা স্বকর্ণে শুনেছে, স্বচক্ষে দেখেছে, এক্ষণে আটক কোরে রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোলেই তাঁকে বন্দী করা হোয়েছে, একটু পরেই আবার খালাস কোরে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে মুরাদের প্রধান প্রধান কার্-পর্‌দাজদিগকে বিস্তর অর্থ ঘুস্ দিয়ে তদ্দণ্ডেই তাদের বেতন বৃদ্ধি কোরে দেওয়া হলো। এই সকল ফেরেব ফেতরাজির ফাঁদ পেতে সকলের মুখ বন্দ কোরে দিলেন। পরদিন প্রাতে একটীও অসন্তোষের মূর্ত্তি লক্ষিত হলোনা, তাই দেখে আরঙ্গজেবের মনে বলও হলো, সাহসও হলো, তাঁর দুর্ভাগ্য ভ্রাতাকে কড়াক্কড় বন্দী কোরে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে সিল্গার নামক কেল্লায় তাঁকে কয়েদ কোরে রেখে দেওয়া হলো, কেল্লাটী একটী নদীগর্ভের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

আরঙ্গজেব এক্ষণে তাঁর অভিলাষের চরম চূড়ায় আরোহণ কোরে-ছেন, ছল, চাতুরী, প্রবঞ্চনার প্রভাবে সকল ভ্রাতাকেই নির্জ্জিত কোরে ফেলেছেন, দারার অনুসরণের জন্য তাঁর পশ্চাদ্গমন করা আবশ্যক বিবেচনা কোল্লেন না। আরঙ্গজেব শুনেছিলেন মতিভ্রান্ত দারা সিধ্নীর অন্তর্গত টালা নামক দুর্গে আশ্রয় লয়েছেন, দুর্গটী সিন্ধু নদের উপর অবস্থিত। আরঙ্গজেব কিন্তু তথাচ এককালীন্ নির্ভয় কি নিরুৎকণ্ঠ হোতে পাল্লেন্ না, কিছু দিন পরে শুন্‌তে পেলেন দারা গুজরাটের আহামাদাবাদ অধিকার কোরেছেন, সেটী বড় তাচ্ছিল্য কর্‌বার বিষয় নয়, আরঙ্গজেবও সে অসুখটি মনে মনে অনুভব কোত্তে পেরেছিলেন।

কুমার দারার প্রতিকূলে যাত্রা কোত্তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আগরা পরিত্যাগ কোরে তত দূরে গমন কোল্লে বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, সেই বিবেচনা কোরে ক্ষান্ত হোলেন। তদ্ভিন্ন সুলতান সুজা একদল বলবান বাহিনী লয়ে নক্ষত্রবেগে চোলে আস্‌ছিলেন, ঐ সম্বাদ শ্রবণ কোরে কুমার অতিশয় উদ্বিগ্ন হোলেন। আরঙ্গজেবের পদগৌরব এখনও পর্য্যন্ত সংশয়ের স্থল। সময়োচিত বিচার বিবেচনার পর সুজার প্রতিকূলে রণযাত্রা কোরবেন স্থির কোল্লেন, সুজা তখন গঙ্গাপার হোয়ে আলাহাবাদে এসে পৌঁছেছেন।

এদিক্‌কার বিষয় ব্যাপার এত দূর পর্য্যন্ত হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এক্ষণে জেম্লার ছলাপরামর্শের নিতান্ত প্রয়োজন, তিনি দৌলতাবাদের কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের সঙ্গে একত্রিত হোলেন, দারা পলাতক হওয়াতে তাঁর স্ত্রী পরিবার অব্যাহতি পেলেন, সুতরাং আরঙ্গজেবের মানস পূর্ণ হবার জন্য তাঁকে আর বন্দী অবস্থায় থাকবার প্রয়োজন হোচ্ছেনা। সুলতান সুজার সঙ্গে দ্বিতীয় বার ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হোলো, আমাদের পক্ষের আরোহীরা সুন্দররূপ বীরত্ব দেখিয়েছিল। অনেক বীরপুরুষ ধূলায় পোড়ে গড়া গড়ি যেতে লাগ্‌ল, অনেকে আবার কয়েদও হলো, তাদের সঙ্গে আমিও বন্দী হোলেম, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হোয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ না হোলে আর আমি সহজে ধরা দিইনি। যে ভ্রম প্রমাদের দোষে দারা রাজকিরীট হারালেন, আরঙ্গজেবকে অবিকল সেইরূপ ভ্রম প্রমাদ থেকে আগে রক্ষা কোরে, শেষে আমি কয়েদ হোলেম,—রাজপুত্র যে হাতির উপর সোয়ার হোয়ে বোসে ছিলেন, একটি তীর এসে তার মাহুতের প্রাণ সংহার কোল্লে, হস্তিটী ক্ষিপ্তপ্রায় হোয়ে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল, সে তখন বশতাপন্ন হোচ্ছিলনা, আরঙ্গজেব তাই দেখে নেবে পড়্‌বার উদ্যোগ কোল্লেন, এই সময় আমি চীৎকার কোরে বোল্লেম, "আপনি বোসে থাকুন, কদাচ নাব্‌বেন্‌

না, দারার কথা স্মরণ করুন, তিনি হাতি থেকে নাবাতেই সে দিনটী জলাঞ্জলি দিলেন"। আমি যখন তাঁকে ঐ কথা বলি, তখন আমার অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না, সেই সময় আমার উরুতে একটা তীর বিদ্ধ হোল, তার পরক্ষণেই আর একটী তীর স্কন্ধদেশ ভেদ কোল্লে, আমি টাল সাম্‌লাতে না পেরে ঘোড়া থেকে পোড়ে গেলেম, তখনি কতক-গুলি শত্রুপক্ষ পোড়ে আমায় ঘেরে ফেল্লে, তারা আমায় ধোরেনিয়ে তাদের তাঁবুর মধ্যে লয়ে গেল।

আরঙ্গজেবকে সতর্ককোরে দিয়ে যেরূপ প্রমাদ থেকে বাঁচিয়ে দিছি-লেম, সুল্‌তান সুজা অবিকল সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হোলেন, কুমার যুদ্ধটী জল দিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোত্তে বাধ্য হোলেন। তাঁর সৈন্যেরা তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখ্‌তে না পেয়ে স্থির কোল্লে, তবে সুলতান মারা পোড়েছেন, তাই তারা ছত্রাকার হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পোড়্‌ল, এক্ষণে সুশৃঙ্খল পুর্ব্বক যার যে স্থানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। একটি কণ্ঠস্বর, সে স্বর আমি ভালরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেম, চেঁচিয়ে বোল্লে, "সাদক! আর সময় নাই, আমরা পালিয়ে প্রস্থান কোল্লেম, তুমি তোমার সৌভাগ্যমান রাজপুত্রের নিকট অবিলম্বে চোলে যাও, আমি আমার পরাভূত সুলতান সুজার পশ্চাদ্বর্ত্তী হোলেম"।

দেলযানের ভ্রাতা ইউসোফ, তাঁরি ঐ কণ্ঠস্বর। তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেয়ে, বিশেষতঃ তিনি যে তত হৃদয়বান হোয়ে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা কোল্লেন, তাই মনে কোরে আমার অন্তঃকরণ তাঁর জন্যে অতিশয় কাতর হল, তখন আর কিছু স্মরণ না হোয়ে, অকস্মাৎ দেলযানের নাম উচ্চারণ কোরে, কেবল অশ্রুপাত ছলে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর কোল্লেম। ইউসোফ বোল্লেন, "কি আক্ষেপ! সে কোথা? দেল্‌জান এক্ষণে কোথা? আমি কতই অনুসন্ধান কোরেছি, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইনি"।

আমি বোল্লেম "ইউসোফ! দেলজানের পরলোক প্রাপ্তি হোয়েছে,"। ইউসোফ এই দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর সম্বাদের কালপ্রহার থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হোয়ে, আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌বেন মনে কোরেছেন, এমন সময় কতকগুলি সৈন্য তাঁকে ডেকে নিয়ে বোল্লে, এইবেলা প্রস্থান কর, নচেৎ আরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন, সুজার অনুগামীদের মধ্যে যারা পশ্চাৎ পোড়ে আছে, তারা যেন প্রাণ লয়ে ফিরেযেতে না পারে, যারে পাবে তাকেই কোতল কোরবে। ইউসোফ কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য না কোরে, তাঁর ভগ্নির অদৃষ্টের সবিশেষ বৃত্তান্ত শোন্‌বার জন্য ব্যাকুল হোলেন, আমি তাঁর বিষদাবহ দুঃখের কথাগুলি বোলে শেষ কোত্তে পারিনি, এমন সময় আমাদের কতকগুলি পদাতিক তাঁবুর মধ্যে হুড় হুড় কোরে ঢুকে পোড়ে দুর্ভাগ্য ইউসোফকে গেরেপ্তার কোল্লে, তাঁরে নিয়ে তখনি বলিদান দেয় আর কি, আমি তখন আরঙ্গজেবের দোহাই দিয়ে তাদের ক্ষান্ত হোতে বোল্লেম, যেপর্য্যন্ত দ্বিতীয় হুকুম না হয়, সে পর্য্যন্ত তারা যেন ক্ষান্ত থাকে এই কথা বোল্লেম, তখন আমি সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে পোড়ে আছি, লস্করেরা তত দুরাবস্থাপন্ন দেখেও আমার নিষেধটী অমান্য কোল্লে না, ইউসোফ কিন্তু তাদের হাতে বন্দী হোয়ে রইলেন।

আমি রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম, কুমার আমায় কোল দিয়ে, আমি তাঁর বিশ্বস্ত বীরবন্ধু, এই নাম প্রদান কোরে, আমার গৌরব বাড়ালেন, বোল্লেন, আমার নিকট তিনি বিস্তর ঋণী হোয়ে আছেন, আমি যুদ্ধের ঘটনা উপলক্ষে সুভস্তাবক হোয়ে আনন্দ মনে মঙ্গলবাদ কোল্লেম, সেই সময় ইউসোফের অনুকূলে প্রার্থনা কোত্তেও সাহসী হোলেম। আমার প্রার্থনা সফল হোলো, তদ্ভিন্ন কুমার মুক্তিপ্রাপ্ত যুবাকে একটী অশ্ব প্রদান কোত্তেও অনুমতি কোল্লেন, ঐ অশ্বে আরূঢ় হোয়ে ইউসোফ তাঁর পলায়নপর সরদারের অনুগমনই করুন, অথবা

যেখানে তাঁর প্রাণ চায়, সেই খানেই যান, যা ইচ্ছা তাই করুন, আরঙ্গজেব এই হুকুম দিয়ে দিলেন।

ইউসোফ আমায় অজস্ছল সাধুবাদ কোরে বোল্লেন, তিনি আগরায় যাবার মনন কোরেছেন, সেই স্থানে নিরুৎকণ্ঠ হয়ে সচ্ছন্দচিত্তে বাস কোর্‌বেন, যেহেতু সুজা নিতান্তই অধঃপাতে গেছেন, আর তিনি বীর প্রভাবে তেজস্বী হোয়ে গৌরবাসনের শোভা হবেন না, তবে এক্ষণে তাঁর অনুসরণ করা প্রায় উন্মাদের কার্য্য। পক্ষান্তরে সুজার শত্রুর দলে মিলিত হোলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে, প্রাণসত্ত্বে তাদৃশ গ্লানির ভাজন ইউসোফ কখনই হবেন না। আমি তাঁর খুল্লতাত বরকন্দাজখাঁর কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ইউসোফ বোল্লেন, নর্ম্মদাতীরের যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হোয়ে মৃতকল্প হোতে দেখেছি, তদ্ভিন্ন তাঁর ব্যবহারে দারা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ কোরেছেন, তিনি কেন পূর্ব্বে পরপারে এসে আরঙ্গজেবের নদীপারহওয়া অবরোধ কোল্লেন না, সেই অপরাধে দোষী কোরে দারা তাঁকে হতশ্রদ্ধা কোত্তে লাগ্‌লেন, বরকন্দাজ খাঁ আপনার সাফাইয়ের নিমিত্ত বোল্লেন, তৎকালীন কাশীমখাঁ সেনাপতি, আমি মনে কোল্লেম পরাধিকারে হস্তক্ষেপ কোত্তে আমার ক্ষমতা নাই। ঐ কথা শুনে ক্রোধে দারার শ্বাসাবরোধপ্রায় হল। ইউসোফ বোল্লেন, আমি তো এই সকল কথা শুনেছি, তবে সত্য কি মিথ্যা, তা বোলতে পারি না। তাঁর প্রিয় ভগ্নির শোকাবহ মৃত্যুর কথা শোন্‌বার জন্য ইউসোফ আমায় বারম্বার অনুরোধ কোত্তে লাগ্‌লেন, তখন নুরমহলকে অভিসম্পাতের উপর অভিসম্পাত কোরে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, তিনি বোল্লেন, নিঃসন্দেহ সেই পাপীয়সীর জন্যে কালের ভাণ্ডারে ঘোরদণ্ড সঞ্চিত হোয়ে আছে।

আমরা পরস্পর বিদায় হোলেম, শিবিরের হাকিম আমায় দেখ্‌তে এলেন, ক্ষত গুলিতে পটী প্রদান কোরে আফিং ঘটিত ঔষধ সেবন

কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, ঐ মাদক আর সে দিবসের অবসাদ আমায় সুমধুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত কোল্লে। পরদিন শুন্‌লেম রাজপুত্র আমীর জেমলাকে, তাঁর পুত্র সুলতান মহম্মদকে, একদল বলমত্ত সৈনিকের বাহিনীপতি কোরেছেন, তাঁরা ঐ সৈন্যদল লয়ে সুলতান সুজার বিরুদ্ধে রণযাত্রা কোর্‌বেন। রাজকুমার এই স্থলে তাঁর অপরিমিত সতর্কতার, তাঁর প্রচুর ধূর্ত্ততার, পরিচয় প্রদান কোল্লেন, আমীরের বুদ্ধিপ্রভাব, তাঁর বীরবিক্রম, কুমারের অন্তঃকরণ ভয়ে পরিপূর্ণ কোরেছিল। তাঁর পুত্রও পিতৃশাসনে অবস্থান কোত্তে অধীরতা প্রদর্শন কোরেছিলেন। সুলতান মহম্মদ অহঙ্কারপূর্ব্বক আপনার নৈপুণ্যের প্রতি, আপনার বীরপ্রতাপের প্রতি, নিয়তই শ্লাঘা কোত্তেন। আরঙ্গজেব আমীর জেমলাকে যাবজ্জীবন বঙ্গের রাজত্ব প্রদান কোর্‌বেন বোলে অঙ্গীকার কোল্লেন, তাঁর অবর্ত্তমানে সুলতান মহম্মদ ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে আমীর-উল-ওমরা অর্থাৎ ওমরাহপ্রধান হবেন এই কথা স্বীকার কোল্লেন। দারা এক্ষণে পলায়িতা হোয়ে কখন তাঁর আপনার মন্ত্রিদের অসৎ পরামর্শের উপর, কখন বিশ্বাস অপহারক রাজা রাজভ্রাদিগের কথার উপর, অবলম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন। তিনি আহামাদাবাদে প্রবেশ কর্‌বার উদ্যোগ করাতে তথাকার অধিনায়ক সিংহদ্বার অবরুদ্ধ কোরে রাজপুত্রকে ভিতরে প্রবেশ কোত্তে দিলেন না, সে ব্যক্তি কিন্তু তাঁর আপনার চিহ্নিত লোক, আরঙ্গজেব অর্থ দ্বারা ক্রয় কোরে নিজপক্ষে এনে ছিলেন। এক্ষণে সে ব্যক্তি সদরদরজা অবরুদ্ধ করায় দারা নিরুপায় দেখে হতাশ হোয়ে পোড়্‌লেন, ইত্যবসরে সুজা বঙ্গদেশে সমরানল প্রজ্জ্বালিত কোল্লেন, দারা টিটা নামক দুর্গের আশ্রয় লইলেন, টীটার অধিনায়ক তাঁকে রক্ষা কোরবেন বোলে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হোলেন, তথায় কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ হোয়ে দারা সে দুর্গ পরিত্যাগ কোরে ঝীহন খাঁ নামক পাঠানের শরণাপন্ন হোলেন, সে

পাপাত্মা অধর্ম্ম পূর্ব্বক অর্থগুলি অপহরণ কোরে লোয়ে, কুমারকে সুন্দররূপে একটী হস্তীর পৃষ্ঠে বন্ধন কোরে, পশ্চাতে একটী জল্লাদ বোসিয়ে তাঁর বিজয়ীভ্রাতা আরঙ্গজেবের নিকটে দিল্লীতে লয়ে চোল্লো।

দারা আমার প্রতি চিরনির্দ্দয় ছিলেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে তাঁর দুর্দ্দশা দেখে করুণাচক্ষে সমাদর না কোরে থাক্‌তে পাল্লেম না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে সীলনদ্বীপজাত বিরাটাকার প্রকাণ্ড প্রভাবাপন্ন হস্তীর উপর আরূঢ় হোতেন, হস্তীটী আবার প্রগল্‌ভবেশবিন্যাশে বিরচিত হইত, একখানী স্বর্ণজড়িত চিত্রবিচিত্রিত মনোহর চৌকী ঐ হস্তীর পৃষ্ঠে বিরাজ করিত, তার উর্দ্ধে একটী উজ্জ্বলদর্শন রমণীয় চন্দ্রাতপ শোভা করিত, সেই অভাগা রাজপুত্র আজ একটী হাড়দুঃখী, অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট, বিষ্ঠাক্লেদে আপাদ মস্তক পরিপূর্ণ হস্তীর উপর ম্লান বদনে বোসে আছেন, দেখ্‌লেম তাঁর বিজলীসদৃশ গতির হার, যে হারের গৌরবে হিন্দুস্থানের বাদশাজাদারা চিরপ্রসিদ্ধ, এক্ষণে আর তাঁর রাজকণ্ঠে শোভা কোচ্চেনা, সে মণিময় জড়াও পরিচ্ছদ নাই, সে বুটীদার কারচুপি চিকণ পাগ্‌ড়িও নাই, কেবল পুত্র মাত্র সঙ্গে, সে ব্যক্তিও অতি কুৎসিত জঘন্য পরিচ্ছদ পরিধান কোরে তাঁর পিতার পার্শ্বে বোসে আছেন, বস্ত্রগুলি অসভ্যের ন্যায় অতি গোব্‌দা, অতি স্থূল, মস্তকে একটী দীনদুঃখী মলীন পাগ্‌ড়ি, কাশ্মিরী পশমের এক পাট্টার সঙ্গে জড়ান, সেরূপ কুৎসিত পাগ্‌ড়ি ইতরলোকেরাই ব্যবহার কোরে থাকে।

এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোরে, দারাকে আর তাঁর পুত্র সলিমান সিকুকে নগর বাজার ও রাজপথের মধ্যদিয়ে লোয়ে চলেছে, এই অপমানপূর্ণ লজ্জাকর হীনদশা দেখ্‌বার জন্য প্রকাণ্ড ভীড় উপস্থিত হল, হতভাগ্য দারার অদৃষ্টের প্রতি নিরীক্ষণ কোরে অনেকের অশ্রুপাত হোতে লাগ্‌ল, স্ত্রীগণেরা, বালকবালিকারা, চীৎকার শব্দে রোদন

কোরে গগণ বিদীর্ণ কোত্তে লাগ্‌ল, তাদের করুণাবিলাপ শ্রবণ কোরে, জ্ঞান হোতে লাগ্‌ল কি যেন একটা ঘোরবিপৎপাত হোয়েছে। বিশ্বাসাপহারক ঝীহন খাঁ, যে ব্যক্তি রাজপুত্র দারাকে ধৃত কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোল্লে, সে ব্যক্তি নিজে একটী ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে হস্তীর পার্শ্বে পার্শ্বে চোলে আস্‌ছিল, দুরাত্মাকে দেখে, সহরের যাবদীয় লোক গালাগালির তরঙ্গ উপহার দিয়ে, তার সমাদর কোত্তে লাগ্‌লো, সুধু তাতেও তারা ক্ষান্ত হয় নাই, ইট্ পাথর পর্য্যন্ত ছুড়ে ছুড়ে মাত্তে লাগ্‌ল। দারার দুরবস্থা দর্শন কোরে, লোকে ততদূরপর্য্যন্ত বিরক্ত হোয়েও বন্দীরাজপুত্রের উদ্ধারের নিমিত্ত কাহারও প্রবৃত্তি প্রবাহিত হলো না, অবশেষে রাজপুত্র কারাগৃহে প্রেরিত হোলেন। পক্ষান্তরে দারার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হবে সেই বিষয় স্থির কর্‌বার নিমিত্ত মন্ত্রণাসভার আহ্বান করা হলো, আমিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেম। সভার অর্দ্ধেক লোক দারার মৃত্যুতে সম্মতি প্রদান কোল্লেন, কিন্তু আমি বিপরীত মত দিলেম। আমি যেমন আমার বক্তৃতা শেষ কোরে বোসেছি, এমন সময় রশিনারাবেগম উন্মত্তক্রোধে অধীরা হোয়ে, "দারার প্রাণদণ্ড কর", মুক্ত কণ্ঠে এই রব কোত্তে কোত্তে সেই মন্ত্রণার ঘরে সবেগে প্রবেশ কোল্লেন। দারার সঙ্গে রাজকুমারীর অনেকদিনাবধি অতিশয় শাত্রবতা ছিল, তাই রাজবালা দুঃসময় বুঝে আপনার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি চরিতার্থ কোত্তে উপস্থিত হোলেন। ভগ্নির মুখে ঐ কুরব শ্রবণ কোরে আরঙ্গজেবের হঠাৎ প্রবৃত্তি হওয়ায়, তাঁর মন্দভাগ্য সহোদরের প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন। নাজীর নামে একজন ক্রীতদাস ছিল, তারি উপর বধদণ্ডের ভার সমর্পণ করা হলো, কোন্‌কালে নাকি দারা তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কোরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি হৃষ্টমনে এই নিষ্ঠুর ভার গ্রহণ কোল্লে।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দারার ছিন্নমস্তক বিজয়ীপুরুষ আরঙ্গজেবের

সম্মুখে নীত হলো, আরঙ্গজেব এক বিন্দু বা দুবিন্দু অশ্রুপাত কোরে, উচ্চরবে আক্ষেপ কোরে বোল্লেন্, "আঃ বদ্‌বক্ত! এই ঘোর মর্ম্মঘাতী দর্শন দ্বারা আর আমার চক্ষুদ্বয়কে দগ্ধ কোরিস্ না, মস্তকটী এখান থেকে উঠিয়ে লয়ে কবর দাও"। তারপর আমার আহ্বান হইবায়, আমি আরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হোয়ে দেখি, রাজকুমার প্রসন্নচিত্তে পায়চারি কোচ্চেন, আমায় দেখে বোল্লেন "সাদক! সেই বিশ্বাসঘাতী ঝীহন খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত পুরস্কারের প্রার্থনা কোরেছে, আমিও তারে পুরস্কার কোরেছি, তার প্রতি আমার যে কত ঘৃণা, তার পরিমাণ বোল্‌তে পারি না, দেখো! সে যেন নির্ব্বিঘ্নে প্রাণ লয়ে তার কেল্লায় পৌঁছিতে না পারে"। প্রাণবধরূপ এই নৃশংস রাজাজ্ঞার আস্বাদন আমার মনে বড় স্বরস বোধ হলোনা, তথাচ অস্বীকার কোত্তে সাহসী হোলেম না, প্রাণে বড় ভয় হলো, তাই প্রণতমস্তকে নমস্কার কোরে সেখান থেকে চোলে এসে, লোকজনের উপর আবশ্যকমত হুকুম দিয়ে দিলেম। ঝীহন্ খাঁ যে পুরস্কার পায়, তার মূল্য তারা অবগত ছিল, তদ্ভিন্ন সে ব্যক্তি যে বিস্তর অর্থ লয়ে চোলেছে, তাও তারা জ্ঞাত ছিল, তাই লোকজনেরা আমার মুখে ঐ অসাত্ত্বিক নিষ্ঠুর অনুমতির কথা শুনে, আহ্লাদে নৃত্য কোরে উঠ্‌লো, তখন তারা সেই নৃশংস অনুসেবার অনুষ্ঠান কোত্তে আর ক্ষণকালও বিলম্ব কোল্লে না।

তারা যে আমার আদেশ পালন কোরেছে, তারি প্রমাণ স্বরূপ, বিশ্বাসঘাতীর মস্তকটি আমার সম্মুখে উপস্থিত কোল্লে, আমি যখন রাজকুমারকে ঐ সংবাদ অবগত করালেম, তাঁর মুখাবয়বে সন্তোষের হাঁসি ঈষৎ প্রদীপ্ত হলো। কুমার হেঁসে বোল্লেন, "সাদক! বেশ হোয়েছে, আচ্ছা হোয়েছে, এখন তোমার অচলা প্রভুভক্তির, তোমার অতুল বীরবিক্রমের পুরস্কার কোর্‌ব," ঐ কথা বোলে একজন খোজাকে ডেকে তার কাণে কাণে কি বোল্লেন, খোজা অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমাদের সম্মুখ থেকে

চোলে গেল, আবার তখনি ফিরে এল, সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক, আপাদ মস্তক ঘোমটায় আবৃত, ফুলে ফুলে কাঁদ্‌চে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। আরঙ্গজেব বোল্লেন "এটী আমার হতভাগ্যভ্রাতা দারার কন্যা, সাদক! আমি তোমায় দান কোল্লেম," তুমি এই কন্যাটীকে বিবাহ কর, তুমি দেখ্‌তে পাবে এটী পরমাসুন্দরী এবং সাধ্বীও বটে, এটী রাজ-কন্যা, সেটী যেন স্মরণ থাকে। আমি শুনে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, সেই সময় দেলজানের অনুরাগ স্মরণ হোতে লাগ্‌ল, আমার মুখ দিয়ে কথা সল্লোনা, আমি তো তো কোত্তে লাগ্‌লেম, তখন এমনি হলো যেন ঘুরে পোড়ে যাই আর কি, কিন্তু অপার্য্যমান হোয়ে রাজপ্রদত্ত সম্মান আমায় স্বীকার কোত্তে হলো। একটী যুবতী, যাঁর রীতিচরিত্র আমি কিছুই অবগত নই, তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ কোত্তে হবে, তাঁর মুখাবয়ব এপর্য্যন্ত চক্ষে দর্শনও কোরি নাই। আমি যুবতীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিশেষতঃ তাঁর পিতা আমার পরম শত্রু ছিলেন। যে সম্মান আমায় প্রদান কোত্তে রাজকুমারের বাসনা হোয়েছে, আমি যদি তা গ্রহণ না কোত্তেম, তবে মস্তকটীর মায়া পরি-ত্যাগ কোত্তে হতো, কিন্তু সেটী গ্রহণ কোরে মস্তকের পরিবর্ত্তে অনেক গুলি দীর্ঘ নিশ্বাসের মায়া পরিত্যাগ কোত্তে হলো। এক্ষণে মুরাদবাঁকি মাত্র আরঙ্গজেবের ক্রোধের ভাজন হোয়ে আছেন। মুরাদ গুজরাটে রাজত্বকালীন একজন সৈয়েদের প্রাণদণ্ড করেন, তার পুত্রেরা এক্ষণে সম্মুখীন হোয়ে বিচার প্রার্থনা কোরেছে। এই ঘটনা আরঙ্গজেবের পক্ষে সুন্দর ছলনা হলো, এই ছলে সহোদরের হাতথেকে উদ্ধার হোলেন, সকলের সাক্ষাতে মুরাদের মস্তকটী ছিন্ন করা হলো। দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিমান সিকুর হস্তপদে শৃঙ্খল পরিয়ে বন্দীর অবস্থায় আরঙ্গজেবের নিকটে উপস্থিত কোল্লে, সিকুর প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, তিনি কারাবাসী হোয়ে গোয়ালিয়রে অবস্থান কোর্‌বেন। যুবা রাজকুমা-

রের পদতলে পোড়ে সকাতরে এই প্রার্থনা কোল্লেন, যদি পোস্তপান কোত্তে দেওয়া তাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে সে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা না দিয়ে একেবারেই তাঁর প্রাণবধ করেন। আরঙ্গজেব শপথ কোরে বোল্লেন তাঁর সে অভিপ্রায় নহে, তার পরেই কুমারকে অন্ধকারাবাসে প্রেরিত করা হলো।

আমি ইউসোফের অনুসন্ধান কোল্লেম, বাসনা যে আমার এই বল-পূর্ব্বক বিবাহের বিষয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কোর্ ব, শুন্‌লেম তিনি সুজার সঙ্গে চোলে গিয়েছেন। ইউসোফ স্বমুখে যে অভিপ্রায় স্পষ্ট অভিধানে ব্যক্ত কোরেছিলেন, তার ঠিক বিপরীত কার্য্য কোরেছেন।

আমি কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত শীঘ্র শীঘ্রই এ বিবাহদায় থেকে পরিত্রাণ পেলেম, এ বিবাহের প্রস্তাব শুনে আমার মনে যত অসুখ হোক আর নাই হোক, রাজকন্যার মনে কিন্তু অতিশয় কষ্ট হোয়েছিল। শুন্‌লেম যুবতী পিতামহ শাজাহানের নিকটে দিবারাত্র মনের অসন্তোষ জানাতে লাগ্‌লেন; তাই বৃদ্ধ নরপতি মধ্যবর্ত্তী হোয়ে এ পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হোতে দিলেন না। শাজাহান যদিও এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে আরঙ্গজেবের বন্দী, তথাচ তাঁর সর্ব্বলবান পুত্রের উপর কতক প্রভুত্ব এখনও আছে। বৃদ্ধ সম্রাট বারম্বার বিশেষ যত্ন পাওয়াতে, যুবতী অনূঢ়া অবস্থায় পিতামহের সঙ্গে একত্রে বাস কোত্তে লাগ্‌লেন, আরঙ্গজেব তাতে প্রতিবাদী হোলেন না, তাঁর মনে এই ধারণা হলো, এ বিবাহ খণ্ডীয়ে যাওয়াতে আমার অনিষ্ট হয়েছে, তাই রাজপুত্র প্রকাশ্য দরবারে রাজশিরোপা প্রদান কোরে আমার সেই অপকারের প্রতীকার কোল্লেন, আমি যে সমরস্থলে বীরমদে মত্ত হোয়ে যুদ্ধ কোরে ছিলেম, এই শিরোপা তারি সর্ব্ববাদী সাক্ষির স্বরূপ হলো।

২১ পরিচ্ছেদ।

'মা না বেয়ালে, বেয়ালে মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়াপোড়সী।'

সুলতান সুজাকে বেড়াজালের ন্যায় চারদিক থেকে ঘেরে ফেলেছিল, আমীরজেমলা তাঁর পশ্চাৎপশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়ায়, তিনি পালিয়ে আরাকানে প্রস্থান কোল্লেন। এখন সকলের মনে স্থির বিবেচনা হলো, সুজা একেবারে নির্জ্জীববৎ অবসন্ন হোয়ে পোড়েছেন, এক্ষণে তিনি আর আরঙ্গজেবের উৎকণ্ঠার বিষয় নহেন। আরঙ্গজেব আপততঃ সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজপদ প্রাপ্ত হোয়ে সিংহাসন গ্রহণ কোল্লেন। তাতার পারস্থান সিন্ধিয়া প্রভৃতি নানা দেশপ্রেরিত রাজপ্রতিনিধিগণকে আহ্বান কোত্তেলাগ্লেন, রাজপ্রতিনিধিরা সর্ব্ববাদীসম্মত হোয়ে প্রণত মস্তকে আরঙ্গজেবকে ভারতেশ্বর বোলে অভিবাদন কোল্লেন। যে সকল জনপদবাসী মঙ্গলবাদার্থী হোয়ে দুর্দ্দান্ত বলবান আরঙ্গজেবের পদাসনের নিকটে সমাগত হোয়েছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাবুল রাজ্যের অন্তবর্ত্তী গিজনির অনেকগুলি সওদাগর উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই গিজনিবাসী। গিজনি কাবুলের অন্তর্গত। মহাজনেরা উপহার দিবার নিমিত্ত বিস্তর বহু মূল্যের রত্ন সঙ্গে লয়ে আসেন, কিন্তু হামেত নামক সওদাগরের প্রদত্ত উপহারের উজ্জ্বল কান্তির সঙ্গে কারও তুলনা ছিলনা। লোকের মুখে ব্যক্ত আছে, সে ব্যক্তি নানা উপায় দ্বারা অসঙ্গত অর্থের অধিকারী হোয়েছিলেন্। আমি একটী সওদাগরকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, হামেত্ কিরূপে তত অপরিমিত অর্থের প্রভু

হোলেন ? সওদাগর ঐ কথা শুনে হামেতের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত কোরিয়ে সভাসদবর্গকে অতিশয় আপ্যায়িত কোল্লেন। তদ্বৃত্তান্ত এই—

এক সময়ে কাবুলে আর কান্দাহারে দস্যুর অতিশয় উপদ্রব ছিল, তাই এমন দেশ, কি এমন ব্যক্তি ছিল না যে, ঐ দুটী দেশের দুর্নাম তারা কখন শুন্‌তে পেতোনা, কি জান্‌তে পাত্তোনা। দস্যুভয়ে ঐ দুটী দেশ সর্ব্বত্রে পরিচিত হোয়েছিল। দস্যুরা যে স্থানে বাস করিত, তার চারি দিক পর্ব্বতে বেষ্টিত, তদ্ভিন্ন দুর্ভেদ্য দুর্গম গড়ও তাদের আশ্রয়স্থল ছিল। দুরাচারেরা দলে দলে দলবদ্ধ হোয়ে, ঐ সকল পাহাড়ে, ঐ সকল দুর্গম স্থানে সর্ব্বদা গতিবিধি করিত। কাবুলের অন্তর্গত একটী সহর আছে, সহরের নাম গিজ্‌নি, ঐ গিজ্‌নি সহরের নিকটে এক দল দুর্দ্দান্ত কালান্তক দস্যু বাস করিত। তারা সদাসর্ব্বদা যেসকল স্থানে গমন করিত, সে সকল স্থান সহর থেকে অধিক দূরে নহে, একথা আবার ছোটো বড় সকলেই অবগত ছিল, অবগত ছিল সত্য, কিন্তু কোথায় তাদের আড্ডা, কোথায় তাদের ঘাঁটি, সে সকল সন্ধান কেহই জানিত না। সেই সকল দুর্ব্বার দস্যুদল পূর্ব্বে পূর্ব্বে পথিমধ্যে রাহাজানি কোরে পান্থ আর মহাজনদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিত। ইদানীং আর সে প্রণালীর দস্যুবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত নাহোয়ে, গিজ্‌নিবাসী ধনবান্‌দিগের নিকটে জবরদস্তি কোরে বিপুল অর্থ চাহিয়া পাঠাইত, ঐ ধনবান্‌দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাণের মায়া করিতেন, তাঁহারা কাজেকাজেই ঐ অর্থ সহমানে প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।

দস্যুদের সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র প্রকাশ ছিল যে, তাদের সরদারের নাম "কাল্‌মাক্"। যিনি যত দুর্দ্দান্ত বলবান্, যিনি যত দুর্দ্দান্ত দুঃসাহসী হউন্‌না কেন, কেউ যদি তাঁর কাছে কাল্‌মাকের নাম করিত, অম্‌নি তাঁর প্রাণপুরুষ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতো। দস্যুদিগের সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় জানা ছিলনা, অথচ তাহাদের সরদারের নামটী সর্ব্বত্রে প্রকাশ

হোয়ে পড়ে। শুদ্ধ সরদারের নামটী কি কোরে প্রকাশ হোলো, এই প্রশ্ন পাঠক্ যদি জিজ্ঞাসা করেন্, তাঁর উত্তর এই, গিজ্নিবাসী লোকেরা এই কথা বলে, সেই সকল সর্ব্বগ্রাসী দুর্দ্দান্ত অপহারকেরা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইত, যথা,— "তুমি আমাদের চিহ্নিত লক্ষ্যভাজন হইলে," যে অর্থ তাহাকে দিতে হবে, তার পরিমাণও ঐ পত্রে নির্দ্দিষ্ট করা হইত। এই পত্রের স্বাক্ষর স্থলে বড় বড়, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরে, কালমাকের নাম অঙ্কিত থাকিত, ঐ নামের নীচে দুটী কৃষ্ণঢেরার মধ্যে লোহিত বর্ণে চিত্রিত একখানি ছোরার প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত থাকিত। এই পত্র প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বে লক্ষিত ব্যক্তির সদর দরজার্ গায় একটী কৃষ্ণ ঢেরার চিহ্ন দেওয়া হইত, সেই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নটী সহরের যাবদীয় লোক স্পষ্ট দেখিতে পাইত, পত্র খানি যে আজ কাল কি দুচার দিন্ বিলম্বে তাঁর নিকটে অবশ্যঅবশ্যই পৌঁছবে, ঐ কৃষ্ণচিহ্নটী তারি অব্যর্থনিদর্শন। ঐ পত্রের অনাদর কোল্লে যেরূপ ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রতিফল দেওয়া হইবে, সে কথা ঐ অর্থদাবির পশ্চাতেই শপথবাক্যে লিখেদিয়ে, লক্ষিতব্যক্তিকে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান কোরে দেওয়া হইত। সেই কালান্তক চিহ্নটী দর্শন কোরে সাপেক্ষিত পত্রের বাহক্কে ধৃত কর্বার নিমিত্ত কতই কৌশল, কতই উপায় করা হয়েছিল, কত লোক কতই অনুসন্ধান কোরে ফিরেছিল, কিন্তু সে সকল চেষ্টা, সে সকল যত্ন কখন সফল্ হতে শোনা যায় নাই। কখন্ কোন্ ব্যক্তি পত্র খানি পৌঁছে দিত, সে দুরবগাহ সন্ধান জান্বার উপায় ছিল না। যার নামে পত্র, তার কাছে অবশ্যই পোঁছবে, অথচ কেউই তার সন্ধান জান্তে পাত্তোনা। কি বাড়ির, কি পাড়ার, কোন লোক্ই বল্তে পাত্তোনা পত্র খানি কি কোরে পৌঁছল! যে অব্যক্ত কৌশলে পত্রখানি লক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তার বাড়ীতে, কি তার নিকটেই রেখে দিয়ে যাইত, সেটী কাহারও অনুভবের বিষয় ছিলনা। পত্র খানি হয়ত তার বাড়ীর কোন

ফাঁকা জায়গায় পোড়ে থাক্‌ত, সুতরাং হঠাৎ কারও নজরে পোড়ে যেতো, নয়ত খাতাপত্রের ভিতরথেকে বেরিয়ে পোড়্‌ত, কখনবা কাপড়ের বোচ্‌কার মধ্যে গোঁজা থাক্‌ত!! যে ব্যক্তির উপর অর্থের দাবি করা হতো, কখনবা স্বয়ং সেই ব্যক্তির কাছেই পত্রখানি পাওয়া যাইত!! নিষ্ঠুর দুরাত্মারা প্রায়ই হাজার থান্‌ মোহর চাহিয়া পাঠাইত। নিশীথ রাত্রে সহরের বাহিরে ময়দানের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্টস্থানে সেই লক্ষিত ব্যক্তিকে স্বয়ং পোঁছিয়ে দিতে বলিত। সেই প্রগল্‌ভ পত্র খানির নামও "কাল্‌মাক্‌," লোকের মুখেশোনা যায় একটী মহাজন ঐ কালমাক পেয়ে কতকগুলি হাতিয়ারবাঁধা লোক সঙ্গে কোরে যথা নির্ণীত স্থানে উপস্থিত হয়, সে ব্যক্তি এই মনে করেছিল, দুর্ব্বার দস্যুরা যখন টাকা লইতে আসিবে, সেই সময় তাহাদিগ্‌কে ধৃত করিবেন্‌। রাত্র প্রভাত হলো, কাকেও দেখ্‌তে পেলেন্‌ না, সুতরাং অর্থগুলি লয়ে গৃহে ফিরে এলেন, অর্থগুলি দিতে হোলো না বোলে আহ্লাদে মহা আস্ফালনও কোত্তে লাগ্‌লেন। দুর্হৃদয় দস্যু-দিগের পত্রের মান রক্ষা করাই কিন্তু তাঁর পক্ষে কল্যাণকর ছিল। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই লোকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে, সেই ব্যক্তি শবা-কার হোয়ে পথের মধ্যে পোড়ে আছে! নিদারুণ দস্যুরা অপঘাত দ্বারা তাঁর প্রাণ নষ্ট করেছে!!

এক কালের তত সুখসৌষ্ঠবের সহর গিজ্‌নি ইদানীং শুদ্ধ হাহা-কারের আলয় হোয়ে উঠ্‌লো। না জানি কখন্‌ কার্‌ প্রাণ যায়, কখন কি বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় লোক আহারনিদ্রা পরিত্যাগ কোল্লে, অর্থ আর প্রাণ লয়ে দিবারাত্র শসব্যস্ত। স্ত্রীলোকেরা স্বামীহীনা হোয়ে পথেপথে হাহাকার কোরে ফিত্তে লাগ্‌লো, পিতা পুত্রশোকে, পুত্র পিতৃশোকে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, অনাথঅনাথা বালকবালিকার করুণা-গর্ব্ভ রোদনধ্বনিতে সহরের শ্বাসাবরুদ্ধপ্রায় হলো, আহ্নিক পূজা

প্রায় রহিত হবার উপক্রম হলো, লোকের ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্তপ্রায় হলো, চতুর্দ্দিকের বিলাপধ্বনিতে কর্ণ বধির হোতে লাগ্‌লো। হাট বাজার, কার্‌কার্‌বার্‌ বন্ধ হলো, রাস্তা ঘাটে লোক জনের চলাচল প্রায় রহিত হোয়ে পোড়্‌লো। কেউ কাহাকে বিশ্বাস করেনা, এ তারে, সে উহারে, এইরূপ পরস্পর সকলেই সকলকে সন্দেহ কোত্তে লাগ্‌লো, সহরময় সন্দেহের আর অবিশ্বাসের তরঙ্গ খেল্‌তে লাগ্‌লো। কেউ কাহারে শ্রদ্ধা ভক্তি করে না, গুরুজনের প্রতি মান্য, কি সন্তানের প্রতি স্নেহ, প্রায় উঠে গেলো, লোকে সামান্য ক্রটীতে পরমমিত্রের জাত-শত্রু হোতে লাগ্‌লো, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হোয়ে সহরময় মহাডামাডোল পোড়ে গেল। কাশ্মীরপ্রভৃতি দেশদেশান্তর থেকে কতশত মহাজন গিজ্‌নি সহরে সমাগত হোতেন, তাঁহাদের আস্‌বার সময়ও নিরূপিত ছিল, যার যখন আস্‌বার সময়, তিনি সেই সময়ে আড়ম্বর কোরে উপস্থিত হোতেন্‌ই হোতেন। কিন্তু এক্ষণে আর গিজ্‌নির বাজারে সেরূপ ক্রয়বিক্রয়ের সমারোহ দেখ্‌তে পাওয়া যায়না, সে সকল মহাজনের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হোয়ে পোড়েছে। এক বৎসর গত হলো, তথাচ সহরে একটীও মহাজন দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, আর যে কেউ কখন আস্‌বেন, সে প্রত্যাশাও নাই, তাই মনেকোরে সহর বাসীরা হুতাশে অবসন্ন হোয়ে পোড়্‌লো। এইরূপ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্নে কিছুদিন কেটে যায়, ইতিমধ্যে হঠাৎ সহরে জনরব হলো, একটী সওদা-গর কাশ্মীর থেকে রওনা হোয়েছেন, সহরে পৌঁছবার বড় বিলম্ব নাই, বড় বড় গাড়ি বোঝাই কোরে বিস্তর জিনিসপত্র লোয়ে চোলে আস্‌ছেন, লোকমুখে বিপদ ভয়ের কথা শুনেও সওদাগর সে কথা গ্রাহ্য না কোরে নির্ভয় চোলে আস্‌ছেন। এই জনরবও যেমন দিনদিন প্রবল হোতে লাগ্‌লো, লোকের উদ্বেগও তেম্‌নি দিনদিন বৃদ্ধি হোতে লাগ্‌লো, উদ্বেগ হবার তাৎপর্য্য এই, মহাজনকে নাকি দস্যুদিগের

প্রতি স্পর্দ্ধাকোরে চোলে আসতে হয়েছে, পাছে পথের মধ্যে তাঁর কোন বিঘ্ন ঘটে, তাই লোকের মনে ভয় হোতে লাগ্‌লো। সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতে পার্‌বে কি না, তাদের মনে সে সন্দেহও হোতে লাগ্‌লো। সওদাগর যেন নিরাপদে পৌঁছিতে পারেন, সেই জন্য সহর-বাসীরা দেবদেবীর কাছে ছাগমেষ মেনে তাঁর কল্যাণ প্রার্থনা কোত্তে লাগ্‌লো।

অবশেষে বহুদিনের প্রত্যাশারস্থল সেই সওদাগর সুভার সম্পন্ন উট্‌দল সঙ্গে কোরে সহরে প্রবেশ কোর্‌বেন, তার দিন নিকটাগত হোয়েছে। যেদিন মহাজনের পৌঁছবার কথা, সেই দিন তার গৌরব-আহ্বানের নিমিত্ত বিস্তর লোক একস্থানে জমা হলো, গিজ্‌নি সহর লোকারণ্য হোয়ে পোড়্‌লো। অনেকে তামাসা দেখ্‌বার আমোদে আমোদী হোয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, অনেকে আবার আপনার আপনার প্রয়োজনের নিমিত্তেও তথায় গমন কোল্লেন। সমাগত দর্শ-কের মধ্যে খোজে নামে এক ব্যক্তি সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। খোজে একজন সহরের নামজাদা সওদাগর, এ ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল সস্তাদরে অনেক জিনিসপত্র খরিদ করেন, সেই মনন কোরেই তিনি বাজারে এসে-ছিলেন। আস্‌বার সময় মনে মনে আশা কোরেছিলেন, বাজারে গিয়ে দেখ্‌বেন, শাল্ রুমাল মতিমুক্তা হীরা জহরত প্রভৃতি বহুমুল্যের সম্পত্তি স্তূপাকার হোয়ে পোড়ে আছে, সহরের তাবত লোক খরিদ কোত্তে ঝুঁকেছে, নুতন মহাজনের নিশ্বাস ফেল্‌বার অবকাশ নাই, খদ্দেরের এত ভিড় যে বিক্রী কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছেনা, সওদাগর শসব্যস্ত হোয়ে পোড়ে-ছেন। কিন্তু খোজে যে সমারোহ দেখ্‌বার আশা কোরে বাজারে এসে ছিলেন, সে আশা অনুরূপ কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, তার পরিবর্ত্তে এই দেখ্‌লেন, সহরের সমুদয় লোক একটী যুবাকে ঘেরে ঠেসে রয়েছে, সে যুবাটী "আল্লা! আমার দশা কি কল্লি! আল্লা! তোর মনে

কি এই ছিল! আমি এখন যাই কোথায়! দাঁড়াই কার্ কাছে!" এইরূপ বারম্বার আল্লার নাম লয়ে হাহাকার কোরে মর্ম্মান্তিক রোদন কোচ্ছে, রোদন কোত্তে কোত্তে দর্শকদিগকে সম্বোধন কোরে এই কথা বোল্‌ছে, "আমি বড় হতভাগ্য, আমার দুঃখের কাহিনীটী আপনারা স্থির হোয়ে শ্রবণ করুন্"। করুণাচিত্ত খোজে রাজকান্তিপ্রফুল্লিত একটী নবীন পুরুষকে শোকে অভিভূত হোতে দেখে অতিশয় কাতর হোলেন। সওদাগর জিজ্ঞাসা কোরে শুন্‌লেন্, যিনি কাশ্মীর থেকে আস্‌ছিলেন্, যাঁর আস্‌বার কথা অনেক দিন অবধি শোনা যাচ্ছিল, ইনিই সেই ব্যক্তি, গিজ্‌নি থেকে. কয়েক ক্রোশ অগ্রে দুর্দ্দান্ত "কালমাক্" দস্যুরা পথের মধ্যে রাহাজানী কোরে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে। খোজে ঐ কথা শুনে শোকাতুর যুবার নিকটে গিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "কি! কি হোয়েছে? তুমি কি কাল্‌মাকের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছো?" যুবা রোদন কোত্তে কোত্তে বল্লেন্ "আর মহাশয়! কেন আর আমার দুঃখের অনল বৃদ্ধি করেন। আমার যথাসর্ব্বস্ব হাতমুচ্‌ড়ে কেড়ে নিয়েছে, আমি আমার পিতৃদত্ত সমু-দয় অর্থ সওদাগরি ব্যবসাতে সমর্পিত কোরেছি, এক্ষণে আমি অনাথা হোয়ে পোড়্‌লেম, হায়! আমি কি হতভাগ্য! এ বিস্তীর্ণ সংসার অরণ্যে বাস কোরে পথের কাঙ্গালী হোলেম্,! হায় আল্লা! তুই আমায় কৃপা কর্! আমায় আশ্রয় দিয়ে রক্ষা কর্! আমি এখন যাই কোথা! দাঁড়াই কার কাছে!"

খোজে তত মনোহর নবীন পুরুষের দুঃখে অতি কাতর হোয়ে, কালের স্বরূপ সেই দুর্ব্বার পাষণ্ড দস্যুদিগের দৌরাত্মে অধীর হোয়ে, সমাগত লোকদিগকে সম্বোধন কোরে বোল্লেন, "হে সহরবাসী ভ্রাতারা! এই দুর্দ্দান্ত ভয়ঙ্কর কাল দস্যুদিগের অনুগত হোয়ে আর আমাদের কত কাল্ চলিতে হইবে! সেই কাল দস্যুদিগের হস্তে পড়িয়া আমাদের

অর্থের, শুধু অর্থের কেন, আমাদের জীবনেরও পরিত্রাণ নাই। যে সকল সামান্য সামান্য জিনিস্‌পত্রের অভাবে লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, যে সকল অবশ্য আবশ্যকীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উপর অবলম্বন করিয়া জল আহারের ন্যায় আমরা কোন রূপে দিনপাত করিয়া থাকি, এবং যাহা নিরীহ সাধু মহাজনেরা আমাদিগের সহরে সময়ে সময়ে আনয়ন করেন্, এক্ষণে সে সমুদয় দ্রব্য রাহাজানী দ্বারা অপহৃত হইতেছে, তাহাও আবার অধিক দূরে নয়, আমাদের গৃহের দ্বারে বলিলেই হয়, সহরের প্রাচীরথেকে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের এত নিকটে অপহরণ হইতেছে!! আমরা যে জনকয়েক মাত্র কালদস্যুর হাতে পড়িয়া ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছি, তারা যে আমদের এত লাঞ্ছনা এত দুর্গতি করিতেছে, আমরা যে তথাচ তাহাদের ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেছিনা, আমরা যেন সে কালপাষণ্ডদের ক্রীতদাস হোয়ে পোড়েছি, তাই তাহাদের মনে যাহা উদয় হইতেছে তাহাই করিতেছে, হে সহরবাসী ভ্রাতারা! সেটী কি লজ্জার কথা নয়? সেটী কি আমাদের পক্ষে গ্লানির বিষয় নহে? তবে এসো আমরা সকলে একত্র হয়ে একদল সৈন্যের নিমিত্ত বাদসাহের নিকটে প্রার্থনা জানাই, এসো আমরা সকলে একবাক্য হোয়ে আপনাদের ধনপ্রাণের রক্ষক আপ্‌নারা হোয়ে দাঁড়াই”।

বক্তৃতা সমাপ্ত হোলে “ ভাল ভাল বোলে” সকলেই তাঁর মতে মত দিলেন, খোজের অভিমত্ মত সৈন্যের নিমিত্ত বাদশাহের কাছে দর্‌খাস্ত কোত্তেও চোল্লেন! পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্য কাশ্মীর মহাজনের উপকারের নিমিত্ত একটী মাথট্ করা হয়, সেই জন্যে খোজে সকলকে পীড়াপীড়ি কোত্তে লাগ্‌লেন। সওদাগর বোল্লেন, “যে ব্যক্তি আমাদের অনুরোধে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ কোরে বিদেশ যাত্রা কোরেছে, যে ব্যক্তি পথের মধ্যে এত বিপদাপন্ন হোয়েছে যে,

কেবল কোনগতিকে প্রাণদান পেয়ে পালিয়ে এসেছে, এবং যেব্যক্তি আপনার জীবন সংশয়াপন্ন কোরে বাণিজ্যবৃত্তির মহিমা রক্ষা কোরেছে; তার প্রতি কৃপা কোল্লে জগদীশ্বর আপনাদের প্রতি কৃপা কোর্‌বেন। এব্যক্তি শুদ্ধ আমাদের অনুরোধেই যেরূপ দুরুহ দুঃসাহসে ঝম্প প্রদান কোরেছে, তাতে কোরে তার প্রাণ হারানো বিচিত্র কথা ছিল না।" শোকাভিভূত বিষণ্ণচিত্ত কাশ্মীর মহাজন অমৃতরসের ন্যায় ঐ সকল প্রতিবেদনার কথা শ্রবণ কোরে, খোজের পদতলে পোড়ে কৃতজ্ঞতারূপ অশ্রুবর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন, যুবাকে ভত কাতর হোতে দেখে, অনেক প্রধান প্রধান সওদাগর তাঁর দুঃখের আশুপ্রতিকার কর্‌বার নিমিত্ত চাঁদার বহিতে দস্তখত্ কোত্তে সুরু কোল্লেন।

খোজে যেমন সদয়চিত্ত, তেমনি আবার আতিথ্যানুরক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় কাশ্মীর সওদাগরকে আপাততঃ তাঁরগৃহে বাস কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। যে ব্যক্তি অসহায় অনুপায় হোয়ে পোড়েছে, তার পক্ষে এ অনুরোধ কখন অনাদরের হতে পারেনা, তাই যুবা ঐ আমন্ত্রণ পেয়ে, ধীরস্বভাব আতিথ্যপ্রিয় সুপ্রাজ্ঞবর্ খোজের অনুগামী হোয়ে তাঁর প্রশান্ত উদারাবাসে চলে গেলেন্।

খোজের কন্যা খোজেস্তা, তাঁর ঐ একটী মাত্র সন্তান। খোজেস্তা, পিতাকে একটী অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোত্তে দেখে, অল্প বিস্মিত হলেন্ না। খোজেস্তা শুনলেন সেই অপরিচিত যুবা তাঁর পিতার সঙ্গে একবাড়িতে বাস কোর্‌বেন, ঐ কথা শুনে যুবতী আরও হতবুদ্ধি হলেন্। খোজে তাঁর অতিথিকে যেরূপ দুরাবস্থায় প্রাপ্ত হোয়েছেন, সেই কথা কন্যাকে অবগত কোরিয়ে বল্লেন, যুবা যেকয়েকদিন তাঁর গৃহে অবস্থিতি কোর্‌বেন, তাঁর প্রতি যেন যত্নের কি সমাদরের ক্রটী না হয়। খোজেস্তা সেই প্রিয়বক্তা, সদ্ব্যবহারপ্রাজ্ঞ অতিথের চারু কোমল প্রকৃতি দর্শন কোরে, তাঁর দেবোপম

প্রশান্তস্নিগ্ধমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে বিমুগ্ধ হলেন, তাই অপরিচিতের প্রতি যত্নের নিমিত্ত যুবতীকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ কোত্তে হলোনা, যেমন অবস্থা, খোজেস্তা তার মত ব্যবস্থা কোরে বাসসুখের তাবৎ আয়োজন্ প্রস্তুত কোরে দিলেন। খোজেস্তার বিবাহ হয় নাই, বালা এ পর্য্যন্ত অপরিণীতা যুবতী। মহিলাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যেরূপ প্রবৃত্তির প্রবাহ হোয়ে থাকে, খোজেস্তার মনের অবস্থা সেরূপ ছিলনা, অনেকের স্বভাব অপেক্ষা যুবতীর স্বভাব বিস্তর বিভিন্ন। খোজেস্তা বিনোদ বেশ্ কোরে শরীরের কান্তি উদ্দীপ্তকোত্তে শিক্ষা করেন্ নাই, মণিময় হারের প্রতি তাঁর রুচি ছিলনা, রত্ন অলঙ্কার পোত্তে তাঁর প্রবৃত্তি হোত্তোনা, তাঁর চারুকণ্ঠ কি কোমলবাহু কখন হিরা মুক্ত স্বর্ণে জড়িত হোতে দিতেন্ না, বালার কবরী কখন রত্নে খচিত হোয়ে বিজ্‌লিপ্রভা দীপ্তি কোত্তোনা, তাঁর পদ্মনেত্র দুটী বিনোদরাগে রঞ্জিত কর্‌বার নিমিত্ত তাঁকে কখন এক খানি দর্পণ নিয়ে ক্রমাগত ২।৪ ঘন্টা বোসে থাক্‌তে দেখা যাইত না। বালার সমবয়সী সখীলারা কতপ্রকার সরস্ ভঙ্গিমায় কেশতরঙ্গের বিন্যাস কোরে চারু শোভার আড়ম্বর কোত্তেন; দেখে বোধ হতো যেন কৃষ্ণকুন্তলদামের বিজলিছটা যুবতীর লাবণ্য বেয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌ছে। আমাদের খোজেস্তা কিন্তু সেরূপ বিনোদাড়ম্বর ভাল বাসিতেন্ না, সে সকল গর্ব্বপূর্ণ অসার অভিমানের পরিবর্ত্তে যুবতী বরং তাঁর বৃদ্ধ পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন কোত্তেন, পিতা কিসে সন্তুষ্ট থাক্‌বেন, কিসে তাঁর কষ্ট দূর হবে, সেই যত্নই অধিক কোত্তেন, তাতেই তাঁর অধিক সময় অতিবাহিত হতো, এতদ্ভিন্ন এক জন বহুদর্শী প্রবীণ বিজ্ঞ মহাজনের ন্যায় সওদাগরের কার্‌কার্‌বার সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্মও নির্ব্বাহ কোত্তেন। খোজেস্তা এক্ষণে ১৭বৎসরে পদার্পণ কোরেছেন। সওদাগরের চিরকুলপ্রথা এই, তাঁদের কন্যা শৈশবকালেই বাগ্‌দত্তা হন।

খোজেস্তার কিন্তু এপর্য্যন্ত বাগ্‌দান হয় নাই,—তাঁর বিবাহের কথা এপর্য্যন্ত কারও সঙ্গে স্থির হয় নাই, এটী কিন্তু তাঁদের কুলাচারের বহির্ভূত কার্য্য। বালার ভুমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তাঁর মাতা পরোলোক গমন করেন্, বাণিজ্যের অনুরোধে তাঁর পিতাকেও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ কোত্তে হোয়েছিল, সওদাগরের একটী ভগিনী ছিলেন, বিদেশ যাবার সময় ঐ সহোদরাকে কন্যার অভিভাবক কোরে রেখে যাইত্তেন্। মহামতি ভগ্নি মনে কোত্তেন বিচারমত তিনি তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহের পত্র কোত্তে পারেন্ না, সে অধিকার তাঁর নাই, তাই কন্যাকালপ্রাপ্ত অথচ বাগ্‌দানে অনাবদ্ধ ১৭ বৎসরের খোজেস্তাকে তাঁর পিতার হস্তে সমর্পণ কোল্লেন। খোজে অনেকদিন প্রবাসে বাস কোরে গৃহে প্রত্যাগমন কোল্লেন, তাঁর অভিপ্রায় আর কখন বিদেশে গমন কের্‌বেন না। তাঁর পরমাসুন্দরী অথচ অতি বুদ্ধিমতি কন্যারত্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে সুখে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের মুখে দুহিতার গুণানুবাদ শ্রবণ কোরে আরও প্রফুল্লিত হোলেন। কালক্রমে অনেক উপলক্ষে কন্যার অচলাপ্রকৃতি অনুভব কোত্তে লাগ্‌লেন, অভিন্ন সওদাগর দেখ্‌লেন তাঁর কন্যা ন্যায়বাদিনী, সত্যসন্ধানকুশলা, স্থিরপ্রজ্ঞা, নিশ্চিত্‌কর্ম্মা এবং মীমাংসাচতুরা, বিশেষতঃ শুভঙ্করী বিদ্যায় এবং লিখন্ পঠনে দুহিতার বিস্তর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে দেখ্‌তে পেলেন্। বালা ঐ সকল গুণের প্রভাবে বাণিজ্য কার্‌বারে তাঁর পিতার একজন বিচক্ষণা সহায়িনী হোয়ে দাঁড়ালেন্। সওদাগর এই সকল গুণে মুগ্ধ হোয়ে তাঁর কন্যা যে বাগ্‌দত্তা হন্ নাই, তার জন্য দুঃখিত হেলেন্ না, বরং মনে মনে ভাব্‌লেন তিনি যত দিন বেঁচে থাক্‌বেন, তত দিন যেন বিবাহের কথাই উত্থাপিত না হয়, তা হোলে কন্যারত্নের দর্শনে বঞ্চিত না হোয়ে দিবারাত্র বালাকে চক্ষের উপর দেখতে পাবেন, তভিন্ন কার্‌কার্‌বার্ সম্বন্ধে তাঁর দ্বারা বিস্তর উপকারও

পেতে পারবেন। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার উপর সওদাগরের অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মেছিল, তাই তাঁর স্থির জানা ছিল, বালা যেরূপ বুদ্ধিমতি, তিনি যদি কখন স্বামী গ্রহণ কোত্তে ইচ্ছা করেন্, তবে সৎপাত্রের উপরেই অনুরাগিনী হবেন, অসৎপাত্র কখনই তাঁর মনে স্থান পাবেনা। এই বিবেচনার অনুগামী হোয়ে সওদাগর মনে মনে স্থির কোল্লেন্, কন্যার বিবেচনায় যা ভাল বোধ হয়, তাই সে করুক, তিনি তাঁর মতামতের উপর কোন কথাই বোল্‌বেন্ না, তাই খোজেস্তার প্রতি কে অনুরাগী হোলো আর না হলো, তিনি সে বিষয়ের কোন সন্ধান রাখ্‌তেন্ না, সেটী কিন্তু বড় বিচিত্র কথা নয়, যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল, কন্যার মতামতের উপর তিনি হস্তক্ষেপ কোর্‌বেন্ না। খোজের প্রাচীন বন্ধু খোদাবত্ সওদাগরের পুত্র হামেত্। হামেত্ অতি সুবা-পুরুষ, তাঁর হৃদয় খোজেস্তার অনুরাগে প্লাবিত হয়, খোজে কিন্তু সে বিষয়ের কিছুই অবগত ছিলেন্ না। তিনি জান্‌তেন হামেত্ একজন হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায় যুবাপুরুষ, অতিশয় পরিশ্রম কোত্তে পাত্তেন, তাতে তাঁর আলস্য ছিলনা, মিষ্টভাষী, সরলচিত্ত, অথচ নিতান্ত অচতুর, তাঁর এমন্ কোন গুণ ছিলনা যে, যুবতীদের অনুরাগের পাত্র হন্, তাই সওদাগর মনে কোরেছিলেন্ এ ব্যক্তি তাঁর কন্যার সুস্নিগ্ধ কোমল অনুরাগ উদ্দীপ্ত কোত্তে পার্‌বে না, হামেত্ সেরূপ উপযুক্ত পাত্রই নহে। যুবা হামেত্ খোজেস্তার বুদ্ধিপ্রভাবের অতিশয় গৌরব কোত্তেন্, যুবতীর রূপলাবণ্য দেখেও দিন্ দিন্ মুগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন্। হামেত্ আপনার অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্‌তে পাত্তেন্ না, তাঁর মন সংশয়ে মগ্ন হোয়ে ছিল, যেহেতু তাঁর তাদৃশ গুণও ছিলনা, রূপও ছিলনা, সুতরাং খোজেস্তার প্রণয়াস্পদ হবেন, এ আশা কোত্তে তাঁর সাহস হতোনা, তাই সর্ব্বদা সলজ্জিত হোয়ে মনে মনে ম্লান হোয়ে থাক্‌তেন। হামেতের কিন্তু ঐ সলজ্জিত ম্লান মূর্ত্তি খোজেস্তার

পক্ষে মহা অনুরোধেরস্বরূপ হলো, তাই বালা তাঁকে নিরীহ হামেত্ বোলে ডাক্তেন। হামেত্ যে দিন সাক্ষাৎ কোত্তে নাপাত্তেন, সে দিন খোজেস্তা নৈরাশ হবার অপেক্ষাও অতিরিক্ত দুঃখিত হোতেন্। যুবারা প্রায়ই কবিদিগের কাব্য রসের আড়ম্বর কোরে প্রণয়িনীর গৌরব বাড়িয়ে থাকেন, যুবতীর মন প্রফুল্লিত কর্বার নিমিত্ত কবি উক্ত সরস প্রাঞ্জল বাক্যছটাও অবলম্বন কোরে থাকেন। হামেত্ কিন্তু সেরূপ মনমুগ্ধকর বিদ্যায় দীক্ষিত ছিলেন না, কিরূপ স্তুতিমিনতি কোরে প্রণয়িনীর স্তব কোত্তে হয়, সে বিদ্যা তিনি ভুলেও শিক্ষা করেন্নি। সে বিদ্যা নাই জানুন, আর নাই শিক্ষা করুন, হামেত্ যে মনে মনে খোজেস্তাকে কত ভালবাস্তেন, তাঁর কত গৌরব, কত সমাদর কোত্তেন, সেটী তাঁর ভাব ভঙ্গিমা আর ব্যবহার দেখে স্পষ্ট অনুভূত হইত। হামেত্ প্রথম প্রথম খোজেস্তার যেরূপ গৌরব যেরূপ সমাদর কোত্তেন, সেই গৌরব সেই সমাদর ক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হোয়ে সুস্নিগ্ধ কোমল প্রণয়রাগে পরিণত হয়। ইদানীং হামেত্ জান্তে পেরেছিলেন্, তাঁর উপর খোজেস্তার অনুরাগ জন্মেছে, তাই যুবা নিত্যই মনে কোত্তেন্ আজ্ আমি অবসর পেলেই খোজেস্তাকে অন্তঃকরণের কথা খুলে বোল্‌বো, কিন্তু যুবতীর কাছ্‌থেকে বিদায় হোয়ে যাবার সময় তাঁর সে অন্তরের কথা অন্তরেই নিমগ্ন থাক্তো, সাহস কোরে প্রকাশ কোত্তেপাত্তেন না। হামেতের মনে এই উদয় হোতে লাগ্লো, খোজেস্তা যদি তাঁর অনুরাগের সমাদর না করেন্ তবে তাঁর বেঁচে থাকা কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়। কত ভয়, কত সংশয়, কত চিন্তা সমুদিত হোয়ে যুবার মন মন্থন কোত্তে লাগ্লো, কাল্ দুর্ভাবনা তাঁরে যেন উন্মত্ত কোরে তুল্লে, হামেতের মনে ঘোর দুশ্চিন্তার তোল্পাড় হোতে লাগ্ল, তাঁর চক্ষে সংসারাশ্রম কন্টকময় জ্ঞান হোতে লাগল, তাই আর সহ্য কোত্তে না পেরে হামেত্ শেষে প্রতিজ্ঞা

কোল্লেন, আজ্ আমার মনোকষ্টের পূর্ণ আহুতি দিব, আজ্ আমি আমার প্রণয়ারাধ্য খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেই বোল্‌বো, "খোজেস্তা! আর আগুন বাড়িও না, আর আমি দগ্ধ হোতে পারিনা, তুমি আমায় পাণি গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কর"। এইভাব মনে যেমন উদয় হোয়েছে, হামেত অমনি তাড়াতাড়ি খোজের বাড়ীতে চোলে গেলেন্। যে ঘরে সওদাগরের কন্যাকে নিত্যই একাকিনী বোসে থাক্‌তে দেখ্‌তেন, সেই ঘরে যেমন প্রবেশ কোত্তে যাবেন্, অম্‌নি একটী পুরুষের কণ্ঠস্বর তাঁর কাণে প্রবেশ কোল্লে, সেই সঙ্গেসঙ্গেই আবার খোজেস্তার হাস্যরব শুন্‌তে পেলেন, যুবা অম্‌নি শিউরিয়ে উঠে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি গোপনে কাণ পেতে শুন্‌ছেন, এসন্দেহ কেউ না কোত্তে পারে, বিশেষতঃ ঘরের মধ্যে কি কৌতুক, কি পরিহাস হোচ্ছে তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত ব্যাগ্র হোয়ে, হামেত্ সহসা গৃহের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখ্‌লেন খোজেস্তা একটী দেবকান্তিবৎ সুপুরুষ যুবার সঙ্গে কি গল্প কোচ্ছেন, যুবার আকৃতি তিনি কখন পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই। হামেত্ দেখ্‌লেন্ তাঁরে দেখে খোজেস্তা লজ্জিতা হোয়ে হড়্‌বড়িয়ে গেলেন, কিন্তু যুবতীর মিত্র তাঁর মধুর মূর্ত্তি আকুঞ্চিত কোরে নিষ্ঠুর কোপভঙ্গী দ্বারা অসন্তোষ জনা.লন, সহসা গৃহে প্রবেশ কোরেছেন্ বোলেই অসন্তোষ জনালেন্। এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখেশুনে হামেতের পণপ্রতিজ্ঞা তত দৃঢ় হোয়েও প্রাতঃসূর্য্যের অগ্রে শিশির বিন্দুর-ন্যায় তিরোহিত হোয়ে গেল। হামেত তখন সেখানথেকে চোলে যাবার মনন্ কোল্লেন্. খোজেস্তা তাঁর মনোকষ্ট বুঝ্‌তে পাল্লেন্। হামেত্ দেখ্‌লেন বিদেশী পুরুষ তাঁর কষ্টে প্রফুল্লিত হোয়েছেন, তাই যুবা ওখান্‌থেকে চোলে যান্ যান্, এমন সময় খোজেস্তা উঠেদাঁড়িয়ে মধুর ছটায় হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বোল্লেন্ "এসো ভাই হামেত্, আমিও মনে কোচ্ছিলেম্ তোমায় ডাক্‌তে পাঠাই, অমাদের অতিথি বন্ধু কেসোয়াৎ খাঁর

সঙ্গে তোমার আলাপ হয় আমার বড়ই ইচ্ছা। কেসোয়াৎ খাঁ একজন কাশ্মীর সওদাগর, তাঁর বড় মন্দ অদৃষ্ট, কাল আমাদের হতভাগ্য গিজ্‌নি সহরে উপস্থিত হোয়েছেন্” হামেত্ মনে কোল্লেন তবে এ ব্যক্তি দুরবস্থায় পোড়ে আশ্রয় লোয়েছে, তাই তৎকালীন রাগ দ্বেষ ভয় বিস্মৃত হোয়ে অম্লান মনে কাশ্মীর মহাজনের যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন্, তাঁর সর্ব্বসান্ত হওয়ার কথা উথাপন কোরে বিস্তর আক্ষেপও কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন নিজের ক্ষতি হোয়েছে এইরূপ দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন্। কাশ্মীর সওদাগর হামেতের সকল কথার উত্তর কেবল একবার ঘাড় নেড়েই সেরে দিলেন্, মুখে কোন কথাই বোল্লেন্ না, তার পর আপনার স্থানে গিয়ে বোসে, পূর্ব্বের মতন স্থির প্রশান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি হেয়ে, খোজেস্তার সঙ্গে গল্প যুড়ে দিলেন, সে স্থানে যেন তিনি আর খোজেস্তা বই দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলনা, এইরূপ ভঙ্গি কোরে, চুট্‌কি চুট্‌কি গল্প তুলে, আমোদ প্রমোদের, হাস্য পরিহাসের, অনুনয় বিনয়ের, মহা আড়ম্বর ফেঁদে বোস্‌লেন, সে গুলি যেন তীর হোয়ে হামেতের হৃদয় ভেদ কোত্তে লাগ্‌লো। কেসোয়াৎ খাঁর গল্পের তাল ভঙ্গ ছিলনা, খোজেস্তা শুন্‌তে শুন্‌তে তারি মধ্যে যখন্ একটু ফাঁক্ পাচ্ছিলেন, সেই সময় “হামেত! তুমি কেমন্ আছ, তোমার পিতা কেমন আছেন” এই সকল কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন। খোজেস্তার অমৃতময় স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে হামেতের মন অনেক সুস্থির হলো সত্য, কিন্তু তাঁর দুর্ভাবনার শেষ হোলো না, হামেত তাঁর মনোকষ্ট থেকে এক কালীন অব্যাহতি পেলেন্ না। যুবা মনের ভাব ঢাক্‌বার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন কোচ্ছিলেন সত্য, কিন্তু সে যত্ন সফল কোত্তে পাল্লেন্ না। যে নায়কের হৃদয় সংশয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর যদি প্রণয়ের প্রতিবাদী থাকে, কি তাঁর মনে যদি সন্দেহও হয় এক জন প্রতিবাদী আছে, কি যদি প্রণয়িণীর কাছে সেই প্রতিবাদীকে উপস্থিত

থাক্‌তে দেখেন্, তবে তাঁর মন প্রণয়াভিলাষে আরও দ্বিগুণ উন্মত্ত হয়, তাঁর যেন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন তাঁর এইরূপ জ্ঞান হয়। হামেত্ খোজেস্তার গৃহে পদার্পণ কোরেই মনোহত হোয়ে হতবুদ্ধি হতজ্ঞান প্রায় হন, এক্ষণে কিন্তু তাঁর মনের অবস্থা সেরূপ নাই, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ, অনেক সচ্ছন্দ হোয়েছে, শুধু সুস্থসচ্ছন্দও নয়, তাঁর মন এখন প্রণয়রাগে দ্বিগুণ মত্ত হোয়ে উঠেছে, তাই যুবা মনে মনে স্থির কোল্লেন্ একবার অবসর পেলেই খোজেস্তাকে তাঁর অন্তঃকরণের কথাগুলি প্রকাশ কোরে বোল্‌বেন, কিন্তু আজ সে অবকাশ পাবার কোন আকার নাই, কেসোয়াৎখাঁর গল্প বানপ্রবাহের ন্যায় মহাতোড়ে একটানা চোলেছে, তাল ফাঁক যাচ্ছিল না, তাঁর ভাবগতি দেখে বোধ হলোনা আজ তিনি মনোময়ী খোজেস্তার মধুর সম্মুখ থেকে হঠাৎ উঠে চোলে যাবেন। হামেত্ দীর্ঘনিশ্বাসের উপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, বিশেষতঃ তাঁর কাল্ প্রতিবাদী প্রণয়িনীর সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস কোচ্ছেন্, তাই ভেবে আরও ব্যাকুল হোতে লাগ্‌লেন, কিন্তু একটী কথা মনে পড়াতে অমৃত বর্ষণ হোয়ে তাঁর তত ঈর্ষাদগ্ধ মন শান্তিরসে স্নিগ্ধ হলো। হামেত্ বিবেচনা কোল্লেন কাশ্মীর সওদাগরের সঙ্গে খোজেস্তার দুদিনের আলাপ বই নয়, তাই তাঁর মনে অনেক সাহস হোলো, ঐ সাহস নিক্তির অপর পাল্লায় রেখে ভাব্‌লেন, তবে আর আমি ভয় করি কেন, বরং এখন রাগ দ্বেষ ভয়কে পরাস্ত কোল্লেম্ মনে করা উচিত্। হামেতের বদন আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর চক্ষু দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌লো, এখন তিনি প্রফুল্লিত হোয়ে হৃষ্ট মনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন। একথা সেকথার পর হামেত্ একবার মাথা তুলে কাশ্মীর যুবার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন্, দেখেই বুঝ্‌তে পাল্লেন, কেসোয়াৎখাঁ হয় তাঁর অন্তঃকরণের কথা জান্‌তে পেরেছেন, নয় তাঁর মনের ভাব অনুভব কোত্তে পেরেছেন। হামেত

দেখলেন, কাশ্মীর যুবা কুটীল কটাক্ষপাত কোরে মনের অসন্তোষ ভাব ব্যক্ত কোচ্চেন, তাঁর অন্তঃকরণ ক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছে, তাঁর পুরুষবৎ চারু কমনীয় মূর্ত্তি এত ম্লান এত বিবর্ণ হোয়ে পোড়েছে যে, হামেত্ সে মূর্ত্তি দেখ্তে নাপেরে অন্য দিকে চক্ষু ফির্য়ে নিলেন্, নিয়ে মনে কল্লেন্ তিনি যেন এখন সুস্থ হোলেন্।

কাল্মাক্ এবং কাল্মাকের দল্বল্ সম্বন্ধে গল্প চোল্‌ছিল, কি উপায়, কি কৌশল কোল্লে তারা নিপাত হয়, সেই কথাই হোচ্ছিল। কেসোয়াৎ খাঁ, যিনি সম্প্রতি তাদের হাতে পোড়ে সর্ব্বস্বান্ত হোয়েছেন্, রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে তাদের গালিমন্দ দিচ্ছিলেন্, বিশেষতঃ তাদের সরদার ডাকাতের উপর আরও রেগে রেগে ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে, মহাআস্ফালন্ কোরে বোল্‌ছিলেন "এক দিন" সেই কালপাষণ্ডের সঙ্গে তল্ওয়ারে তলওয়ারে সাক্ষাত্ হয় তো ভাল হয়,' আবার আক্ষেপ কোরে একথাও বোল্লেন্ "কি কোর্বো, অর্থ নাই, নচেৎ চোনা চোনা জন্ কয়েক মুষ্ক চোয়াড় চাকর রেখে দিতেম, তাদের লোয়ে ডাকাত্-দের নির্জ্জন অন্ধকূপে গিয়ে মহামারি কোত্তেম্, তাদের জড়শুদ্ধ নিপাত্ কোরে দিতেম্" হামেত নীরব হোয়ে শুন্‌ছিলেন্, খোজেস্তার ইচ্ছা হামেত্ একথার কি উত্তর দেন তাই শুনেন্। যুবতীর নিজের কি মত্ তাই বোল্বেন্, এমন সময় তাঁর পিতা সেখানে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো। হামেত্ বোল্লেন্ "আসুন, কি খবর মহাশয় ?"

খোজে। "পুত্র ! খবর আরকি ! মন্দ খবর ! আজ প্রাতে যখন তুমি বাড়ীর বার্ হও, তখন তোমার চক্ষুদুটী কোথায় ছিল"।

হামেত্ অবাক্ হোয়ে খোজের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রোইলেন, ও কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাল্লেন্ না।

খোজে। অবাক্ হোয়ে রইলে যে! বলোনা? তোমার চক্ষুদুটী তখন্ কোন্ দিকে ছিল? তোমাদের দর্জার্ গায় কালের স্বরূপ সেই কৃষ্ণ ঢেরার চিহ্ন কি দেখ্তে পাওনি!"

"হা আল্লা! সত্য সত্যই কি তাই ঘটেছে!" এই কথা বোলে হামেত্ চীৎকার কোরে উঠ্লেন্। "আমরা তো তার কাল্কোপে পোড়েইছি, এর্ পর্ না জানি আরও কত ব্যক্তিকে তার কোপাগ্নিতে পুড়ে মোত্তে হবে! দুর্ব্বার কাল্‌গাকের কি যম্ নেই?"

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "ইটী প্রকৃত অদ্ভুত কাণ্ড, আমি মনে কোরে ছিলেম্ দুর্দ্দান্ত দস্যুরা সম্প্রতি আমার কাছ্ থেকে লুঠ কোরে যা পেয়েছে, তাই লয়েই তারা কিছু কাল্ সন্তুষ্ট থাক্বে, আবার যে এত শীঘ্র শীঘ্র নিরীহ গির্জনিবাসীদের উপর উৎপাৎ আরম্ভ কোর্বে এটী স্বপ্নের অগোচর। হে আল্লা! এ পাষণ্ডদের যেন নরকে বাস্ হয়"। এই কথা বোল্তে বোল্তে কেসোয়াৎ খাঁর দুই চক্ষুদিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্লো, সাধুবৎ ক্রোধে তাঁর সর্ব্বশরীর দিয়ে যেন তেজোরাশি প্রদীপ্ত হোতে লাগ্লো।

হামেত্ তাঁর বিষন্নচিত্ত পিতাকে সান্ত্বনা কর্বার্ জন্য বাড়ীতে যাবেন বোলে উঠে দাঁড়ালেন্, খোদা হাফেজের নামোল্লেখ্ কোরে বন্ধুদিগের নিকট বিদায় হোলেন, কিন্তু ঘরের বার্ হোতে না হোতে, খোজেস্তা দরজা খুলে বাইরে এসে ইশারা কোরে ডেকে বোল্লেন "হামেত্, একটা কথা বলি শুনে যাও"। দুজনে চোলে গিয়ে একটী কাম্রার মধ্যে প্রবেশ্ কোল্লেন্ "হামেত্! দোহাই আল্লার! আজ প্রাতে তোমায় বড় ম্লান দেখেছি, কেন বল দেখিন্?"

হামেত্ বোল্লেন্ "আমি কিছু তখন দরজার কৃষ্ণ ঢেরা দেখে আসিনি, তবে আমার মন অন্যরূপ দুর্ভাবনায় নিমগ্ন ছিল, আমি মনে কোরে-ছিলেম এখানে এসে তুমি এক্লা আছ দেখ্তে পাবো"।

খোজেস্তা। "তাই বটে! তুমি আমায় একলা দেখ্‌তে পাওনি সত্য, তাই জন্যেই কি তোমার চেহারাটি তত মলিন্ দেখ্‌লেম্?"

হামেত্। "আমি দেখ্‌লেম্ তুমি বেস্ আমোদে আছ, তার জন্যে আমি কেন দুঃখিত হোতে যাবো, দুঃখিত্ হবার্ কি সম্বন্ধ আছে? সে কথা সত্য বটে, কিন্তু খোজেস্তা! আমি কিন্তু দুঃখিত্ না হোয়ে থাক্‌তে পাল্লেম্ না, আমায় যেন কেউ ধোরে বেঁধে জোর্ কোয়ে দুঃখিত কোল্লে, তোমায় হঠাৎ অন্য পুরুষের সঙ্গে হাস্য কৌতুক কোত্তে দেখে, আমার যেন অন্তর্দাহ হোতে লাগ্‌লো, প্রাণের ভিতর যেন জ্বলে পুড়ে খাক্ হোয়ে যেতে লাগ্‌লো।"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "হামেত! তুমি ভাই এক রকমেরি লোক্, তবে কি আমি মুখে দুটো আমোদ আহ্লাদও কোর্‌বোনা"।

হামেত্। "কোর্‌বেনা! সে কি কথা! এ কথা কে বলে! আল্লা করুণ তুমি কেবল আমোদ আহ্লাদ কোরেই বেড়াও; তুমি আমোদ আহ্লাদ কর্‌বার্ উপযুক্ত পাত্রী"।

খোজেস্তা। "ভাল, সেই কথাই ভাল, হামেত্! যাই হোক, অতিথ্‌টীকে পেয়ে বড় সুখি হোয়েছি, সে কথা আমি আপন মুখেই ব্যক্ত কোচ্ছি। আর—"

"সে কথা বোল্‌তে হবে কেন, আমি তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি," হামেত্ হঠাৎ এই কথা বোলে বোল্লেন্ "ঐ দুইটী পদ্ম চক্ষু পূর্ব্বে কখনই তত প্রফুল্লিত হোতে দেখিনি, তাতেই বেশ্ জান্‌তে পেরেছি তুমি সুখি হোয়েছো, তদ্ভিন্ন সওদাগর দেখ্‌তেও অতি সুপুরুষ, আর—" খোজেস্তা অম্‌নি বোল্লেন "তুমি বুঝি মনে কোরেছো দুদিনের আলাপ হোয়েই আমি তার রূপগুণে একবারে ঢোলে পোড়েছি। হামেত্! তা নয়, তবে সে ব্যক্তি সভ্য ভব্য ভাল, তা মিথ্যা কথা বোল্‌বো কেমন কোরে"। হামেতের যেন অনুমান হলো, এই কথার পরেই একটী মৃদুমন্দ

গভীর নিশ্বাসপাত হোলো। যুবা নায়ক বোল্লেন্ "তার সন্দেহ কি, সে ব্যক্তি বেশ্ খোস্ আলাপী, বেশ্ খোস্ মেজাজী"।

খোজেস্তা বোল্লেন্ "আহা! সত্যই বটে, তিনি একজন প্রকৃত উপস্থিত বক্তা, কথার ছটাও ভাল, তাতে আবার রসও বেশ্ আছে, সরস্ উত্তর তাঁর পেটে যেন জাওয়ানো আছে, স্বভাবও বেশ আমুদে, এত যে দুরাবস্থায় পোড়েছেন্, তবু তাঁর মেজাজ আমোদের উপরেই আছে। তা যাহোক, হামেত্! আজ প্রাতে তুমি তত মন ভার কোরে ছিলে কেন? ডাকাত্দের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনে সে ব্যক্তি যখন বীরক্রোধে দগ্ধ হোচ্ছিল, তাঁর চোক্ মুখ্ দিয়ে যখন বীরতেজ ফেটে বেরুচ্ছিলো, তখনও তুমি বোবার ন্যায় হতভম্ব হোয়ে বোসে ছিলে, কেন বল দেখিন্?"

হামেত বোল্লেন্ "অচেনা কি অজানা লোক কাছে থাক্‌লে আমি সাবধান হোয়ে চোলে থাকি, মুখে তত বড়াই করি না, কিন্তু কাজের সময় সকলের আগে মাথা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছি"। খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত্! তোমার এই সদ্বিবেচনার অনাদর কোত্তে পারিনে সত্য, আমি কিন্তু অতিশয় তেজঃপুঞ্জ বীরাস্ফালন্ দেখ্‌তে বড় ভাল বাসি। কেসোয়াৎ খাঁ বেশ এক জন সদ্বক্তা, তাঁর বীরবীক্রমের বাক্য শুনে, তাঁর বীরক্রোধের অঙ্গভঙ্গিমা দেখে, বোধ হয় যেন তিনি কাল্মাকের সঙ্গে সত্যসত্যই লড়াই কোচ্ছেন্, কখনও রণমদে মত্ত হোয়ে তলোয়ারে তলোয়ারে ঠনাঠনি কোচ্ছেন্. কখন তেজাস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি দন্ত কড়্মড়্ কোচ্ছেন্। এবার যেন দেখ্‌ছি কেসোয়াৎ খাঁ তলোয়ার খানি এম্‌নি বাগ্‌য়েছেন্, বোধ হোলো যেন এই চোটে কাল্মাক্ দুটুক্‌রো হবে, আবার তার পরক্ষণেই যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি কেসোয়াৎ খাঁ কাল্মাকের বীরপ্রহার সম্বরণ কোরে আপনার প্রাণ বাঁচালেন্। এইরূপ মূর্ত্তিমান্ অভিনয় অন্তর্ পটে চিত্রিত কোরে মনে মনে তা দেখ্‌তে বড় ভাল

বাসি। হামেত্! এটী যে প্রকাণ্ড অভিনয়, তুমি তা অস্বীকার কোত্তে পারোনা"।

হামেত্ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! তোমার চরণ তলে ভিন্ন আর যেখানে সেখানে আমি নিজে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই"।

"হামেত্! তাই বটে, কেন বল দেখি"? "খোজেস্তা! উঃ! একথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাকুক্, এমন্ নিষ্ঠুর বাক্য তোমার মুখ দিয়ে বার্ হওয়াই উচিত ছিলনা। বিশেষতঃ আমার কাছে যে,—হামেতের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, তাঁর গলা যেন বোসে গেল, তখন খোজেস্তার মুখ দিয়েও আর কোন কথা সল্লোনা। হামেত্ সতৃষ্ণ নয়নে যুবতীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে, তাঁর এক খানি হাত্ কোলের উপর রেখে, আস্তে আস্তে টীপ্তে লাগ্লেন্, টীপ্তে টীপ্তে বোল্লেন্, "খোজেস্তা! আমি স্তাবক্ নই, স্তুতি বাদ কোরে মন্ মুগ্ধ কোত্তে জানি না. সে সকল বিদ্যায় আমি নিতান্ত অপটু, কেসোয়াৎ খার মতন্ আমাতে বাক্পটুতার গুণও নাই, লতা পাতা কেটে, চিত্র বিচিত্র কোরে, দশ রকম ফল ফুল দিয়ে কথার ডালি সাজাতেও আমার এসেনা, আমার কোনও গুণ নাই বোল্লেই হয়, তবে এক মাত্র হৃদয় আছে, সেই সবে ধন হৃদয় তোমায় আমি দান্ কোরেছি। আমার স্নেহপূর্ণ, আমার প্রেমপূর্ণ; আমার অনুরাগপূর্ণ হৃদয় তোমায় আমি সমর্পণ কোরেছি। আমি তোমার একান্ত অনুগত, একান্ত অনুরক্ত, একান্ত আশ্রিত, তুমি বই আর কাকেও জানি না, আর কাকেও চিনি না। ছেলে বেলা থেকে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়, আমি তোমার গুণে মোহিত, আমি তোমার বিস্তর অনুরাগও কোরে থাকি, বেসি কথা বোল্বো কি, আমি তোমায় এত ভাল বাসি যে, তোমার

জন্যে আমি উন্মত্ত।—খোজেস্তা চোলে যেওনা, আর একটু থেকে শুনে যাও ”।

খোজেস্তা বোল্লেন্ “হামেত্! আর আমি থাক্‌তে পারিনে ”। “আর এক লহমা বই তুমি আমার হবে, কেবল এই আশা মাত্র আমায় দিয়ে যাও, আমি যেন এক দিন আমার খোজেস্তা বোলে গর্ব্ব কোত্তে পারি, আর—”

“হামেত! কাল্, কাল্, আজনয়, কাল্,—এক্ষণে আমায় বিদায় দাও, একদিন অবসর দাও, তার পর সকল কথা খুলে বোল্‌বো, আচ্ছা তবে আমি চোল্লেম্” হামেত্ বোল্লেন্ “তবে আচ্ছা খোজেস্তা! এখন যাও, আমায় দুঃখেই ডোবাও, আর সুখেই ভাসাও, যা হয় কাল তোমার শ্রীমুখের বাক্য শোনা যাবে, আমার এম্‌নি জ্ঞান হোচ্ছে তুমি অভাবে যেন আমি আর প্রাণে বাঁচ্‌বোনা। হামেত্ বিদায় হোয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ পিতার নিকট চোলে গেলেন্, খোজেস্তা তাঁর উদাস গৃহে গিয়ে নির্জ্জনে শয়ন্ কোল্লেন্।

কিছুদিন পূর্ব্বে হোলে, খোজেস্তা বরং প্রফুল্ল চিত্ত হোয়ে তাঁর মন প্রাণ সাধুবৎ নিরীহ হামেতের উপর সমর্পণ কোত্তে পাত্তেন্। যুবতী হামেতের গুণগৌরবের সমাদর, তার সাধুচরিত্রের অনুরাগ বিস্তর কোত্তেন্, কিন্তু এক্ষণে কাশ্মীর সওদাগরের দেবকান্তি চক্ষে দর্শন কোরেছেন্, তাঁর সঙ্গে আলাপ কোরে তাঁর গুণে মোহিতও হয়েছেন্। কাশ্মীর যুবা যুবতীর সংসর্গে সুখী হবার ত কথাই বটে, বরং দিন দিন আরও প্রফুল্লিত হোতে লাগ্‌লেন। আবার যুবতীর পক্ষেও যুবার সংসর্গ অল্প আনন্দজনক হয় নাই, সে আনন্দ বালা কারুরি কাছে গোপন কোত্তেন্ না। যুবতী মনে মনে তৌল কোরে দেখ্‌লেন কাশ্মীর যুবার বাক্‌কৌশলের ছটা অতি মনোহর, অতি মধুর, অতি উজ্জ্বল, শুন্‌লে জ্ঞান হয় যেন মনের সঙ্গে কথা কোচ্ছেন, কি মনের কথা যেন টেনে

নিয়ে বোল্‌ছেন। হামেতের কথার ভঙ্গিতে সেরূপ চারু উজ্জ্বল ছটাও নাই, সেরূপ মধুর রসও নাই, না মনের সঙ্গে কথাই কয়, তাও কয় না। তাঁর বাক্য গুলি রসহীন, অতি কটু, রুক্ষ, অথচ জ্ঞানবানের মতন প্রাজ্ঞ। বালা গুণের বিচার শেষ কোরে, রূপের বিচার কোত্তে বোস্‌লেন, তাঁর অন্তর্পটে চিত্রিত কোরে দেখ্‌লেন, কেসোয়াৎ খাঁর সহাস্য বদনের প্রতি, তাঁর চারু মনোহর মূর্ত্তির প্রতি, তার ললিত ভঙ্গীমার প্রতি নেত্র-পাত কে ল্লে মনোমোহিত হোয়ে তাঁর রূপফাঁদে ধরা পোড়্‌তে হয়। হামেতের শ্রীছাঁদ অতি কদর্য্য, না তাঁর রূপই আছে, না লাবণ্যই আছে, দেহটি আবার মানানসই নহে, দেখ্‌তে অতি বেঢপ, অতি বেডৌল, তেমন বেঢপ কদাকার চেহারা আর কারুরি দেখা যায়না। কেসোয়ৎ খাঁর রূপ লাবণ্য যেমন নিস্কুৎ, যেমন নির্দ্দোষ, তেমন আবার কারুরি নাই, দেখ্‌লে বোধ হয় যেন তাঁর দেহ ফুঁড়ে কান্তির উজ্জ্বল ছটা ফেটে বেরুচ্ছে, তেজপ্রভায় শরীরময় যেন ধক্‌ধক্ কোরেজ্বল্‌ছে, বীরুৎসাহ-অনলে সর্ব্বশরীর যেন দীপ্ত কোচ্ছে। বালার পিতাও কাশ্মীর যুবাকে অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, তাতেই স্পষ্ট জানা ছিল, যুবতী যদি তাঁরে বরমাল্য প্রদান করেন, পিতার পক্ষ হতে কোন আপত্তি হবে না, তবে এক্ষণে কথা এই, বালা তাঁকে মাল্য দান কোর্‌বেন, কি কোর্‌বেন্ না, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করা উচিত্, কি না করা উচিত্। যুবার কি যথার্থই মন্ হোয়েছে বালা তাঁকে বিবাহ করেন, যদি সেই মনই হোয়ে থাকে, তাঁর সঙ্গে কিন্তু দুদিনের আলাপ বই নয়, এতে কি কোরে আপনার অমূল্যধন হৃদয় দান কোরে, তাঁকে স্বামীত্বে বরণ কোত্তে পারেন। এই সময় যুবতী আপনাআপনি বোলে উঠ্‌লেন "তবে সুতরাং সে আশা স্বপ্নের ছলনা মাত্র, সে ব্যক্তি সুপুরুষ বটে, তবে তার মন। আঃ! সেই কথাই কথা! সেই কথাই তো কাজের কথা! আসল কথাই তো সেই! আমি তাঁর অন্তঃকরণের আরাধ্য-

যস্থ হয়েছি কি না বোল্‌তে পারি না, তাঁর অন্তরের কথা আমি কি কোরে জান্‌বো। তাঁকে নিয়ে সুখী হবো, না হামেত্‌কে নিয়ে সুখী হবো, সে বিষয় আমি স্থির কোত্তে পাচ্ছিনা, হামেত্ কিন্তু আমায় প্রাণের তুল্য ভাল বাসেন, অতিশয় স্নেহ করেন, এখন আমি তাড়াতাড়ি কোর্‌বো না, আগে একটু স্থির শান্ত হোয়ে বিবেচনা কোরে দেখি। যুবতী এই সকল কথা তোলাপাড়া কোত্তে কোত্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেবে গেলেন্, নীচে গিয়ে দেখেন্ কাশ্মীর যুবা আর তার পিতা মুখোমুখি হোয়ে কি কথাবার্ত্তা কোচ্ছেন্, খোজেস্তাকে দেখে কেসোয়াৎ খাঁর মুখ চোক্ যেন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো।

এখন এই দুইজনে আলাপ কোত্তে বোস্‌লেন্। যুবতীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাব দেখে, বালার মুখে সদ্বিচারের, সদ্বিবেচনার কথা শুনে, কাশ্মীর যুবা চমৎকৃত হোয়ে গেলেন্, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় কস্মিন্ কালেও তাঁর মনে উদয় হতো না, যুবতী সেই সকল বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তিনি বরং কিঞ্চিৎ শশব্যস্ত হোয়ে পোড়্‌লেন্। খোজেস্তা যতই সেই সকল প্রস্তাব উত্থাপন করেন্, যুবা ততই যুবতীর রূপ গুণের কথা এনে ফেলেন্, যুবা ততই তাঁর রূপের গৌরব, গুণের মহিমা বাড়িয়ে দিয়ে বালাকে ফুলিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করেন্। কেসোয়াৎ খাঁর মনোগত ইচ্ছা যে, কৌশল কোরে ঐ সকল প্রস্তাব প্রবাহের বেগ্ ফিরিয়ে যুবতীর তোষামোদ রূপ স্রোতের মুখে মিশিয়ে দেন্, খোজেস্তা কিন্তু তেমন্ মেয়ে ছিলেন্ না যে, প্রশংসার কথা শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হন্, তাই যুবতী তাঁর প্রশংসায় ভূলে গিয়ে আপনার আশয় পরিত্যাগ কোল্লেন্ না। যুবা কতদূর ধর্ম্মাত্মা সাধু, সে বিষয় মনে মনে স্থির কোরে, কাশ্মীরে তাঁর পরিবার ঘটিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লেন্, জিজ্ঞাসা কর্‌বার্ সময় সতৃষ্ণ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে ছিলেন। যুবতী দেখ্‌লেন্ তাঁর কথার

উত্তর দিবার পূর্ব্বে যুবার মুখশ্রী বিকৃত বিবর্ণ হোতে লাগ্‌লো, যুবা বোল্লেন "আমার পিতা একজন রাজপারিষদ্ ছিলেন্, যুবতী জিজ্ঞাসা কোল্লেন্ কাশ্মীরে কি রাজপারিষদের পুত্রেরা সওদাগর হয়? এই কি সেখানকার রীতি? কি আশ্চর্য্য! তোমার মত যুবাপুরুষের উচিত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা, সে কথাও যা হউক্ তোমার পিতার মৃত্যুর পর্ তোমার উচিত্ ছিল রাজদর্‌বারে একটা উচ্চ পদে অভিষিক্ত হওয়া"। যুবতীর মুখে ঐ কথা শুনে, কেসোয়াৎ খাঁ হতবুদ্ধি প্রায় হোলেন্, কি উত্তর দিবেন্ ভেবেই অস্থির হোতে লাগ্‌লেন্, কিন্তু সেই সময় প্রফুল্লিত হবার মত চোক্ মুখের ভঙ্গীমা কোরে, মধুর ছটায় হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আমি যে সেপাই, কি রাজপারিষদ্ হইনি, সেটী আমার সৌভাগ্য বোল্‌তে হবে, তা হলে গিজ্‌নির সওদাগর খোজের মনোময়ী কন্যাকে সন্দর্শন্ কোরে আমার চক্ষু সার্থক কোত্তে পাত্তেম্ না, তাঁর অমৃতবৎ সুমধুর্ কণ্ঠস্বর শ্রবণ কোরে কর্ণ সুশীতল কোত্তে পাত্তেম্ না"। যুবা কৌশল কোরে এত চাতুরী জাল বিস্তার কোল্লেন্, সরস মধুর ভঙ্গিমা কোরে যুবতীর এম্‌নি মান বাড়ালেন্, খোজেস্তা শুনে লজ্জিতা হোলেন্, তাঁকে সেখান্‌থেকে উঠে চোলে যেতে হলো, সুতরাং তিনি আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুবার স্বরসন্ধানের কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লেন্ না। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনা ভাল ছিল সত্য, পণ প্রতিজ্ঞাও দৃঢ় ছিল সত্য, সে সবই সত্য বটে, তথাচ তিনি স্ত্রীজাতি, তাই আপনার প্রশংসার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন্ না, বিশেষতঃ কথাগুলি আবার লগ্ন মত বলা হোয়েছিল। কিন্তু যাই হউক, যুবতী আপনার চতুরতাগুণে কাশ্মীর যুবার কৌশল, তাঁর চাতুরী বুঝ্‌তে পেরেছিলেন্। সওদাগর খোজেস্তার কথায় ধরা পোড়্‌তেন্, ধরা পোড়্‌লে তাঁকে অপ্রতিভ হোতে হতো, সেই অপ্রতিভ থেকে বেঁচে যাবার নিমিত্ত, যুবা তত আড়ম্বর

কোরে যুবতীর মান গৌরব বাড়াতে লাগ্‌লেন্, নচেৎ শুদ্ধ তাঁকে প্রফুল্লিত কি পরিতৃপ্ত কর্‌বার্ নিমিত্ত তিনি তত আড়ম্বর কোরে তাঁর রূপগুণের প্রশংসা করেন্ নি, তাই যুবতীর মনে ভয় হোলো, তবে বুঝি যুবার প্রকৃতি ভাল নাহবে, হয়ত তার কপট স্বভাবই হবে, এই মনে কোরে নিস্তব্ধ হোয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন্, তার একটু পরেই খোজেস্‌তা সে ঘর থেকে চোলে গেলেন্।

পরদিন খেজেস্তা ব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন্, জানালার ফাঁক দিয়ে গলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন হামেত কতক্ষণে আস্‌বেন, এমন সময় খোজে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন্, পিতাকে দেখে, নেবে গিয়ে, তাঁর সমাদর কোল্লেন্। পিতা বোল্লেন্ "তুমি ওখানে কি কোচ্ছিলে, এদিক্ ওদিক্ চেয়ে দেখ্‌ছিলে কেন?" যুবতী বোল্লেন্ "হামেতের আস্‌বার্ কথা ছিল, এই সময় তাঁর আস্‌বার্ কথা, তবে এখনও এলেন্‌না কেন তাই ভাবছি৷ বাবা! আপনিতো জানেন্ হামেত্ কেমন বাক্‌নিষ্ঠ, তাঁর যে কথা সেই কাজ্"। খোজে বোল্লেন্ "তা সত্য বটে, সে ব্যক্তির শরীরে আলস্য নাই, তার উপর তোমার কিছু অধিক যত্ন দেখ্‌তে পাচ্ছি"।

বাবা! তানয়, তবে কথা কি, তাঁর শরীরে যদি গুণ থাকে, আর তাঁর চরিত্র যদি ভাল হয়, তবে তাঁরে যত্ন নাকোর্‌বো কেন? তার চেয়ে ভাল আর কোথায় পাব যে, এরে ফেলে তারে যত্ন কোর্‌বো"।

খোজে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! অমন্ কথা বোলোনা, ওকথা মুখেও এনোনা, তবে বোল্‌তে পাত্তে, যদি রূপে গুণে সমতুল্য ব্যক্তির সঙ্গে তোমার আলাপ না হোতো, হাঁ! তা না হোলে একদিন কথা ছিল বটে। সে ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা, তার দেহের কান্তি বরং তোমার অপেক্ষা আরও চমৎকার'।

যুবতী বোল্লেন "বাবা! আপনি কি কেসোয়াৎ খার কথা

বোল্‌ছেন” ? হাঁ, সেই কথাই বোল্‌ছি, তাঁর কথা তোমায় বোল্‌তেও এসেছি, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ কোত্তে বাসনা করেন্, সে কথা শুনে আমার মনে বড় আহ্লাদ হোয়েছে। পুত্রী! তবে হামেত্‌কে আর মনে করোনা, সে দেখ্‌তে চাসার মত অতি কদাকার, অতি অসভ্য, অতি মূর্খ, কৌশল চতুরতা কারে বলে তা সে জানে না, ভদ্র লোকের কাছে দুটো কথা বোল্‌তে হোলে, তার কালঘাম বেরিয়ে পড়ে। আমি কাশ্মীর যুবার কাছে চোল্লেম, তুমি তাঁর অভিপ্রায়ে সম্মত আছ এই কথা বলিগে” ।

পিতার মুখে ঐ কথা শুনে খোজেস্তা যেন গাছ্ থেকে পোড়্‌লেন্, বিশেষতঃ কেসোয়াৎ খাঁ যে, তাঁর পিতার আশ্রয় ধোরে বিবাহের প্রস্তাব কোরেছেন, তাই মনে কোরে যুবতী আরও বিস্ময়াপন্ন হোলেন্। যুবতী বোল্লেন্ “আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন্, “যাঁরে আমি স্বামী বোলে বরণ কের্‌বো, তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করেন্ কি না, তিনি আমায় আন্তরিক শ্রদ্ধা আন্তরিক যত্ন করেন কি না, সে বিষয় আমি আগে জান্‌বো, তবে তো আমি পাণি গ্রহণ কোত্তে অনুমতি কোর্‌বো, শুধূ কথায়, কি শুধু স্তবস্তুতিতে ভাল বাসা জানালে সে ভালবাসা সিদ্ধ নয়; শুধু মুখে স্নেহ জানালে সে স্নেহ সপ্রমাণ হয় না, সে স্নেহের মূল্য নাই, সে স্নেহের গৌরব নাই। খোজে বোল্লেন “পুত্রী! সে সত্য বটে, তবে কথা কি, এ সকল দেমাক্ দম্ভের কথা আমি তাঁরে কি কোরে বোল্‌বো, তাতো আমি পার্‌বোনা, তবে কৌশল কোরে বলা যাবে। অভিপ্রায় জানানো লয়েই বিষয়, তাই দুটো মিষ্ট কোরে, তোমার অভিপ্রায় তাঁকে জানানো যাবে, তাহলেই তো হলো? এর পর সুবিধা বুঝে তুমি নিজে নয় তাঁকে জানিও, তোমার যে পণপ্রতিজ্ঞা তা তাঁকে বোলো, তবে এখন আমি চোল্লেম” ।

"একটু দাঁড়ান্, আপনার প্রাচীন বন্ধু খোদাবাদের পুত্র হামেত্ যে প্রস্তাব কোরেছেন্ ঐ প্রস্তাবের কথা আপনাকে বোল্বো মনে কোরে ছিলেম্"।

খোজে বোল্লেন "সে প্রস্তাবে অবশ্যই তুমি অসন্তুষ্ট হোয়ে থাক্বে, তা কখনই গ্রহণ করোনি দেখ্তে পাচ্ছি"। খোজেস্তা বোল্লেন "না, বাবা! তা নয়, আমি তাঁর প্রস্তাবের অনাদর করি না, আমি যে তাঁর গুণগৌরব জান্তে পেরেছি, তাই তাঁরে মান্যমান কোরে থাকি, চিরকালই মান্যমান কোরে আস্ছি"।

খোজে বোল্লেন্ "আগে মান্য কোত্তে, এখন্ বুঝি স্নেহ কোরে থাক"? খোজেস্তা ওকথার কোন উত্তর দিলেন্ না, তাঁর পিতা খানিকক্ষণ কি বিড়্ বিড়্ কোল্লেন, তার পর বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আমি এইমাত্র চাই, যে দুই পাত্র উপস্থিত, তার মধ্যে যাকে বরণ কোত্তে হয়, কর, কিন্তু তাড়াতাড়ি করোনা, স্থির শান্ত হোয়ে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কোরে বরণ করো। অতিথি যুবাকে অবকাশ দাও, আচ্ছা, তিন মাস তাঁর ব্যবহার দেখ, তা হলে জান্তে পার্বে তোমার প্রতি তাঁর কিরূপ মন, হামেতের অপেক্ষা তিনি যদি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ না হন্, তখন না হয় তুমি যারে মন চায় তারে বিবাহ কোরো"।

খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! তবে সেই কথাই ভাল, আমি আপনার নিকট দিব্যি কোরে বোল্ছি তার পূর্ব্বে এবিষয় স্থির কোর্বো না, আপনি এখন কেসোয়াৎ খাঁকে গিয়ে এই সকল কথা খুলে বলুন্, তা হলে মস্ত একটা অসুখের দুর্ভার থেকে নিষ্কৃতি পাই"।

খোজে বোল্লেন "আচ্ছা, আমি তাঁরে ঐ কথা বোল্বো, খোদাবাদ বড় মনের অসুখে আছেন্, আমি তাঁকে দেখ্তে চোল্লেম্, হামেত্কেও তোমার অনুরাগের বিষয় জানাবো"।

এই কথা বোলে খোজে চোলে গেলেন্, খোজেস্তা একাকিনী

বোসে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন, যে বিষয় শয়নে স্বপনে তাঁর মনে জাগ্‌ছে, সেই বিষয়ের চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্‌। খোদাবাদের বিপদের কথা শুনে ভাব্‌লেন্‌ তবে বুঝি সেই জন্যেই হামেত্‌ আজ আস্‌তে পারেন্‌ নি, বোধ হয় তাঁর পিতা কি কোর্‌বেন, না কোর্‌বেন্‌ তাঁকে লয়েই তারি একটা পরামর্শ কোচ্ছেন্‌। খোজে কাশ্মীর যুবাকে আপনার কন্যার কথাগুলি বোলে বাহিরে চোলে গেলেন্‌। কাশ্মীর যুবা তাঁর প্রণয়ের প্রতিবাদী হামেত্‌কে চাষা, গোঁয়ার, মূর্খ বোলে রেগে রেগে, হেঁকে হেঁকে, গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু তবু তিনি নৈরাশ হোলেন না, মনে মনে সাহস বাঁধলেন,। ভাব্‌লেন্‌, হামেত্‌ অতি মূর্খ, অতি চাসা, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, না বিদ্যাই আছে, না বুদ্ধিই আছে, তবে আর তাকে ভঁয় কোত্তে যাবো কেন? আমি দশটা ফাঁপর্‌ দালালির কথা বোলে, পাঁচ রকম্‌ চালাকি দেখিয়ে, যুবতীকে প্রফুল্লিত কোত্তে পার্‌বো, তার মনও মুগ্ধ কোত্তে পার্‌বো। হামেত্‌ যাতে উদাস অন্ধকারে চাপা পড়ে তা কোত্তে হবে। খোজেস্তার বুদ্ধি বিবেচনার দৌড় বেশ আছে সত্য, তা আছে আছেই, তথাচ স্ত্রীলোক বই নয়, স্ত্রীলোকের মন ভুলে যেতে কতক্ষণ! একটু সলিয়ে কোলিয়ে দুট অনুনয় বিনয় কোল্লে, পাঁচটা মন্‌ যোগান কথা বোল্লে, দশ রকম হাসি ঠাট্টার আমোদ কোল্লে, যুবতীর মন অনায়াসেই ফিরে দাঁড়াবে।

খোজে গিয়ে শুন্‌লেন তাঁর বন্ধু খোদাবাদ্‌ বাড়ীর ভিতর একটী নির্জন্‌ কামরায় একলা চুপ্‌টী কোরে বোসে আছেন, পাছে কোন গতিকে কাল্‌মাকের কালপত্র তাঁর হাতে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোচ্ছেন্‌ না। খোজের কিন্তু যাবার্‌ নিষেধ ছিল না, তিনি গিয়ে সান্ত্বনা কোরে বোল্লেন্‌, হয়তো সে পত্র আদৌ পোঁছেবেনা, তবে যে দরজার গায় কৃষ্ণ ঢেরা দেখ্‌তে পেয়েছেন, তা

বোধ হয় কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা চেঙ্গড়া বালকেরা ভয় দেখাবার নিমিত্ত ঐরূপ চিত্র কোরে রেখেছে, নচেৎ ডাকাত্ দ্বারা কখনই তা হয়নি। এই রকমে অনেক বুঝিয়ে শেষে বোল্লেন, "হোয়ে থাকেতো হোয়েছে, তার আর চারা কি" ভাবনা চিন্তা এখন ছেড়ে দাও, আজ তোমার নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার সময় আজ আমার বাড়ীতে খাবে, হামেত্‌কেও যেতে হবে, ভয়ে হাত্ পা ছেড়ে দিয়ে ওরূপ কোরে হা হুতাশ কোল্লে আর হবে কি, বিশেষতঃ যে ভয় কোচ্ছো, সে ভয় সত্য কি মিথ্যা তারি বা ঠিকানা কি। খোদাবাদ মৃতাত্মা হোয়ে একেবারে মুখের উপর বোল্লেন, "না, আমি যাবনা, আমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবনা"। কিন্তু খোদাবাদ তাঁর প্রাচীন বন্ধুর প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখে, তাঁর মুখে সাহসের কথা শুনে, তাঁর মনের অপ্রফুল্লতা কতকদূর হোলো, তাই শেষে বোল্লেন "তোমার বাড়ীতে না হোয়ে আজ আমার বাড়ীতেই উদ্যোগ হোক্। তুমি, তোমার কন্যা, আমাদের অতিথি বন্ধু, আজ আমার বাড়ীতে সায়ংকালে আহার কোর্‌বে, আমি আরও জন্ কয়েক বন্ধু বান্ধবকে আহ্বান কোর্‌বো," খোজে বোল্লেন "তবে তাই ভাল, তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই, এই কথা বোলে হামেতের ঘরে চোলে গেলেন্। সেই একান্ত প্রণয়মগ্ন যুবা খোজেস্তার অভিপ্রায় শুনে দুঃখে নিমগ্ন হোলেন। তিনি মনে কোল্লেন খোজে কাশ্মীর যুবার অনুকুল পক্ষ বোলেই এই বিপদটি ঘটেছে। হামেত্ ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মনে মনে স্থির কোল্লেন্, খোজেস্তার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক যত্ন, আরও অধিক অনুরাগ্ দেখাবেন্। যুবা অন্তরে জান্‌তেন্ তাঁর প্রতি খোজেস্তার শ্রদ্ধা ভক্তি ভাল রূপই আছে। হামেতের উদাসভাব দেখে খোজে অসন্তুষ্ট হলেন্ না, তিনি ওখান থেকে বিদায় হোয়ে, একবার সহর বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলেন্।

২২ পরিচ্ছেদঃ ।

"বড় বাড়্লে ঝড়ে ভাঙ্গে ।"

খোদাবাদের বাড়ীতে আহ্বান হোয়েছে শুনে কেসোয়াৎ খাঁ মনে মনে ভারি দুঃখিত হোলেন্, দুঃখে যেন মোরে গেলেন্। খোজেস্তা যুবার প্রফুল্লিত কোমল বদনের ম্লানভঙ্গীমা দেখে বালা মনে কোল্লেন্ যুবা খোদাবাদের নিমন্ত্রণে যাবেন না, তাই একটা ওজর তো কোত্তে হবে, কি ওজর কোর্‌বেন তাই ভাব্‌ছেন। বালার কিন্তু এ অনুমান্ ঠিক্ হয়নি। যুবার নিমন্ত্রণে যাবার অনেক হেতু ছিল, তাঁকে সেখানে যেতেই হতো, তাঁর প্রতিবাদী যদি সেখানে উপস্থিত না থাক্‌তেন্ এ নিমন্ত্রণ পেয়ে বরং তিনি আরও প্রফুল্লিত হতেন্। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "খোজেস্তা! আজ সন্ধ্যাকাল্‌টা কি কোরে কাটানো যাবে, আমাদের দুটো আমোদ আহ্লাদ করা কি কোরে হবে"। খোজেস্তা বোল্লেন "কেন? আমিও তো সেখানে যাবো, তুমি তো বোলেছো, হেজে যাক্, পুড়ে যাক্, মজে যাক্, তায় ক্ষতি নেই, আমি মাত্র তোমার কাছে থাকি, তা হলেই তুমি প্রফুল্লিত হবে, একথা না হবে তো তুমি আমায় হাজারও বার্ বোলেছো; তা ছাড়া তুমি আরও কত কথা বোলেছো, তুমি আর কিছু চাওনা, আমায় দেখ্‌তে পেলেই সুখী হও"।

কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন "সে কথা তো মিথ্যা নয়, তার এক তিলও মিথ্যা নয়। তুমি সেখানে যাবে আমি তা জানি, তুমি মনে কোরোনা আমি তা জানিনে। তোমায় সেখানে দেখে আমি সুখী হবোনা সেটাও মনে কোরোনা, তবে—"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "তবে, আমায় সেখানে অষ্টপ্রহর দেখ্‌তে পাবেনা, তাই বুঝি তোমার মনে অসুখ হোচ্ছে? কেমন এই কথা না?"

কেসোয়াৎখাঁর মুখে আর কথা নাই, খোজেস্তা বোল্লেন, "কেমন সেই কথা তো বটে?" যুবা ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। খোজেস্তা বোল্লেন, সেটা তোমার উপরেই নির্ভর কোচ্ছে, তুমি যদি মাথা হেঁট কোরে বোসে রও, চোক মুখ ভারকোরে, মুখ অন্ধকার কোরে থাক, তবে তোমার নিকটে আমার যেতেই ভয় হবে, তা হোলে কাজে কাজেই যেখানে আমোদ আহ্লাদ দেখ্‌তে পাবো, সেইখানেই যেয়ে বোস্‌বো। মনে কোরেছি আজ্‌কের দিনটা বন্ধুর বাড়ীতে খুব আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বো।"

কাশ্মীর সওদাগর বোল্লেন্ "তা যথার্থই তো বটে, না কোর্‌বেই বা কেন, আমি দুঃখিত হোয়েছি বোলে তুমি আমোদ আহ্লাদ কোর্‌বেনা একি একটা কথা, আমি কি এতই হাবা যে, বুঝ্‌তে পারিনে! আমি যতই দুঃখিত হইনা কেন, তার জন্যে তোমার আমোদ প্রমোদের বাধা হবে কেন?"

খোজেস্তা কিঞ্চিৎ রাগত হোয়ে বোল্লেন "কি বালাই, আমি কি ছাই তাই বোল্‌ছি? আমার কথার মর্ম্ম তা নয়, যে সাধ কোরে মিছা-মিছি দুঃখিত্ হয়, তার দুঃখে দুঃখিত হবো কেন? যার দুঃখের প্রকৃত কারণ থাকে, তার দুঃখে দুঃখিত হোতে পারি, তার গলা ধোরে কাঁদ্‌তেও পারি, কেঁদেও থাকি, এ কথা তোমায় কতবার বোলেওছি"। কেসোয়াৎ খাঁ যুবতীর দুখানি হাত ধোরে বোল্লেন্ "খোজেস্তা! স্ত্রীজাতির মধ্যে তুমি একটী রত্ন, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে একটী কথা আমার আছে,—আমার কি সেখানে অসুখের কোন কারণ নাই? হামেত্ কি সেখানে উপস্থিত্ থাক্‌বেন্ না?

খোজেস্তা বোল্লেন্ "থাক্‌বেন্ না কেন? অবশ্যই থাক্‌বেন্;

কিন্তু তাই বোলে তুমি দুঃখিত হবে কেন ? যাও ! ওসকল কথা ছেড়ে দাও ! এখন নিমন্ত্রণে যাবার উদ্যোগ্ কর, এ তো নিমন্ত্রণ নয়, তোমার পক্ষে বাঘ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার কথা যদি মানো, তবে শুন বলি, এ নিমন্ত্রণে তোমায় দুঃখিত হোতে হবে এমন ক্রটী আমা হোতে হবে না"। এই কথা বোলে, মধুর ভঙ্গিতে একটু মুচ্‌কে হেঁসে, যুবতী সে ঘরে থেকে চোলে গেলেন্। কেসোয়াৎ খাঁ উঠে আপনার ঘরে গিয়ে পায়েচারি কোত্তে লাগ্‌লেন্। নিমন্ত্রণে যাবার জন্য তাঁকে ততটা যত্ন কর্‌বার্ আবশ্যক ছিলনা, আপ্‌নার তাড়াতেই, তাঁকে সেখানে যেতে হতো। সন্ধ্যা হলো, নিমন্ত্রণে যাবার সময় উপস্থিত, কাশ্মীর যুবা খোদাবাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন্, যে যার স্থানে গিয়ে বোসেছেন্, এক্‌দল তায়ফাওয়ালী দেখে তাঁর মন অনেক সুস্থ হলো। নাচ্‌ওয়ালীরা মনোহর ভঙ্গিতে ভোজদাতাকে সেলাম্ কোরে তাঁর্ সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌ল,—ভোজদাতা ভীত হয়েছেন শুনে, তাঁর দুঃখে দুঃখিত হোয়ে, তারা অনেক আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লো, মুখে আবার সাহসও দিতে লাগ্‌ল। আল্লা না করুন্ তেমন ঘটনা হয়, বোধ হয় পাষণ্ড ডাকাতেরা আর কোন উচ্চবাঞ্ছা কোর্‌বে না, ঐ কৃষ্ণ ঢেরা দিয়েই খতম্ হবে।

খোদাবাদ মনের সাধ মিটিয়ে, যা মুখে আস্‌ছিলো, তাই বোলে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন্। সে স্থানে আরও অনেক্‌গুলি সওদাগর উপস্থিত ছিলেন্, তাঁদের কাছে কেসোয়াৎখাঁর পরিচয় দিয়ে দিলেন্, যুবার দুঃখের কাহিনী শুনে, তাঁরা অনেক দুঃখ জানাতে লাগ্‌লেন্, তাঁকে গিজ্‌নিতে বাস করাবার নিমিত্ত বিস্তর যত্নও কোত্তে লাগ্‌লেন্। সওদাগরেরা বোল্লেন্ "বাণিজ্য ব্যবসায়ের তো এক প্রকার অপ্রবাহই হোয়ে পোড়েছে, তথাচ যা কিছু লাভ ভাব আছে, তাতেই কোন মতে অলাহার কোরে দিন নির্ব্বাহ হোতে পার্‌বে," এই কথা বোলে সেই

লাভ ভাব গুলি মুখে মুখে যেন দেখিয়ে দিলেন। সওদাগরদের মুখে কল্যাণ প্রার্থনার কথা শুনে, কেসোয়াৎখাঁ আপনাকে শ্লাঘা জ্ঞান কোরে বোল্লেন "এর্ পর্ আমি কি কোর্বো, কোথায় যাবো, সে কথা এখন আমি নিশ্চয় কোরে বোল্‌তে পাচ্ছিনে, মনে মনে একটা অভি-প্রায় আছে, সেই অভিপ্রায়ের উপর আমার অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে"। এই কথা বোলে, এক বার আড়্চক্ষে খোজেস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন্, খোজেস্তা তখন অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছি-লেন্। তত লোকের মধ্যে ঘোমটাটী তাঁকে যত্ন কোরে রাখ্‌তে হোয়ে-ছিল।

খোজেস্তা একবার কাশ্মীর যুবার প্রতি ফিরে চেয়ে, আবার হামেতের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন, হামেতের দিকে কেসোয়াৎখাঁ একবার ঘৃণার ভঙ্গিতে দৃষ্টিপাত কোল্লেন্, হামেত কিন্তু সেটী লক্ষ্য কোত্তে পারেন্নি। আমন্ত্রিতেরা কার্চোপের বিছানার উপর জড়াও বুটিদার্ তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ঘর যুড়ে বোসে গিয়েছেন্। কাফি আর আল্‌বোলা এসে পোড়্লো, নাচ্ আরম্ভ হলো। খোজেস্তা হামেতের খুড়ির পাশে গিয়ে বোস্‌লেন্, সেখানে আরও কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলেরি মুখাবয়ব ঘোম্‌টায় আবৃত। স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী হোয়ে আপনার আপনার বাড়ীর মোজ্‌লিসে গিয়ে বসা সে দেশের রীতি। কাশ্মীরযুবা ভোজদাতার দক্ষিণ দিকে বোসে ছিলেন, নানা প্রকার হাস্যপরিহাসের আমোদ চোল্‌তে ছিল, তাতে বোধ হলো যুবা বেশ প্রফুল্লচিত্তেই আছেন্, তাঁর খোজেস্তা একটু দূরে বোসে ছিলেন্ সত্য, কিন্তু হামেতেরও নিকটে ছিলেন না, তাই দেখে তাঁর মনে আর কষ্ট হোলো না। তায়ফাওয়ালীর প্রথমবারের মুজ্‌রো শেষ হোয়ে গেলে, স্ত্রীলোকেরা যে যার বাড়ী চোলে গেলেন, পুরুষেরা খানিক রাত পর্যান্ত আমোদ আহ্লাদ কোত্তে লাগ্-লেন। খোদাবাদ তামাকের নিম্‌কি নেশায় প্রফুল্লিত হোয়ে, নাচগাওনার

আমোদে মেতে উঠ্লেন, তখন সেই অপায়মস্ত কাল্কৃষ্ণ ঢেরার কথা একে বারে বিস্মৃত হোয়ে গেলেন্, একদল ডাকাত আছে যে, সে কথাও ভুলে গেলেন, তখন সুদ্ধ "বাহবা, ক্যাখুব্, আচ্ছি গাথি হ্যায়, মুখে কেবল এই বোল্ লেগে ছিল। খুসি খোর্রামির, হাসি ঠাট্টার হোর্রা উঠ্তে লাগ্লো, আমোদ প্রমোদের তুফান্ চোল্তে লাগ্লো, অনেক রাত্ত পর্য্যন্ত মজ্লিসের গঠ্রা চোল্লে ছিল, তারপর ভেঙ্গে গেল। খোদাবাদ সদরদরজায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদিগকে সসমাদরে বিদায় কোর্বেন্ বোলে চাকর্কে বোল্লেন, "আমার জুতো নিয়ে আয়"। জুতো যেমন পায় দিতে যাবেন, এক পাটী জুতোর মধ্যে পা ঢুক্লোনা, কিসে যেন বেধে বেধে যেতে লাগ্লো, তাঁর ক্রীত দাস্কে ডেকে বোল্লেন, "দেখ্তো, জুতোর মধ্যে কি ঢুকেছে।" সে বালক্টী তখনি তার ভিতর থেকে এক খানি চিঠি টেনে বার্ কোল্লে, তার খামের উপর কৃষ্ণঢেরা অঙ্কিত রয়েছে সকলে দেখ্তে পেলে। খোদাবাদ ঐ কাল্ চিহ্ন দেখে অম্নি মুচ্ছিত হোয়ে গদির উপর পোড়ে গেলেন্, হামেত আতঙ্কে কাঁপ্তে লাগ্লেন্, বাড়ীময় হাহাকার পোড়ে গেল, চারিদিকে মহা গণ্ডোগোল্ বেধে উঠ্লো। অনেকক্ষণের পর খোবাদের চৈতন্য হলো, মাথা তুলে চেয়ে দেখেন হামেত্ অধোবদনে দাঁড়িয়ে আছেন্, খোজের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, তাই দেখে হতাশ হোয়ে আবার মূচ্ছিত হবার মত হোলেন্। হামেত বোল্লেন "এখন্ কি করা কর্ত্তব্য"। কারও মুখে কথাটী নাই, কেসোয়াৎখাঁ সকলকে নীরব দেখে বোল্লেন "আমার মত্, হয় পত্রখানি পুড়িয়ে, নয় ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাই কোরে আর ওবিষয় মনে কোরোনা। খোদাবাদ বোল্লেন্ "ছিড়ে কি পুড়িয়ে ফেল্লে কি দণ্ড হবে, তা নাকি তুমি অবগত নও, তাই অমন্ কথাটা হঠাৎ বোলে ফেল্লে, কাল্মাকের হুকুম্ আমি মাথায় কোরে বোইবো, তা না কোরেই বা করি কি, নচেৎ জীবনটীকে গুনগারি দিতে হবে।

হামেত্! পত্র খানি খুলে পড়, আমি শুন্তে প্রস্তুত আছি, আমার মনে এখন বল্ হোয়েছে, কি লিখেছে শুনে ভয় পাবনা।

পত্র।

"খোদাবাদ সওদাগর"

"এই পত্র প্রাপ্ত হইবার পর্ তৃতীয় রাত্রে পাঁচ হাজার থান্ মোহর পৌঁছিয়ে দিবা, চারি পর্ব্বতের নিকটে যে প্রান্তর আছে, ঐ প্রান্তর মধ্যস্থিত ভগ্ন মসীদে পাঠাইয়া দিবা। যে ব্যক্তি অর্থ লইয়া আসিবে, সে যেন বিশ্বাসী পাত্র হয়, তাহার যদি প্রাণের মায়া থাকে, সে যেন একালা আইসে। দেখিও! খবরদার! পত্রের অপমান্ না হয়, তা যদি হয়, তবে কাল্সাকের ঘোর দণ্ড স্মরণ করিও"। খোদাবাদ টাকার দাবি শুন্তে প্রস্তুত ছিলেন্ সত্য, কিন্তু পাঁচ হাজার থান্ মোহর অল্প অর্থ নয়, সওদাগর মনে করেন্নি তারা তত অসম্ভব দাবি কোর্বে, তাই তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে বোল্তে লাগ্লেন "বন্ধু! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এইবার মোজ্লেম্, ধনেপ্রাণে মোজ্লেম্, কি সর্ব্বনাশ! দুটাকা নয়, দশ্ টাকা নয়, পাঁচ পাঁচ হাজার থান্ মোহর আমায় দিতে হবে, তবে আর আমায় বাঁচ্তে হবে না, এইবার আমার অদৃষ্টে মৃত্যু লিখেছে"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন "এ দাবির টাকা কি না দিলে চলে না? কৌশল কোরে কি এ দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না?"। খোদাবাদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "না ভাই, তার কোন উপায় নেই, টাকা না দিলেও মত্তে হবে, দিতে গেলেও মত্তে হবে, সমানই কথা, মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই"। খোজে বোল্লেন, "তবে এখন উপায় কি, কি করা কর্ত্তব্য"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন্ "তবে চাঁদা কোরে দশজনে মিলে টাকাটা দেওয়া যাক্, আপনি আমার নামে চাঁদা কোরে, যে টাকা সংগ্রহ কোরেছেন্, তার মায়া আমি অম্লান

মনে পরিত্যাগ কোত্তে প্রস্তুত আছি, তাই মাত্র আমার পুঁজি, আর সম্বল আমার কিছুই নাই, তবে আপনারা যা দিবেন্, তার উপর ঐ টাকা দিলে কথঞ্চিৎ উপকারে আস্‌তে পারে,,।

খোদাবাদ কেসোয়াৎ খাঁর এক খানি হাত চেপে ধোরে বোল্লেন, "বিদেশী বন্ধু! আপনার অতি মহৎ অন্তঃকরণ, আপনার অতি উদার স্বভাব, আপনি তো যথাসর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন দিয়েছেন, তার পর চাঁদা কোরে যা যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছেন, তাও আবার আমায় কেড়ে নিতে অনুমতি কোচ্ছেন, আল্লা না করুন্ আমার সে প্রবৃত্তি হয়, আপনার যা যৎকিঞ্চিৎ আছে, তা আপনারই থাক্, আমার তো আরও দশ জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁরা অবশ্যই আমায় কৃপা কোর্‌বেন"। খোদাবাদ অর্থের শোকে মতিচ্ছন্ন প্রায় হওয়ায় তাঁর বুদ্ধির ভ্রম জন্মে, তাই তিনি মনে মনে চাঁদার আশা কোল্লেন্, সে আশায় কিন্তু বঞ্চিত্ হোতে হলো, যাঁরা যাঁরা তাঁর বাড়ীতে খেতে এসেছিলেন, ঐ চাঁদার কথা শুনে একটী একটী কোরে সকলেই আস্তে আস্তে সোরে পোড়্‌লেন্, শেষে খোদাবাদ, তাঁর পুত্র হামেত্, খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ এই চারিটি মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট রইলেন্, এখন তাঁদের বিচার বিবেচনায় যা ভাল হয়, তাই কোত্তে হবে। কাশ্মীর যুবা অভ্যাগতদিগের অভ্রাতৃক্ আচরণ দেখে অতিশয় রাগত হোলেন্, যুবা একান্ত মনে কোরেছিলেন্, তাঁরা অনেক টাকা চাঁদা দিবেন্, খোজে কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে এই কথা বোল্লেন "তাঁরাও ভয়ে কাঁপ্‌ছেন, না জানি কবে আবার তাঁদের উপরেও তৃষ্ণাতুর অতৃপ্য কাল্‌মাকের দাবি এসে চেপে পোড়্‌বে। হয়ত আজ্ বাদে কালই তাঁদের মধ্যে কাহারও তলব হোতে পারে,,। কাশ্মীর যুবা পুনরায় খোদাবাদকে বোল্লেন "আমার যা কিছু আছে আপনি গ্রহণ করুন্,,। তাঁর টাকা গ্রহণ কোত্তে খোদাবাদের প্রবৃত্তি হোলো না, তাই তিনি বোল্লেন "তোমায় টাকা

কড়ি দিতে হবে না, এখন করি কি বরং তারি একটা ভাল পরামর্শ দাও"। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "আমিতো দস্যুদের বিষয় কিছুই অবগত নই, তাই তাদের সম্বন্ধে কোন পরামর্শ আমার দেওয়াই উচিত নয়। তা যাই হোক্, একটা পরামর্শ এই আছে, আগে টাকাটা না পাঠিয়ে জন কয়েক বিশ্বাসী লোক্ সেই ভগ্নমসিদে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্, তারা যদি পাঁচ কথা বোলে কোয়ে, দশটা অনুনয় বিনয় কোরে, টাকার দাবিটা কমাতে পারে তো ভাল হয়, এর্ জন্যে তাদের যদি হাতে ধোত্তে হয়, পায় ধোত্তে হয়, তাও করা উচিত, তাতেও যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে টাকাটা সংগ্রহের নিমিত্ত আরও যদি কিছু সময় বাড়িয়ে দেয়, তা হলেও হানি নাই,,।

খোজে বোল্লেন "তবে এই পরামর্শই ভাল, হাসেনের কথা কি স্মরণ নাই? সে তো আর অধিক দিনের ঘটনা নয়, ডাকাতেরা তাঁকে অনেক টাকা ছেড়ে দিয়েছিল,,। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "কে গেছিল? কাকে পাঠিয়ে ছিল,,?।

খোজে বোল্লেন, "তার পুত্র গিয়ে ছিল"। খোদাবাদ হামেতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, হামেত যাবেন বোলে তখনি প্রস্তুত হোলেন। খোদাবাদ বোল্লেন, "হামেত! তুমি বড় সদাশয় বালক, তোমার বড় উদার অন্তঃকরণ,,। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, "হামেত! তুমি বড় সুপুত্র, তোমার বড় পিতৃভক্তি, তবে যাও, গেলেই কার্য্য সিদ্ধ হবে। খোজে বোল্লেন, 'ভয় করোনা, আল্লা তোমায় রক্ষা কোর্বেন, নির্ভয়ে চোলে যাও, নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্তে পার্বে, তবে যাও'। হামেত বোল্লেন, "ভয় কোত্তে যাব কেন, আমার প্রার্থনা যদি না শুনে, নাই শুন্বে, ঐ রাত্রেই চোলে এসে আবার ঐ রাত্রেই টাকা পোঁছে দেবো,,। ঐ কথা শুনে খোদাবাদ শোকে গোঁ গোঁ কোরে গোঙ্রাতে লাগ্লেন,। কেসোয়াৎ খাঁ মুক্তকণ্ঠে হামেতের গুণানুবাদ কোরে

বোল্লেন, "ডাকাতেরা অবশ্যই তাঁর প্রার্থনা গ্রহণ কোরবে, কার্য্যসিদ্ধ অবশ্যই হবে, তার কোন সন্দেহ নাই,,।

খোজে বোল্লেন, "তবে এই কথাই স্থির, আমরা এখন বিদায় হোলেম, সেই তৃতীয় দিনের রাত্রে এসে পুনরায় সাক্ষাৎ কোর্‌বো, সহরের সদর দরজাপর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তারপর তুমি চোলে যেও, আমরা বিদায় হয়ে ফিরে আস্‌বো,,।

খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ পথে বোল্‌তে বোল্‌তে চোল্লেন, "খোদাবাদের বড় ত্রাস হোয়েছে, হোতেই পারে, হবারি কথা, হামেতের বেশ পিতৃভক্তি আছে; সেব্যক্তি প্রশংসার ভাজন বটে"। কেসোয়াৎ খাঁ বোল্লেন, "আপনারা এমন ভয়ানক বিপদাপন্ন স্থানে কি কোরে বাস কোচ্ছেন, আপনাদের তো ভঁরসা কম নয়, খোজেস্তা যদি আমায় মাল্যদান করেন, তবে কতই সুখী হই, এই ঘৃণিত সহর পরিত্যাগ কোরে সকলে কাশ্মীরে গিয়ে বাস করি, সেখানে গিয়ে সচ্ছন্দ নিরুদ্বেগে দিনপাত কোত্তে পারি, আমার প্রতি সদয় হবার নিমিত্ত আপনি বেশ একটু যত্ন পাবেন, খুব পেড়াপেড়িও কোরবেন"। খোজে বোল্লেন, "বড় দুঃখের বিষয় যে, আমি আপনার এ অনুরোধটি রক্ষা কোত্তে পারবো না, আমার সে ক্ষমতা নাই; বালা কারে স্নেহ করেন, কারে না করেন, আমি তার কিছুই অবগত নহি, অবগত হোতেও চাইনা, তুমি যেমন চেষ্টা কোচ্ছো, করো, হয় ত তোমারি মনোরথ পূর্ণ হবে।' আর কোন কথা না হয়ে তাঁরা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। খোজেস্তা চোলে এলে, খোদাবাদের বাড়ীতে যে যে কাণ্ড হয়েছে, পর দিন প্রাতে খোজে কন্যাকে তত্ত্বাবৎ অবগত করালেন, কেসোয়াৎ খাঁও তৎকালীন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, ডাকাতদের গুপ্ত আবাসে হামেত একালা যাবেন স্থির হোয়েছে শুনে, খোজেস্তার মহাপ্রাণী কেঁপে উঠলো, যুবতীর মুখাবয়ব বিবর্ণ হলো, কাশ্মীর যুবা সে ভাবটী লক্ষ্য কোল্লেন। যুবতী

মুখে মাত্র এই কথা বোল্লেন, "হামেত বড় সদাশয়, তার বড় মহৎ অন্তঃকরণ, আল্লা তাঁর মানস পূর্ণ কোরে নির্ব্বিঘ্নে যেন গৃহে এনে পৌঁছে দেন, ঘরের ছেলে ঘরে এলেই সকল দিক্ রক্ষা হবে"। খোজে বোল্লেন "সে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আস্‌বে, তার সন্দেহ নাই, কাল্‌মাক্ অর্থ চায়, সে রক্তপাত কোত্তে চায় না, বিশেষতঃ আজ্‌কার বাজারে মুখ দিয়ে বার কোত্তে না কোত্তেই তত অর্থ কখনই পাবার আশা করে না, তা কি সে বুঝে না, না জানে না"।

খোজেস্তা চোলে গেলেন, যাবার সময় একবিন্দু অশ্রু তাঁর গণ্ড বেয়ে গোড়িয়ে পোড়লো, কেসোয়াৎখাঁ সে অশ্রুবিন্দুটি দেখতে পেলেন, তাঁর পক্ষে ঐ অশ্রুবিন্দুটী অগাধ জ্ঞানদাতার স্বরূপ হলো॥ কেসোয়াৎখাঁ যেন তা দেখ্‌তে পান্‌নি এইরূপ ভাণভঙ্গিমা কোল্লেন, তার পরেই হামেত সেখানে উপস্থিত হোলেন, খোজেস্তা তাঁর আস্‌বার প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, "এখনও এলেন না কেন, এখনও এলেন না কেন" বোলে মনে মনে ব্যস্তও হোচ্ছিলেন, এক্ষণে হামেতকে দেখতে পেয়ে, আপনার ঘরে নিয়ে গেলেন। কেসোয়াৎ খাঁ হামেতকে সদর দরজা দিয়ে আসতে না দেখে বিস্ময়াপন্ন হোলেন, হামেত কেমন আছেন, তাঁর সব মঙ্গল তো, এই সকল কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে তাঁর ঘরে প্রবেশ কোরে দেখেন, খোজেস্তা তাঁর প্রতিবাদীর বুকের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছেন, তাই দেখে তাঁর মনে কিরূপ কষ্ট হলো, পাঠক তা আপনিই অনুভব করুন। কেসোয়াৎ খাঁ তাই দেখে, একেবারে জ্বলে পুড়ে উঠ্‌লেন, তাঁর মনে যেন কেউ আগুণ ধরিয়ে দিলে, অন্তর্দাহে ছট্‌ফট কোত্তে লাগলেন, খোজের কাছে গিয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন, "এ দিকে কি কাণ্ড কি কার্‌খানা হোচ্ছে, আপনি এসে একবার চক্ষে দেখুন, আমি যে আপনার জামাতা হবো, তার আর আকার কই, তার আর আশাই বা কি আছে"।

খোজে দ্রুপা এগিয়ে গিয়ে, তাঁর অতিথের চিত্তম্লানকর অভিনয়টী চক্ষে দর্শন কোল্লেন, কোসায়াৎখার প্রার্থনা খোজেস্তা গ্রহণ কোর্‌বেন বোলে,তাঁর মনে যে আশা ছিল, এই কারখানা দেখে সে আশা তখনি তিরোহিত হলো। হামেতকে মনেমনে কত ভালবাসতেন, খোজেস্তা পূর্ব্বে তার পরিমাণ জান্‌তেন্ না, এখন নাকি হামেত্ তাঁর হৃদয় ছিঁড়ে নিয়ে চোলে যাচ্ছেন্, আর নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা না হোলেও না হোতে পারে, তাই যুবতী তাঁর অনুরাগের পরাক্রম অনুভব কোত্তে পাল্লেন্। এক্ষণে হয়ত আর কখন হামেতের অকপট্ সরল মূর্ত্তি দর্শন কোরে মন প্রফুল্লিত. কোত্তে পার্‌বেন্ না, সে আনন্দে হয়ত জন্মের মতই যুবতী বঞ্চিত হবেন, তাই বালা আজ্ মনেমনে বুঝ্‌তে পাল্লেন্ হামেতের গুণে তাঁর হৃদয় কতদূর মুগ্ধ হোয়েছে, যুবতী এক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন্, কেবল হামেত্‌কেই তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ কোর্‌-বেন্। বালার পিতা অনেক কষ্ট কোরে প্রফুল্লচিত্ত অথচ কম্পিতহৃদয় হামেতের অনুরাগময় ক্রোড় থেকে খোজেস্তাকে ছাড়িয়ে নিলেন্, নিয়ে যে ঘরে কাশ্মীর সওদাগর ব্যস্তমনে পায়েচারি কোচ্ছিলেন্, সেই ঘরে চোলে গেলেন্। কাশ্মীর যুবা আর হামেত্ এই উভয় নায়ক-প্রতি-নায়কের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ যে কি আনন্দের, পাঠক তাহা আপনিই অনুভব কোরে বুঝুন্। উভয়েই বিরক্ত হলো,উভয়েরি জিহ্বা যেন বেধে বেধে আস্‌তে লাগ্‌লো, তাই কারুরি মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। কেসোয়াৎ খাঁ একটা ছল্‌কোরে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে চোলে গেলেন, তাই দেখে নায়ক নায়িকার অন্তঃকরণ অনেক্ সুস্থ হোলো, তখন তাঁদের মনে হলো, তাঁরা যেন এযাত্রার মতন বেঁচে গেলেন্। যখন নায়ক্‌-প্রতিনায়ক উভয়েই চোলে গিয়েছেন, খোজে সেই অবকাশে খোজেস্তাকে বোল্লেন 'কেসোয়াৎখাঁ কাল রাত্রেও আমায় বোলেছেন্, তাঁর একান্ত মানস্ তোমার পাণি গ্রহণ করেন্'।

খোজেস্তা বোল্লেন্ "আমি এ পর্য্যন্ত জান্‌তেম না হামেত্ আমায় এত দূর মুগ্ধ কোরেছেন্, হামেতই আমার অনুরাগের পাত্র, তিনি ভিন্ন আর কেহ আমার প্রিয় নয়। কাশ্মীর যুবা যে আমায় গৌরব করেন্, আমি তা জানি, কিন্তু জেনে কোর্‌বো কি, আমার মন তাঁর প্রতি প্রসন্ন নয়, যেখানে মনোদান করি নাই, সেখানে পাণিদান কোত্তে পারি না, আপনি গিয়ে তাঁকে এই কথা বলুন"। ঐ কথা বোলে যুবতী উঠে আপনার ঘরে চোলে গেলেন্, মনে কোল্লেন্ আজ কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে তো ভাল হয়। খোজে গিয়ে কেসোয়াৎখাঁকে বোল্লেন্ 'হামেতের প্রতি তাঁর কন্যা অনুরাগিনী হোয়েছেন, ঐ হামেতই যুবতীর মন মুগ্ধ কোরেছেন,' এই কথা বোলে খোজে বিস্তর আক্ষেপ কোল্লেন। কেসোয়াৎখাঁ শুনে খানিকক্ষণ কি চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন্, এ অশুভ সংবাদ যদিও তাঁর পক্ষে নূতন নয়, তথাচ কথাটা হঠাৎ শুনে অতিশয় ম্রিয়মান হোলেন্, শেষে বিস্তর দুঃখ কোরে বোল্লেন্, 'খোজেস্তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নাহওয়াই ভাল ছিল,' এই বোলে যুবতীর মান্ গৌরব বিস্তর বাড়াতে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন 'যে পুরুষের প্রতি বালা প্রসন্নচক্ষে চেয়েছেন, তাঁরে নিয়ে তিনি যেন চিরসুখী হন্। নায়ক হোয়ে যদিও আমি তাঁর কৃপার পাত্র হোতে পাল্লেম্ না, কিন্তু যুবতী আমায় যেন অকপট্ বন্ধু বোলে জ্ঞান করেন্, আমায় যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে স্মরণচ্ছলে স্থান দান দেন"। খোজে অতিথি যুবার মনস্তাপ, তাঁর উদাস ভাব, বিশেষতঃ তাঁকে তত বিনয়ী দেখে, আক্ষেপ কোরে বোল্লেন 'খোজেস্তার কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হলো, কেন তিনি হামেত্‌কে মনোদান কোল্লেন বোল্‌তে পারি না, তাঁর এ বুদ্ধি বরং না হওয়াই ভাল ছিল'। পক্ষান্তরে যুবাকে বিস্তর সাধ্য সাধনা কোরে বোল্লেন, তিনি যেন তাঁকে পরিত্যাগ কোরে চোলে না যান। তাঁকে গিজনিতে বাস্ করাবার নিমিত্ত আপনার বাণিজ্যের

লাভ অংশ কোরে দিতে স্বীকৃত হোলেন, যাতে তিনি সুখে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন, তারও চেষ্টা কোর্‌বেন বোল্লেন। কাশ্মীর সওদাগর বোল্লেন্‌ 'সুখী যা হবার্‌ তা হোয়েছি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেন নাই, তবে আপনার মিত্রবৎ সাক্ষাৎ লাভ কোরে মন অনেক সুস্থ হোতে পারে সত্য, কিন্তু তাতে কোরে অন্তঃকরণের কষ্ট দূর হবে না, আমার ইচ্ছা অন্তঃকরণের বেগ চেপে রাখি, কিন্তু পেরে উঠ্‌ছিনা'। খোজে বোল্লেন 'তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোলেও হোতে পারে, এখনও তার সময় যায় নি'। যুবা বোল্লেন্‌ 'সে কি কথা! মিথ্যা আশা দিয়ে আর আমার যন্ত্রণা বাড়াবেন্‌ না'। খোজে বোল্লেন্‌ 'ভাল ভাল, তাই ভাল, আপনি রাগত হবেন্‌ না, আমার বল্‌বার মানে এই, (গলার স্বর কমিয়ে) হামেত্‌ ফিরে না এলেও পারে, (কাশ্মীর সওদাগরের চক্ষু দিয়ে আনন্দস্ফূর্ত্তি দীপ্ত কোত্তে লাগ্‌লো) হামেত্‌কে মেরে ফেল্লেও ফেল্‌তে পারে, বন্দী কোরে রাখ্‌লেও রাখ্‌তে পারে, দুয়েরি সম্ভাবনা'। ঐ কথা শুনে যুবার সর্ব্বশরীর যেন উৎসাহ ছটায় প্রফুল্লিত হলো, আবার তিনি চিন্তায় মগ্ন হোলেন, কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, শেষে বোল্লেন্‌ 'ডাকাতেরা যদি তাঁকে ধোরেও রাখে, তথাচ খোজেস্তা তাঁর মুখ চেয়ে থাক্‌বেন্‌, তাঁর ফিরে আস্‌বার আশায় কাল হরণ কোর্‌বেন্‌, তা না হোয়ে হামেত্‌ যদি যথার্থই মারা পড়েন্‌, সে কথা শুনে খোজেস্তা কি আর প্রাণ রাখ্‌বেন্‌, কখনই রাখ্‌বেন্‌ না, তিনি তখনি আত্মঘাতিনী হবেন্‌। যুবতী তাঁকে এত ভাল বাসেন্‌ যে, প্রাণত্যাগ্‌ কোর্‌বেন্‌ তবু প্রণয় ত্যাগ কোর্‌বেন্‌ না, তাঁদের প্রণয় কদাচ ছাড়াছাড়ি হবার্‌ নয়'।

যাদের হৃদয় প্রণয়রসে একান্ত মগ্ন, যাঁরা প্রেমরাগের একান্ত অধীন, তাঁদের মনে যে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ভাবের উদয় হয়, সে রসে খোজে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বোল্লেন, 'না, না, এমনটা

হবে কেন? আমি যা বলি শুন, কিছুদিন পরেই দেখ্‌তে পাবেন. হামেতের সহবাসে সে যেমন সুখী হবে মনে কোরেছে, তখন তোমার সহবাসেও তেমনি সুখী হোয়েছে মনে কোর্‌বে।' কেসোয়াৎখাঁ মাথা নেড়ে বোল্লেন, 'আমরা যে সম্ভাবনার কথা মনে কোচ্ছি, হয়ত তা ঘটেও নি, ঘোটবেও না। হামেতকে বন্দীকোরে রাখলে, কি তারে প্রাণে মেরে ফেল্লে, ডাকাত্‌দের কি ইষ্ট সিদ্ধ হবে, থাক্‌, ও কথা আর মুখে আন্‌বেন না, খোজেস্তার বন্ধুবৎ কৃপা থাক্‌লেই চরিতার্থ হবো, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌বো, হামেতের যদি কিছু ভাল মন্দ ঘটে, তখন ঐ বন্ধুবৎ কৃপা ক্রমে পরিপাক্‌ পেয়ে প্রণয় অনুরাগে পরিণত হবে, তা যদি না হয়, সে অপরাধ আমারি, হামেতের নয়'। এই পর্য্যন্ত হোয়ে তাঁদের কথা বার্ত্তা ভেঙ্গে গেল। কেসোয়াৎখাঁ বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সহরের চারিদিক ঘুরে ফিরে বেড়াতে চোল্লেন, তাঁর মনোভঙ্গ হয়েছে, তাই কি চিন্তা কোচ্ছে কোত্তে বেরিয়ে গেলেন। খোজেস্তার সে দিন ইচ্ছা ছিলনা তাঁর ঘরে থেকে বাহিরে আসেন, খোজে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বোল্লেন, 'কেসোয়াৎখাঁ তাঁর অকৃপার কথা শুনে, অতিশয় উদাসচিত্ত হোয়েছেন, এ দুঃখটী যথার্থই তাঁর মর্ম্মান্তিক হয়েছে, সে ব্যক্তি মুখ ফুটে বোলেছে, বিবাহ তো হলোই না, তাঁর প্রতি যেন তোমার বন্ধুবৎ কৃপা থাকে।' এই সকল কথা শুনে যুবতীর মন অনেক নরম হলো, তাই তাঁর পিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে চোলে এলেন, এসে দেখেন যুবা অতি বিমর্ষ হোয়ে বোসে আছেন, অনাদরপ্রাপ্ত ক্ষুব্ধচিত্ত নায়ক সবিনয়ে যুবতীর সমাদর কোল্লেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মতন তত প্রফুল্ল মনে নয়। খোজেস্তা হাস্য পরিহাসের গল্প কোরে তাঁর চিত্ত প্রসন্ন কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন। বালা বোল্‌তে লাগলেন. 'বাবার মুখে শুনেছি আপনার বড় উদারমন, খোদাবাদের উপকারের নিমিত্ত আপনার যা যৎকিঞ্চিত্‌ আছে, তাই দিতে আগ্রহ হোয়েছেন,

ঐ কথা শুনে আপনার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা জন্মেছে, এরূপ নিস্বার্থ কৃপা মহত্তেরি চিহ্ন। আমাদের গিজ্‌নিবাসী সওদাগরদের ব্যবহার দেখে লজ্জা পেতে হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ্ ধনী, এত ধনী যে, যদি কেউ উপকার কোত্তে চাইতেন, সে উপকার করা তাঁর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হতো না। আপনি যে আপনার সবেধন মাত্র দিতে প্রস্তুত হোয়েছেন, তাই শুনে চমৎকৃত হোয়েছি, আপনার এই উদারগুণের প্রশংসা কোরে উঠা যায়না, আপনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি, তা এক-মুখে বোলে ফুরাতে পারিনে, আপনি যথার্থই বড় লোক।' কেসোয়াৎখাঁ অল্প ঘাড় ঝুঁকিয়ে বোল্লেন, 'যিনি আমাদের তত সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান কোরেছেন, তাঁর উপকারের নিমিত্ত আমার যদি প্রবৃত্তি না হতো, কি আমি যদি পুঁটেতেলির মত তত ক্ষুদ্রাশায় হোতেম, একটি পয়সা যদি আমার গায়ের রক্ত হতো, তবে জীবনের প্রতি আমার ঘৃণাই জন্মিত।' খোজেস্তা বোল্লেন, 'খোদাবাদ নিশ্চয়ই আপনাকে বন্ধুর অগ্রগণ্য জ্ঞান কোরবেন, তিনি কখনও কারুর অনুগ্রহ বিস্মৃত হন্‌না, তাঁর সেরূপ স্বভাবই নয়'। তারপর যেরূপ আশ্চর্য্য গতিকে কাল্‌মাকের পত্র লক্ষিত ব্যক্তির হাতে এসে পড়ে, সেই গল্প উত্থাপন কোরে, খোজেস্তা বোল্লেন, "পত্রখানি জুতোর ভিতরে কি কোরে গেল? তার এক ঘন্টা কি দুঘন্টা পূর্ব্বে, জুতো জোড়া কেবল ছেড়ে রেখে বোসেছিলেন, এর মধ্যেই কে কি কোল্লে! তাঁর যে নফর, সে তো বালক, সে কখনই ঘুস খেয়ে একাজ করেনি'। খোজে বোল্লেন, "না না, সে কোর্‌বে কেন, আমি জানি তার কোন দোষ নাই, সে তামাম রাত তার মুনিবের পিঠেরদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বড় মুনিব্ ভক্ত।' কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, 'বোধ হয় কালমাকের চর্ আছে, তারা গোপনে গোপনে গৃহস্থের বাড়ীতেও যায়, মজ্‌লিসেও ফেরে, কিম্বা হয় তো নাচনেওয়ালিরাই পয়সার লোভে একাজ কোরে থাক্‌বে।'

খোজে বোল্লেন, 'তাই হবে, নচেৎ সেখানে খোদাবাদের আত্মীয় বন্ধু ভিন্ন আর তো কেউই উপস্থিত ছিলনা'। খোজেস্তা বোল্লেন, 'যাই হউক, ফলে এ একটা অদ্ভুত কারখানাই সত্য, কারুরি পরিত্রাণ নাই, কারুরি নিস্তার নাই, লোকজনকে বাড়ীতে আসতে না দিলেও দোষ, দিলেও দোষ, আমরা যেন আপনা আপনিই কাল্মাক হোয়ে পোড়ছি, সে বদমাইস্দের কৌশলজাল থেকে কেউই বেঁচে যেতে পারবেনা।' খোজে বোল্লেন, 'সত্যই বটে, আমি যখন. ঘুমে থেকে উঠি, কাঁপতে কাঁপতে উঠি, ভয় হয় পাছে দরজার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ ঢেরা দেখতে পাই, রাত্রিটী নির্ভাবনায় কাটাবার উপায় নাই, প্রতিদিনই শুতে গিয়ে মনে করি, হয় ত রাত্রপ্রভাত হলে আমি তাদের কালকোপে পড়ে যাবো'। কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন, আপনার সে ভয় হতে পারে সত্য, যেরূপ অত্যাচারের কথা শুনতে পাই, তাতে কোরে গিজ্নির ভিতর বাসকোরে নির্ব্বিঘ্নে আছি, এরূপ কারুরি মনে করা উচিত নয়, আমি কিন্তু গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা কোরে থাকি আপনার যেন কোন বিপদ না ঘটে, আপনাকে যেন তারা ভুলে যায়। তারপর খোজে সে ঘরে থেকে চোলে গেলেন, কেসোয়াৎখাঁ খোজেস্তার মধুর সম্মুখে এসে বোল্লেন, 'তোমার পিতার মুখে শুনলেম, তুমি নাক হামেতকেই মনোদান কোরেছো, সে বিষয় নাকি স্থিরই হয়ে গেছে, তথাচ তোমার মুখে একবার শুনতে চাই, তা হলে আমি অতিব্যথায় নির্ব্ব্যথা হোয়ে নিশ্চিন্ত হই, আমার দশাটা কি হলো, সেই কথা একবার তুমি মুখে বলো শুনি, আমি কি এতই ঘৃণার পাত্র হোলেম, আমি কি—"

খোজেস্তা বোল্লেন, 'না না' অমন্ কথা বোল্ছেন কেন? ঘৃণা কোর্বো কেন? আমি বরং আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধাই কোরে থাকি, যদি হামেতকে কখন চক্ষে না দেখতেম, যদি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বহুকাল

পূর্ব্বে হামেতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না হতো, তবে তোমায় ভিন্ন আর কারুকে আমি মাল্যদান কোত্তেম না। আমাদের বন্ধুবৎ প্রণয় চিরকালই যেন এক ভাবে থাকে, হামেতকে কিন্তু আমার হৃদয়, আমার মন, আমার স্নেহ, আমার অনুরাগ, উপহার দিয়ে বরণ কোরেছি। কেসোয়াৎ খাঁ! আপনি আর রাগত হয়ে আমার প্রতি কোপভঙ্গি কোরবেন না, আর মুখ চোক্ অন্ধকার কোরে মুখ ফিরিয়ে চোলে যাবেন না।' যুবা বোল্লেন, 'খোজেস্তা! আমি রাগত হোয়ে আঁধার মুখ কোরে থাকিনা, আমি দুঃখিত হয়েই, শোকার্ত্ত হোয়েই; অদৃষ্টের বিড়ম্বনা মনে কোরেই মুখ ফিরিয়ে চোলে গিয়ে থাকি, মুখ আঁধার করা দূরে থাকুক, আমি বরং তোমায় দেখতে পেলে প্রফুল্লিত হই, আমি তোমায় প্রাণের অধিক ভাল বাসি, তুমি আমার প্রণয় রাগের অপমান কোর্‌বেনা, একবার এই মধুর আশা পেয়ে আহ্লাদে ফুলে উঠে ছিলেম। বিধাতা সকলের মন, সকলের অন্তঃকরণ দেখতে পান, তিনিই আমার মনের, আমার অন্তঃকরণের দোষগুণ বিচার কোর্‌বেন।' যুবতী বোল্লেন, কেসোয়াৎখাঁ! তুমি যেন আমার ভাই, আমরা যেন এক মায়ের পেটে জন্মেছি, এখন এইরূপ ভঙ্গিতে আলাপ করাই ভাল, আপনি সুখে থাকুন এ প্রার্থনা চিরকালই কোর্‌বো, আপনি তো আমাদের ছেড়ে কোথাও চোলে যাবেন না? এখানে থাক্‌বেন তো? আমার পিতার হোয়ে অনুরোধ কোচ্ছি, আমিও বোল্‌ছি আপনি থাকুন,

কেসোয়াৎখাঁ বোল্লেন 'আপনাদের অনুরোধে আমি এখানে আজন্ম কাটাতে পারি, তবে কথা এই, পাশা পোড়ে চুকেছে, পড়্‌তা উল্‌টে দাঁড়িয়েছে, তুমি যে কথা শুনিয়ে দিয়েছো, তাতেই আমায় তাড়িয়েছ; আর আমায় নির্জ্জনিতে মুখ দেখাতে হবে না'। যুবতী বোল্লেন, 'সে কথা নয়, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন্ না, আপনাকে হারালে বড় অসুখী হবো'। যুবা উত্তর কোর্‌বেন্ এমন সময় খোজে এসে উপস্থিত্ হোলেন,

সুতরাং তাদের কথা বন্ধ হোলো। পরদিন হামেত্ খোজেস্তার সঙ্গে সাক্ষাত্ কোরে নির্ব্বিবাদে কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্লেন্, এখন কিন্তু অনেকক্ষণ ধোরে আলাপ কর্বার সময় নয়, যুবতীর পার্শ্ব ছিন্ন কোরে, তাঁর হৃদয় ভগ্ন কোরে, হামেত্কে বল পূর্ব্বক লোয়ে যাবার সময়, সে সময় আগত প্রায়, সে সময় যেন তীরের ন্যায় বেগে ছুটে আস্‌ছে, তাই ভেবে যুবক যুবতী মর্ম্মান্তিক ব্যাথায় পীড়িত হোয়ে কতই অশ্রু-পাত কোল্লেন, তাঁদের দুঃখানলদগ্ধ হৃদয়েরর হাহাকার ধ্বনি শুন্লে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হোতো।

যে রাত্রে হামেত্ নির্ভয় হোয়ে কাল্‌মাকের নির্জ্জন আবাসে একালা চোলে যাবেন্, তার পূর্ব্বদিন নূতন কোন ঘটনা হয় নাই। খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ পূর্ব্বকার কথা মতন্ সহরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে চোল্লেন, হামেত্কে বিদায় দিয়ে বোল্লেন 'তোমার কোন ভয় নাই, কোন বিঘ্ন নাই, যেতে না যেতেই ফিরে আস্‌তে পার্বে, আমরা আশীর্ব্বাদ কোচ্ছি তোমার মঙ্গল হউক্'। খোজে আর কেসোয়াৎখাঁ মুখে তো আশীর্ব্বাদের উপর আশীর্ব্বাদ কোরে ঝড্ বোইয়ে দিলেন্, মনে মনে কিন্তু বোল্‌তে লাগ্লেন্, 'আল্লা করুন হামেত্কে যেন আর ফিরে না আস্‌তে হয়, এ বিদায় যেন জন্মের শোধ বিদায় হয়'। বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু উভয়ের কেউই ওরূপ অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্যগুলি মুখদিয়ে বার কোল্লেন না।

খোজেস্তা হামেত্কে বিদায় দিয়ে মনে মনে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্লেন, 'হামেত আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে, প্রণয় ধন দিয়ে, অকপট মন দিয়ে, আমার মন প্রাণ কিনে নিয়েছে। কেসোয়াৎ খাঁর মন সরল নয়, তাঁর মনে বিস্তর ছলনা, বিস্তর চাতুরী আছে, তিনি অনেক ছলের কথা, অনেক চাতুরীর কথা বলেন। আমার মন তো এখন আমার নয়, আমার মন এখন হামেতের, হামেত চোলে গিয়েছেন,

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও গিয়েছে, পোড়া মনের কি দশাই হলো! হামেত্‌কে যেন পলকে পলকে চক্ষে হারায়, এক দণ্ড দেখ্‌তে না পেলে অমনি যেন সারা হোয়ে যায়, মনের একি রোগ হলো! কেসোয়াৎ খাঁ শঠ লোক তার সন্দেহ নাই, তার কথাগুলিতে বেশ রস আছে সত্য, যেন মধু ঢেলে দেয়, কথার ছটাও ভাল, যিনি যতই তেতেপুড়ে আগুন, কেসোয়াৎ খাঁর মুখে দুট কথা শুন্‌লে, অমনি যেন শীতল হয়ে যান, তাঁকে তা হোতেই হবে। যুবা হাস্যকৌতুক, আমোদ প্রমোদ, কোত্তেও বেশ জানেন, কিন্তু তাতে কি করে! মন ভাল হওয়া চাই, সে ব্যক্তি শঠ্‌, তার মনও কুটিল, আমি জেনেশুনে সাপের মুখে হাত দিতে পারি না।

এক ঘন্টা গত হলো, দুঘন্টাও গত হলো, তবু হামেত ফিরে এলেন না, রাত্র একপ্রহর হয় হয় হলো, তবু হামেতের সঙ্গে দেখা নাই। খোজেস্তা অস্থির হোয়ে পোড়্‌লেন, হয়ত এতক্ষণে এসেছেন, এই ভেবে বালা শশব্যস্ত হোয়ে খোদাবাদের বাড়ীতে লোকের উপর লোক পাঠাতে লাগ্‌লেন, তারা ফিরে এলে, কাতর হয়ে যেমন জিজ্ঞাসা করেন "কেমন এসেছেন কি?" তখন, "না, এখনও পৌঁছন্‌নি" এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে অমনি শিউরে উঠে মূর্চ্ছিত প্রায় হন। খোদাবাদের বাড়ীতে যতবার লোক পাঠালেন, তত বারই "হামেত এখনও ফিরে আসেন নি" এই মর্ম্মান্তিক অকরুণ নিষ্ঠুর বাক্য শুনে, তাঁর মহাপ্রাণি কেঁপে কেঁপে উঠে অবসন্ন হতে লাগ্‌ল। রাত্র দুই প্রহর হলো, তথাচ হামেতের কোন খবর নাই, চৌকিদার প্রথম চৌকি হেঁকে গেল, তবু এখনও যুবা এসে পৌঁছন্‌ নি, আকাশের নক্ষত্রগুলি মলিনপ্রভা হোয়ে, দুটী একটী কোরে বিলুপ্ত হতে লাগ্‌লো, তবু হামেত এসে এখনও পৌঁছন্‌ নি। কি খোজেস্তা, কি খোদাবাদ, কারুরি চক্ষে ঘুম্‌ নাই, দুর্ভাবনায় তামাম রাত্‌ ছট্‌ফট্‌ কোচ্ছিলেন, আর এক একবার ছুটে গিয়ে গলিপথ

দেখে আস্‌ছিলেন, খোজেস্তার চক্ষের পলক্‌ ছিলনা, বালা তামাম রাত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন, রাত্রি ক্রমে অবসান হয়ে প্রভাত ছটার ঈষৎ শ্বেতরেখায় গগন উদ্দীপ্ত হলো, বালা তা দেখ্‌তে পেলেন। অরুণোদয় হয়ে ক্রমে দিনপ্রকাশ হলো, তথাচ হামেতের সঙ্গে দেখা নাই, তখনও তিনি ফিরে এসেন্‌ নি। খোজেস্তা শিরে করাঘাত কোরে আর্ত্তনাদ কোত্তে লাগ্‌লেন, "কেন আমার মাথা খেয়ে তাঁকে যেতে দিলেম, কেন তাঁকে ছেড়ে দিলেম, ধোরে রাখ্‌লেম না কেন, নিষেধ কোল্লেমনা কেন, নিষেধ কোল্লে কখনই যেতেন না, আমি আপনার দোষে তাঁকে হারালেম, হায়! কি কাল্‌ ঘটালেম, কি সর্ব্বনাশ কোল্লেম, কেন তাঁরে এক্‌লা যেতে দিলেম"। খোদাবাদও আত্ম ভৎর্সনা কোরে বোল্‌তে লাগলেন, "হায়! আমি আপনি না গিয়ে কেন তারে এক্‌লা পাঠালেম, এ দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হলো, হা পুত্র! আমার মনে হোচ্ছে তুমি নাই, নিষ্ঠুর ডাকাতেরা তোমায় নিশ্চয়ই খুন্‌ কোরেছে, তুমি অভাবে আমি কি কোরে প্রাণে বাঁচ্‌বো, হায়! আমি পুত্রের মায়া না কোরে টাকার মায়াই অধিক কোল্লেম, আমি পিতা হোয়ে কোন্‌ প্রাণে তোমায় যমের মুখে পাঠালেম। হামেত আমার দুদের ছেলে, তাতে আবার তার মা নাই, আমি কেন মা-খেকো ছেলেকে শক্রর মুখে জেনে শুনে পাঠালেম, রাতারাতির মধ্যে ফিরে আস্‌বার কথা, তাতে এতখানি বেলা হলো, তবু তার খোজখবর নাই, হায়! কি বিড়ম্বনা!" খোদাবাদ এইরূপ আরও কত আর্ত্তনাদ কোরে বিলাপ কোত্তে লাগলেন, পিতার তো সান্ত্বনা হবার কথাই নেই, প্রণয়িণীর আশাও প্রণয়িনীর হৃদয় মধ্যে বিলুপ্ত হলো। খোজে আর কাশ্মীরযুবা মুখে বিলক্ষণ দুঃখ জানাতে লাগলেন, মনে মনে কিন্তু আহ্লাদে গোলে পোড়্‌তে ছিলেন। যাঁরা প্রকৃত শোকে শোকাকুল হোয়ে বিলাপ কোচ্ছিলেন. তাঁদের অনেক আশা ভরসা দিয়ে সান্ত্বনা কর্‌বার চেষ্টা কোত্তে লাগ্‌লেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা

হলো। আজ কি দুঃখের প্রভাত, আজ খোজেস্তার পাশে হামেত নাই, সুধু আজ বোলে নয়, এমন কত দুঃখের প্রভাত যুবতীকে কেঁদে পোয়াতে হয়েছে। এক হপ্তা গত হলো, একমাসও গত হলো, তথাচ হামেতের কোন সংবাদ নাই। যুবতী অহরাত্র বিমর্ষ হয়েই থাকেন্, কি শুয়ে, কি বোসে, কিছুতেই তাঁর মনের সুখ নাই, তাঁর মুখ খানি দিবারাত্র বিরস, তাঁর মন্টিও দীনদরিদ্রের মতন দিবারাত্র ম্রিয়মান। বালা শেষে এক প্রকার ঘোর অপ্রফুল্ল উদাস বিষাদে নিমগ্ন হোলেন, কেসোয়াৎ খাঁ তাঁকে প্রফুল্লিত কর্‌বার নিমিত্ত অনেক কৌশল অনেক যত্ন কোল্লেন, কিন্তু যুবতীর মন কিছুতেই প্রসন্ন কোত্তে পাল্লেন না, তার তাৎপর্য্য এই, খোজেস্তা মনে কোল্লেন, হামেত নাই, নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন, বিশেষতঃ ডাকাতেরা যে খোদাবাদের উপর টাকার জন্য পীড়াপিড়ি কোচ্চেনা, তাতে কোরেই ঐ সন্দেহ দিন্ দিন্ আরও প্রবল হতে লাগ্‌লো, আগে আগে যুবতী প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, রসিকাছিলেন, চতুরা ছিলেন, পরিহাসপ্রিয়া ছিলেন, এক্ষণে হামেতের মৃত্যুর বিষয় ভেবে ভেবে বিষণ্ণ হোলেন, ম্লান হোলেন, নিরানন্দ হোলেন, শোক বিষাদে জড়ীভুত হোয়ে, দিন দিন শীর্ণ হতে লাগ্‌লেন। এক দিন পিতা দেখ্‌লেন তাঁর কন্যা মড়ার মতন ঢিকুতে ঢিকুতে বাড়ীর বাইরে চোলেছেন, তাঁর সে চেহারা নাই, সে আকার নাই, সে স্ফুর্ত্তি নাই, অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হোয়ে দেহমাত্র খাড়া আছে, মুখে হাসিও নেই, আহ্লাদ প্রকাশ করাও নেই, তাই দেখে মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, দুঃখিত হলেন বটে, কিন্তু কন্যার মনে সাহস দিয়ে তাঁকে প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কোল্লেন না, হামেত্ যে মারা পোড়েছেন, বরং সেই সন্দেহ যুবতীর মনে আরও প্রবল কোরে দিলেন, বালার মনে সে সন্দেহ যাতে আরও বলবৎ হয়, সেই কথা উত্থাপন কোরে তারি পোষকতা কোত্তে লাগ্‌লেন, তাঁর মর্ম্ম আর কিছুই নয়, খোজে মনে কোল্লেন, হামেত্ নিশ্চয়ই মারা পোড়েছেন জান্‌তে পাল্লে, যুবতী তাঁর

ফিরে আস্‌বার আশায় এককালীন জলাঞ্জলি দিবেন, হামেতের প্রণয়ে দৈববঞ্চিত হোলে কাশ্মীর যুবাকে পাণিদান কোরবেনই তার সন্দেহ নাই, সেটী কিন্তু তাঁর মনের ভুল, এবিষয়ে তাঁর বড় ভ্রম হলো। খোজেস্তা হামেতের কালশোকে নিলজ্জ হোয়ে একেবারে মুখ ফুটে বোলে ফেল্লেন, তিনি আর বিবাহই কোর্‌বেন না, পতি পদে আর কারুকে বরণ কোর-বেন না, সে বিষয় বালা হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে বোসেছেন। কেসো-য়াৎখাঁ দেখ্‌লেন, তাঁর স্তবস্তুতি, তাঁর অনুনয়বিনয়, তাঁর সাধ্যসাধনা. তাঁর উপাসনা কোন কর্ম্মের হলোনা, কোন উপকারেই লাগ্‌লোনা, তাঁর সব যত্নই বৃথা হলো, তাই দেখে যুবা জন্মের মত খোজের গৃহ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে প্রস্তুত হোলেন। খোজে তাঁর মনোমত বন্ধুকে হারাবেন বোলে অত্যন্ত দুঃখিত হোলেন, যুবাকে গিজ্‌নিতে রাখ্‌বার নিমিত্ত কতই প্রলোভ দেখালেন, যুবা তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত কোল্লেন না, সে সকল লোভ লালসার কথায় একেবারে বধির হোলেন, খোজে তাঁকে গৃহ রেখে বিস্তর যত্ন করেছিলেন বোলে কাশ্মীর যুবা অনেক অনুনয় বিনয় কোল্লেন্, খোজেস্তার কাছে দুঃখের বিদায় গ্রহণ কোল্লেন্, সর্ব্বশেষে গিজ্‌নিকে এবং গিজনিবাসী বন্ধুবান্ধবকে নমস্কার কোরে প্রস্থান কোল্লেন্।

আজ্ একমাস অতীত হলো কেসোয়াৎখাঁ গিজনি থেকে চোলে গিয়েছেন্। খোজেস্তা এপর্য্যন্ত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন্ নাই, তাঁর পিতাও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হোয়েছিলেন্, রাগতও হোয়ে-ছিলেন্। আগে যেমন কন্যার সঙ্গে দেখা কোরে হেঁসে স্নেহ কোরে কথাবার্ত্তা কইতেন্, ইদানীং আর তাঁর সেরূপ স্নেহ যত্ন ছিল না, খোজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতেন্, খোজেস্তা প্রায়ই এক্‌লা বোসে থাক্‌তেন্, তবে কখন কখন পাড়ার মেয়েরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্পটাসল্পটা কোত্তো, তাও আবার কচিৎ কখন, সর্ব্বদা নয়। ইমামন্ বোলে একটী প্রতি-

বাসীর কন্যা, যখন তখন এসে তাঁর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোত্তো। পিতার স্বভাব ফিরে গিয়েছে, তাঁর আর পূর্ব্বের মত তাঁর প্রতি মায়া-দয়া নাই দেখে, যুবতী মনে বড় ব্যথা পেলেন্। একদিন তাঁর দুঃখের কথা বোল্‌বেন বোলে মনে কোরেছেন, এমন্ সময় দেখ্‌লেন তাঁর পিতা, অতি বিমর্ষ হোয়ে বাড়ীতে প্রবেশ কোচ্ছেন, শুন্‌লেন্ খোদাবাদের মৃত্যু হোয়েছে। এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির একদিনও বিরাম ছিল না, তাঁর মন্দভাগ্য পুত্রের নিমিত্ত দিবারাত্র রোদন্, দিবারাত্র বিলাপ, দিবারাত্র আর্ত্তনাদ কোত্তেন্, কার্‌কার্‌বার্ একপ্রকার ছেড়েই দিছিলেন্, লাভ হলো কি নোক্‌সান্ হলো, একবার ফিরেও চেয়ে দেখ্‌তেন্ না, মাসাবধি আহারই কোল্লেন্ না, অনাহারে আর শোকে শরীর ক্রমে পাক্ পেয়ে যেতে লাগ্‌লো, খোদাবাদ শীর্ণ হোয়ে পোড়্‌লেন, শেষে প্রাণত্যাগ হোয়ে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হলো। খোজেস্তা দুঃখের সংবাদটি শুনে নিতান্ত কাতর হোয়ে পোড়্‌লেন্, পরের দুঃখে দুঃখিত হোতে গিয়ে আপনার্ দুঃখ বিস্মৃত হোয়ে গেলেন্ তাই আর সে দিন পিতাকে বলা হোলো না তাঁর মনের ভাবান্তর হোয়েছে। পরদিন অতি প্রাতে, তাঁর পিতার উঠ্‌বার অগ্রে, মৃত খোদাবাদের ভগ্নির সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বেন মনে কোরে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, অধিক পথ যেতে পারেন্‌নি, এমন সময় একটী ফকিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো, সে ভিক্ষা চাইলে, যুবতী তাকে একটু অপেক্ষা কোত্তে বোল্লেন্। তাঁর হাতে একটী সাজি ছিল, বালা যখন বাড়ী থেকে বেরুতেন, ঐ সাজিটী হাতে ঝুলিয়ে নিতেন্। বালা ফিরে এসে দেখেন্ কাল্‌নাক্ ডাকাতের কাল্‌কৃষ্ণ ঢেরা তাঁর বাড়ীর দরজার গায় চিত্রিত রোয়েছে, দেখেই প্রাণ কেঁপে গেল, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌লো, তাঁর পা আর চলে না, থর্ থর্ কোরে কেঁপে মুর্চ্ছিতপ্রায় হোয়ে, দরজার উপর পোড়ে যান্ যান্ হোলেন। অনেক কষ্টে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কোরে, 'বাবা বাবা' বোলে

ত্রাস্ত মনে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন্। খোজে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফুল্‌কোচোকো হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, কেন? কি হোয়েছে মা? কিসে এত ত্রাস হলো? বালার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না, কেবল অঙ্গুলি দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলেন্। খোজে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দরজা খুল্লেন্, খুলে দেখেন্ কাল্‌মাকের সেই কাল্‌ঘাতি কৃষ্ণ ঢেরা অঙ্কিত রোয়েছে, তাই দেখে চীৎকার শব্দে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন্, তাঁর কান্না শুনে ঐ দরজার কাছে বিস্তর লোক জমে গেল। যার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যার মৃত্যু সম্মুখে মুখ বাড়িয়ে আছে, তাকে প্রবোধবাক্য দিয়ে কে সান্ত্বনা কোত্তে পারে? আতঙ্কের বেগ খর্ব্ব হোলে খোজে সবপ্রথমেই খাতাপত্র খুলে দেখ্‌তে বোস্‌লেন্। আপাততঃ কত টাকা তাঁর তহবিলে মজুত্ আছে, সেইটী জান্‌বার তাঁর অভিপ্রায়। খাতা খুল্‌তেই কাল্‌মাকের ভয়ঙ্কর অকরুণ পত্রখানি বেরিয়ে পোড়্‌লো, যে পাতায় তিনি হিসাবপত্র দেখ্‌বেন্, সেই পাতার ভিতরেই পত্রখানি গুঁজে রেখে ছিল। তখন আতঙ্কে বোধ্ হোলো যেন পত্রখানি তাঁর মুখের দিকে কট্‌মট্ কোরে তাকাচ্ছে। খোজে হুতাশে চীৎকার কোরে উঠ্‌লেন্, ঐ চীৎকার শুনে কি হোয়েছে, কি হোয়েছে, বোলে খোজেস্তা এসে উপস্থিত হোলেন, তখন্ সওদাগর দুটী আঙ্গুল দিয়ে পত্রখানি ধোরে আছেন। যুবতী পিতার গলা জড়িয়ে ধোরে পিতৃস্নেহ বশে মুখচুম্বন কোত্তে লাগ্‌লেন, দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রুধারা পোড়ে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগ্‌লো। পত্রের শিরোনামা পোড়েই শরীর অবশ হোয়ে পোড়্‌লো, তার মর্ম্মার্থ অবগত হোলে, মনের গতি যে কি হবে তা পাঠক আপনিই অনুভব করুন্। পত্রখানি খুলে পোড়্‌বেন কি না, সাত পাঁচ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন্, এক ঘণ্টা দুমনা কোরে কাটালেন, শেষে কপাল ঠুকে, যা থাকে অদৃষ্টে বোলে, পত্রখানি খুলে পোড়্‌লেন, তাতে এই লেখা ছিল।—

কাল্‌মাক্‌ খোজে সওদাগরের প্রতি।

"পত্রে জানিবা। আগত মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে এই চারি পর্ব্বতের নিকট ভগ্ন মস্‌জিদে তোমার কন্যাকে পাঠাইয়া দিবা, তাঁহাকে পদব্রজে চোলে আসিতে হইবে, প্রয়োজন হয়ত একটী দাস কি দাসী সঙ্গে আসিতে পারিবে, তাঁর জীবনের কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু যুবতী আর কখনই গিজনি সহরে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন্‌ না, একথা পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখিলাম। আমি কাল্‌মাক্‌, আমি তোমার কন্যাকে উপপত্নী করিব বলিয়া চাহিতেছি। তোমার কন্যার আগমন উপলক্ষে নাচতামা-সার ও খানার সমারোহ হইবে, অতএব যুবতী যেন প্রচুর সিরাজ মদিরা, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল্‌, তদ্ভিন্ন দুহাজার থান্‌মোহর সঙ্গে লইয়া আই-সেন। দেখো যেন আমার হুকুমের অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে প্রাণটী হারাইবা। ইতি"। "কাল্‌মাক্‌"

দস্তখতের নীচে লাল্‌রঙ্গে চিত্রত ছোরা ও কৃষ্ণচেরা অঙ্কিত ছিল, দস্তখৎটি বড় বড় অক্ষরে অতি স্পষ্ট কোরে, অতি পরিষ্কার কোরে, লেখা ছিল, ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। খোজে বোলে উঠ্‌লেন্‌ "আর আমার কি হবে! মনোদুঃখ যা পাবার তা পেলাম্‌; রে দুর্ম্মতি ডাকাত! তোরা মনে করিস্‌নে আমি তোদের হুকুম্‌বর্‌দার্‌ চাকর, সহস্র-বার মোত্তে হয় মোর্‌বো, তথাচ কন্যাকে কখনই কলঙ্কপঙ্কে পতিত হোতে দিব না, অর্থ পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু খোজেস্তা! তোমাকে এপ্রাণ থাক্‌তে কখনই পাঠান হবে না, বরং আপনি হাত দিয়ে এপ্রাণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তথাচ নরহন্তা খুনে ডাকাতের কাছে কখনই তোমাকে পাঠাবো না, পাঠানো দূরে থাকুক, সে কথা মনে মাত্র উদয় হোলে গায়ের রক্ত জল হোয়ে সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা হোয়ে যায়। মা! তুমি কেঁদো না, আমার জন্য তোমার কাঁদ্‌তে হবে না, ভয় কি! আমি কাল্‌মাকের চোক রাঙ্গানিতে ডরাইনে, আমি তারে বোলে পাঠাবো, তোর যা সাধ্য

থাকে কোরিস্, আমি তোর কথা মানি না"। খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! অমন দুঃসাহস কোর্‌বেন না, অমন কথা বোল্‌বেন্ না, সাবধান হোয়ে চলা ভাল, দোশ্‌মন্‌কে মরিয়া কোরে তোলা ভাল নয়, আপনি এক্‌লা বাইরে যাবেন্ না, ঘরের মধ্যেও অস্ত্র শস্ত্র লোয়ে থাক্‌বেন্, হায়! আমায় যদি অসতী না হোতে হোতো, তবে যেরূপেই হউক, আপনার প্রাণ রক্ষা কোরে দিতেম্"। এই কথা বোলে পিতায় কন্যায় চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন্। খোজে এত যে আস্ফালন কোল্লেন, তবু শোক দুঃখ ভয়ে হাত মোচ্‌ড়াতে মোচ্‌ড়াতে বুকে করাঘাত কোরে, হাহা-কার কোত্তে লাগ্‌লেন্, শেষে সর্ব্বাঙ্গ অবশ প্রায় হোয়ে অকাতর নিদ্রায় অভিভূত হোলেন্, খোজেস্তা তাই দেখে আপনার ঘরে চোল্লেন, এমন সময় তাঁর সমবয়সী ইমামন্ এসে উপস্থিত ইমা-মন্ বোল্লেন "সখী! তুই আর কৃষ্ণ চেরার কথা মনে করিস্‌নে, যা অদৃষ্টে লেখা আছে, তাই হবে, আমি ভাই তোরে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি, তুই ভাই আমায় ভাঁড়াস্‌নে, সত্যি কোরে বলিস্"। খোজেস্তা বোল্লেন্ "এই শোক তাপের সময়, তুই ভাই আবার কি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাস্, তোরে আজ বড় আমুদে আমুদে দেখ্‌ছি, এখন ভাই ঠাট্টা তামাসার সময় নয়"। ইমামন্ বোল্লেন "হাসি তামাসার কথা নয় ভাই, মনটা বড় ধুক্ পুক্ কোচ্ছে, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা না কোরে স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিনে, প্রাণের ভিতর যেন আইঢাই কোচ্ছে, তুই ভাই কেসোয়াৎখাঁকে সাধেসাধে বাড়ীথেকে তাড়িয়ে দিলি কেন? সে ব্যক্তি তোর পায়ে ধোল্লে, হাতে ধোল্লে, কত কাঁদ্‌লে, তবু তোমার মন নরম হোলো না, এমন মনও তো কোথাও দেখিনি ভাই, মেয়ে মান্‌সের যে তত শক্ত মন হয়, বিশেষতঃ এত অল্প বয়সে, তা তো আগে জান্‌তেম না, তোর কি চক্ষে পর্‌দা নেই, না প্রাণে মায়া দয়া নেই, তাই অমন্ কোরে, অমন সুপুরুষকে রুক্ষ-

মুখে বিদায় কোরে দিলি”, খোজেস্তা বোল্লেন “তুই ভাই এক্‌রকমেরি লোক, মন্‌ কি কারুর্‌ বাধ্য, মন কারু প্রতি রুষ্ট, কারু প্রতি তুষ্ট, কেন যে হয়, তা কেউই বোল্‌তে পারে না, এমনি কথায় বলে, “যার প্রতি যার্‌ মন্‌, কিবা হাড়ি কিবা ডোম্‌,” আমি কি সাধ কোরে তাঁরে ক্ষুন্ন কোরেছি, আমার মন্‌ যে তাঁর অনুগত হোলো না’। ইমামন্‌ বোল্লেন্‌ “তোর মনটাকে একবার দেখাতে পারিস্‌, একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তখন কোমর বেঁধে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিই, এমন মন রাখিস্‌ কেন, তোর পোড়া কপাল্‌ যে এমন মন নিয়ে ঘর করিস্‌। কেসোয়াৎখাঁ দেখ্‌তে যেন কন্দর্প, তাঁর রূপ দেখে কার মন্‌ না ভুলে যায়, মুখেরি বা কেমন শ্রী, চোক্‌নাকেরি বা কিবা টানা গড়ন্‌, যেন তুলি দিয়ে চিত্র কোরেছে, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, হামেত্‌টা আর কি, না শ্রীই আছে, না ছাঁদই আছে, ঠিক্‌ যেন চাসার বলদ্‌, গুণের মধ্যে গাধার মত হাড়ভাঙ্গা মেহনত কোত্তে পারে, আরতো কোন গুণ দেখ্‌তে পাইনে, তুই ভাই তারে যে কি চক্ষে দেখেছিস্‌ তা তুইই জানিস্‌, হামেত যেন তোমার প্রেমের গোপাল হোয়ে বোসেছে’। খোজেস্তা বোল্লেন্‌ “আর ভাই ও আগুন তুলিস্‌নে, তুই ভাই আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিস্‌নে, একেতো আপনাকে খেয়ে, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন আঁধার দেখ্‌ছি, তার উপর তোর আবার ঠেসের কথা সয় না, তুই আর জ্বালার উপর জ্বালা দিস্‌নে, কেসোয়াৎখাঁর গুণ কেসোয়াৎখাঁতেই থাক্‌, আমি তার গুণও চাই না, তার রূপও চাই না, আমি মন চাই, কেসোয়াৎখাঁর মন ভাল নয়, তার অন্তঃকরণ পরিষ্কার নয়, আমি হামেতের গুণ এক মুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, কেসোয়াৎ খাঁর নূতন নূতন বেসি যত্ন, পুরানো হোলে তত থাক্‌তো না, কখনই থাক্‌তো না, আমি হামেতের চরণে বিক্রী হোয়েছি, তিনি ফিরে আস্‌বেন বোলে আশা দিয়ে গেছেন, তাই এখনও তাঁর আশাপথ চেয়ে আছি,

সখি! আমাদের কেবল নবীন প্রণয়, কিন্তু অঙ্কুরে আঘাত হলো, কি বিড়ম্বনা, হঠাৎ এমন বজ্রাঘাত হবে স্বপ্নেও মনে করিনি'। ইমামন্ বোল্লেন "যাই বল ভাই, ও কথায় আমার মন ভিজ্‌লো না, যদি ভাল বাস্‌তে হয়, তবে কেসোয়াৎখাঁর মতন সুপুরুষ দেখে ভাল বাসাই ভাল, অমন পুরুষ না হোয়েছে না হবে, না দেখেছি না দেখ্‌বো, সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়ের উদাসীন, তার মান রাখাই উচিত ছিল, তাকে অমন্ কোরে কাঁদিয়ে বিদায় করা কি ভাল হোয়েছে? কাশ্মীর যুবা যেন রসের তরঙ্গ, তার সঙ্গে আলাপ কোরে সুখে ভাস্‌তে হয়, তার সুরসপূর্ণ বাক্যছটা শুন্‌লে শরীর অলস হয়, প্রফুল্লরসে অলস হয়, তাকে ভাই তুই প্রথম প্রথম কত আশাই দিছিলি, আমিতো তোমারই আছি, কোথা গিয়েছি, আমি চাতকিনী, তুমি আমার ধারাপথ, আমি তোমার জীবনের মরণের সাথি! তুই ভাই কত খেলাই খেল্লি, তখন তখন তোমার নূতন প্রণয়ের কথা ভুল্লে অমনি যেন লজ্জায় মোরে যেতে, সাপের মন্ত্র বাসি হোলে খাটে না, তোমার সে সকল কথা তাই হলো নাকি? ঘাড় হেঁট কোরে রইলে যে? মুখ তোলো না? কথা কও না? এখন কি তোমার সে প্রণয় বাসি হলো? তাই বুঝি অরুচি জন্মেছে'?। খোজেস্তা বোল্লেন "তুমি ভাই আর বাড়াবাড়ি কোরো না, এমনিই তো জ্বোলে পুড়ে মচ্চি, আগুণের উপর আগুণ জ্বেলে দিয়ে আর আমায় পুড়িও না, আমার আর মরণের বড় অপেক্ষা নাই, এ পাপপ্রাণে আর কত সবে বলো! কেসোয়াৎখাঁর প্রতি তোর যদি মনে মনে এতই পড়্‌তা হোয়েছিল, তবে সে কথা তারে খুলে বোল্লেই তো হতো, সে কখন তোরে ছেড়ে চোলে যেতো না, তুই ইবা তাকে ছেড়ে দিলি কেন, ধোরে রাখ্‌লেই তো পাত্তিস্, তোর্ মত যুবতীর অনুরোধ সে কখনই এড়াতে পাত্তো না, আমি যদি আগে জানতেম তুই তারে সোণার চক্ষে দেখেছিস্, তা হলে নয় ঘট্‌কালিই

কোরে দেখ্‌তেম্, আমি হামেত্‌কে ভালবাসি কেন, কেসোয়াৎখাঁকে ভালবাসিনে কেন, একি একটা কথা, তাই উত্তর দেবো, ছিঃ! একি কবার কথা, না জিজ্ঞাসা কর্‌বার্ কথা, একথা কি দেশে দেশে ঢোল্ মেরে দিতে হয় নাকি, যে বলে সে বলুক, যে করে সে করুক, আমি তো তাদের বলাতেও নেই, কথাতেও নেই। কেসোয়াৎখাঁকে তোমরা দূর থেকে চোকে দেখেছো, কাণে শুনেছো, এই বইত নয়, আমি অষ্ট প্রহর নিকটে থেকে তার চরিত্র জেনে নিয়েছি, তার সঙ্গে প্রণয় হোলে তেরাত্রও কাটতো না, দুদিন বই ফেলে পালাতো, বাসি হোতে পাত্তো না, তার বাতাস যেন কারুরি গায় না লাগে, এমনি কথায় বলে, 'যার খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে, সে কয় কি না কয় কথা ডেকে', এমন চরিত্রের লোক্ যে, তার জন্যে খেদই বা কি, দুঃখই বা কি, শুধু রূপগুণ দেখ্‌লে তো হয় না, মন দেখা চাই'। কেসোয়াৎখাঁর মুখটি যেন সুধার সরবর, তার মন কিন্তু তেমন নয়, এমনি কথায় বলে, মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, তার নাম বিষম ক্রূর। ইমামন্ বোল্লেন্ "তুই খুব্ পুরুষ চিন্তে পারিস্, তোর বুঝি ভাই পুরুষ চেনা রোগ্ আছে, যাই ভাই, বাড়ী যাই, আর কথা কাটাকাটিতে কাজ নাই, তোমায় যে কথায় পেরে উঠে সে আজও জন্মেনি, বেলাবেলি বাড়ী যাবার কথা, তাতে এতখানি রাত্ হোলো, মা কত বোক্‌বে এখন্, তোর্ ভাই অন্ত পাওয়া ভার, তোর্ মনের ওজন পাওয়া সহজ কথা নয়, তবে এখন চোল্লেম্'। খোজেস্তা ছল ছল চক্ষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন্।

২৩ পরিচ্ছেদ।

মুখে খুব মিঠে, কিন্তু নিম্ নিসিন্দে পেটে।

খোজেস্তা ভয়ে থর্ থর্ কোরে কাঁপছেন, আতঙ্কে এক এক বার শিউরে শিউরে উঠ্ছেন, কাল্মাকের পত্রখানি তাঁর চক্ষের উপর পোড়ে আছে, পত্রখানি একবার পোড়্ছেন, পোড়্তে পোড়্তে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হোচ্ছেন। এইরূপ কোত্তে কোত্তে হঠাৎ তাঁর মনে উদয় হলো কাল্মাকের মহা আজ্ঞা পালন করা শ্রেয়ঃ, তার সে আজ্ঞা পালন কোল্লে পিতারও প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর আপনারও মান রক্ষা হবে। যুবতী একটী কৌশল চিন্তা কোরে, "হাঁ, তাই করাই কর্ত্তব্য" এই বোলে আপনাআপনি চেঁচিয়ে উঠ্লেন, মনে মনে বোল্লেন্ হাঁ এত দিনের পর গিজ্নি উদ্ধার কোত্তে পার্বো, কাল্-মাক্কেও নিপাত কোত্তে পার্বো, তার দলবলকেও নিপাত কোত্তে পার্বো"।

যুবতী বেশ জানতেন তাঁর পিতা তাঁর কথায় কর্ণপাত কোরবেন না, তাঁর কৌশলেও সম্মত হবেন না, তাই বালা মনে মনে স্থির কোল্লেন, তাঁর মনের কথা পিতাকে বোলবেন না, কেবল যে লোক না হোলে নয়, যারে উপলক্ষ কোরে কার্য্যটী উদ্ধার হবে, তারে ভিন্ন আর কাহা-কেও সে কথা প্রকাশ কোরে বোল্বেন না। দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর কালমাকের ভয়ঙ্কর নির্জ্জন আবাসে তাঁকে প্রায় একাকিনীই প্রবেশ কোত্তে হবে, বালা যখন মনে মনে সেই বিষয় চিন্তা কোত্তে লাগলেন, তখন তাঁর অন্ত-রাত্মা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্লো, প্রাণের ভিতর হুতাশ হোতে

লাগ্‌লো, তাঁর মহাপ্রাণী যেন শুষ্ক হোয়ে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে যাবেন তা সিদ্ধ কোত্তে পার্‌বেন, এই সাহসে তাঁর প্রাণে আবার বলও হোতে লাগ্‌লো, বালা এপর্য্যন্ত বিমর্ষ বিষন্ন হোয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, এক্ষণে সুখী হোতে পার্‌বেন মনে কোরে, তাঁর বিমল বদনকান্তি আহ্লাদছটায় ভাস্‌তে লাগ্‌লো। বালা যদি মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কোরে ফিরে আস্‌তে পারেন, তবে একার্য্যটী তাঁর পক্ষে কতই পুরস্কারেরস্বরূপ হবে—তাঁর পিতার প্রাণ রক্ষা হবে, তাঁর নিজের সতীত্ব রক্ষা হবে, গিজ্‌নি সহর কালান্তক কাল্‌মাকের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি পাবে, এতদ্ভিন্ন হামেত যদি এপর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে তিনিও বালার হস্তে মুক্তিদান পাবেন। এই সকল কুশল সম্ভাবনার চিন্তা কোরে বালা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাল্লেন না, যুবতী তখনি নেবে এসে তাঁর পিতা যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে দেখেন খোজে তখনও নিদ্রায় অভিভূত আছেন্, যুবতী ভাব্‌লেন, তবে ভাল সুবিধাই হোয়েছে, এই অবকাশে চুপে চুপে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আপনার কার্য্যসিদ্ধির পথ পরিষ্কার কোত্তে চোল্লেন। বালা উন্মাদিনীপ্রায় হোয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন, এগলি সেগলি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটী আর্‌মানির বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন, সে ব্যক্তি জাতিতে শুঁড়ি, সরাবের ব্যবসায় করে, আর্‌মানি বালাকে দেখে তটস্থ হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনি কেন এসেছেন, আপনার কি প্রয়োজন আজ্ঞা করুন। বালা তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, তাই একটু জিরিয়ে, একটু সাম্‌লিয়ে, একটু দম্ নিয়ে বোল্লেন "বিস্তর শিরাজ সরাব্ দিনেক দুদিনের মধ্যে আবশ্যক হবে, এই কথা তাঁর পিতা বোলে পাঠিয়েছেন, তাই বালা স্বয়ং বোল্‌তে এসেছেন, তিনি যেন এই দণ্ডেই তিন কুড়ি বারো বোতল্ সরাব প্রস্তুত কোরে রাখেন, আস্‌বা মাত্র যেন পাওয়া যায়'। আরমানি বোল্লেন "যে

আজ্ঞে, তাই হবে,, বালা ঐ কথা শুনে সেখান থেকে চোলে এলেন, আস্‌বার সময় বোল্লেন "এ কথা যেন কেউ ঘুণাগ্রেও জান্‌তে না পারে', এ বিষয় যেন গুরুমন্ত্রের ন্যায় গোপন থাকে, তাঁর পিতা অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান, তাই এবিষয় যদি লোকে জান্‌তে পারে, তবে তাঁর পক্ষে বড় গ্লানির কথা হবে"। আরমানি বোল্লেন "এ সম্বন্ধে তিনি কদাচ দুই ঠোঁট এক করবেন না, যিনিই হউন, কারুরি কাছে না"। খোজেস্তা বায়নারস্বরূপ কিছু দিলেন, সুঁড়ি পেয়ে সন্তুষ্ট হলো। খোজেস্তা এক্ষণে একটী কিমিয়া-কারের বাড়ীতে চোলে গেলেন, সে ব্যক্তি বালাকে দেখে বোল্লে "আপনি একটু বসুন, একটু অপেক্ষা করুন, এই লোকটীকে বিদায় কোরে শীঘ্রই আস্‌ছি। যে লোকটী তাঁর কাছে বোসে ছিল, সে চোলে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে ইশারা কোরে বোস্‌তে বোল্লেন। যুবতী বোল্লেন "কাহিল! একটা বড় গোপনীয় কথা আছে, কারুর কাছে প্রকাশ কোরবেন না তো? দেখবেন! প্রকাশ না কোরে থাকতে পারবেন তো?" কিমিয়াকার বোল্লে "না বোলে থাক্‌তে পার্‌বো না কেন? আমি কাউকেও বোল্‌বো না, আমার যদি নিজের কোন গরজ না থাকে, তবে তা শুন্‌তেও চাই না,,।

খোজেস্তা বোল্লেন "গরজ তোমারও আছে আমারও আছে, সে কথা নিয়ে সংসার শুদ্ধ লোকের গরজ আছে বোল্লেই হয়, আগে কোরান্‌ ছুঁয়ে দিব্যি করুন, আমি যে কথা বোল্‌বো জনপ্রাণীর কাছে প্রকাশ কোর্‌বেন না, তবে আমি যখন প্রকাশ কোত্তে বোল্‌ব, তখন কোরবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন। কিমিয়াকার বোল্লেন "আমি কোরান ছুঁয়ে, মহম্মদের নাম কোরে, বারো ইমামের নাম কোরে, দিব্যি কোচ্চি আমি সে কথা মুখাগ্রে আনাবোনা, এখন আপনার কি কথা আছে বলুন"। খোজেস্তা বোল্লেন "আপনি তো বেশ অবগতই আছেন, গিজ্‌-নির অদৃষ্টে কিরূপ ঘোর বিপদ উপস্থিত, তা, আপনি জান্‌তেই তো

পাচ্ছেন, কাল্ কাল্মাকের আর তার পাষণ্ড দলবলের কথাই বোল্‌ছি। কিমিয়াকার বোল্লেন "আমি জানিনে তো জানে কে ? নিজে ঠেকেছি, ভুগেছি, বিলক্ষণ ঠেকেছি, বিলক্ষণ ভুগেছি। খোজেস্তা বোল্লেন তবে তো আরও ভাল হলো, তুমি একটু মনে কোল্লেই ঐ কালমাক্‌কে দল বল শুদ্ধ নিপাত কোত্তে পারি। তাদের জন্যে কারুর খেয়ে শুয়ে সোয়াস্তি নাই, গিজনি যেন যমালয় হোয়ে উঠেছে। কিমিয়াকার শুনে চোম্‌কে উঠে খোজেস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর যেন ধাঁদা লেগে গেল, শেষে বোল্লেন "এত বড় মহৎ কার্য্যে আমা হোতে কি উপকার হবে বলুন, আমার দিব্যি, যদিনা বলেন, তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্চো বোধ হয়। খোজেস্তাবোল্লেন, না, না, ঠাট্টা নয়, সত্যই বোল্‌ছি, কালমাক্ উপপত্নী কোর্‌বে বোলে আমায় চেয়ে পাঠিয়েছে। কিমিয়াকার শুনে শিউরে উঠে বোল্লেন এর পর আরও না জানি কতই শুনতে হবে !! সে পাষণ্ড যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তার পেট কি ভোর্‌বে না ! তার তৃষ্ণার কি শান্তি হবে না, তুমি যাবেনা দেখ্‌তে পাচ্ছি। খোজেস্তা বোল্লেন আমার যাওয়াই উচিত, তার কথা অমান্য কোত্তে পার্‌বোনা, যাবো বোলেই তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি। কিমিয়াকার বোল্লেন আমা হোতে কি উপকার হোতে পার্‌বে বলুন।

খোজেস্তা বোল্লেন তবে বলি মন দিয়ে শুনুন্। আস্‌চে মাসের চতুর্থ তারিখের রাত্রে একজন দাস কি দাসী সঙ্গে কোরে, বিস্তর শিরাজ সরাব্ নিয়ে, ভগ্ন মসজিদের কাছে আমায় যেতে বোলেছে, আমি মনে কোরেছি ডাকাতেদের পক্ষে এই যেন শেষ সরাব্ পান করা হয়, সে সুধা যেন আর তাদের মুখে ঢাল্‌তে না হয়, সেটী কিন্তু তুমি না অনুগ্রহ কোল্লে হয় না। কিমিয়াকার বোল্লেন "তবে বুঝ্‌তে পেরেছি, বিষ,— তুমি আমায় বিষ দিতে বোল্‌ছো।

যুবতী বোল্লেন "কোন প্রকার মাদক হোলেও হবে, যাতে শীঘ্র

শীঘ্র অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে পড়ে, সেইরূপ কিছু দিয়ে দেবেন,,। কাহিল বোল্লেন "তা হোলে পারি, এক প্রকার গুঁড়ো আছে, সরাবে মিশিয়ে একদিন কি দুদিন যদি রেখে দেওয়া যায়, তার পর যে পান কোরবে, তাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতে হবে, দেখে বোধ হবে যেন সে অগাধঅচেতনে ডুবে আছে, কাণের কাছে কামান দাগ্লেও তার চৈতন্য হবে না, তবে সে সরাব্গুলি আমার কাছে এনে দাও, কালমাকের নিপাতে আমরা সকলেই আনন্দে নৃত্য কোর্বো, আমাদের ভদ্র আত্মীয়ের কন্যাকে সে উপপত্নী কোত্তে চায়, সে ব্যাটার এত বড় স্পর্দ্ধা,,। যুবতী বোল্লেন "সরাবের ফর্মাস দিয়ে এসেছি, সরাব নিয়ে যা কোর্বো, আমাকে সে কথা ভেঙ্গে বলি নাই"। কিমিয়াকার বোল্লেন "সেইটীই বুদ্ধির কাজ কোরেছো, তবে তুমি পার্বে, কালমাক্কে যদি গিজনিতে জ্যান্ত ধোরে নিয়ে আস্তে পার, তবে সহর শুদ্ধ লোক তোমার এ কীর্ত্তি চিরকাল স্মরণ কোর্বে, তোমার এধার কখনই তারা পরিশোধ কোত্তে পার্বে না,,।

খোজেস্তা বোল্লেন "আমিও তাই মনে কোরেছি, তাকে জ্যান্তই ধোরে নিয়ে আস্বো, একখানা ডুলির কিন্তু প্রয়োজন হবে, সে ভার আপনার উপর, ঐ ডুলি নিয়ে আপনাকে সেই ভগ্ন মসিদের কাছে দাঁড়িয়ে থাক্তে হবে, আমি সেই ডাকাতের সরদারকে অচেতন অবস্থায় হাতে পায় বেঁধে, সেইখানে নিয়ে আস্বো,,। কাইল বোল্লেন "আমি তা কোত্তে প্রস্তুত আছি, বাকি দল্বলের দশা কি কোর্বেন"? যুবতী বোল্লেন "সে ভার আমার উপর, যা কোর্বো তা মনে মনে ঠাউরিয়ে রেখেছি, তাদের আর গিজ্নিতে উৎপাত কোত্তে হবে না,,। কিমিয়াকার বোল্লেন "তোমার পিতা এ কথা জানেন,,? যুবতী বোল্লেন তিনি এর বাষ্পও জানেন না, সেই জন্যেই তোমায় আগে ভাগে দিব্য কোরিয়ে নিইছি, এ কথা কারুরি কাছে প্রকাশ কারে বোলবেন না।

আমাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তা হোলে কি হয়, আমাদের অভিপ্রায় পিতা যদি ঘুণাগ্রে জানতে পারেন, তবে আমায় তখনি আটক কোরে ফেল্‌বেন, বাড়ীর বার হোতে দেবেন না, ঘরের মধ্যে পুরে চাবিদিয়ে রাখবেন, তা হোলে তিনি নিশ্চয়ই স্থিরপ্রতিজ্ঞ নির্দ্দয় কালমাকের ক্রোধের ভাজন হবেন। আমাদের কাফ্রিদাস সিদিস্থফাকের হাত দিয়ে সরাব, ফল আর অর্থ পাঠিয়ে দেবেন স্থির কোরেছেন। সিদিস্থফাক্‌কে আমাদের অভিসন্ধির কথা এখনও ভেঙ্গে বোলিনি, সে কিন্তু আমার অবাধ্য হবে না। ক্ষাহিল। আপনার কাছে সরাব পৌঁছুবে, তবে এক্ষণে আমি চোল্লেম,,।

খোজেস্তা বাড়ী এসে দেখেন তাঁর পিতা ঘুমে থেকে উঠে, আপনার বিপদ স্মরণ কোরে, কি কোরবেন তাই ভাব্‌ছেন। খোজে বোল্‌তে লাগলেন "হায়! এ সময় যদি কেসোয়াৎখাঁ উপস্থিত থাক্‌তেন, তবে কত উপকারই হোতে পাত্তো, এ দুঃসময় কত ছলা পরামর্শ দিতে পাত্তেন, খোজেস্তা! তুমিই তাঁকে তাড়িয়েছো, সে ব্যক্তি থাক্‌লে আমাদের মৃত্যু মুখ থেকে রক্ষা কোত্তে পাত্তো।" খোজেস্তা শুনে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, দেখ্‌লেন তাঁর পিতা শোকাকুল হোয়ে বুদ্ধিবিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তাই আর কোন কথার উত্তর কোল্লেন না। পরদিন যুবতী সিদিস্থফাক্‌কে ডেকে আপনার মত্‌লোবের কথাটি চুপে চুপে বোল্লেন, কাফ্রি শুনে আহ্লাদে চুল্‌বুল কোত্তে লাগ্‌লো, খিল্‌খিল্‌ কোরে একগাল্‌ হেসে বোল্লে "আমি এই দণ্ডেই প্রস্তুত আছি,,। খোজে তারে সরাব আন্‌তে পাঠিয়ে দিলেন, কাফ্রিদাস ঐ সরাব্‌ সরাসর বাড়ীতে না এনে কিমিয়াকারের কাছে নিয়ে গেল, কিমিয়াকার খোজেস্তার অভিপ্রায় মতন তাতে মাদক মিশিয়ে দিলেন। ফল আর অর্থ তাঁর প্রস্তুতই ছিল, এক্ষণে সরাব্‌ পেয়ে খোজে কাফ্রিদাস্‌কে ডেকে বোল্লেন "এই সকল দ্রব্য আর অর্থ ভগ্নমসিদে

পৌঁছিয়ে দিতে হবে,,। সিদিস্থফাক্ জাতীতে কাফ্রি, দীর্ঘাকার স্থূলকায়, সে মনে কোল্লে হয়ত তার প্রাণ লয়ে টানাটানি পোড়্বে, তাই সে যাবে, কি না যাবে, দুমনা হোয়ে সাত পাঁচ ভাব্তে লাগ্লো, তার ইচ্ছা যে, সে যাবে না, কিন্তু তাঁর মুনিব বারম্বার বোল্তে লাগ্লেন, "তোর্ কোন ভয় নাই, তোরে প্রাণে মেরে, কি তোরে বন্দী কোরে রেখে, ডাকাতেদের কি লাভ হবে," তাই শুনে কাফ্রিদাস যেতে প্রস্তুত হলো। খোজেস্তা সে রাত্রের মত পিতার কাছ্ থেকে বিদায় হোয়ে আপনার ঘরে গিয়ে শয়ন কোল্লেন, খোজেও আপনার ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুতে লাগ্লেন। একটু পরে, যুবতী উঠে দেখেন তাঁর পিতা সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাই দেখে বালা একখানা সাল ওড়্ঘোড় কোরে গায়' জোড়িয়ে, মস্ত ঘোম্টা টেনে দিয়ে, নিঃসাড়ে নেবে এসে, দরজা খুলে বেরিয়ে পোড়্লেন, রাত্রি অন্ধকারময়, আকাশে একটীও নক্ষত্র ছিলনা যে, তার মলিনপ্রভা যুবতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সহর নিঃশব্দ, এত নিঃশব্দ যেন কবরস্থানের ন্যায় ঘোর ভীষণ মূর্ত্তি জ্ঞান হোতে লাগ্লো। যুবতীর ত্রাস হলো, তিনি তখন ভাব্তে লাগ্লেন, হয়ত এইবার শেষ হোলো, আর তাঁকে ঘরেও ফিরে আস্তে হবে না, দরজা পার হোয়ে বাড়ীর বাইরেও যেতে হবে না। বালা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠ্তে লাগ্লেন, তাঁর মহাপ্রাণী কেঁপে কেঁপে উঠ্তে লাগ্লো। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যাত্রা কোরে বেরিয়েছেন, শেষে এই কথাটী মনে উদয় হোয়ে, যুবতী মরিবাঁচি কোরে, বরাবর একটানা চোলে যেতে লাগ্লেন, চোল্তে চোল্তে কাফ্রিদাসের সঙ্গে যে স্থানে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল, সেই সাঙ্কেতিক স্থানে এসে পৌঁছিলেন, পৌঁছে দেখেন একটা উটের পীঠে দুটো বড় বড় বোঝাই ঝাঁকা ঝুল্ছে, তাতে ফল আর সরাব্ আছে। মস্ত কাঁড়াপুরু পাঁচহাত লম্বা, প্রকাণ্ড বলবান সিদিস্থফাক্ তার পাশে দাঁড়িয়ে,

কাফ্রি দাস খোজেস্তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, কোন কথাবার্ত্তা না কোয়ে, উট হাঁকিয়ে আগে আগে যেতে লাগ্‌লো, যুবতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোল্লেন। যমালয়ের স্বরূপ ডাকাত্‌দের কালান্তক আবাসের যত নিকটবর্ত্তী হোতে লাগলেন, ভয়ে আর হতাশে যুবতীর হাঁটু ভুটই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তাঁর মনে অতিশয় ত্রাস হলো, প্রাণ অস্থির হোয়ে পোড়্‌লো। উটটী গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো, তাই বালা জান্‌তে পাল্লেন ভগ্নমসিদে এসে পোঁছেছেন, সেখানে কিন্তু জনমানব উপস্থিত ছিল না, শব্দটী মাত্রও শোনা যাচ্ছিল না, যুবতী কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ডাকাত্‌দের যে কথা সেই কাজ, তারা এখনিই এসে উপস্থিত হবে, উপস্থিত হোলো বোলে, তাই ভেবে কাফ্রি দাসকে ঘোটদুটী নাবাতে বোল্লেন, ঘোটদুটী যেমন নাবান হোয়েছে, অম্‌নি একটি শব্দ শুন্‌তে পেলেন, মসিদের সুমুখে কেউ যেন আস্তে আস্তে দরজা খুল্‌ছে বোধ হোলো, ঐ শব্দ শুনে বালা থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, তখন তাঁর মনে আক্ষেপ হোতে লাগ্‌লো, এমন অসম-সাহস কেন কোল্লেন, যাই হউক, এক্ষণে আর চারা নাই, ফিরে যাবারও উপায় নাই। মর্চ্চে পড়া পুরাতন দরজার কাঁচ্‌কোঁচ্‌ শব্দের সঙ্গেই গলার স্বর অস্ত্রের ঝঞ্‌ঝনি শুন্‌তে পেলেন, তার পরক্ষণেই ডাকাতেরা এসে যুবতীকে ঘেরে দাঁড়ালো, আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি না কোরে, দুটী মাত্র পুরুষ ঐ চারু অনুপম রত্নকে আয়ত্ত কোল্লে, বাকী কয়েক জন কাফ্রিদাসকে হস্তগত কোরে শিরাজ সরাব্‌ গুলি গ্রহণ কোল্লে। খোজেস্তাকে একটা ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে একটী গলির মধ্যে লোয়ে গেল, দেখে বোধ হোলো, গলিটীর যেন অন্ত নাই, তার যেন শেষ নাই, ঐ গলির প্রান্তে এসে, সহচরেরা একটা মস্ত লম্বা শিশ্‌ দিলে, ঐ শিশ্‌ শুনে একটা চোরা দরজা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে কতক গুলি সিঁড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লো। খোজেস্তা আগে আগে চোলেছেন,

তাঁর পেছনে পেছনে কাফ্রিদাসও চোলেছে, সরাবের ঝাঁকাও চোলেছে, ঐ সিঁড়ি বেয়ে নেবে মস্ত একটা খিলান ঘরের মধ্যে সকলে উপস্থিত হোলো, ঘরটীর ভিতর বিস্তর বাতির আলো জ্বল্‌ছিলো। এইবার কাল্‌মাকের হস্তে পোড়্‌বেন মনে কোরে যুবতীর ত্রাস হোলো, হুতাশ তাঁর প্রাণের ভিতর ধড়ফড়্‌ কোত্তে লাগ্‌লো, বালার মনে এই ভয় হোলো, যেসকল লোক তাঁরে ঘেরে নিয়ে চোলেছে, তাদের অপেক্ষা কাল্‌মাকের মূর্ত্তি অবশ্যই আরও নিষ্ঠুর হবে। ডাকাতেরা নেবে চোলে গেলে, চোরা দরজাটী বন্ধ হোলো, খোজেস্তাকে নিয়ে একটা গদির উপর বসালে, "দুরন্ত বীরপুরুষ কাল্‌মাককে এইখানেই দেখ্‌তে পাবেন," ঐ কথা বোলে যুবতীর ঘোম্‌টাটি পশুবৎ নিষ্ঠুরের মত জোর কোরে টেনে খুলে ফেলে দিলে, তার তৎপর্য্য এই, কাল্‌মাক যেন তাঁর মুখকান্তির বিমলছটা সুন্দররূপে দেখ্‌তে পান। যুবতী এখন অর্দ্ধনগ্নপ্রায় হোয়ে কম্‌বেশ্‌ কুড়িজন নির্দ্দয় মূঢ় ডাকাতের মধ্যে বোসে পোড়্‌লেন, সিদিস্‌ফাক্‌ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, সে তাঁর কাণে কাণে বোল্লে "এ অপমান মনে কোরোনা, এ অপমান কতক্ষণের জন্য, শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে, তুমি ভয় পেওনা, তোমার সাহসের উপর সব নির্ভর কোচ্ছে।" ঐ সকল কথা বোলে কাফ্রিদাস যুবতীর মনে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লো।

কাল্‌মাকের অনুমতি ছিল না, তিনি ভিন্ন আর জনপ্রাণীও বালার নিকটে গিয়ে ঘেসে বসে। যুবতী যখন ঘোম্‌টা খুলে চন্দ্রবদন বার কোরে গদীর উপর বোস্‌লেন, তাঁর মুখকান্তির বিমল ছটা দেখে "সাবাস্‌! ক্যাখুব্‌! বাহবা! বাহবা!" বোলে সকলে তাঁর রূপের একচেটে গোঁড়ামি কোত্তে লাগ্‌লো। বালা চোরা আসামীর মত থর্‌ থর্‌ কোরে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন, ভয়ে তাঁর চন্দ্রবদন মলিন হোলো, কাল মেঘে যেন শরৎপ্রভা ঢেকে ফেল্লে, ডাকাতেরা কাণে কাণে বলাবলি

কোত্তে লাগ্‌লো "ছুঁড়ি একেতো অম্‌নিই দেখ্‌তে ভাল, তার উপর আবার চুল্‌টুল্‌ ফিরিয়ে শরীরের পাট্‌ঝাঁট্‌কোরে বেহদ্দ বাহার দিয়ে এসেছে, যেন খোদার উপর খোদকারী কোরেছে। কাল্‌সাক একটী প্রধান দোয়াল, এক চিটী বাজী কোরে কত টাকাই ঘরে এনে মজুত্‌ কোচ্ছে, আজ্‌কাল্‌ তাঁর পড়্‌তা ভাল, সেই পড়্‌তার জোরেই এই শীকারটী তাঁর হাতে লেগেছে, দরেও তেমন কসাকাস কোত্তে হয় নি, বেশ্‌ সস্তা দরেই পেয়েছেন, এখন রঙ্গ তামাসা দেখিয়ে, রকম্‌ওয়ারি, ইয়ার্‌কি দিয়ে, মজাদারি মজাদারি বোল্‌চাল্‌ শুনিয়ে, তার মন্‌টা আমোদে মাতিয়ে তুল্‌তে পাল্লে হয়, আজ না হয় কাল্‌ হবে, এত তাড়াতাড়িই বা কি? প্রস্তরাঙ্কিত রেখা, আর বালস্বভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না, তেমনি আবার ছোট লোকের অসভ্যতা, কি তাদের বেআদবীপানা চট্‌কোরে যাবার নয়, তাই ডাকাতেরা জাতীয় রবে, মরদানা গলায় চীৎকার কোরে, আপনাদের কার্‌দানি মর্‌দানি দেখাতে লাগ্‌লো।

সওকিন গোছের ছবি টানিয়ে, রকম্‌বরকম্‌ লতা পাতা চিত্রিত কোরে, তার উপর আরও কতকগুলি বাতির আলো জ্বেলে দিয়ে, ঘর্‌টী বেহদ্দ বাহার কোরে সাজিয়ে রাখা হোয়েছিল। দরজার কাছে আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিড় লেগে গেল, তাতেই যুবতী নিশ্চয় জান্‌তে পাল্লেন কাল্‌সাকের আগমন হোচ্ছে। একজন ডাকাত বোল্‌তে লাগ্‌লো "দুর্দ্দান্ত কাল্‌সাকের জয় হউক, কাল্‌সাক দুর্নিবার, দুজয়ী, দুঃসাহসী, তাঁর মঙ্গল হউক।" এই সময় ঐ কাল্‌অবতার মহাপুরুষ কার্‌চোপের পোষাক পোরে, পোষাক্‌টী ঝক্‌মক্‌ ঝক্‌মক্‌ কোচ্ছিলো, মাথায় একটী সাদা পাগ্‌ড়ী, মুক্তা দিয়ে মোড়া, কোমরে একখানা ছোরা, তার মুট্‌টি হীরাপান্নায় জড়ীত, এক পা দুপা কোরে, ধীরে ধীরে বন্দীনির মধুর সম্মুখে উপস্থিত হোলেন। তাঁর আস্‌বার পূর্ব্বে যুবতী

রোয়ে রোয়ে চোম্‌কে চোম্‌কে উঠ্‌ছিলেন, এক্ষণে ভয়ে জড়সড় হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁর সাহস হোলো না মাথা তুলে কাল্‌মাকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। কাল্‌মাক বালার নাম ধোরে ডাক্‌লেন, বালা স্বর শুনে শিউরে উঠ্‌লেন, সে স্বর মিত্রবৎ পরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হলো, তখন যুবতী সাহস কোরে চোক্ মেলে মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, দেখেই গদির উপর মুচ্ছিতা হোয়ে পোড়্‌লেন, বালা কাল্‌মাক্‌কে চিন্তে পাল্লেন, এ ব্যক্তি সেই চারুদর্শন কেসোয়াৎখাঁ, কাশ্মীর সওদাগর!! যুবতী মনে যে ভয় পেয়ে ছিলেন, সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ বোলে ফেল্লেন, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি! তুমিই কি কাল্‌মাক ডাকাত্‌"! কাল্‌মাক বোল্লেন "হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি বটে, আমি তোমার উপাসনা কোত্তে ত্রুটি করি নাই, তোমার অনুনয় বিনয় কোত্তে ত্রুটি করি নাই, উদার মনে, অকপট চিত্তে তোমার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার কোরেছি, তুমি কি না একটা কদাকার আনাড়ী চাসার প্রণয়ে পোড়ে আমার প্রার্থনার অনাদর কোল্লে। এখন কি হবে মনে কোরে দেখো দেখি, বিনা দানে মথুরা পার নাই, আমার সঙ্গে পুনরায় ওরূপ কুব্যবহার কোল্লে শাস্তি না দিয়ে ছাড়্‌বো না, স্বধু কথায় পার্ পাবে না। কথা কওনা যে? তুমি অবাক্ হোয়েগেছো দেখ্‌তে পাচ্ছি, বিপদাপন্ন কাশ্মীর সওদাগরেরবেশ্ ধোরে তোমার বাড়ীতে গিছিলেম্, আমার কি দুঃসাহস, তাই ভেবে তোমার বুঝি বিস্ময় জ্ঞান হোচ্ছে, আমি ধড়ীবাজ, আমি শঠ, আমি উপকার মানি না, এই বোলে, এ ভিন্ন আরও কত গ্লানির কথা বোলে, তুমি আমার নিন্দা মন্দ কোত্তে শুনেছি, আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে অন্যদিক দিয়ে চোলে যেতে, সেই আমি, এখন তোমার কাছে আমি কাল্‌মাক ডাকাত, তুমি আপন মুখেই আমায় ডাকাত বোলেছো, বোলেছো বোলেছো, তাতে কিছু আমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ক্ষোভও নাই

দুঃখও নাই, এক্ষণে ঘরে বোসেই আমার অতি যত্নের নিধিটি পেয়েছি, আমার রত্নটী বাড়ীতে এসে পৌঁছেছে। তোমার পিতা আমার মহা আজ্ঞার বেশ মান রেখেছেন, আমরা আমোদ প্রমোদ কোর্‌বো বোলে তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে সরাব পাঠিয়েছেন, খাবার পাঠিয়েছেন, অর্থও পাঠিয়েছেন। খোজেস্তা! আমাদের হাস্য পরিহাসের মধ্যে, আমাদের আমোদ আহ্লাদের মধ্যে তুমি কি থাকবেনা? যুবতী বোল্লেন "আমি আপনার অবাধ্য নই, আপনার যেমন অনুমতি হয়, আমি আপনার কথা অমান্য কোত্তে পারিনে। কালমাক বোল্লেন, "এই তো চাই! তোমার চারুমুখে যে বিনয় বাক্য বেরিয়েছে, তাই শুনেই আমি চরিতার্থ হলেম, এখনও বাকী আছে, এখনও কাল্‌মাককে ভাল বাস্‌তে বাকী আছে।" এই কথা বোলে বাকী ডাকাতদের প্রতি আদেশ কোরে বোল্লেন, "তোমরা এখন খাবার আয়োজন কর, কয়েদির প্রতিও যেন দৃষ্টি থাকে।" খোজেস্তা বোল্লেন "কয়েদী কে?" কাল্‌মাক বোল্লেন "গিজনির সওদাগর খোদাবাদের পুত্র হামেত্‌ নামে এক ব্যক্তি আমাদের কয়েদী, বোধ হয় তোমার সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় আছে।" খোজেস্তা শুনে প্রাণের ভিতর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর যেন চম্‌কা বাই হলো, বাহিরে কিন্তু স্থির শান্ত হয়ে অম্লান ভাবে বোসে রোইলেন। মনের ভাব সম্বরণ করা আবশ্যক জেনে কালমাকের কথায় যেন বিশ্বাস কোল্লেন না, মুখের ভঙ্গিমায় এই ভাবটী জানালেন, কালমাক বোল্লেন, "তাকে দেখ্‌তে চাওতো দেখাতে পারি," এই কথা বোলে জেবের ভিতর থেকে এক তাড়া চাবি বারকোরে, খোজেস্তাকে দেখাতে লোয়ে চোল্লেন। একটী লোহার দরজার কাছে গিয়ে, দরজাটিখুলে একটী অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, কাল্‌মাকের হাতে আলো ছিল, সেই আলোয় দেখেন, হতভাগ্য হামেত একটা লোহার ঘেরার মধ্যে একটা জল সপ্‌সপে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বোসে আছেন। ঘেরাটী অতি ক্ষুদ্র, অতি অপ্রশস্ত,

পাশ ফের্‌বার স্থান নেই, ঘরটীও ঘোর অন্ধকারময়, যমালয় বোল্লেও হয়। এক সময়ে যার অধরের চারু হাঁসির প্রফুল্ল ছটায় উল্লাসিত হোতেন, তাঁর এই নির্দ্দয় বন্ধনঅবস্থা দর্শন কোরে যুবতীর মনে অতিশয় কষ্ট হলো। আলো দেখ্‌তে পেয়ে হাসেত্‌ উঠে বোস্‌লেন, তাই দেখে কাল্‌মাক অমনি তাড়াতাড়ি খোজেস্তাকে টেনে হিঁচ্‌ড়িয়ে তফাতে নিয়ে গেলেন, দরজাটী সজোরে বন্ধ কোরে চাবি গুলি পূর্ব্বের মত আপনার কাছে রেখে দিলেন। তার পর বড় ঘরে এসে কাল্‌মাক বোল্লেন "কেমন! এখন বিশ্বাস হোয়েছে তো"। যুবতী বোল্লেন "তা হোয়েছে, ও ব্যক্তি তোমার কাছে কি অপরাধ কোরেছে যে, তাঁকে কয়েদ অবস্থায় রেখে এত লাঞ্ছনা কোচ্ছেন"। কাল্‌মাক বোল্লেন "সেই কথা আবার মুখে আন্‌ছো, ঐ ব্যক্তিই তো যত নষ্টামীর মূল, ঐ তো আমার অভিলাষ পূর্ণ হোতে দেয়নি, তার নামে আমার ঘৃণা হয়, তুমি আমার কাছে আর তার নাম কোরো না,,। খোজেস্তা বোল্লেন "সরদার সাহেব! আপনার অভিপ্রায় কি ভেঙ্গে বলুন" কাল্‌মাক বোল্লেন "তোমারি উপর তাঁর অদৃষ্ট নির্ভর কোচ্ছে, তুমি যদি আমার হুকুম অমান্য কোত্তে, তবে এই রাত্রেই তাঁকে সাবাড়্‌ কোরে ফেল্‌তেম', খোজেস্তা বোল্লেন "উঃ! তুমি তাঁরে খুন কোরে ফেল্‌তে না? বোধ হয় খুন তাকে কখনই কোত্তে না"।

কাল্‌মাক অম্লান মুখে বোল্লেন "খুন তাঁকে নিশ্চয়ই কোত্তেম। তুমি যেমন প্রফুল্লিত মনে হাস্‌তে হাস্‌তে তাঁর কোলে যেয়ে ছুটে বোস্‌তে, সেইরূপ আমোদিনী হোয়ে আমার কোলে এসে যদি না বসো, তবে সে নিশ্চয়ই প্রাণে মারা পোড়্‌বে।

খোজেস্তা মনে মনে বোল্লেন, "উঃ! কি কাল দস্যু! কি কাল পাষণ্ড! এদের প্রাণে একটু দয়া মায়া নাই!! এই ব্যক্তিই কি আমার অভাগা পিতার আশ্রয় লয়েছিল! এই কাল নিষ্ঠুর কি তত চারু হাসি,

ভত মনোহর কান্তি দেখিয়ে আমাদের মন মুগ্ধ কোরেছিল!! কাল্মাক বোল্লেন, "যুবতী! তোমার মনে কি উদয় হোচ্ছে আমি তা জান্তে পেরেছি, আমি যেন তা দেখ্তে পাচ্ছি, আমি যেন তোমার অন্তরের কথাগুলি পড়্তে পাচ্ছি, আমি সেই কাশ্মীর সওদাগর হোয়ে কিকোরে একটী প্রাণীর মৃত্যুর কথা লয়ে আমোদ কচ্ছি, তাই তোমার বিস্ময় জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু কানু ছাড়া কাণ্ড নাই; আমিই তোমাদের মজাবার গোড়া; হামেতকে এখানে আস্তে আমিই পরামর্শ দিই, আমিই তার পিতার জুতোর মধ্যে পত্র রেখে দিই, আবার আমিই তোমার বাপের খাতার মধ্যে পত্র গুজে রাখি। খোদাবাদকে উচ্ছিন্ন দিয়ে ছার-খার কোর্বো, হামেতকে প্রাণে মেরে ফেল্বো, এই দুটী আমার প্রতি-জ্ঞাই ছিল। তুমি শুনে শীউরে যাচ্ছ, শীউরিয়ে যেতে পারো সত্য, শিউ-রিয়ে যাবার কথা কিন্তু আরও আছে, তবে বলি শুন। মনুষ্য আমার কি না লাঞ্ছনা কি না দুর্দ্দশা কোরেছে, যন্ত্রণা দিতে সাধ্য মতে ত্রুটী করে নাই; আমার বিস্তর অর্থ বিস্তর বৈভব ছিল, মনুষ্য কর্ত্তৃক আমি সে সুখসম্পদে এককালীন বঞ্চিত হয়েছি; সেই দুঃখে, সেই রাগে, আমি এক্ষণে মনুষ্য মাত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছি; ইদানিং আমি যখন যে মানস করেছি, তাই সিদ্ধ করে তুলেছি; আমি যখন যাকে লক্ষ্য কোরবো, কি যখন যার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ কোর্বো, তারে যদি ভুলিয়ে ফুস্লিয়ে কি চার ফেলিয়ে আমার জালে এনে না ফেল্তে পারি, তখন আমি তলোয়ার ধরি, অথবা আমার অনুচরেরা তলওয়ার ধোরে আমার অভিলাষের পথ পরিষ্কার কোরে দেয়"। খোজেস্তা ঐ কথা শুনে মনে মনে অাঁধার দেখতে লাগ্লেন, ভাবলেন এমন বেপরোয়া খুনে কাল-দস্যির হাতেও এসে পড়েছি। কালমাক বল্তে লাগলেন, "হাঁ! সে কথা মিথ্যা নয়, আমি ফের সেই কথাই বোল্ছি শুনে যাও, মনুষ্য আমার সঙ্গে অতি নির্দ্দয় অতি নৃসংশ ব্যবহার কোরেছে, আমার

প্রতি এত নিষ্ঠুর এত পাষণ্ড হোয়েছে যে, পৃথিবীর সমুদয় মনুষ্যের রক্তপান কোল্লেও আমার ঘোর আক্রোশরূপ কালতৃষ্ণা নিবৃত্তি কোত্তে পারি কি না সন্দেহ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বে একটীবারও সুস্নিগ্ধ দয়ারস, কি সুকোমল করুণারস, আমার হৃদয়ের কোণে প্রবেশ হতে দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা হোয়ে মনে মনে বল্লেম, এই যুবতীটির প্রণয়সুখ আস্বাদন কোত্তে পাল্লে, এপ্রণালীর সংসারযাত্রা পরিত্যাগ কোর্‌বো, এই স্ত্রীরত্নটী লোয়ে সাম্যমূর্ত্তি হোয়ে, ভদ্র লোকের মত স্থির শান্ত হোয়ে থাকবো, এই কোমলাঙ্গি বালার অনুরোধে স্বজাতীয় মনুষ্যকে পাষণ্ডের মতন নির্দ্দয় পীড়ন কোত্তে ক্ষান্ত হবো। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তোমার কালবিতৃষ্ণা জন্মিল, আমায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরে আমার উপাসনার অনাদর কোল্লে, সেই হাবা পশুটা যখন আমার ফাঁদে পোড়্‌তে যায়, সেই সময় দেখলেম্ তুমি তার কোলের উপর মাথাটী রেখে রোদন কোচ্ছো, হা আল্লা! তাও কি প্রাণে সয়? তাই দেখে সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুণ জ্বেলে দিলে, রাগে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, তখন এমনি হলো ক্রোধে ফেটে গিয়ে বিবেচনার বাইরে পোড়্‌তে হয় বা, তোমাদের দুজনের বুকে ছোরা বসিয়ে দিই দিই কোরে দিলেম না, তখন যে কি কোরে মনের বেগ সম্বরণ কোল্লেম, এক্ষণে তা বোল্‌তে পারিনে, শেষে কিন্তু এই মনে হল, তোমার সুখের পথে কাঁটা দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার বেশ আছে, বোধ হয় তাই জন্যেই নিরস্ত হোলেম, আরও মনে কোল্লেম, কোথা যাবে, একদিন অবশ্যই হাতে পাবো, সে দিন হামেতের মুখ অবশ্যই বন্ধ কোত্তে পার্‌বো। যে অঙ্কের উপর তুমি মাথা রেখে রোদন কোরেছিলে, তার সেই পাপ অঙ্ক এক দিন করকার ন্যায় ঠাণ্ডা কোরে দিতে পার্‌বো, একদিন তোমারে আপনার অঙ্কের উপর রেখে আনন্দে ভাস্‌তে পারবো, তখন

তোমার অনুরাগে উন্মত্ত হোয়ে আমার হৃদয় নৃত্য কোত্তে পারবে, সেই দিন আজ উপস্থিত, তোমার অনুরোধে হামেতকে প্রাণে নষ্ট কোরবো না, তবে কথা এই যে, আমার যেরূপ অভিলাষ, আমার যেরূপ মনের আশা, তোমায় সেইরূপ চোল্‌তে হবে, আজ আর সে সব কথায় কাজ নাই, ঐ দেখ আমাদের আহার প্রস্তুত হয়েছে, আর তোমায় ভয় কোরে চোল্‌তে হবেনা, কালমাক এক্ষণে ডাকাত নয়, কালমাক এক্ষণে তোমার পদানত, তোমার শরণাগত, তোমার একান্ত আশ্রিত দাস, এই কাল্‌মাক তোমায় এখন রক্ষা কোর্‌বে"।

---

২৪ পরিচ্ছেদ।

"বিধির লিপি কপাল যোড়া।"

সারি সারি আহারের পাত সাজিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সর্দারকে লোয়ে ডাকাতেরা পঁচিশটী প্রাণীমাত্র, তারা সকলেই আহার কোত্তে বোসে গেল। মোটা মোটা রুটি, খেতে কিন্তু বেশ সুস্বাদু, প্লোয়া, ছাগলের মাংস, হরিণের মাংস, প্রভৃতি নানা উপকরণ প্রস্তুত হোয়েছিল। সিদিস্লুফাক খোজেস্তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে, যুবতী প্রধানা হোয়ে কাল্মাকের উচ্চ গদির উপর বোসে আছেন। ডাকাতেরা সম্প্রতি যে যে বিষয়ের চেষ্টা কোরেছিল, তারা সকল চেষ্টাই সফল কোরে তুলেছে, অনেকবার মোত্তে মোত্তে বেঁচে গিয়েছে, অনেকবার অনেক জখম্, অনেক ঝুঁকি, মাথার উপর দিয়ে কেটে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এই সকল গল্পই অধিক চোল্তে লাগ্লো।

আহার শেষ হোলে খোজেস্তার আনীত শিরাজ সরাব আন্তে বলা হলো, সকলেই এক এক গ্লাস্ পান কোল্লেন, এটী যেন ভোজনান্তে আচমন করা হোলো। একটু গোলাবী নেশার আমেজ হোয়ে এলে, কাল্মাক সঙ্গীডাকাতদের ডেকে বোল্লেন "আজ কেউ একটী ফোঁটাও ফেল্তে পার্বেনা, পাত্র শুদ্ধ চেটে খেতে হবে, আজ খোজেস্তার গৌরবের নিমিত্ত মন খুলে, প্রাণ ভোরে, নিছক ছাঁকা আমোদ কোত্তে হবে, আজকের রাত্টে কেবল আমোদ ইয়ার্কি কোরেই কাটাতে হবে, আজ সকলকে পেট ভোরে নেশা কোত্তে হবে"। সিদিস্লুফাক্ একে চায় আরে পায়, ঐ কথা শুনে ছুটে গিয়ে ঝাঁকা

থেকে একটা বোতল টেনে বার কোরে, আচ্ছা কোরে ঝাঁক্‌রিয়ে নিয়ে, একটী রুপোর গ্লাসে কানায় কানায় ঢেলে কাল্‌মাকের হাতে এনে দিলে, তাই দেখে সকলে "আমায় দাও আমায় দাও" বোলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, কাফ্রিদাস অম্‌নি তাড়াতাড়ি তাদের বেঁটে দিতে লাগ্‌ল, বেঁটে দেবার পূর্ব্বে বোতলটী একবার কোরে ঝাঁকরিয়ে নিচ্ছিল, আসল কাজই সেই, সে কার্য্যটী সে ভুলছিল না। একটী গ্লাস কানায় কানায় ভোরে, গ্লাসটী মুখের কাছে ধোরে, কাল্‌মাক বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "খোজে সওদাগরের কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রথম পেয়ালা পান কোচ্ছি,আমি প্রতিজ্ঞা কোল্লেম্‌ আর কখন তাঁকে বিরক্ত কোর্‌বোনা", এই কথা বোলে এক নিশ্বাসে পাত্রটী শেষ কোরে খোজেস্তার দিকে ফিরে বোস্‌লেন, খোজেস্তা তাঁর পিত্রালয়ে কাল্‌মাকের সঙ্গে মুখে যেমন হাস্য কৌতুক কোত্তেন, এখানেও তাঁর সঙ্গে সেইরূপ আমোদ আহ্লাদের কথাবার্ত্তা কইতে লাগ্‌লেন। এ সরাব্‌টী যথার্থই অতি সুস্বাদু, অতি উপাদেয়। কাল্‌মাকের অনুমতি পেয়ে সহচরেরা বেপরওয়া বেখবর হোয়ে, নেশায় চুর্‌চুরে হোতে লাগ্‌ল, তারা তখন সওখিন্‌ গোচের খাস্‌ইয়ার হোয়ে তুখড় ইয়ার্‌কিতে মেতে গেল, পোড়ো মসিদটী যেন খোস্‌ইয়ারকির খুসিখোর্‌রামীর সিদ্ধপীঠ হোয়ে দাঁড়ালো, মদের গর্‌রায় মজ্‌লিস মেতে উঠ্‌লো, গ্লাসের উপর গ্লাস চোল্‌তে লাগ্‌লো, "ভর্‌ সরাব্‌, লাও সরাব্‌" ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল এই বোল বেরুতে লাগ্‌লো। যার একটু নেশা কম পোড়্‌তে লাগ্‌লো, সিদিস্মুফাক অম্‌নি টাট্‌কা গেলাসের রসান দিয়ে চান্‌কে দিতে লাগ্‌লো। ঘরে যেন চাঁদের হাট বোসে গেল, গ্লাসের বোল্‌বোলাও বেড়ে গেল, নেসার পসার দাঁড়িয়ে গেল। খোস্‌মজ্‌লিসের খাস ইয়ারেরা প্রাণ খুলে আয়েস কোত্তে লাগ্‌লো। সকলের চক্ষু যেন জবাফুল হোয়েছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে, তবু "লাও সরাব্‌

দেও সরাব্” বোলে গলাবাজির উপর গলাবাজি কোত্তে ছাড়্ছে না! সিদিখোজা অমনি পেয়ালার উপর পেয়ালা দিয়ে সর্‌ফরাজি দেখাতে লাগ্‌লো। এখন সকলেই মাতাল, সকলেই আপনার আপনার মতলব মতন আয়েস আমোদ কোত্তে মেতে গেল। কেউ আড়ঃহোয়ে শুয়ে পড়্‌লো, তার আর চলেনা, গলায় গলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেউ মুরুব্বিআনার কথাবার্ত্তা কোয়ে বাহবার উপর বাহবা মাত্তে লাগ্‌লো, কেউ হেসেকেশে লোকজানিয়ে, ধর্ম্মদেখানো ভয় দেখিয়ে, চোক্‌রাঙ্গাতে লাগ্‌লো, তার কিছু অপমান বোধ হোয়ে মনের মধ্যে গ্লানি জন্মেছে। কেউ হুট্‌কো বোয়েদের মতন দুদ্দুড় কোরে ছুটে একেবারে বাহিরে গিয়ে পোড়তে লাগ্‌লো, আবার তারে সেধেপেড়ে ধরাধরি কোরে ঘরে এনে ফেল্‌তে লাগলো। কেউ কেউ আষাড়ে জমাট গলায় তা, না, না, না, সুরে তান্ ছেড়ে সকের আয়েস্ মেটাতে লাগ্‌লো, কেউ আয়েস ভরা গোলাবী পানের খেলি খেয়ে, কেউ মজাদারি মজাদারি বোল্‌চেলের চটক্ দেখিয়ে, কেউ আন্‌খাআন্‌খা রঙ্গতামাসায় ছেয়ে দিয়ে, মজলিস্ গুল্‌জার কোত্তে লাগ্‌লো। কেউ হাঁসির গট্‌রায় মহাফেল গরম কোরে তুল্‌তে লাগ্‌লো, আবার কেউ কেউ চোক্ দুটি ছল্ ছলে কোরে একটী আড়াই হাতি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে, কাঁদো কাঁদো মুখে দুঃখের কতই কাঁদুনি গাইতে লাগ্‌লো, যেন সত্য সত্যই সে কতই আতান্তরে পোড়েছে। কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে আছ্‌ড়াআছ্‌ড়ি কোরে লুটোপুটি যেতে লাগ্‌লো, কেউ হাঁস্‌বে কি কাঁদ্‌বে বোলে কেবল তার পত্তন ফেঁদে নিয়েছে, অমনি আর একটী মাতাল-ইয়ার মুখ চেপে ধোরে বোল্লে “না বাবা, এখানে হাঁস্‌তে কাঁদ্‌তে পারবেনা, মদের ঝাঁজে নাক্ মুখ জ্বলে যাবে,” কেউ বিছানার উপর থুতু ফেলেছে, যেন উড়ো কাকে এক্ ধ্যাব্‌ড়া হেগে দিয়ে গিয়েছে, কেউবা বমি কোরে ভাসিয়ে দিয়ে হি হি-কোরে এক গাল

হেঁসে ফেল্লে, কেউ মদের কুল্‌কুচো কোরে গায় দিতে লাগ্‌লো, যার্‌ গায় দিলে, সে বোল্‌তে লাগ্‌লো, মাতালের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে হোলো। কেউ বদমাইসি ফচ্‌কিমি কোরে গায় থুতু দিয়ে পালাতে লাগ্‌লো, কেউ ঘরের এক কোণে গিয়ে ফাল্‌তো পরামর্শ আট্‌তে বোসে গেল। আপনার আপনার রুচিমত সকলেই প্রাণখুলে আমোদ কোত্তে লাগ্‌লো, মাতামাতি, হুটোহুটি, নৃত্য, গীত, চীৎকার, হোর্‌রা, গড়াগড়ি, ঢলাঢলি কোরে, সকের আমোদ আরও কাঁপিয়ে তুল্লে, তখন খোজেস্তা যেন তাদের আয়েস সাগরের তরণী হোয়ে বোসেছেন। নেশা যতই চেপে ধোত্তে লাগ্‌লো, ততই বদ্‌মাস্‌ ইয়ারদের আমোদ আহ্লাদ ফুরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, খানিকক্ষণ পরে সকলেই ঝিম্‌ধরা হোয়ে পোড়্‌লো, তখন আঁফিম খেকো মওতাদির মতন, আকের রস খেকো লড়ায়ের বুল্‌বুলির মতন ঝিমুতে আরম্ভ কোল্লে, ঝিমুতে ঝিমুতে আগে ঝুঁকে ঝুঁকে, শেষে ঢোলে ঢোলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, তার পর শ্রাদ্ধ একেবারে গড়িয়ে চোল্লো, সকলে অজ্ঞান অচৈতন্য হোয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কাল্‌মাকের গোলাবী নেশা ছাপিয়ে উঠে এক্ষণে তিনি ভর্‌পুর নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। গ্লাস্‌টী খালি হোতে না হোতে সিদিস্মুফাক্‌ অমনি কানায় কানায় ছাপাছাপি কোরে দিচ্ছে, তাতে তার সর্‌ফরাজির খাঁক্তি ছিল না। গ্লাসটী পূর্ণ কোরে কাল্‌মাকের হাতে দিয়েই, একটা লম্বা চৌড় সেলাম্‌ কোরে, একটু সোরে গিয়ে তফাতে দাঁড়াতে লাগ্‌লো, খোজেস্তা দেখ্‌লেন তিনি যা ভেবেছিলেন, সেইটীই ঘোটে আস্‌ছে। সুন্দরী এক্ষণে অন্তর ঢেকেরেখে বাইরে হাস্যমুখী হোয়ে কাল্‌মাকের সঙ্গে গল্প কোত্তে বোসে গেলেন, কাল্‌মাক্‌ আহ্লাদে উন্মত্ত হোয়ে হেঁসে খেলে, ঢোলে ঢোলে, গোড়িয়ে গোড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লেন, শেষে যে তাঁর কি দুর্দ্দশা হবে, সেটী তিনি স্বপ্নেও জান্‌তে পারেননি। মাদকের প্রভাবে

দলবলেরা অঘোর অচেতন হোয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো, ঐ মাদ-কের বিক্রম এক্ষণে স্বয়ং কাল্‌মাকের উপুর চেপে বোসেছে, তাঁর মাথাটী বুকের উপর ঝুঁকে ঝুঁকে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, চক্ষুদুটি ভারি হোয়ে ঢুলু ঢুলু কোত্তে লাগ্‌লো, শরীর এক পাশে টোলে টোলে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, এখন এমনি দুর্দ্দশা হলো যে, যার সর্ব্বনাশ কোর্‌বেন বোলে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেন, এখন তারি হাতে আপনি এসে ধরা দিলেন. আর যে নোড়্‌বেন চোড়্‌বেন, সে পথ নাই। কাল্‌মাক্ এক্ষণে ক্রমে অবসন্ন হোয়ে মড়ার মত আড়ষ্ট হোয়ে পোড়্‌লেন। দলের মধ্যে তিন জনের মাত্র চৈতন্য ছিল, তাদেরও চক্ষু ক্রমে মুদিত হোয়ে এলো, জন্মের মতন মুদিত হয়ে এলো, সে চক্ষু আর তাদের উন্মীলন কোত্তে হবে না। সিদিস্‌ফাক যে কার্য্য কোত্তে প্রস্তুত হোয়ে এসেছিল, এক্ষণে সেই কাজে প্রবর্ত্ত হলো, সরাবের ঝাঁকার ভেতর থেকে একখানা মস্ত দুমুখো ধারাল কষায়ের ছোরা "বোগ্‌দা" বার কোরে মহামারি আরম্ভ কোরেদিলে। কাফ্রিদাসকে স্থির চিত্তে তত প্রাণীর মস্তক ছিন্ন কোত্তে দেখে খোজেস্তার সুকুমার হৃদয় ম্লান হলো, তাঁর মহাপ্রাণী শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এটী অতি পাষণ্ডবৎ নির্দ্দয় অভিনয় সত্য, কিন্তু যুবতী ভেবে দেখলেন, তাদের প্রাণে সংহার করাই তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নিষ্ঠুর হলেও সেটী তাঁর করা উচিত, তবে কি, তাঁর মনে অতিশয় কষ্ট হতে লাগ্‌লো, সে কষ্টের উপায় কি, অবশেষে চর্ব্বিশটী নির্মস্তক ধড় এদিকে সেদিকে পোড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। এক্ষণে মাত্র পাষণ্ড কালমাক, যিনি ডাকাতের সরদার; তিনিই কেবল অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছেন। খোজেস্তা তাঁর চারুমুখকান্তির ছটায় মুগ্ধ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন, তখন সেই সরদার ডাকাত নিশ্চিন্ত নির্ব্বিঘ্ন মনে অকাতর নিদ্রায় গভীর আচ্ছন্ন ছিলেন। যুবতী মনে মনে ভাবলেন, যদি এ ব্যক্তি-কেও প্রাণে নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায় থাক্‌তো, তথাচ তার উপর কোপ

ঝাঁক্‌বার সময় যুবতী সিদিস্লুকাক্‌কে নিষেধ কোরে বোল্‌তেন "থাক্‌ থাক, এব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট কোরোনা," বালা তাঁর চক্ষের উপর এমন চারু কান্তির নিপাত হোতে কখনই দিতেন না, তাই খোজেস্তার মনে এই সুখতৃপ্তি হলো, অন্যের বিচারে যা হয় হউক, কাল্‌মাকের অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক্‌, তিনি কিন্তু নিজ হস্তে তাকে খুন কোর্‌বেন না। এক্ষণে দুর্ভাগ্য হামেতকে উদ্ধার করা বালার মুখ্য অভিপ্রায়, তাই সরদার ডাকাতের কোমর থেকে চাবিরতাড়া খুলে নিয়ে গারদখানায় ছুটে চোল্লেন। দরজা খুলে দেখেন, দুর্ভাগ্য হামেৎ একটা ছেঁড়াঝাঁতুলার উপর পোড়ে ঘুমুচ্ছেন। "হামেত হামেত" কোরে ডাক্‌লেন, হামেত যুবতীর স্বর শুনে ধড়্‌-মড়িয়ে উঠে বোসলেন, উঠেবোসেইবোল্লেন, আমি কোথায়? খোজেস্তা! তুমিইকি ডাক্‌ছো? হা দুর্ভাগা! আগে যারে বন্ধু বোলে জান্‌তে, সেই বিশ্বাস ঘাতকের হাতে পোড়ে তুমিও কি কয়েদ হয়েছো?"

খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত! তা নয়, তা নয়, আল্লা তা না করুন, তুমি এক্ষণে পরিত্রাণ পেলে, এখন উঠে বাইরের ঘরে এসো, সেই বড় ঘরে এসে দেখ, সেখানে কি কৌশল করা হোয়েছে, এ ঘৃণিত কারা-বাসে আর জন্মেও তোমায় আস্‌তে হবে না"। হামেত তখনও হতবুদ্ধি হোয়ে হবুজবুর মতন হোয়ে আছেন, যুবতীর কথার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাল্লেন না, তা নাই পারুন, বালার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চোলে এলেন। একটু পূর্ব্বে যে ঘরে আমোদ প্রমোদের, হাস্য পরিহাসের বাজার বোসে গেছিল, সেই বড় ঘরে এসে দেখেন, গড়া গড়া মৃত দেহ পোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সকলেরি শিরচ্ছেদন করা হোয়েছে, কেবল দুরাচার মূঢ় কাল্‌মাক কাল নিদ্রায় অভিভূত হোয়ে থাকবার ন্যায় গভীর অচেতন হোয়ে পোড়ে আছে, তাই দেখে হামেত চীৎকার শব্দে বোল্লেন, "খোজেস্তা! দোহাই আল্লার! এসব কি কারখানা? আমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌চি, না ডাকাতেরা যথার্থই ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল

নিপাত হোয়েছে তাই দেখ্ছি ?" খোজেস্তা বোল্লেন "স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক তাই বটে, এ বড় ভয়ানক দর্শন, এ দর্শনটী পাষণ্ডবৎ মূঢ়াত্মকও বটে, কিন্তু এরূপ নৃশংস উপায় অবলম্বন না কোরে ক্ষান্ত থাক্তে পাল্লেম না, সেটা নিতান্তই আবশ্যক হোয়ে উঠ্লো, এখন আমি দিন কিনে নিয়েছি, কার্য্য সুসিদ্ধ কোরে তুলেছি, আমাদের শত্রু যে, সে তো অঘোর নিদ্রায় অচেতন হোয়ে পোড়ে আছে, তার দল্ বল্ যারা, তাদের আর কস্মিন্ কালেও গাত্রোত্থান কোত্তে হবে না"। হামেত বোল্লেন "খোজেস্তা! তবে তোমা হোতেই গিজনি সহরটী পরিত্রাণ পেলে, তবে তুমিই স্বহস্তে করাল নরহন্তাদের নিপাত কোরেছো, তুমি এ নিবিড় নির্জ্জন আবাসে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে, সে কথা আমায় আগে বল"। যা যা ঘটেছিল, খোজেস্তা আনুপূর্ব্বিক হামেত্কে শুনালেন, হামেত শুনে খোজেস্তার গুণমহিমা স্মরণ কোরে মুগ্ধ হোতে লাগ্লেন। কাফ্রিদাস হাতকড়ি বেড়ি প্রভৃতির যোগাড় কোরে রেখেছিল, তিন জনে মিলে কাল্মাকের হাতে হাত-কড়ি পায়ে বেড়ি দিয়ে, কিমিয়াকার যে ডুলি নিয়ে যান, তাকে সেই ডুলির ভিতরে ফেলে নিয়ে খোজেস্তা আর হামেত্ ঐ রাত্রেই সেখান থেকে রওনা হোলেন, বাকী চব্বিশজন ডাকাতের ছিন্ন মস্তক গুলিও সঙ্গে নিলেন। ভোরও হোলো, তাঁরাও এসে গিজনি সহরে উপস্থিত হোলেন। পাপিষ্ঠ কালমাকের তখন চেতনা হোয়েছে, চৈতন্য হোয়ে দেখে খোজেস্তার কাল কৌশলজালে জড়িয়ে পোড়েছে, এক্ষণে নিরু-পায়, আকাশ পাতাল অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লো। খোজেস্তা আর হামেত তাকে লোয়ে বাদশাহের কাছে ধোরে দিলেন, ছিন্ন মস্তক-গুলিও ভেট দিলেন। বাদশাহা খোজেস্তার কুশলবুদ্ধির বিস্তর অনুরাগ কোত্তে লাগ্লেন, বোল্লেন "তোমার এ ধার গিজনিবাসীরা কস্মিনকালেও পরিশোধ কোত্তে পার্বে না, তোমার এ ঋণ পরি-

শোধ হবারই নয়, তোমার এই কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হোয়ে থাক্‌বে। কাল্‌মাকের প্রতি ফাঁসিদণ্ডের হুকুম হোয়ে, এক্ষণের মত গারদে কয়েদ রেখে দেওয়া হলো। পাপমতি কাল্‌মাক ধরা পোড়েছে, তার দল্‌বল্‌ও সমূলে নিপাত হোয়েছে, এই কথা জনরব হোয়ে সহর জুড়ে উল্লাসের উৎসব হোতে লাগ্‌লো। পাপাত্মা কাল্‌মাক্‌কে দেখ্‌বার নিমিত্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা পঙ্গপালের ন্যায় রাস্তা ছেয়ে চোল্লো, গারদখানা লোকারণ্য হোলো, মস্ত ভিড়্‌ দাঁড়িয়ে গেল, সকলে কোলাহল কোরে খোজেস্তার জয়জয়কার কোত্তে লাগ্‌লো।

দুরাচার কাল্‌মাক গারদে পোড়ে পোচ্‌তে লাগ্‌লো, তার ফাঁসির দিন অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, দিনান্তে একখানি রুটি আর এক গ্লাস্‌ জল, এই মাত্র অবলম্বন কোরে পাপিষ্ঠ কোনরূপে প্রাণধারণ কোরে আছে; শরীর শীর্ণ হোয়ে গিয়েছে, বর্ণ মলিন হোয়ে পোড়েছে, চক্ষু কোঠরে প্রবেশ কোরেছে, সে চারু কান্তি নাই, সে চারু হাঁসি নাই, এক্ষণে ম্লান, বিষন্ন, চিন্তাকুল, মধ্যে মধ্যে খোজেস্তার চাতুরির কথা মনে পোড়ে ক্রোধে কাল্‌অগ্নির ন্যায় হোয়ে উঠ্‌তেন, কিন্তু আবার মনের ক্রোধ মনেই বিলুপ্ত কোত্তেন, বাইরে একাশ হোতে দিতেন না। কি ছল্‌ কোরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে পোড়্‌বেন, খোজেস্তা যেরূপ চক্র কোরে তার সঙ্গে কপট ছলনা কোরেছেন, কবে সে পাপিয়সীকে উচিত মত শাস্তি দিতে পারবেন, কালমাক এই সকল চিন্তা লোয়ে দিবারাত্র মনের মধ্যে তোলাপাড়া কোত্তে লাগ্‌লেন। জেল্‌খানার মধ্যে এক ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী জ্ঞানবান মোল্লা বাস কোত্তেন, যখন যে ব্যক্তি পাপপঙ্কে ধরা পোড়ে ঐ জেলখানায় বন্দী হোতো, মোল্লা তার প্রতি সন্তানের মতন স্নেহ দেখাতেন, বিস্তর আদর যত্নও কোত্তেন। পাপিষ্ঠদিগের মনের গতিপ্রবৃত্তি অবগত হবার জন্য, কেন তাদের পাপকর্ম্মে মতি হলো, এই সন্ধান

জানবার জন্য, ঐ মহাপুরুষ তাদের সঙ্গে তত ঘনিষ্টতা কোত্তেন। তাঁর মনে এই ধারণা ছিল, বিস্তর লোক ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে না বোলেই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মোল্লা মনে কোত্তেন, কতক লোক জ্ঞান-শিক্ষা না পেয়ে দুস্কর্ম্মের দাস হয়, কতক লোক ভ্রান্তিপ্রমাদে পোড়ে সাধুপথ পরিত্যাগ করে, আবার কতক লোক নিরুপায় হোয়ে হিতা-হিত বিবচনায় পরাঙ্মুখ হয়, তারা যদি সৎগুরুর নিকট জ্ঞানোপদেশ পায়, তবে সেই সব লোকের মধ্যে অনেকেই পবিত্রমন হোয়ে সাধু-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাই যখন যে পাপাত্মা দুস্কর্ম্মে ধরা পোড়ে বন্দী হোয়ে জেল্‌খানায় বাস কোত্তো, মোল্লা তারে সৎজ্ঞানের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তার সঙ্গে তত আত্মীয়তা কোত্তেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বন্দীর সঙ্গে আনুগত্য কোরে, কেন তার পাপকর্ম্মে মতি হলো, সেই অস্ফুট সন্ধান অবগত হন। বিস্তর বন্দীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে মোল্লার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি হোয়েছিল যে, অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধ না হোলে আর লোকে দুরাত্মা হয় না, অনেকে মনে করে, ছলনা চাতুরি কি প্রবঞ্চনা কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করায় কোন দোষ নাই, তাতে পাপস্পর্শ করে না, অনেকে আবার অবোধের ন্যায় এ কথাও বলে যে, পুত্র পরিবারের অনুরোধে চুরি ডাকাতি করায় পাপ হয় না, না করিলে বরং দোষ আছে, যেহেতু তাদের সংসার নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই, কতক লোক সুখসম্পদে নৈরাশ হোয়ে দুরূহ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তারা মনে করে যারা তাদের নৈরাশ কোরেছে, তাদের সঙ্গে নির্দ্দয় ব্যবহার কোল্লে অধর্ম্ম হয় না।

মোল্লা পাপমূর্ত্তি কালমাকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে তার মনের কথাগুলি টেনে বার কোল্লেন, আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত গুলি শ্রবণ কোরে তার প্রতি মহা পুরুষের দয়া হলো, সেই দুর্জ্জন পাপাত্মাকে কৃপাচক্ষে

দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। মহাত্মাবর অনেক দরবার কোরে কাল্‌মাকের লৌহ শৃঙ্খল বিমুক্ত কোরে দিলেন, আর তারে উঠ্‌তে বোস্‌তে জ্ঞান বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লেন, কাল্‌মাকও একান্ত অনুগতের ন্যায় মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন। পাপিষ্ঠের ভক্তি শ্রদ্ধার আড়ম্বরে মুগ্ধ হোয়ে, বকাধার্ম্মিকের ন্যায় তার মুখে জ্ঞানবানের মত কথা-বার্ত্তা শুনে, অচতুর মোল্লা মনে কোল্লেন কাল্‌মাকের জ্ঞানোদয় হোয়েছে, মনের ভ্রান্তিও দূর হোয়েছে, তার এক্ষণে ধর্ম্মে মতি হোয়েছে !! ।

এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় কাল্‌মাক আর সেই মহাপুরুষ একটী নির্জ্জন ঘরে শুয়ে আছেন, তার পাশের ঘরে জেল্‌দারোগাও শুয়ে আছেন, মোল্লা আর দারোগা ঘুমিয়েছেন দেখে, কাল্‌মাক মোল্লার গায়ের সালখানা আপনার গায়ে জড়িয়ে নিলেন, তাঁর তসবিছড়াও গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, কোরাণখানা হাতে কোরে নিলেন, এই ছদ্মবেশের ছল কোরে দরজা খুলে নিঃসাড়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, বাইরে এসে শিকল্‌টী টেনে দিয়ে দরজাটী বন্ধ কোরে দিলেন, এখন তাঁরে না দেখ্‌তে পেয়ে মোল্লা আর দারোগা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দম্‌ফেটে যদি মরেও যান, তবু তাঁদের গলার স্বর পাহারাআওলারা শুন্‌তে পাবে না। যেখানে প্রহরীরা পাহারা দেয়, কাল্‌মাক সেইখানে এসে দেখেন একটী প্রাণীও নাই, কেবল দুটী মাত্র বৃদ্ধ বোসে আছে, তারাও আবার তখন দাবাখেলা নিয়ে উন্মত্ত ছিল, কেবল একটী মাত্র প্রহরী এক হাতে হুঁকো আর হাতে বন্দুক নিয়ে একবার এদিক্ একবার সে দিক্ কোরে টৌলে বেড়াচ্ছে, তারে যে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌বেন, কাল্‌মাকের সে সাহস হলোনা, তখন যাথাকে অদৃষ্টে ভেবে, নির্ভয় হোয়ে, সটান্ চোলে গিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌লেন, জন মানবও তাঁর গমনের প্রতিবাদী হলোনা। যেমন তিনি ঘুরেফিরে ডাইনের দিকে একটা সুঁড়িগলির মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বেন, সেই সময় একজন পাহারাওলা তাঁর সুমুখে এসে

নিষেধ কোরে বোল্লে "এদিকে এসোনা, ঐ দিক দিয়ে যাও"। কাল্-মাক অমনি সুমুখের পথ ধোরে বরাবর সিধে একটানা চোল্‌তে লাগ-লেন, চোল্‌তে চোল্‌তে সহর ছাড়িয়ে একটী ময়দানে এসে পোড়্‌লেন। তাঁর হৃদয় এখন আহ্লাদে নৃত্য কোত্তে লাগ্‌লো, তিনি এখন আনন্দে উন্মত্ত হোয়ে পোড়্‌লেন, সে আনন্দ শুদ্ধ তাঁর অবস্থার লোক ভিন্ন আর কেউই অনুভব কোত্তে পারে না। কাল্‌মাক্ এখন ময়দানে পোড়ে, হাঁপছেড়ে দমনিয়ে বাতাস্ খেয়ে বাঁচ্‌লেন।

কাল্‌মাক এক্ষণে হেটাট্যাংরা, আবুড়ো খাবুড়ো পর্ব্বতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেন, দরাজ দরাজ নদীগুলি সাঁতরিয়ে পার হোতে লাগ্‌লেন, বনের হরিণগুলি অসমান কর্কশমাটীর উপর দিয়ে যেমন না দৌড়িয়ে যায়, কাল্‌মাক্‌ও অবিকল সেইরূপ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগ্‌লেন, দৌড়িতে দৌড়িতে একটী ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, প্রবেশ কোরে একটী মিত্রবৎ বৃক্ষতলায় আশ্রয় লোয়ে, সেই-খানে জিরিয়ে, বিশ্রাম কোরে, নিশ্বাস ফেলে প্রাণ বাঁচালেন। মোল্লার কোরাণ, তস্‌বি, আর সাল্ দৌড়বার মুখে ফেলে দিয়ে গায়ের বোঝা পূর্ব্বেই খালাস কোরে রেখেছিলেন। এক্ষণে সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়া এসে চতুর্দ্দিক ঘনাবৃত কোল্লে, তাই দেখে একটী বিরাট বৃক্ষের উপর আরোহণ কোরে, তার শাখামণ্ডপের অন্তরালে আশ্রয় নিলেন, মনে কোল্লেন, এই দীর্ঘরাত্র সেইখানে বোসেই প্রভাত কোর্‌বেন।

গিজনিবাসীরা তাঁর চিরশত্রু, তাদের হাতথেকে যে আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পেয়েছেন, তাই মনে করে আনন্দে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে জেল দারোগা আর মোল্লা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে লাগ্‌লেন, তাঁদের গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না, সুতরাং তাই কেউ দরজা খুলেও দিলে না, শেষে জোর কোরে ভেঙ্গে ফেল্‌বার চেষ্টা কোল্লেন, তাও পেরে উঠ্‌লেন না, অবশেষে নিরুপায় দেখে, কত

ক্ষণে এক ব্যক্তি এসে দরজাটি খুলে দিয়ে তাঁদের পরিত্রাণ কোর্‌বে, তাই বোসে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

জেলদারোগার মনে ত্রাস হলো, ত্রাস হবার অনেক বলবৎ কারণ ছিল, তিনি সাধ কোরে, কি শুধু কাজীর ক্রোধ স্মরণ কোরে, ভয় পাননি, তাঁর ভয় পাবার আরও হেতু ছিল। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করায়, সহর শুদ্ধ লোক নৈরাশ হয়ে পোড়েছে, তাই তাঁকে কাজে কাজেই সহর শুদ্ধ লোকের ক্রোধের ভাজন হোতে হয়েছে, তাঁর মনে সেই ত্রাস হলো, বিশেষতঃ আরও এই ভয় হলো, তিনি যতই কিরে দিব্যি কোরে বলুন, যতই ধর্ম্মতঃ শপথ কোরে বলুন, কাল্‌মাক যে তাঁর আজ্ঞাতে কি তার অগোচরে প্রস্থান কোরেছে, কি তিনি যে তার প্রস্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন না, সে কথা কেহই বিশ্বাস কোর্‌বে না। মোল্লারও মনে সেই ভয় হোতে লাগ্‌লো, তবে কথা এই, তিনি উদাসীন ফকির, সংসারে লিপ্ত নন, তাই তার একটা কথা বল্‌বার পথ ছিল। তথাচ হলে কি হয়, লোকের মনে সন্দেহ হোতে পারে, তাঁর অজ্ঞানত কাল্‌মাক্‌ কখনই প্রস্থান কোত্তে পারেনি, একথা গিজনিবাসীরা বোল্লেও বোল্‌তে পারে। দৈব দুর্ভাগ্য বশতঃ নিরীহ নিরপরাধী দুটী ব্যক্তিকে একঘরে এরূপ আবদ্ধ হোয়ে থাক্‌তে কখন দেখা যায়নি, এরূপ কোরে এক ফাঁদে জড়িয়ে পোড়্‌তেও কখন শোনা যায়নি, দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও বোলে তাঁরা যেমন প্রাণপণে চীৎকার কোরেছিলেন, তেমন চীৎকার কোত্তেও আর কখন শোনা যায়নি, জেল্‌দারোগার কি মোল্লার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাতও না কোরে, সেই ধড়িবাজ বজ্জাত্‌ কাল্‌মাক, হামাগুড়ি দিয়ে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত চেপে রেখে, আস্তে আস্তে বেরিয়ে পোড়েছে, এরপূর্ব্বে অন্ধকূপের ন্যায় একটা পচা আঁধার ঘরের এক কোণে তাঁকে পোড়ে থাক্‌তে হোয়েছিল, এক গণ্ডূষ জল দিয়ে উপকার করে এমন লোকও তাঁর ছিল না, কেবল একএকবার একটা একটা গভীর বিষাদপূর্ণ দীর্ঘ-

নিশ্বাস ফেলে বোল্‌তেন, "তাঁর সম্বন্ধে না জানি কবে এ পৃথিবী একাল আখেরের মত চক্ষু মুদিত কোর্‌বে"।

দুটী বৃদ্ধ মুসলমান যৎকালীন দাবা নিয়ে মত্ত ছিলেন, জেলের জমাদার বেহোঁস হোয়ে, দাবার উপর ঝুঁকে পোড়ে, উপর চাল দেখ্‌ছিলেন, এ খেলাতে তাঁর কিছু স্বার্থও ছিল, তিনি যৎসামান্য গোচের একটী বাজী রেখেছিলেন। যারা খেল্‌ছিল, জমাদার তাদের জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দারোগা কোথায়, তিনি কোথায় গেছেন? কি আর্জব! তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে কেন?" তারা বোল্লে, "মোল্লার আসা পর্যন্ত তাঁকে দেখ্‌তে পাইনে"। জমাদার বোল্লেন "তবে কি মোল্লা জেল্‌খানার মধ্যে আছেন?" যে পাহারাওয়ালা তামাক খাচ্ছিলো, সে বোল্লে, "না না, অনেকক্ষণ হলো তিনি চোলে গিয়েছেন", জমাদার বোল্লেন "কি আশ্চর্য্য! তবে দারোগা সাহেব কোথায়? রাত্র হোয়ে এলো, পাহারাবিলি কোত্তে হবে, তাঁকে যে এখুনিই দর্‌কার"; এই বোলে জেল্‌খানার মধ্যে দারোগা কোথায় আছেন দেখ্‌তে চোল্লেন। জেল্‌খানার ভিতর ঢুক্‌তেই প্রথম ঘরটীতে কাল্‌মাক বাস কোত্তো, সে ব্যক্তি প্রস্থান কর্‌বার সময় তার ঘরে চাবি দিয়ে চাবিটী সেইখানেই ফেলে রেখে যায়, জমাদার ঘরটী খুলে দেখেন তার মধ্যে কাল্‌মাক নাই, ঘরটী শূন্য পোড়ে আছে, তাই দেখে চোম্‌কে গেলেন, অমনি মাথায় হাত দিয়ে বোসে পোড়্‌লেন, তাঁর প্রাণ যে কেঁপে গেল, সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন। জমাদার "দারোগা সাহেব, দারোগাসাহেব" বোলে মোরেফুটে চেঁচাতে লাগ্‌লেন, জেল্‌দারোগা তারি পাশের ঘরে ছিলেন, তিনি ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কোরে দরজার গায় লাথি মাত্তে লাগ্‌লেন, "দরজা খুলে দাও খুলে দাও" বোলে চীৎকারও কোত্তে লাগ্‌লেন। জমাদার ঐ বেআড়া চীৎকার শুনে ফুলকোচোকো হলেন, কেন তত চীৎকার করা হোচ্ছে, তার নিরাকরণ কোত্তে পাচ্ছিলে

না, তাই সে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কোরে ঘরের শিক্লি খুলে দিলেন,মোল্লা তখন পীঠ দিয়ে দরজাটা ঘরের দিক দিয়ে চেপে রেখেছিলেন, জমাদার যেমন সজোরে ধাক্কা মেরে কপাটের দুটো বাল খুঁলে ফেলে দিলেন, মোল্লা অমনি ঠিকরে গিয়ে দারগার হাতের উপর চিৎপাত হোয়ে পোড়্লেন, জমাদার দেখে অমনি শিউরিয়ে উঠ্লেন। তখন জেল্দারোগা "কয়েদী কোথায় গেল, কাল্মাক কোথায় গেল" বোলে চীৎকারের উপর চীৎকার কোরে জেল্খানা যেন মাথায় কোরে নিলেন, জমাদার বোল্লেন, "কালমাক কোথায় গেল তা আমি কি জানি! সেপাইরা পাহারা বস্বার পর জেল্খানা থেকে কাহাকেও বাহিরে যেতে দেখিনি" ঐ কথা শুনে জেল্দারোগা চীৎকার কোরে বোল্লেন "হা আল্লা! দায় যে আমারি, তার জন্যে আমিই যে দায়ী, এখনি যে আমার মস্তকটী গুনগারি কোরে নেবে, তবে আর গাফিলি কোরে কাজ নেই, এই দণ্ডেই ঢেঁঢরা মেরে দাও যে, কাল্মাক জেল্খানা ভেঙ্গে পালিয়েছে, তারে গেরেপ্তার কোত্তে চারিদিকে লোকও দৌড়িয়ে দাও, সে এখনও অধিক দূর যেতে পারেনি, মোল্লা তখন চেঁচিয়ে বোল্লেন, "সেব্যক্তি আমার সাল্ কোরাণ ও তস্বি লোয়ে প্রস্থান কোরেছে, উঃ! বেটা কি পাষণ্ড! কি নরাধম মহা-পাতকি!" জেল্দারোগা বোল্লেন "তবে সে আপনার বেশধোরে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তাই সে প্রহরীদের চক্ষে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পোড়েছে, নচেৎ এত কড়াক্কড়্ পাহারা থেকে সে কখন ফাকি দিয়ে যেতে পাত্তোনা।" মোল্লা একটু ব্যঙ্গস্বরে মুখ বাঁকিয়ে বোল্লেন "কড়া-ক্কড়্ পাহারা"! পাহারাওয়ালাদের হাবাগোবা দেখেই তো সে পালি-য়েছে, তাদের গাফিলি না থাক্লে কি সে পালাতে পারে? সুস্থি গতর্-জমা পাহারাকে তুমি বুঝি কড়াক্কড়্ পাহারা বোলে থাক"। জেল্দারোগা চীৎকার কোরে বোল্তে লাগ্লেন "হায় কি সর্ব্বনাস হলো! কি বিপদ ঘোট্লো! আমি এখন করি কি, আমাকেই যে ভুগ্তে হবে"।

সে সময় যে ব্যক্তি পাহারা দিচ্ছিলো, তাকে ডেকে তম্বি কোত্তে লাগ্-লেন "হারামজাদা! আমি যখন জেল্খানার মধ্যে ছিলাম, তুই কাকেও বাহিরে চোলে যেতে দেখেছিস? তোর সুমুখ্দিয়ে কে গেছিলো"?। পাহারাওয়ালা বোল্লে "হুজুর! আর তো কেউ নয়, মোল্লা সাহেবকে যেতে দেখেছি"।

জেল্দারোগা বোল্লেন "দূর্ ব্যাটা হাবা পাগোল! তিনি যাবেন কেন? সেই ব্যক্তিই হয় তো কাল্মাক্ ডাকাত হবে, তবে সেইই চোলে গিয়েছে,,। ঐ কথা শুনে ভয়ে পাহারাদারের দাঁতেদাঁত লাগ্তে লাগ্লো, সে হতবুদ্ধি হোয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইলো, হুঁকো আর বন্দুক তার হাত থেকে খোসে পোড়ে গেল, সে তখন হতভম্বা হোয়ে, মূর্ত্তি-মান্ আতঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে, দাঁড়িয়ে রইলো, এক্ষণে জেল্খানাটি কাল হুতাশের কাল ত্রাসের আবাসমন্দির হোয়ে উঠ্লো, চারিদিকে লোক ছুট্লো, সহর ওলট্ পালট্ হোতে লাগ্লো, "কাল্মাক্ পালিয়েছে" এই ভয়ঙ্কর জনরব হোয়ে সর্ব্বত্র ছেয়ে পোড়্লো, আতঙ্কে গিজনির মুল্ শুদ্ধ যেন ঠক্ঠক্ কোরে কেঁপে উঠ্লো। কাল্মাক্পালিয়েছে শুনে হামেতের আর খোজেস্তার মনে যতখানি ভয় হলো, ততখানি আর কারুরি হলোনা, তাঁদের শিরে যেন বজ্রাঘাত হলো, কাল্মাক্ যে এক দিন তাঁদের উপর মনের সাধে ঝাল্ ঝাড়্বে, তার সন্দেহ নাই, তাই তাঁরা প্রাণের ভয়ে কাঁপ্তে লাগ্লেন। মোল্লার কথাক্রমে দুর্ভাগা জেল্দারোগার প্রাণটী বেঁচে গেলো, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম থেকে বরখাস্ত কোরে দেওয়া হলো, কুঁড়ে গতরজমা, উন্পাঁজুড়ে লক্ষ্মীছাড়া পাহারাওয়ালাদেরও ঐ দশা ঘট্লো, তাদের দূর্ দূর্ কোরে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। লোকে যে নৈরাশ হোয়ে মনে মনে কত দুঃখিত হলো, সে কথা আর বল্বার্ নয়, বিশেষতঃ যাঁরা কাল্মাকের ফাঁসি দেখবেন বোলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, এই মর্ম্ম বেদনার কথা শুনে তাঁরা যে কত ম্লান কত ক্ষুন্ন

হোলেন, সে কথা মুখে বোলে উঠা যায় না। খোজে শুনে একেবারে মৎস্য-ভঙ্গ হোয়ে পোড়্লেন, তাঁর আতঙ্কের কুল কিনারা ছিলনা, খোজেস্তা তাঁর চক্ষের পুত্তলি, তাঁর স্নেহের আধার, সেই কন্যা রত্নের অদৃষ্টে না জানি কি ঘটে, তাই ভেবে মনে মনে আঁধার দেখ্তে লাগ্লেন। খোজের অত্যন্ত ত্রাস হলো, সেই ত্রাসে নিদান শঙ্কটাপন্ন হোয়ে এখন তখন যান্ যান্ হোলেন, তাঁর পিতৃবৎসলা কন্যা একাদিক্রমে দিবারাত্র সন্তর্পণে সেবা শুশ্রুসা করায়, ক্রমেক্রমে আরোগ্য লাভ কোল্লেন। আরোগ্য হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কাল আশঙ্কা সর্ব্বদা লেগেই ছিল। খোজের মনে এই ভয় হলো, হয় ত কাল্মাক প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কি একটা ভয়ঙ্কর কুচক্র কোচ্ছে, তার কেতরাজি ফেরেববাজি, তার ধূর্ত্তমি নষ্টামি বুঝে উঠে কার্ সাধ্য, সে দুর্জ্জনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বোল্লেই হয়। খোজেস্তার মনে মনে যাই থাক, মুখে কিন্তু পিতাকে খুব সাহস দিতে লাগ্লেন, যুবতী বোল্লেন "কাল্মাক যে পুনরায় গিজনিতে ফিরে আস্বে সে কোন কাজের কথাই নয়, সে তেমন হাবা নয় যে, তত দুঃসাহসের কাজ কোর্বে, বিশেষতঃ তার শোনিতপান কর্বার নিমিত্ত গিজনিবাসী লোক্দের যেন সন্নিপাতের তৃষ্ণা হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এসকল জেনে শুনে গিজনিতে বারান্তর পদার্পণ কোত্তে সে পাপিষ্টের কখনই সাহস হবে না"। পিতৃবৎসলা স্নেহময়ী কন্যা এইরূপ আরও কতকগুলি প্রবোধ বাক্য বোলে পিতাকে অনেক সান্ত্বনা কোল্লেন। খোজে এখন কতক সুস্থির হলেন।

পলাতক কাল্মাককে ধৃত কর্বার নিমিত্ত ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি কোরে, লোকের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল, পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল, তবু সে পাপাত্মা ধরা পোড়্লো না, সে ব্যক্তি তখন সাত গাঁ সাঁত্রিয়ে বৈতরণী পার হোয়ে বোসেছে, আর তারে হাত বাড়িয়ে পাবার উপায় নেই। সে দুর্জন যখন নিতান্তই ধরা পোড়লো না, তখন

কাজেকাজেই সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হোলো, না দিয়েই বা করে কি, আর উপায় কি, লোকে তখন এই বোলে মনেরে প্রবোধ দিতে লাগ্‌লো, "কাল্‌মাক হাতের মধ্যে এসেও পুনরায় পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে, তা কোরেছে কোরেছে, তাতে বিশেষ হানি কি হোয়েছে, তার দল্‌বল তো ঝাড়ে মূলে নিপাত হোয়েছে, তাই যথেষ্ট"। বদ্‌মাস কাল্‌মাক যে পুনরায় দলবল বেঁধে উৎপাত অত্যাচার কোর্‌বেন, তা পার্‌বে না, সে ভয় আর কোত্তে হবে না, তাই ইদানীং তার নামও কেউ মুখে আন্‌তো না। কার্‌কার্‌বারের স্ফূর্ত্তি হোতে লাগ্‌ল, বাণিজ্য প্রবল হোয়ে উঠ্‌ল, গিজনী সহর আবার সাবেক মত গুলজার হোয়ে দাঁড়ালো, খোজেস্তা নিরুৎকণ্ঠা হোয়ে হেসে খেলে বেড়াতে লাগ্‌লেন, তাঁর শুভ পরিণয়ের উদ্‌যোগ হোতে ল্যগ্‌ল।

আমোদ আহ্লাদের দিন ক্রমে নিকট হোয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, ইতি মধ্যে, যুবতী হঠাৎ একদিন হামেত্‌কে চিন্তায় ম্রিয়মান দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ কেন তাঁকে তত বিমর্ষ দেখ্‌ছেন। হামেত একটী বিষাদপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "প্রণয় বৎসলে! আমি যে কেন ম্রিয়মান হোয়ে আছি, সে কথা তোমায় ভেঙ্গে বলাই উচিত, তুমি একটী পথের ভিক্ষুককে বিবাহ কোত্তে চোলেছো, তাই আমায় তত ম্লান দেখ্‌ছো। খোজেস্তা শুনে চম্‌কে উঠ্‌লেন, ভাব্‌লেন এ আবার কি কথা! যুবতীর মনে বিস্ময় জ্ঞান যত হলো, প্রণয় ভঙ্গের ভয় তত হোলো না। হামেত বোল্লেন, সুন্দরী! আমি তোমায় প্রবঞ্চনার কথা বল্‌ছি না, যথার্থই তাই বটে, আমি হাড় দুঃখি হোয়ে পোড়েছি, আমার পেট চলা ভার হোয়েছে, আমার দিন কাটে না। আমার পিতার যে কিছু কার্‌কার্‌বার ছিল, এক্ষণে তা আর নাই, শেষে যে কার্‌বার আরম্ভ

করেন, তাতে তাঁর লোকসান হয়, তুমিও তা জানো, ইদানীং সহরের সকল কার্‌বার একেবারে বন্ধ হোয়ে যাওয়ায়, পিতার সর্ব্বস্বান্ত হয়, ঘরে যা কিঞ্চিৎ সঞ্চিৎ ছিল, পাষণ্ড কাল্‌মাক তা অপহরণ করে। উত্তরাধিকারী হোয়ে পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে দুই চারিটা রেসমের গাঁইট মাত্র আমার হস্তগত হোয়েছে, তাই মাত্র আমার সম্বল, সেই মাত্র আমার ভরসা। নগদ টাকা কিছুমাত্র নাই, তবে তোমায় টেনে লয়ে দুঃখের ভাগিনী করা কত অসুখের বিষয়, তা মনে একবার ভেবে দেখো। তোমার পিতা কিছু তাদৃশ ধনী নন, তাঁর যা যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান আছে, তিনি জীবিত থাক্‌তে তুমি সে ধনের অধিকারিণী হবে না। আমাদের দুইহাত একত্র হওয়া এক্ষণের মত রহিত কোত্তে হোয়েছে, একথা মনে উদয় হোলেও জ্ঞান হয় যেন আমার প্রাণে কেউ শূল ফুটিয়ে দিচ্ছে, আমার হৃদয় যেন ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড কোচ্চে, এ অবস্থায় কিন্তু তাড়াতাড়ি বিবাহ করাও উন্মাদের কাজ। তবে আরও কিছু দিন এইভাবে কেটে যাক, ইত্যবসরে পরিশ্রম কোরে কোরে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোর্‌বো, তাতে যদি কিছু অর্থের সংস্থান কোত্তে পারি, সেই অর্থ লয়ে তোমায় আমায় সুখে সচ্ছন্দে দিনপাত কোত্তে পারব, তবে আর পেটের দায়ে পরের উপাসনা কোত্তে হবে না। লোকে মনে করে আমার কতই অর্থ আছে, তায় ক্ষতি কি, "দরিদ্র দুর্ণাম হোতে ধন পরিবাদ ভাল"। সহরের লোক জানে আমার পিতা অসুমার অর্থ রেখে গিয়েছেন, সে অর্থ বাড়ীতে পোঁতা আছে, সে কিন্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা, অর্থ যত আছে পরমেশ্বরই তা জানেন। খোজেস্তা! আমি শুদ্ধ তোমার প্রণয়ধনে ধনী। খোজেস্তা হামেতের একখানি হাত মাত্র চেপে ধোরেরেখে ছিলেন, মুখে ভালমন্দ কোনকথাই বোল্লেন না, তাঁর মন তখন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল না, বালার অন্তরের মধ্যে তোল্‌পাড় হোচ্ছিল, তাই কণ্ঠ রোধ হোয়ে তাঁর মুখ দিয়ে

কথা সোচ্ছিল না, কথা কইবার ক্ষমতাই ছিল না। অনেকক্ষণের পর একটু স্থির, একটু সুস্থ হোয়ে, কি সুন্দর একটু মধুর হাঁসি হেঁসে বোল্লেন "হামেত! তোমার কি অকপট মন, তোমার সরল মনের বালাই লোয়ে মোত্তে ইচ্ছা হয়, তোমার যে কত গুণ তা এক মুখে বোলে উঠা যায় না, আমি যেটী মনে ভাবতেম, সেইটী আজ চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম, এ বড় নিদারুণ মনস্তাপ সত্য, আমাদের চির অভিলাষ পূর্ণ হোতে বিলম্ব হবে তাও সত্য, কিন্তু সাধু পরিশ্রম কখনই বৃথা যাবে না, আজ হোক, কাল হোক, দুদিন পরেই হোক, অবশ্যই সফল হবে। হামেত! দুদিন দের হবে বোলে দুঃখিত হোয়ো না, কি অদৃষ্টে বিবাহ নাই বোলে একেবারে হতচিত্ত হোয়ে পোড়ো না, আল্লা অবশ্যই একদিন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন। বালার মুখে ঐ সকল প্রণয়পূর্ণ স্নেহের কথা শুনে হামেত তাঁর প্রাণসমা খোজেস্তাকে আপনার অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ের উপর রেখে চেপে ধোল্লেন, বালার পিতাকে এই দুঃখের কথা অবগত কোত্তে বোলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে চোলে গেলেন, চক্ষের জল কোনক্রমেই নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না। খোজেস্তা পিতার কাছে যাবেন কি, হামেতের মুখে চিরসুখের বিড়ম্বনার কথা শুনে মনস্তাপে দগ্ধ হোতে লাগ্‌লেন, ঘরে গিয়ে ফুলে ফুলে, ডুক্‌রিয়ে ডুক্‌রিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। সিদি খোজা যে সে ঘরে ছিল, বালা তা জান্‌তেন না, সে ব্যক্তি যুবতীকে রোদন কোত্তে দেখে চেঁচিয়ে বোল্লে, "ওরে হতভাগিনী খোজেস্তা! তোকে কি জগদীশ্বর হেঁসে খেলে বেড়াতে দেন্‌নি, আহ্লাদরূপ সূর্য্যের কিরণ ছটায় তোকে কি কখন প্রফুল্লিত হোতে দেবেন না, আমার ভয় হোচ্ছে আমি বুঝি কখন তাঁর দাস হোতে পার্‌বোনা," যুবতী মাথা তুলে দেখেন কাফ্রি-দাস দাঁড়িয়ে, দেখে হড়্‌বড়িয়ে গেলেন। বালা চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, "সিদি! তুমি এখানে কেন?" কাফ্রিদাস ও কথার উত্তর না দিয়ে

বোল্লে "খোজেস্তা! তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? আজ তোমায় দুঃখিনীর মত তত কাতর দেখ্‌ছি কেন?" যুবতী নীরব হোয়ে আছেন, কাফ্রিদাস বোল্‌তে লাগ্‌লো, "আমি মনে কোরেছিলেম এত দিনের পর্ সব্ লেঠা লেঙ্গাড় মিটে গেল, এখন তুমি আমোদ আহ্লাদ কোরে বেড়াবে, আজ প্রাতে কর্ত্তা আমায় ডেকে বোল্লেন, তোমার বিবাহের আর বড় দেরি নাই, তার উদ্যোগ হোচ্ছে, তবে কেন তুমি চক্ষের জলে ভেসে চোলেছো, হামেত কি বেইমানি কোরেছে? সে তোমায় কি বোলেছে? তোমায় তত কাতর দেখ্‌ছি কেন,? থেকে থেকে একটা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছো, দেখে বোধ হয় যেন বুক্‌বিদীর্ণ হোয়ে যাচ্ছে"। যুবতী বোল্লেন, সিদিস্নুফাক্! সে কথা নয়, হামেত সেইরূপ সুশীল, সেইরূপ বিনয়ী, সেইরূপ সজ্জনই আছেন, পূর্ব্বে যা ছিলেন, এখনও তাই আছেন, তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁর এখনও বিবাহ কর্‌বার সময় হয়নি"।

কাফ্রিদাস বোল্লে "কেন হয়নি? চুপ কোরে রোইলে যে, আমায় বুঝি গরিব দেখে কথা কইতে শ্রদ্ধা হোচ্ছে না, আমি গরিব হই, গরিবিই আছি, তবু তোমার জন্যে প্রাণ দেবো, তোমার ভাল দেখে যদি মরি, তাও ভাল, আমার মন তুমি না জানো তা নয়।

খোজেস্তা বোল্লেন "সিদি! তোমার বোঝ্‌বার ভুল হোয়েছে, তুমি উল্‌টো বুঝেছো, মনের কথা যতই গোপনীয় হোক্, তোমায় তা বোল্‌তে বাধাই বা কি, ভয়ই বা কি? সে কথার কথা নয়, হামেত্ পথের কাঙ্গালি হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর পিতা কিছুই রেখে যান্‌নি, আমার নিজেরও অধিক সম্পত্তি নাই, তবে আর কি কোরে বিবাহ হোতে পারে", সিদি বোল্লে "তাই তত কাঁদ্‌ছো"! এই বোলে যুবতীর কাণে কাণে বোল্লেন "আর তো কিছু নয়," খোজেস্তা বোল্লেন "না, আর কিছু নয়, এর্ উপর আবার কি চাই, এ কি কম্ মনস্তাপ, আমার প্রাণের ভিতর কি

যেন হোচ্ছে, প্রাণটী যেন মুচ্‌ড়িয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে, হামেত কখনই তত অর্থের মালিক হোতে পার্‌বেন না।

সিদি বোল্লে "সেটা অসম্ভব বটে, কিন্তু তিনি না পারুন, তাঁর হোয়ে আর কেউ তত টাকা দিতে পার্‌বে। কত হাজার মোহর তোমার দর্‌কার? বিশ্‌ হাজার? ত্রিশ্‌ হাজার? চল্লিশ হাজার? এই বই তো নয়, তার জন্যে আবার কান্না কেন"।

যুবতী বোল্লেন "সিদি! হয় তুমি ক্ষিপ্ত হোয়েছ, নয় আমায় ঠাট্টা শ্লেষ কোচ্ছো, সংসারটি ত দেখ্‌তে তত বড় দরাজ, কিন্তু হাজার থান মোহর দিয়ে উপকার করে এমন লোক তার মধ্যে কে আছে? তেমন দরদের লোক কোথায় পাবো।"

সিদি বোল্লে "কে দেবে! আর কে দেবে, তোমার দুঃখী গোলাম দেবে, বিশ হাজার কেন, তার দুনো দুনো, তার তিন গুণও সে দিতে পারে। যাও, আর কাঁদ্‌তে হবে না, যাও এখন চক্ষের জল মুচে ফেলো, হামেতের সঙ্গে দেখা হলে হেঁসে খেলে কথা কইও।" যুবতী বোল্লেন "সিদি! সত্য সত্যই তোমার বুদ্ধির দোষ জন্মেছে, তোমার মনের গতিক বড় ভাল দেখ্‌ছি না, তোমার বুদ্ধির ভ্রম হোয়ে দাঁড়িয়েছে, এত টাকা তুমি কোথায় পাবে, মনে কর সত্য সত্যই যেন তোমার তত টাকা আছে, আমি কেন তা নিতে যাব, তোমায় বঞ্চিত কোরে কেন আমি তা নিতে যাবো।" সিদি বোল্লে আমি কি এত কাল পথে পথে ভেসে ভেসে বেড়িইছি, আমি কি চালের তলে বাস কোরে এত বড় মানুষ হইনি, না খেতে পোত্তে না পেয়ে দোর্‌ দোর্‌ টো টো কোরে আমায় ফিত্তে হোয়েছে, আমার মনিব্‌ তো আমায় গোলাম বোলে মনে কোরে থাকেন না, তিনি আমায় সন্তানের মত স্নেহ করেন, তুমি যে তাঁর কন্যা হোয়ে দিবা রাত্রি ভেবে ভেবে শীর্ণ শুষ্ক হোয়ে যাবে, সেটী আমি চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বোনা. বিশেষতঃ যে বিষয়ের দর্‌কার, তা যখন আমার হাতের

মধ্যে আছে, তখন আর কথা কি, বিষয়টী আমার হাতে আছে সত্য, কিন্তু যথার্থ পক্ষে সেটী তোমারি বিষয়"।

খোজেস্তা বোল্লেন, "সিদি! সে আমারি বিষয়," একথা কেন বোল্লে? আমার তো ধন নাই। কাফ্রি দাস বোল্লে "তোমার অর্থ নাই সত্য, কিন্তু আমার তো আছে, তুমিই মূলাধার হোয়ে সে অর্থ আমার হাতে তুলে দিয়েছো" তার পর সিদি কাণে কাণে বোল্লে, "দেখ্‌বে তো আমার সঙ্গে এসো।" যুবতী সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেন বটে, মনে মনে কিন্তু অবাক্ হোতে হোতে চোল্লেন, কারখানাটা কি, এসকল কথার মানে কি, এই ভাব্‌তে ভাবতে চোল্লেন। সিদি একটী নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ কোরে, সে ঘরে প্রায় কারুরি কখন যাতায়াত ছিল না, মেজে থেকে এক খানি চোরা পাথর উঠিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে একটা সিন্দুক দেখিয়ে দিলেন, খোজেস্তা সিন্দুকের ডালা উঠিয়ে দেখেন তার মধ্যে ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ কোচ্ছে, যেন মণি জ্বল্‌ছে, সিন্দুকটীর মধ্যে সোণারূপো ঠাসা রোয়েছে। খোজেস্তা দেখে শিউরিয়ে উঠে বোল্লেন, "সিদি! তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে, কি কোরে সংগ্রহ কোল্লে, আমার দিব্যি, আমার মাথা খাও যদি না বল"। সিদি বোল্লে "তুমি যেখানে চিরকালের নিমিত্ত অপমানিনী হোতে গেছিলে, সেইখানেই পেয়েছি।" খোজেস্তা বোল্লেন "কি বোল্‌ছো, তুমি কি ডাকাতদের চোরা আঁধারে ঘরে এত অর্থ পোড়ে পেয়েছো"? সিদিস্ফাক ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বোল্লেন "তবে এ টাকার অধিকারী কে হোতে পারে? তুমি কি প্রাণটী হাতে কোরে সেখানে যাওনি? ভাল, প্রাণের কথাই যাহোক্, প্রাণের চেয়ে যেটী আরও গৌরবের বিষয়,—তোমার ইজ্জত, কালমাকের হাত থেকে সহরটী বাঁচাবার নিমিত্ত তুমি যে তাদের মুখে গিয়ে পোড়েছিলে, তাতে কি তোমার ইজ্জত যাবার আশঙ্কা ছিল না? অতএব এ অর্থ তোমারি, তোমার কাছে আমি এইমাত্র ভিক্ষা চাই, তুমি আমায়

সঙ্গে কোরে নিও, তোমার কাছেই আমায় রেখে দিও, যতদিন বাঁচ্‌বো তোমার প্রহরী হোয়ে থাক্‌বো"।

খোজেস্তা চক্ষের জল নিবারণ কোত্তে না পেরে অশ্রুপাত কোত্তে কোত্তে বোল্লেন, "সিদি! তুমি বড় সদাশয়, তুমি বড় মহাত্মা, তুমি বড় সাধুব্যক্তি, তোমার মন মহাপুরুষের ন্যায় অবিচলিত, আমি যদি অর্থগুলি গ্রহণ না করি, তুমি মনে দুঃখ কোর্‌বে, তবে কথা এই, আমার তত অর্থের প্রয়োজন নাই, কতক পেলেই যথেষ্ট হবে, বাকী তোমারি রইল,,।

সিদি একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লে "আমি একজন দীন দুঃখী কাফ্রি দাস, তোমারি আশ্রয়ে আছি, মনের সুখে খেতে পোত্তে পাচ্ছি, আমি তত অর্থ নিয়ে কি কোর্‌ব, অর্থ পেয়ে যদি বেয়াড়া বেহুদো খরচ পত্র করি,লোকের মনে সন্দেহ হবে, তারা বোলবে এ ব্যক্তি এত টাকা কোথায় পেলে, শেষে এই ফল দাঁড়াবে,হয় ত সকলে আমার সাধু চরিত্রের উপর দোষারোপ কোর্‌বে, নয় ত স্পষ্টাক্ষরে চোর বোলেই ঘৃণা কোর্‌বে। না না, আমি একটী কাণাকড়িও ছোঁবোনা, এ টাকা তোমারও হোলো, হামেতেরও হোলো। সহরের লোক বলে হামেতের পিতা বিস্তর অর্থ বাড়ীতে পুঁতে রেখেছে, হামেতের কিছু নাই বোলে তাদের চোক্ খুলে দিতে যাবো কেন, তাদের যে ভ্রম আছে, তাই থাক্, তবে আজ রাত্রে এই টাকা বোয়ে হামেতের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌বো, তাঁর যেখানে ইচ্ছা হয়, পুঁতে রাখবেন, তার পর লোকে যখন বলা-বলি কোরবে হামেতের গুপ্ত ধন গাড়া আছে, তখন তাদের সত্য কথাই বলা হবে"।

খোজেস্তার নেত্র কোণ দিয়ে আহ্লাদের ছটা নির্গত হোতে লাগ্‌ল, কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারায় যুবতীর বক্ষ প্লাবিত হলো, বালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "সিদি! তুমি কি কোরে ডাকাত্‌দের গুপ্ত ধনের সন্ধান জানতে

পাল্লে,, ? সিদি সিন্ধুকের ডালা বন্ধ কোরে, তার উপর চোরা পাথর খানি চাপিয়ে দিয়ে, বেশ কোরে ঢেকে রেখে, সে ঘর থেকে চোলে অন্য একটা ঘরে এসে বোল্লে "খোজেস্তা ! তুমি তো কাল্মাক্কে বেঁধে লয়ে সেখান থেকে চোলে এলে, আমি মনে কোল্লেম ডাকাত্দের চোরামাল অবশ্যই আছে, আছেই আছে, তাই একটা আলো নিয়ে তাদের এঁধো ঘরগুলি পাতি পাতি কোরে খুঁজতে লাগলেম, খুঁজতে খুঁজতে একটা চোরা দরজা দেখতে পেলেম, চাবির তাড়া তো আমার কাছেই ছিল, তা থেকে একটা চাবি নিয়ে দরজাটী খুল্লেম, খুল্তেই কতক গুলি ধাপ বেরিয়ে পোড়্লো, ঐ ধাপ বেয়ে বরাবর নেবে গিয়ে একটা আঁধারে ঘরে এসে পোড়লেম, যখন নেবে যাই, চারি দিক থেকে পচামড়ার ভাপসা গন্ধ বার হোতে লাগল, তার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, বমি কোত্তে কোত্তে নাড়ি ছিড়ে গেল, তথাচ আমি যেতে ছাড়্লেম না, বরাবর চোলে গিয়ে যখন সেই অন্ধ কূপের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, তখন বোধ হলো যেন অনেক দিনের পচা মড়ার গুদমে এসে ঢুকলেম, গুমসো গন্ধে নাক মুক চোক ছেঁছিয়ে যেতে লাগ্ল। ঘরের মেজের এক খানা চোরা পাথর উঠিয়ে ফেলায়, একটা সিন্দুক বেরিয়ে পোড়লো, খুলে দেখি সিন্দুকটী মোহরে আর টাকায় ঠাসা রোয়েছে, সেই সিন্দুক ঐ যা চক্ষে দেখ্লে। কি কোরে আন্লেম সে কথা বল্বার আবশ্যক নাই, ফলে অনেক কষ্ট কোরে আন্তে হোয়েছিল। সহরে এসে পৌঁছিলে, পাহারাওয়ালারা খানাতল্লাসি কোত্তে চেয়ে ছিল, আমি বোল্লেম কালরাত্রে চব্বিশজন ডাকাতের মাথা কেটে ফেলেছি, তাদের কাটা ধড় নিয়ে বাদশাহাকে দেখাতে চোলেছি, এই বোলে কতক গুলি কাটা ধড় দেখিয়ে দিলেম, তাই দেখে ঝাঁকার মধ্যে কি ছিল তারা আর অনুসন্ধান কোল্লে না, বরং খুসি হোয়ে আমায় আরও যেতে অনুমতি কোল্লে। সিদির প্রসংশা খোজেস্তার

মুখে আর ধরে না,তার গুণ গেয়ে তার যশ গেয়ে ফুরিয়ে উঠ্‌তে পারেন না, যুবতীর মুখ দিয়ে যেন সরস্বতী বর্ষণ হোতে লাগ্‌ল।

বালা বোল্লেন, সিদি ! হামেতকে ডেকে নিয়ে এসো, এ শুভ সংবাদ তাঁকে বোল্‌তেই হবে, কাফ্রি অমনি ছুটে গিয়ে হামেতকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এলো, হামেত জানেন না যে, তাঁর অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়েছে, এসে দেখেন খোজেস্তার মুখে হাঁসি ধোচ্ছে না, তাই দেখে হামেত অবাক্ হোয়ে গেলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আজ তাঁর মুখ দিয়ে তত হাঁসির ছটা কেন বেরুচ্ছে। যুবতী বল্লেন "হামেত ! তোমার অর্থ নাই বোলে দুঃখিত হোয়েছিলে, এখন কিন্তু একজন মস্ত নামজাদা ধনি হোয়ে পোড়েছো"। হামেত বোল্লেন "খোজেস্তা ! তুমি আমার সঙ্গে রঙ্গ কোচ্চো, তোমার কথার ভাব্ বুঝতে পাচ্ছিনে।" যুবতী বোল্লেন, "আমাদের বিবাহের প্রতিবন্ধক দেখে কোন বন্ধু অজস্র অর্থ দিতে অগ্রসর হোয়েছে।" হামেত্ বোল্লেন "এমন বন্ধু কে আছে যে, তত টাকা দিয়ে উপকার করে ? তেমন বন্ধু তো আমার কেহই নাই"। খোজেস্তা বোল্লেন "হামেত ! ওটী তোমার ভ্রম্, তোমার তেমন বন্ধু অবশ্যই কেউ আছে, সে ব্যক্তি অতি মহাত্মা, অতি সদাশয়, অতি উদারচিত্ত, তাকে তুমি এই দণ্ডেই দেখতে পাবে।" এই বোলে সিদি সুফাক্‌কে ডাক্‌লেন, সেব্যক্তি তখন দরজার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল, সিদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে, ভূমিষ্ঠবৎ হোয়ে একটী সেলাম কোরে দাঁড়ালো। যুবতী বোল্লেন "হামেত ! তোমার সেই বন্ধু এই," ঐ কথা বোলে যে রূপে গুপ্ত ধন হস্তগত হোয়েছে; সে বৃত্তান্তগুলি যুবতী হামেতকে অবগত করালেন, হামেত শুনে আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, মুখে বোল্লেন, 'সিদি ! তুমি বড় মহাপুরুষ, তোমার বড় উদার স্বভাব, তোমার এধার কি কোরে পরিশোধ কোরবো"। সিদি-সুফাক্ বোল্লে "আমাকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন্, আর যে কদিন

বাঁচবো, আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকবো"। হামেত বোল্লেন "সে কথা আর বোল্‌তে হবে কেন? এমন দয়ালু বন্ধু আর কোথায় পাবো, তবে খোজের কি অভিপ্রায় তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্, তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমার আপত্তি কি"। সিদি বোল্লেন "আচ্ছা সে কথা ভাল, যদিও আর আমাকে ক্রীত দাস বোলে জ্ঞান না কর, তথাচ কিন্তু আমি সেই অনুগত সিদিনুফাক্ই থাক্‌বো, আমি সেইরূপ অনুগত হোয়েই থাক্‌বো দেখ্‌তে পাবেন।

খোজে তাঁর চিরদাসের উদার চরিত্রের কথা শুনে বোল্লেন "আজ অবধি তোমার দাসত্বের মোচন হলো, আজ অবধি তুমি আমার পরম বন্ধু, এবং প্রকৃত উপকার দাতা"। খোজেস্তা বোল্লেন "বাবা! আপনাকে যে বোলেছিলেম অপরিচিত ব্যক্তিকে, অজ্ঞাত কুল শীল ব্যক্তিকে, বিশ্বাস কোর্‌বেন না, সে কথা এখন খাট্‌লো তো, এখন হাতে হাতে দেখ্‌তে পেলেন তো। খোজে বোল্লেন "হাঁ, সে কথা খেটেছে সত্য, এখন জান্‌লেম রূপ থাক্‌লেই যে গুণ থাক্‌বে, সে কোন কাজের কথা নয়, স্তাবকের সরস মধুর রসনার অন্তরালে দানববৎ কুটীল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে; আবার উদার মন, অকপট হৃদয়, সরল প্রকৃতি, কদাকার কর্কশ রূপের অভ্যন্তরে বাস কোত্তেও দেখা যায়'। খোজেস্তার সঙ্গে হামেতের বিবাহ উপলক্ষে সহর শুদ্ধ লোক তাঁদের বাড়িতে এসে আমোদ প্রমোদ কোত্তে লাগ্‌লো। খোজেস্তা বীরসাহস দেখিয়ে সকলের প্রিয় পাত্রী হোয়েছিলেন বোলে, তাঁর বিবাহের দিনে সকলে আশীর্ব্বাদ কোরে তাঁর মঙ্গল হোক বোল্‌তে লাগ্‌লো, যুবতী যেন দীর্ঘায়ু হোয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, এই মঙ্গলবাদ কোত্তে লাগ্‌লো। হামেত নিষ্ঠ স্বভাবের নিমিত্ত, তাঁর পুরুষবৎ নির্ভয় প্রকৃতির নিমিত্ত, সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন, তাই লোকে চিরকালই তাঁর অনুরাগ কোত্তো, এক্ষণে তাঁর বিবাহের উৎসব উপলক্ষে লোকে আনন্দে করতালি দিয়ে ঘনঘন

জয়কোলাহল কোত্তে লাগ্‌লো। কনকশশী খোজেস্তা লোকের তত প্রফুল্লচিত্ত দেখে আহ্লাদে গলে পোড়তে লাগ্‌লেন, সুশীল হামেত অক্ষুব্ধ হস্তে দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র দান কোরে চরিতার্থ হোতে লাগ্‌লেন। যেখানে যত বন্ধু বান্ধব, যেখানে যত আত্মীয় স্বজন ছিল, নিমন্ত্রণ কোরে পাঠালেন, তাঁরা হামেতের বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক পান ভোজন কোরে আমোদ প্রমোদ কোত্তে লাগ্‌লেন।

বিবাহের জনরব শুনে অনেক দুঃখী, কাঙ্গালি, ফকির, হামেতের বাড়িতে হুড় হুড়্ কোরে ঢুক্‌তে লাগলো, বাড়ির ভিতর রেও রবাহুতোর মস্ত ভিঁড় লেগে গেল, পেটার্থীদের আজ মাহেন্দ্র যোগ, যে যত পাল্লে, আকণ্ঠ উদর পরিপূর্ণ কোরে ফেল্লে, অনেকেই আহারাদি কোরে বিদায় হোয়ে চোলে গেল, কেবল জন কয়েক ফকির মাত্র সেখানে অবস্থান কোল্লে, তারা খেয়ে দেয়ে যা অবশিষ্ট ছিল, সেই গুলি চেঁচে মুঁচে নিয়ে ঝুলির মধ্যে পুঁচ্ছিলো। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঐ থানে সে রাত্রে বাস কর্‌বার মনন কোরে পীড়ার ভাণ কোল্লে। একজন ফকির হঠাৎ পীড়িত হোয়েছেন শুনে, হামেত তৎক্ষণাৎ অন্দর বাড়ীর একটা উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন। খোজেস্তা লোক জনকে বোলে দিলেন, "ফকিরের প্রতি যেন যত্নের ক্রুটি না হয়", দুজন লোক ধরাধরি কোরে ফকিরকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে হোয়েছিল করুণহৃদয় হামেতও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। ফকির বেদনায় যেন কতই যাতনা পাচ্ছেন সেইরূপ ভাণ কোরে ছট্‌ফট্ কোত্তে লাগলেন, কোঁকাতে লাগলেন, গোঙ্গ্‌রাতে লাগ্‌লেন, এক একবার পেটে হাত দিয়ে চেপে চেপে ধোত্তে লাগ্‌লেন। হামেতের অনুমতি ক্রমে একটী বাতি জ্বেলে রুগির বিছানার কাছে রাখা হোলো, হামেত বিনয় কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "ভয় কি, কাল্ আরোগ্য হবেন, এ তোমার আপনারি বাড়ী যত্নের ক্রুটি হবে না, আমি যে ঘরে শুই, তোমার পাশেই সে ঘর,

রাত্রের মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয়, দরজায় এসে ঘা মেরে জাগাবেন, আমরা কেউ তখনি উঠে আসবো,,। ফকির বিড়্ বিড়্ কোত্তে লাগলেন, বোধ হোলো যেন আশীর্ব্বাদ কোল্লেন, হামেত আপনার ঘরে শয়ন কোত্তে চোলে গেলেন। হামেতের ঘর আর ফকিরের ঘর প্রায় পাশাপাশি, কেবল মধ্যে একটা ছোট গলি পথ মাত্র ছিল। রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ কোচ্চে, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, সকলে নিঝুম নিস্তব্ধ, ফকির উঠে বোস্‌লো, কাণ দুটি খাড়া কোরে রাখ্‌লে, তার বোধ হোলো যেন পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্চে, শেষে ভেবে দেখ্‌লে সেটা তার ভ্রম, কোন দিকে কোন শব্দটী মাত্র নাই। ফকির এখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে, হামেতের ঘরের দরজার কাছে গেল, হামেত অকাতরে ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁর নাক ডাক্‌ছিল, ফকির পা দিয়ে আস্তে আস্তে দরজাটা একটু ঠেল্লে, ভিতরের দিক দিয়ে বন্ধ ছিল না বোলে দরজাটা একটু ফাক হোয়ে পোড়্‌লো, ফকির ফিরে গিয়ে একটা আলো আন্‌লে, এবার তার সাহস হোয়েছে, আলো এনে দরজাটী খুলে ফেল্লে, খোল্‌বার সময় দরজাটা কড়াৎ কড়াৎ কোরে শব্দ কোরে উঠ্‌লো, ফকির অমনি চম্‌কে উঠে আলোটী ঢেকে ফেল্লে, পাছে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, তাই তার মনে ভয় হোলো, ফকির আবার আপনার ঘরে ফিরে এলো, এবার সে ঘরের দরজাটী হাঁ কোরিয়ে খুলে রেখে দিলে। রাত্রি গভীর হোয়েছে, শ্মশান ভূমির ন্যায় সব নিস্তব্ধ, ফকির পুনরায় হামেতের ঘরে প্রবেশ কর্‌বার চেষ্টা কোল্লে, দরজাটা আরও একটু ফাঁক কর্‌বার আবশ্যক ছিল, কিন্তু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দের ভয়ে পাল্লে না, এক হাতে প্রদীপ, আর এক হাতে একখানি নরহন্তা ছোরা, বজ্রের মত শক্ত কোরে ধোরে আছে, হামেতের ঘরের দরজা আর একটু ফাঁক না কোল্লে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু পাছে কাঁচ কোঁচ শব্দ হয়, ফকির সেই ভয় কোত্তে লাগলো। একটু

থেমে, একটু ভেবে, একটু চিন্তা কোরে, ছোরার অগ্রভাগটী প্রদীপের তেলে ডুবিয়ে তা থেকে দু চার্ ফোঁটা তেল দরজার কব্জার গায় মাখিয়ে দিলেন, তখনও কোন দিকে সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না, বরং তখন হামেতের কি খোজেস্তার নিশ্বাস পড়্বার শব্দ পর্য্যন্তও শোনা যাচ্ছিলনা। এক্ষণে দরজাটী নিঃসাড়ে খুলে গেল, প্রাণহন্তা ফকির ছোরাখানি উপর দিকে খাড়া কোরে ধোরে নিঃসাড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন, যেমন তিনি আর এক পা বাড়াবেন, অমনি সিদিস্সুফাকের পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। সিদিস্সুফাক একখানি প্রকাণ্ড বোগ্দা নামক ছোরা পেটে বোসিয়ে দিতেই ফকির ধড়াস কোরে তার পায়ের নীচে পোড়ে প্রাণত্যাগ কোল্লে, সিদিস্সুফাক অমনি বোলে উঠ্লো, “রে নরাধম! রে পাষণ্ড! আমার প্রভু যে তোর প্রতি তত স্নেহ, তত যত্ন কোল্লেন, তার কি এই ফল, তার কি এই পুরস্কার, তাঁরে তুই খুন কোত্তে এসেছিস, হা! কি তামাসা! হা! কি তামাসা! প্রভু উঠুন! ঘরের ভিতর কি তামাসা দেখুন এসে!!।

হামেতের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তত নিশীথ রাত্রে সিদিস্সুফাকের কণ্ঠস্বর শুনে, ভয়ে হড়্বড়িয়ে গেলেন, ঘরে আলো জ্বল্ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে সেই আলোটী হাতে কোরে এনে দেখেন, কাফ্রির মূর্ত্তি ফকিরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের মেজে রক্তের তরঙ্গ খেল্ছে. ফকির সেই তরঙ্গের উপর ভাস্ছে!!!

হামেত চম্কে উঠে বোল্লেন “সিদি! কি কোরেছো! তুমি তো পুণ্যাত্মা ফকিরকে খুন করোনি”? সিদিস্সুফাক অঙ্গুলিদ্বারা ফকিরের ছোরাখানি দেখিয়ে দিয়ে বোল্লে “তুমি যেরূপ স্নেহ কোরে ওকে এখানে স্থান দিয়ে ছিলে, তারই ফল যা হোতো, তা ঐ, চক্ষে দেখ, অদৃষ্টের বড়জোর. তাই ঐ মহাপাতকীর পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেম, সে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে যেমন আর এক পা বাড়িয়ে তোমার

বিছানার কাছে যেমন যাবে, অমনি ছোরা মেরে এফোঁড় ওফোঁড় কোরে দিয়েছি, তাই যা এক্ষণে চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন"।

গোলমাল শুনে খোজেস্তাও উঠে এলেন, বাড়ীশুদ্ধ জেগে উঠে গোলমাল কোত্তে লাগ্‌লো। কাফ্রিদাস মৃত ফকিরের কোমর থেকে আর একখানি ছোরা বার্ কোল্লে,সেই ছোরাখানি দেখে সিদির মনের সংশয় মিটে গেল, তখন তার মনে স্থিরজ্ঞান হলো এব্যক্তি নিশ্চই খুন কোত্তে এসেছিল, একখানা ছোরাদ্বারা যদি কার্যসিদ্ধি না হোতো, কি সেখানা যদি তার হাত থেকে মুচ্‌ড়িয়ে কেড়েই নিতো, তাই বোধ হয় দুখানি ছোরা সঙ্গেকোরে এনেছিল। খোজেস্তা বাতির আলোতে মৃত ফকিরের চেহারা ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, দেখেই শিউরে উঠে চীৎকার কোরে বোল্লেন,"হা আল্লা ! এ যে আমাদের সেই কাল্‌শত্রু কাল্‌মাকডাকাত"!! হামেত আর সিদি ঐ কথা শুনে স্তব্ধপ্রায় হোয়ে নিকটে এসে ঠাউরে ঠাউরে দেখে বোল্লেন "হাঁ ! যথার্থইত কাল্‌মাকডাকাত !! হামেত আর খোজেস্তা তাঁদের চিরবিশ্বাসী কাফ্রিদাসকে বিস্তর প্রসংশা কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্লেন "সে ব্যক্তি ছিল বোলে তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, তার অব্যর্থসন্ধানের তার সতর্কতার যে কত গুণ, তা মুখে বোলে উঠা যায় না"।

কাল্‌মাক যে কেন আপনার দুরভিসন্ধি সফল কোরে তুল্‌তে পাল্লেন না, সে কথা প্রকাশ কোরে বলা আবশ্যক। হামেত ফকিরকে বোল্লেন "তাঁর ঘরের পশ্চাতেই তাঁর (হামেতের) ঘর, সেই ঘরে তিনি (হামেত) শয়ন করেন, তাঁর (ফকিরের) কোন প্রয়োজন হোলে, দরজায় আঘাত কোর্‌বেন, তার ভাবার্থ এই,—সিদিস্নুফাক উঠে ঐ ফকিরের তত্ত্বাবধান কোর্‌বে, তাই ফকিরবেশধারী কাল্‌মাক মনে কোল্লে তবে আর চিন্তা কি, তার লক্ষিত ব্যক্তি যে ঘরে থাকে, তাতো তিনি জান্‌তেই পাল্লেন, কাল্‌মাক স্বপ্নেও জান্‌তেন না যে, যে দরজায় করাঘাত

কর্‌বার কথা বলা হয়, সে ঘর সিদিস্মুফাকের, তার পাশে যে ঘর, সেই ঘর হামেতের। কাল্‌মাক যে নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলেন, সে কাফ্রিদাসেরই নাসিকা গর্জ্জন। সিদিস্মুফাক তত অকাতর হোয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল না, তাই দরজার ক্যাঁচকোঁচ শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোক মেলে চেয়ে দেখে, প্রদীপের ছটা গিয়ে তার ঘরে পোড়েছে, ঐ আলো দেখে নিঃসাড়ে উঠে বোস্‌লো, বোগ্‌দানামক কালান্তকপ্রায় প্রকাণ্ড ছোরা একখানি হাতে কোরে লোয়ে কপাটের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো, দাঁড়াতেই তার বোধ হোলো কেউ যেন অতি সতর্ক হোয়ে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছে, বিষয়টা কি জান্‌বার নিমিত্ত কাফ্রিদাস কপাটের কব্‌জার উপর কাণ পেতে রোইলো, সেই সময় কাল্‌মাক ঐ কব্‌জার উপর ফোঁটা ফোঁটা কোরে তেল ঢেলে দিচ্ছিলো, সিদিস্মুফাক প্রদীপের আলোয় দেখ্‌লেন, কাল্‌মাকের হস্তে একখানি ছোরা, ছোরাখানি ঝক্‌ঝক্‌ কোচ্ছে, তাই দেখে অনধিকার প্রবেশকের অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাল্লে, তখন সিদি নিজের বোগ্‌দাখানি খুব কোসে, বজ্রের মতন শক্ত কোরে ধোরে দাঁড়িয়ে রইলো, কাল্‌মাক একটী পা ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটী পা যেমন বাড়াবে, কাফ্রিদাস অমনি পেটে ছোরা মেরে এ ফোঁড় ও ফোঁড় কোল্লে, কাল্‌মাক তখনি নিঃশব্দে ভূমিসাৎ হোলো, আর তাঁকে উঠ্‌তে হোলো না।

কাল্‌মাকের বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল, তিনি অতি শঠও ছিলেন, যে কোন বিষয় হোক্‌, অনায়াসেই তার মর্ম্ম গ্রহণ কোত্তে পাত্তেন। কাকে ন্যায় কাকে অন্যায় বলে সে বিষয়ে তাঁর ভ্রম হওয়ায়, কাল্‌মাক মনে কোল্লেন তিনি নিজে যখন জ্যেষ্ঠ সহোদর্‌দের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত, উৎপাত গ্রস্ত হোয়েছেন, তখন অন্যের প্রতি তিনি উৎপাত অত্যাচার না কোর্‌বেনি বা কেন, তাদের প্রাণেই বা না মেরে ফেল্‌বেন কেন।

পরম শত্রু কাল্‌মাকের মৃত্যু হোয়েছে, এই অবধারিত সংবাদ

দেশময় জনরব হওয়ায় গিজনিবাসীরা আহ্লাদে ভাস্‌তে লাগ্‌লো, যে ফাঁসিকাষ্ঠ কাল্‌মাকের জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত হোয়ে থাকে, সেই ফাঁসি কাঠে কাল্‌মাকের মৃতদেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। কাল্‌মাক পালিয়ে প্রস্থান করা অবধি খোজের মনে এক দিনের নিমিত্তেও সুখ ছিলনা, পতিপ্রাণা খোজেস্তা তাঁর প্রিয় স্বামী হামেত্‌কে লোয়ে নির্ব্বিঘ্নে সুখে কাল্‌ যাপন কোত্তে লাগ্‌লেন।

তাতার বংশজাত তাইমুর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিন পুত্র, কাল্‌মাক সর্ব্বকনিষ্ঠ। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনেক অর্থ ছিল, কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যে তাঁর অগাধ বিষয় বৈভবও ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র কাল্‌মাককে অতিশয় স্নেহ কোত্তেন, সেই তাঁর প্রিয় পুত্র ছিল। কাল্‌মাক যখন যে আব্‌দার্‌ কোত্তেন, তাইমুর তখনি তা পূর্ণ কোত্তেন, তাই দেখে জ্যেষ্ঠ সহোদর্‌দের মনে ঈর্ষা জন্মিল, তাদের চোক্‌ টাটালো, তাঁরা প্রতিজ্ঞা কোল্লেন যাতে কাল্‌মাক ছারে খারে যায়, যাতে সে নিপাত হয় তার উপায় তাঁরা কোর্‌বেনই কোরবেন। তুর্‌কি দেশের একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রী তাঁদের পিতার উপপত্নী ছিল, ঐ স্ত্রীলোকটীকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে, জ্যেষ্ঠ সহোদরেরা মনোগত দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ করেন। সহোদরেরা স্ত্রীলোকটীকে ডেকে বোল্লেন, তিনি যদি তাঁদের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ কোরে তুল্‌তে পারেন, তা হলে বিস্তর অর্থ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট কোর্‌বেন। স্ত্রীলোকটী অতি শঠ, অতি ধূর্ত্ত ছিলেন, কোন কুকথা রটিয়ে দিয়ে কাল্‌মাকের পিতা তাইমুরের কাণ বিষাক্ত কোরে দিলেন। তাইমুর্‌ দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুরবগাহ চক্রে জড়িয়ে পোড়ে কাল্‌মাককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দূর কোরে দিলেন। অল্প দিন পরেই পিতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায়, তাঁর সমস্ত বৈভব দুই সহোদর আপনাদের মধ্যে ভাগ বাঁটওয়ারা কোরে নিলেন। কাল্‌মাক বাল্যকাল হোতে সুখ সম্পদে থেকে ভোগরাগে লালিত হোয়ে এসেছেন, যখন যে বাসনা

হোয়েছে, মনের সাধে তা পূর্ণ কোরেছেন, এক্ষণে কষ্ট কোরে দিনপাত করা তাঁর পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো। সহোদর্‌দের উপর কাল্‌ ক্রোধ জন্মিল, মনে কোল্লেন এ সংসার শুদ্ধ ছলনার চক্র, এ সংসারের অন্ত পাওয়া ভার, বঞ্চনা, প্রতারণা আদি নানা মায়া এ সংসারের অন্তর্বাহিনী নদী, যাঁদের ক্রূর মন, যাঁরা খলতা শঠতা প্রভৃতি নানা দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার কোত্তে পারেন, এ সংসারে তাঁদেরই চৌচাপটে জিত। তাই মনুষ্য নামে কাল্‌মাকের জাতঘৃণা হোলো, তাই মনুষ্য মাত্রের উপর কাল্‌মাকের কালক্রোধ জন্মিল। একদল্‌ দুঃসাহসী ডাকাত, যাদের প্রাণের ভয় নাই, তাদের সঙ্গে কাল্‌মাক মিশে গেলেন, কিছু দিন পরেই তিনি সেই দলের সরদার হোয়ে দাঁড়ালেন। কাশ্মীর সহরে বিস্তর থানা, বিস্তর ফাঁড়ি, বিস্তর কোতোয়ালি ছিল, কর্ত্তৃপক্ষেরাও অতি সতর্ক হোয়ে চোল্‌তেন, তাই বদ্‌মাসেরা সেখানে নিরুদ্বেগে উৎপাত অত্যাচার কোত্তে পাল্লেনা। কতকগুলি ডাকাত ধরা পোড়ে ফাঁসি হলো,, কাল্‌মাক ধরা পোড়্‌তে পোড়্‌তে বেঁচে গিছিলেন, নচেৎ তাঁর অদৃষ্টেও সেই দশা ঘট্‌তো। এক্ষণে কাল্‌মাকের দলের মধ্যে কেবল চব্বিশটী মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট ছিল, কাশ্মীরে পুলিশের বড় আঁটা আঁটি, বড় কড়াক্কড়ি, তাই দেখে কাল্‌মাক, [এখন তিনি দলের সরদার] মনে মনে স্থির কোল্লেন, এবার একটা নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ কোর্‌বেন। তাঁর দলের একটী লোক অনেক দিন গিজনির নিকটে বাস কোরেছিল, সে ব্যক্তি বোল্লে, তবে কাবুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ, তাই সেই ভগ্নমসিদের অতল অন্ধকারময় গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। সেই অন্ধপাতালপুরে অবস্থান কোরে তথাকার ফাঁড়ি, থানা, কোতোয়ালি প্রভৃতির অবস্থা কিরূপ, সেখানকার লোকের অর্থের সৌষ্ঠবই বা কিরূপ, সেই সকল সন্ধান অবগত হবার জন্য সহরে চর পাঠাতে লাগ্‌লেন। গূঢ়পুরুষদের মুখে তথ্য

অবগত হোয়ে কাল্মাক বিবেচনা কোল্লেন, গিজনিতে অর্থের যেরূপ সুপ্রতুল, থানা ফাঁড়ির যেরূপ গাফিলি, তাতে কোরে তাঁর সকল আশাই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা, পুলিশের কোন হাঙ্গাম নেই বোল্লেই হয়, সহর রক্ষকেরা যেরূপ অসতর্ক, তাতেকোরে ধরাপড়্বার প্রায় আশঙ্কা মাত্র নাই। এ সময়ে গিজনি সহরে বাণিজ্য প্রভৃতি কার্-কার্বারের ভারি সমারোহ চোলেছিল, কাশ্মীর প্রভৃতি না না দেশ থেকে হীরামুক্তাদি রেশমের আম্দানি হোয়ে স্তূপাকার হোতো। ডাকাতেরা পথের মধ্যে রাহাজানি কোরে সেই সকল বাণিজ্য দ্রব্য লুটে নিতে আরম্ভ কোল্লে, ইদানীং ভয়ে দেশবিদেশের মহাজনেরা বহুমুল্যের জিনিস পত্র পাঠাতে ক্ষান্ত হলো, তাই দেখে কাল্মাক অসমসাহসী হোয়ে গিজনিবাসী মহাজনদিগের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ কর্-বার্ পরামর্শ স্থির কোল্লেন। যাঁরা তাঁর পত্রের অগৌরব কোরে লিখিত দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার কোত্তেন, নিরবচ্ছিন্ন তাঁরাই কেবল প্রাণে মারা পোড়্তে লাগ্লেন, কাল্মাকের হাতথেকে একটী প্রাণীরও পরিত্রাণ ছিল না। কিছু দিন এইভাবে কেটে গেলে, সহরে আরও কত ধনীলোক আছে, সেই সন্ধান জান্বার নিতান্ত আবশ্যক হলো, নচেৎ যার তার উপর লক্ষ্য কোল্লে কি ফল হবে, বেচে বেচে ধনী লোক্কে ভয় না দেখালে আর কে সেই সর্ব্বগ্রাহী দাবীর টাকা দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত কোর্বে; সেই সকল সন্ধান জান্বার নিমিত্ত কাল্মাক স্বয়ং সহরে গমন কোর্বেন এই কথা স্থির হোলো। কাল্মাক যেরূপ বিনয়ী, যেরূপ সভ্য ভব্য, তাতে কোরে তাঁর মনে ধ্রুব জ্ঞান ছিল, তিনি অনায়াসেই বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কোত্তে পার্বেন। তাঁর অনুগত লোকেরা নানা বেশ ধোরে সহরের ভিতর সর্ব্বদা যাতায়াত কোত্তো, তারাই রটিয়ে দিলে কাশ্মীরের একটী মহাজন বিস্তর বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে গিজনিসহরে আগ-

মন কোচ্ছেন, শেষে কাল্‌মাক যথাসময়ে সহরের ভিতর প্রবেশ কোরে, বুকে করাঘাত কোরে, হাহাকার শব্দে রোদন কোত্তে লাগলেন, সহরশুদ্ধ লোককে জানালেন তাঁরা বহুকাল হোতে যার আগমনের প্রত্যাশা কোচ্ছিলেন, তিনিই সেই মহাজন, পথিমধ্যে কাল্‌মাক ডাকাত দল্‌বল্‌ শুদ্ধ পোড়ে, তাঁর সমুদায় জিনিস্‌ পত্র লুটে নিয়েছে, কাণাকড়িটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কোরে যায়নি, তিনি অনেক কষ্টে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে প্রস্থান কোরেছেন। তার পর কাল্‌মাক প্রতিপন্ন হোয়ে খোজের গৃহে যেরূপে বাস করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে। কাল্‌মাক ছদ্ম বেশের অবস্থায় যদি খোজেস্তার মধুরমূর্ত্তি দর্শন না কোত্তেন, তবে আরও কিছুকাল ডাকাতি বাট্‌পাড়ি কোরে মেরে কেটে বেড়াতেন। স্বর্ণশশী খোজেস্তার প্রতি নেত্রপাত কোরে কাল্‌মাক মনে মনে স্থির কোল্লেন, যে গতিকেই হোক্‌ যুবতীকে বিবাহ কোর-বেন। তিনি এ পর্য্যন্ত যখন যে অভিলাষ কোরেছেন, তাই পূর্ণ হোয়ে এসেছে, বিঘ্ন কাকে বলে তা জান্‌তেন না। খোজেস্তা তাঁর প্রণয়িনী হলে অসৎ সংসর্গ, অসৎচরিত্র পরিত্যাগ কোরে প্রশান্ত ভদ্র লোক হোয়ে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তেন। কিন্তু তিনি যখন দেখ্‌লেন যুবতী হামেতের অনুরাগিণী, তিনি যখন দেখ্‌লেন তাঁর উপাসনা নি-ষ্ফল হলো, তখন ক্রোধে কাল্‌ অগ্নির ন্যায় হলেন, প্রতিহিংসা অনলে তাঁর অন্তর দগ্ধ হোতে লাগ্‌লো, তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোল্লেন, যে কোন উপায়ে হোক্‌ হামেতকে আর খোজেস্তাকে আপনার হাতের মধ্যে নিয়ে আস্‌বেন। যুবতী যদি সেধে ইচ্ছা কোরে তাঁর বাহুলতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তবে হামেত্‌কে বলিদান দিবেন, সে সকল কৌশল যেরূপে বৃথা হোয়ে গেল, সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই বলা হোয়েছে।

---

২৬ পরিচ্ছেদ।

"মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই"।

আরঙ্গজেব গল্পটী শ্রবণ কোরে, হামেতের বীরপ্রণয়িনী খোজে-স্তার অতিশয় প্রসংশা কোত্তে লাগ্‌লেন, রাজপ্রসাদস্বরূপ একছড়া উজ্বল মুক্তাহার হামেত্‌কে প্রদান কোল্লেন, তদ্ভিন্ন মুখে বোলে দিলেন, "হামেত্‌ যত দিন আগ্রাতে বাস কোরবেন, তাঁর প্রতি যেন বিশেষ যত্ন, বিশেষ গৌরব করা হয়"। আমি কিন্তু এক প্রকার আশাপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হোলেম, রাজপুত্রের পক্ষ হোয়ে যে সকল বীরকার্য্য করেছি, তার মতন আমার কোন গৌরবের পদ হোলোনা, বরং অপমানিতই হোলেম, সে অপমান সহ্য হবার নয়। একটী পদের নিমিত্ত প্রার্থনা করায়, রাজপুত্র "পাবে না" বোলে মুখের উপর তুরুক্‌ জবাব দিয়ে দিলেন, শুধু তা নয়, আমি দেখ্‌লাম, কুমার অল্প সল্প সৈন্যের অধি-নায়ক কোরে কেবল খাজনার সঙ্গে, কি বড় বড় মান্য লোকের সঙ্গে আমায় রক্ষক কোরে পাঠাতে লাগ্‌লেন, তাতে কোরে স্পষ্ট বোধ হোলো, আরঙ্গজেবের ইচ্ছা ছিল না আমি তাঁর নিকটে থাকি। আরঙ্গ-জেব মুখে আমার বিস্তর গৌরব কোত্তেন, বোধ হয় সেই প্রসংশার কথা শুনে, হয় সুলতান মহম্মদের, নয় সুলতান মাজমের মনে দ্বেষ জন্মে, তাঁদের মধ্যে অবশ্য কেউই আমার উপর অসন্তুষ্টহোয়ে থাক্‌বেন, তাই আমায় পশ্চাতে পোড়ে থাকতে হোয়েছে। যাতে এই অপমান থেকে পরিত্রাণ পাই, তারি একটা উপায় স্থির কোল্লেম। একদিন আম্‌দরবারে স্বয়ং আরঙ্গজেবের সম্মুখে আমার তলওয়ারখানি

ধোরে দিলেম, ধোরে দিয়ে বোল্লেম, "জেনাবালী! সম্প্রতি যে সকল লড়াই হোয়ে গিয়েছে, সে সকল লড়ায়ে এ তল্‌ওয়ার নিষ্কর্ম্মা হোয়ে বোসে ছিলনা, হুজুর নিঃসন্দেহ মনে কোরেছেন, এ তল্‌ওয়ার অনেক খেটেছে, খাট্‌তে খাট্‌তে ভোঁতা হোয়ে পোড়েছে, তার সাবেক মত তীক্ষ্ন তেজ নাই, তাই এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা হোয়ে পোড়েছে। আমি সহমানে তল্‌ওয়ার খানি পরিত্যাগ কোল্লেম, যে পদের গৌরবে তল্‌-ওয়ার খানি আমার ভূষণ হোয়েছিল, সে পদও আমি সহমানে পরি-ত্যাগ কোল্লেম"।

আরঙ্গজেব আমার অশ্রুতপূর্ব্ব সহসা প্রশ্রয় দেখে কালান্তক যমের ন্যায় কট্‌মট্‌ কোরে চাইলেন, চেয়ে বোল্লেন "যুবা! তোমার বড় সাহস! তোমার বড় অহঙ্কার! কিন্তু খবর্‌দার! আমি দেখ্‌বো, তুমি কি কোরেআমার শত্রুর দলে প্রবেশ কর"। এই বোলে হস্ত আন্দো-লিত কোল্লেন, তাই দেখে আমি অমনি সেখান থেকে চোলে এলেম, চোলে আস্‌বার সময় সুল্‌তান মাজমের সঙ্গে চোকাচোকি হওয়াতে দেখ্‌লেম, তিনি একটু সগর্ব্বে হেঁসে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কোল্লেন। মাজম্‌ প্রফুল্লচিত্ত হোয়ে আমার এস্তফা দেওয়া দাঁড়িয়ে দেখ্‌তেছিলেন। আমি এক্ষণে বেকার হোলেম, আবার দুদিন পরেই আহারাভাবে পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোত্তে হবে। সলিমানকে যখন বোল্লেম "আমি এস্তফা দিয়েছি", ঐ কথা শুনে সলিমানের চেহারাটা যেন শুকিয়ে শীর্ণ হোয়ে গেল, তার তৎকালীনের মুর্ত্তিটী চিরকাল মনে থাক্‌বে, ভুল্‌তে কখনই পার্‌বো না। সলিমান কেন তত মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হলো? আমি কষ্ট পাবো বোলে? না সে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পাবে বোলে? সে কথা আমি এখন বল্‌তে পারিনে। আমার মুখে এস্তাফার কথা শুনেই সলিমান তড়াক্‌ কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "হায়রে আমি বদ্‌বক্ত সলিমান! হায়রে আমি কম্‌বক্ত

গোলাম"! এ ভিন্ন সলিমান আরও কত আর্ত্তনাদ, আরও কত দুঃখের বিলাপ কোত্তে লাগ্‌ল, তার রকম্ সকম্ দেখে আমি বিরক্ত হোয়ে গেলেম। লুচার পরাগাণিকও শুনে অতিশয় বিষন্ন, অতিশয় ম্লান হলো, সে কিন্তু বাঙ্‌নিষ্পত্তি কোল্লেনা। সন্ধ্যা হোতে না হোতে আমার চৈতন্য হলো, তখন অনুতাপ কোরে হায় হায় কোত্তে লাগ্‌লেম, ব্যস্ত হোয়ে কি কুকাজই কোরেছি, তখন মনে মনে এই দুঃখ হোতে লাগলো। ইয়াস্‌মিনের মাতা কোথায় আছেন, তাঁরি সন্ধান কোত্তে বেরুলেম। অনেকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোল্লেম, তারা আমার সম্পদের সময় আমায় বন্ধু বোলে সম্বোধন কোত্তো, কিন্তু এক্ষণে ভাল মুখে আলাপ ও কোল্লেনা, ভাল মুখে ডেকে জিজ্ঞাসাও কোল্লে না। তা না কোল্লে, নাইই কোল্লে, একজন মোল্লার সঙ্গে আমার আন্তরিক সদ্ভাব ছিল, কতক বয়েসের গৌরবে, কতক পবিত্র পদের গৌরবে, ঐ মোল্লা উপদেশ ছলে আমায় বিস্তর ভৎর্সনা কোত্তে লাগ্‌লেন, বোল্লেন, "যখন চাকুরি আমার একমাত্র অবলম্বন, তখন এস্তফা দেওয়া অতি মূর্খের মতন কাজ হোয়েছে। মহাজনেরা, বেনেরা সাহুরা আমায় টাকা কর্জ্জ দিতে অস্বীকার কোল্লে, দেবোনা বোলে মুখের উপর স্পষ্ট জবাব দিয়ে দিলে। এল্‌বাব পোষাক দালালের হাত দিয়ে বিক্রী কোত্তে দিলেম, দালালেরা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ন্যায় কিছু এনে দিলে, সে এত অল্প যে, কিছু না দিবারই মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চোলেছি, পথে লুচার পরামাণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, পরামাণিক বোল্লে "আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুল্‌তান মামুদের লোক আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাজপুত্র আজ আপ্‌তাপ্ বাগিচায় যাবেন, তাই সঙ্গে যাবার নিমিত্ত আপনাকে ডেকেছেন"। এই কথার পর লুচার বোল্লে "হুজুর হয়ত অদৃষ্ট খুলেই যায়বা"। আমি শুনে বড় উৎকণ্ঠিত হোলেম, যেখান থেকে ডাক্‌বার কোন সম্ভাবনা নাই, সেখান

থেকে কেন ডাক্‌তে এলো? এ আহ্বানের অভিপ্রায় কি? সন্ধ্যা হয় হয়, এমনি সময় আমি সেই বাগানে গিয়ে পৌঁছিলেম, পৌঁছিয়ে যেমন সদর দরজা পার হোয়ে বাগানের ভিতর প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় আমার সুমুখ্‌ দিয়ে একটী স্ত্রীলোক হন্‌ হন্‌ কোরে দৌড়িয়ে চোলে গেল, আমি কিন্তু মুর্ত্তি খানি দেখে তারে চিন্‌তে পাল্লেম, সে স্ত্রীলোকটী নারী ঘাতিনী নুরমহল, আমি যেমন ফিরে তাকে ধোত্তে যাবো, সে অমনি একটা স্তুঁড়ি গলির মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। গেটের দুপাশে বিস্তর গাছ বিস্তর ঝোপ ছিল, তারি ভিতর দিয়ে কোথায় লুকুলো দেখ্‌তে পেলেম না। নুর মহল রাজপুত্রের বাগানে কেন এসেছে, আমায় ধর্‌বার নিমিত্ত কি জাল পাতা হোয়েছে? না দৈবাৎ সে ব্যক্তিও এসে পোড়েছে, আমিও এসে পোড়েছি? দেখ্‌লেম রাজপুত্র শ্বেতকান্তির ফওয়ারার কাছে টৌলে টৌলে আল্‌বোলা টানছেন, দুটী বালক পশ্চাৎ থেকে চামর আন্দোলন কোরে মশা মাছি তাড়াচ্ছে, চামরগুলির হাতল্‌ হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধান, দুজন লোক প্রকাণ্ড দুখানি পাখা লোয়ে সম্মুখে বাতাস কোচ্ছে, পাখাগুলিতে মধ্যে মধ্যে গোলাব জল ছিটিয়ে দেওয়া হোচ্ছিল, তাতে কোরে স্থানটী সুস্নিগ্ধ সৌরভে আমোদিত হোয়ে ছিল। সুলতান মামুদ আমায় ইশারা কোরে বোস্‌তে বোল্লেন, আমি বোস্‌লেম, রাজপুত্র একমনে আল্‌বোলা টান্‌তে লাগ্‌লেন, টান্‌তে টান্‌তে সন্ধ্যা হলো। লোকজনকে বিদায় কোরে দিয়ে আমায় একটী বিরল ঘরে নিয়ে গেলেন, ঘরটী তাঁবুর দক্ষিণ পার্শ্বে। রাজপুত্র বোল্লেন, "সাদক! তোমার প্রতি ভালরূপ বিবেচনা হয়নি, আমার পিতা তোমার গুণের গৌরব কোল্লেন না, তুমি তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হোয়েছো"। আমি বোল্লেম "তা হোয়েছি সত্য"। রাজপুত্র বোল্লেন, "সেটা তুমি বিচিত্র মনে কোরোনা, পিতা আমাকেও অবিশ্বাস কোরেছেন, আমীর জেমলাকে প্রধান সেনাপতি কোরে, আমায় তার অধীন দ্বিতীয়

সেনাপতি কোরেছেন, আমি যে তাঁর কত উপকার কোরেছি, তাঁর মুখ চেয়ে কত যে পরিশ্রম কোরেছি, বলত তাঁর জন্যে শরীরটী একপ্রকার পতনই কোরেছি, এক্ষণে সে গুলি তিনি বিস্মৃত হোয়েছেন। সাদক! এত বেইমানি কি বরদাস্ত হয়! উপকারে অনুপকার! এত বেইমানি কার্ প্রাণে সহ্য হয়, তোমারও আমার মতে মত দেখ্তে পাচ্ছি, আমিও যা ভাব্ছি, তুমিও তাই ভাব্ছো, প্রতিফল দেবার অভিলাষ তোমার মনেও জাগ্ছে, আমার মনেও জাগ্ছে"।

আমি বোল্লেম "আজ্ঞা, না, আমার সে অভিলাষ নাই"।

ছোঃ! আমার সঙ্গে ভণ্ডামি কোরোনা, সত্য কথা বোলো, আমার পিতা তোমার সঙ্গে বেইমানি কোরেছেন, তার প্রতিফল দিয়ে তাঁরে যে শিক্ষা দাও এ ইচ্ছা তোমার মনে বেশ্ আছে, আমি যে তা দেখ্তে পাচ্ছি"।

আজ্ঞা, আমি যে পূর্ব্বে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোরেছি, "তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কোর্বো না"।

আমিও তোমায় ধোত্তে বলি না, কিন্তু সাদক! যখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ আমার গৌরবাস্পদ পিতামহ শাহাজাহান জীবিত আছেন, তখন রাজসিংহাসনের উপর আমার পিতার কি স্বত্ব কি অধিকার আছে, এখন নাকি পিতামহ বন্দী হোয়ে আছেন, তাই মানিয়ে যাচ্ছে, তাই কোন কথা কেউই বোল্ছে না, তিনি যদি অব্যাহতি পান, তবে অন্যূন দশহাজার লোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাদশাহ কোরে সিংহাসনে বসাতে প্রস্তুত হবে। উচিত্ত কাজ কোল্লে কি অন্যায় বিচার করা হয়? তাতো হয় না, তবে তুমি ভয় কোচ্চো কেন"? আমি বোল্লেম "শাজা-হান আমার মাথার মণি, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, যতদিন বাঁচবো, তাঁরি অনুগত হোয়ে থাক্বো, ইদানীং রোগে রোগে সম্রাটের শরীর ভগ্ন হওয়ায় আপনার খুল্লতাত দারার বাধ্য হোয়ে পোড়্লেন, তাই তাঁর পক্ষ আমায় ত্যাগ কোত্তে হলো। দারার অধীন হোয়ে থাক্তে

আমায় এতদিন প্রাণে বেঁচে থাক্‌তে হোতো না"। স্থলতান মামুদ বোল্লেন আমার পিতা যত মনে কোরেছেন, তাঁর সিংহাসন তত নির্ব্বিঘ্নের হবেনা, দিন কয়েক মাত্র আমাদের প্রাণপণে পরিশ্রম কোত্তে হবে। আরঙ্গজেব আমার পিতা বটেন, কিন্তু আমার মস্তক ছেদন কোত্তে তাঁর একটুও দুঃখ হয় না। দুর্ভাগ্য দারার মস্তকটী অনায়াসে ছিন্ন কোল্লেন, তাতে তাঁর একটুও মায়া হলো না"। আমি বোল্লেম "তবে তো আমাদের আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক"।

রাজ কুমার বোল্লেন "তা সত্য, আমাদের খুব সতর্ক হওয়াই আবশ্যক। যে সকল লোক অতি সামান্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য কি আলাপ কর্‌বার্‌ যোগ্য নয়, সেই সকল লোক লয়েই কাজ কোত্তে হবে, কেবল সতর্ক হবার নিমিত্তই এই পরামর্শ অনুসারে চোল্‌তে হোয়েছে।

হুজুর! কোন্‌ প্রকার লোক নিযুক্ত কোত্তে মনন্‌ কোরেছেন? স্থলতান মামুদ বোল্লেন, "একটী স্ত্রীলোক আছে, সে বড় চতুরা, তার নাম জীবা, সে একজন তায়ফাওয়ালি।" আমি অমনি চম্‌কে উঠে বোল্লেম, "আমি এই বাগানে আস্‌বার সময় তাকে দেখিছি বোধ হয়"।

রাজপুত্র বোল্লেন "তা হতে পারে, সে তখন আমার এইখানেই ছিল। আমি বোল্লেম, "হুজুর কি তাকে জানেন? সেব্যক্তিটা কে?"

স্থলতান মামুদ বোল্লেন "না, আমি তাকে চিনি না, শুনেছি সে একজন উত্তম গাইয়ে, তার খুব ফেরেব্‌ ফন্দি এসে, সে দমবাজির ফেরেব-বাজির ফাঁদপেতে একটী সাম্রাজ্য সংহার কোত্তে পারে। যে জন্যেই হোক্‌, আমার পিতার প্রতি তার বড় বিদ্বেষ্"।

আমি বোল্লেম, "সে ব্যক্তি আমারও পরমশত্রু, সে আমায় অনায়াসে ধরিয়ে দিতে পারে, একবার ধর্ম্মের দিকে চাইবে না, আমার প্রতি তার

এত কালঘৃণা" ! এই কথা বোলে সে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে যেরূপে আমার আলাপ হয়, আলাপ কোরে যে ফলও হয়, সে সমুদয় রাজকুমারকে অবগত করালেম। রাজপুত্র শুনে মনে মনে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন, ভেবে বোল্লেন, " তাকে বোলে এ অকৌশল মিটিয়ে দেবো"।

আমি বোল্লেম, "আমি কি এক লহমার নিমিত্তেও তার প্রাণঘাতি কার্য্যটী বিস্মৃত হোতে পার্‌বো মনে কোরেছেন ? তা কখনই পারবো না, তাঁর সঙ্গে কখনই আমার মনের মিল হবে না।

রাজপুত্র বোল্লেন, এ বড় বিষম সমস্যা ! তোমাদের দুই জনকেই আমার প্রয়োজন, কাকেও ছাড়্‌তে পারি না, তোমায় ধরিয়ে দিতে গেলে, সে যে আপনি ধরা পোড়্‌বে, তার কি ঠাউরেছো বল দেখি ; আমি বোল্লেম, সে আমায় ধরিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠিত হবে না, আমায় প্রতিফল দিতে পাল্লেই তার মনে আহ্লাদ হবে। হুজুর ! সে ব্যক্তি না থাক্‌লে কি চল্‌বে না ? সুদ্ধ আমরা কি কার্য্যসিদ্ধি কোরে তুল্‌তে পার্‌বো না ? রাজপুত্র বোল্লেন বোধ হয় পার্‌বো না, ঐ জীবা, যাকে তুমি নুরমহল বোল্‌ছো, সে দিল্লী সেনাপতির উপপত্নী, সেনাপতি ঐ স্ত্রীলোকটীর প্রণয়ে অন্ধ হোয়ে পড়েছেন, জীবা যে দিকে ফেরাবে, তিনি সেই দিকে ফির্‌বেন। ঐ স্ত্রীলোকটীকে মধ্যবর্ত্তিনী কোরে হয় বন্দী শাজাহানকে মুক্ত কোর্‌বো, নয় কেল্লার মধ্যে ফৌজ প্রবিষ্ট করাতে পার্‌বো, কিন্তু এ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দিল্লীর ভিতর এবং দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধু বান্ধবের দল পুষ্টি করা আবশ্যক, বিশেষতঃ রাজপুত যশমন্ত সিংহের আনুকূল্য আরও আবশ্যক। ঝিয়ন খার পুঁত্রেরও সহায়তা প্রয়োজন কোচ্ছে, তার পিতাকে আরঙ্গজেব হক্ না হক্ খুন কোরেছেন, তাই প্রতিফল দিবার নিমিত্ত তার অন্তঃকরণ ছট্‌ফট্ কোচ্ছে। আমি বোল্লেম, বন্ধু বান্ধবের তত দল বদ্ধ কোত্তে গেলে, টাকার দরকার হবে।

সুল্‌তান মামুদ বোল্লেন, “সাদক! সে কথা সত্য বটে; এই সম্বন্ধে, সেই তয়ফাওয়ালী স্ত্রীলোকটী মিত্রবৎ হোয়ে দাঁড়িয়েছে”। ঐ কথা শুনে অবাক্ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। রাজপুত্র বোল্লেন, “সাদক! সত্যই বোল্‌ছি, মাহিরদের সঙ্গে, ভিলেদের সঙ্গে, কথা স্থির হোয়ে গিয়েছে, ভিল আর মাহিরেরা চুরি ডাকাতি কোরে, লুট পাট কোরে, লোকের কাছ্ থেকে জবরদস্তি কেড়ে কুড়ে নিয়ে, আবশ্যক অর্থের আমদানী কোর্‌বে, তদ্ভিন্ন শাজাহানের কাছে বহু-মুল্যের রত্নও বিস্তর আছে, তবে আর খরচপত্রের অপ্রতুল হবার সম্ভাবনা কি।”

আমি বোল্লেম, আরঙ্গজেব সে রত্নগুলি জবরদস্তি কোরে চেয়ে পাঠিয়েছেন। রাজপুত্র বোল্লেন, আমি তা জানি, আমার পিতামহ তাঁর দাম্ভিক পুত্রকে যে কথা বলে পাঠিয়েছেন, তা শুনে পিতাকে আর রত্ন-গুলির জন্যে পিতামহকে বিরক্ত কোত্তে সাহস হবে না। শাজাহান বোলেছেন, রত্নগুলির জন্য পিতা যদি তাঁর কন্টক হন, তবে হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি চূর্ণ কোরেফেল্‌বেন, হাতুড়ীও তাঁর কাছে প্রস্তুত আছে।

আমি বোল্লেম, “তা হলেই ভাল, এক্ষণে এ অসম সাহসের অনু-ষ্ঠানে আমাকে কি কোত্তে হবে?” রাজপুত্র বোল্লেন. “তুমি রাজপুতনায় গিয়ে, রাজাদের সঙ্গে, ঠাকুরেদের সঙ্গে, সাক্ষাৎ কর, আমাদের মানস, আমাদের চেষ্টা, আমাদের অভিপ্রায়, তাঁদের কাণে ঝঙ্কার কোর্‌বে, আমি তোমায় ইঙ্গিত কোরে পাঠাবো, সেই ইঙ্গিত পেয়ে তাঁদের সৈন্যসামন্ত লয়ে একেবারে দিল্লীতে কুচ্ কোরে চোলে যাবে। দুর্গ অবরোধ করবার ভার আমার উপর রইলো। আরঙ্গজেব যদি কাল্‌প্রলয়ের ন্যায় প্রচণ্ড ঝড়বৎ হোয়ে আমাদের উপর আক্রমণ কোত্তে আসেন, তথাচ তাঁকে নিরাকৃত কোর্‌বো, সে ভার আমার উপর রইলো। তাঁর নিজের বিস্তর লোক তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, তবে মনে

কর, তারাও আমাদের পক্ষ হবে। বাদশাহ দীর্ঘজীবি হউন্, শাজা-হান দীর্ঘজীবি হউন, এই ঘোর নিনাদ শ্রবণ কোরে মৃতবৎ ব্যক্তির শরীরেও তেজস্ফূর্ত্তি হোতে দেখ্‌তে পাবে। সাদক! তুমি নিশ্চয় জেনো, আমার পিতার জীবন আমার কাছে অতি পবিত্র, যদিও আমার সম্বন্ধে তিনি পুত্রবৎসল নন্; কিন্তু আমি কদাচ পিতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হব না। ছয় জন ধাউড়ে, দুই জন উট্‌সোয়ার, সঙ্গে কোরে নিও; সময়ে সময়ে পত্রদ্বারা আমাকে সংবাদ লিখিও, কিন্তু সে পত্র চলিত প্রথায় লেখা হবে না, ঈশারায় লিখ্‌তে হবে, আমি ভিন্ন অন্য কেউই যেন বুঝ্‌তে না পারে। কখন কখন দেখাসাক্ষাৎ হবারও আবশ্যক হবে, তুমি কিন্তু আমার এখানে এসো না। ধনগড়্‌গঞ্জ নামক স্থান এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে, সেই স্থানটী আমাদের আড্‌ডাস্থল হবে, বেছে বেছে কতকগুলি প্রহরী সেইখানে নিযুক্ত কোরে রাখ্‌বো। এই আংটি দেখালে তোমায় সেখানে যেতে দেবে (একটী আংটি প্রদান করা হলো) "এন্‌সাফ্" আমাদের সাঙ্কেতিক কথা, সৈন্যসংগ্রহ ও বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ কর্‌বার পূর্ব্বে একবার সে স্থানটা তোমার দেখা উচিত, আমি এক জন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দেবো, সে তোমায় সেই অপূর্ব্ব কার্য্যোপযোগী স্থানে নিয়ে যাবে, কাল সূর্য্য উদয় না হতেই সোয়ার হোয়ে এই বাগানের দিকে সরাসর চোলে এসো, সেই লোকটী তোমার সঙ্গী হবে, তার মুখে সাঙ্কেতিক কথা শুন্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে সে ব্যক্তি তোমার মিত্র বই শত্রু নয়, এই এক তোড়া মোহর লও, তোমার বিবেচনা মত খরচপত্র করিও। যে সকল রাজাদের কাছে সাহায্য পাবার আশা আছে, তাদের নামে আমি পত্র দেবো, তোমার পথ প্রদর্শক সেই পত্র তোমার জিম্মে কোরেদেবে, তদ্ভিন্ন উট্, হর্‌করা, চোপ্‌দার, জমাদার প্রভৃতি যা যা তোমার প্রয়োজন হবে, তারও বন্দোবস্ত কোরে দেবে।

এই সকল কথা স্থির হোয়ে মোহরের তোড়াটী নিয়ে বিদায় হোলেম, যাবার সময় বোল্লেম "যে পক্ষ ধর্ম্ম, সেই পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী উপকার কোত্তে চেষ্টা কোর্‌বো"। বাড়ীতে এসে মনে কত কি উদয় হতে লাগ্‌লো, কার্ পক্ষ হব, কার্ পক্ষ না হব, শুয়ে পোড়ে সেই চিন্তাই কোত্তে লাগ্‌লেম, ভাব্‌লেম, আরঙ্গজেবের বলপ্রতাপ এক্ষণে সকলের অপেক্ষা প্রবল, শাজাহান শরীর গতিকেও দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধবের দলও ক্ষীণ হোয়ে পোড়েছে। মনে করুন স্থল্‌তান মামুদ যেন জয়ীই হোলেন, কিন্তু যার জন্যে আমরা প্রাণ ওষ্ঠাগত কোর্‌বো, তিনি আর কত দিন বাঁচ্‌বেন, সে বিষয় স্থল্‌তান মামুদও চিন্তা না কোচ্ছেন তা নয়।

রাজপুত্র মনে মনে স্থির কোরেছিলেন শাজাহানের মৃত্যুর পর, তিনিই সিংহাসন গ্রহণ কোর্‌বেন, তবে আরঙ্গজেবের দশাটা কি হবে, সে বিষয়ে তিনি কি বিবেচনা কোরেছিলেন? স্থল্‌তান মামুদ কি মনে কোরেছেন, আরঙ্গজেব পদচ্যুত হোয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন? না, কখনই না, সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত থাক্‌বার লোক নয়, যত দিন স্বপদে থাক্‌বেন, তত দিন কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। স্থল্‌তান মামুদ কিন্তু মনে মনে নক্‌সা এঁকে স্থির কোরে রেখেছেন, আরঙ্গজেবকে যদি প্রাণে নষ্টও না করেন, কারাগারে যে বন্দী কোরে রাখ্‌বেন তার আর সন্দেহ নাই। আমি যে একটা ঘোর শঙ্কটাপন্ন, ঘোর সংশয়াপন্ন দুঃসাহসে আরূঢ় হোতে যাচ্ছি, সেটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু হোলে কি হয়, আরঙ্গজেবের আচরণ স্মরণ কোরে আমার হৃদয় দগ্ধ হোচ্ছিল, তাই মনে মনে অহঙ্কার কোত্তে লাগ্‌লেম, আমি যে কত বড় উপযুক্ত লোক, এইবার তাঁকে জানিয়ে দেবো, অনাদর না কোরে তিনি যদি আমার সমাদর কোত্তেন, তাঁর যে তাতে কত বড় উপকার হোত্তো, তাই একবার জ্ঞান দিয়ে দেবো। আরঙ্গজেব কেন আমার

অনাদর কোল্লেন, সেই কথা স্মরণ কোরে উদ্বেগে যতই অস্থির হোতে লাগ্‌লেম, ততই তাঁর আচরণগুলি মনে উদয় হোয়ে তাঁর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগ্‌লো। অধিকদিনের কথা নয়, সে দিনমাত্র আমি তাঁর জীবন রক্ষা কোরে দিইছি, সে দিনমাত্র আমি তাঁকে জয়ী কোরে দিইছি, তথাচ তিনি কেন আমায় ঔদাস্য কোল্লেন? যারা আমার মত তত উপযুক্ত নয়, তারা আমার উপরপদে নিযুক্ত হলো, এ অবিচার আরঙ্গজেব কেন কোল্লেন? সুল্‌তান মামুদ কি এরূপ ব্যবহার কোত্তে পরামর্শ দিয়েছেন? তাঁর অনুসেবায় আমায় নিযুক্ত কোর্‌বেন বোলে রাজপুত্র স্বয়ং এ পরামর্শ দিলেও দিতে পারেন, তাও যদি না হয়, আরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র সুল্‌তান মাজম আমার প্রতি সন্দেহ কোরে কুপরামর্শ দিয়ে থাক্‌বেন, যাতেই যা হোক, ফলে আরঙ্গজেবের শরীরে যদি কণিকামাত্র কৃতজ্ঞতা রস থাকিত, তবে এ সকল পরামর্শ দাতার কথায় কদাচ কর্ণপাত কোত্তেন না। সাতপাঁচ চিন্তা কোরে শেষে এই স্থির কোল্লেম, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের সময় বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের গুণ গৌরবগুলি বিস্মৃত হয়, সে ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করা নিতান্ত উচিত, তাতে অধর্ম্ম নাই, বিশেষতঃ তত খুন, তত হত্যা, তত শোণিতপাত কোরে যেব্যক্তি সিংহাসন অধিকার কোরেছে, সে ব্যক্তিকে অধঃপাতে পাঠাবার নিমিত্ত বিধিমতে যত্ন, সাধ্যমতে চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য। একেতো হতাদর ক্ষতমান হোয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনায় ছটফট্‌ কোচ্ছি, তার উপর আবার দরিদ্রতার বিকট দংশনে আন্তরিক কষ্ট পেয়ে পিতৃবিরোধী পুত্রের দলে নিবিষ্ট হোলেম, মনে মনে স্থির কোল্লেম, এ দুঃসাহসে লিপ্ত থেকে যাতে জয়লাভ হয়, প্রাণপণে তারি চেষ্টা কোর্‌বো, শেষ রক্তফোঁটাটুকু পর্য্যন্ত আহুতি দিয়ে যদি শরীর পতন কোত্তে হয়, তাও কোর্‌বো। সলিমানকে বোল্লেম, "আমি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাবো, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে

হবে, লুচারেরও ইচ্ছা আমার সঙ্গে যায়, কিন্তু আমি তারে সঙ্গে নিলেম না, তাই তার মনে অতিশয় কষ্ট হোলো, সেব্যক্তি নৈরাশ হোয়ে কতই দুঃখ জানাতে লাগ্‌লো। লুচার্‌কে সঙ্গে না নেবার তাৎপর্য্য এই, যে গুপ্তরাজপ্রসাদ আমার উপর সমর্পণ করা হোয়েছে, সে বিষয় যতই অপ্রকাশ থাকে, ততই ভাল। লুচার বোল্লে, "আবার যেন মাহিরেদের চক্রে জোড়িয়ে যাবেন না, এবার যেন খুব সাবধানে থাকা হয়। আমি বোল্লেম, "এবার আর সে ভয় নাই, আমরা সে পথ দিয়ে যাবোনা।" লুচার বোল্লে "একটা কথা বোল্‌তে ভুলেছি, কাল দৈবাৎ মায়ের সঙ্গে দেখাটা ঘটে গেল," আমি বোল্লেম, "ভালই তো, সে তোমায় কি বোল্লে"।

না, হুজুর! বলাবলি কিছুই নাই, আজ্‌কাল সে বড় কোসে গিয়েছে, তার ঠোঁট দুটী যুড়েই আছে, কখন খুলে যেতে দেখ্‌লেম না, আমি বোল্লেম, "তবে সে তোমার উপর রেগে আছে।"

লুচার বোল্লে, "সেটা সম্ভব বটে, সে কথা আর নূতন কি, সে তো চিরকালই রেগে আছে, দশখান মোহর এখনও তার মনে লেগে আছে, তার জন্যে সে আমায় কখনই ক্ষমা কোর্‌বে না।"

আমি বোল্লেম, "তোর মা কোথায় থাকে? কোথায় সে চাক্‌রি করে?

লুচার বোল্লে "দোহাই আল্লার! এইবারে আমায় ভারি ফেসাতে ফেল্লেন, আমি মায়ের সঙ্গে এগলি সেগলি ঘুরে ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু সে যেখানে থাকে, সেদিকে সে মোত্তেও গেলনা।"

আমার আর সময় নাই যে, বোসে বোসে পরামাণিকের ন্যাকামোর কথা শুনি, সলিমানকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পোড়্‌লেম। যেমন আপ্‌তাপ বাগিচা ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, সেই সময় কঠোর দর্শন অথচ মর্যাদাবান একটী পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, সেব্যক্তি

একটী কৃষ্ণধূসর ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে আছে, একখানি মস্ত ল্যাঙ্গা তলওয়ার তাঁর পাশে ঝুল্‌ছে, তলওয়ারখানির উভয় প্রান্ত সুতীক্ষ্ণ, কোমরে দুখানি ছোরা, ব্যাঘ্রচর্ম্মকোষে আচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট লৌহকুর্ত্তি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত, তার উপর মল্‌মলের আঙ্গ্‌রাখা, মুখেতে অনেকগুলি ক্ষতের চিহ্ন, নিবিড় জঙ্গলের ন্যায় দাড়ি, দেখে বোধ হলো, ঐ দাড়িটী একটী গভীর মর্ম্মক্ষত আচ্ছাদিত কোরে রেখেছে, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর, মাথায় একটা বৃহৎ সবুজ পাগড়ি, পায় পায়জামা, পূর্ব্বে সাদা ছিল, এক্ষণে কাদামাটি লেগে মলিন হয়েছে, বোধ হয় তাতে রক্তের দাগও লেগেছিল। এই দীর্ঘাকার পুরুষটী আমার সুমুখে এসে "এন্‌সাফ" এই সাঙ্কেতিক বাক্যটী বোল্লেন আমি তখন বোল্লেম, "তবে অগ্রগামী হউন্"। সলিমান দেখে শুনে বিবর্ণ হোয়ে গেল, সে মনে কোল্লে, এ পুরুষটী মল্লযুদ্ধের আহ্বান কোত্তে এসেছে, শেষে যখন দেখ্‌লে আমরা নিরুদ্বেগে পথ বেয়ে চোলেছি, আমাদের মধ্যে কোন বাদবিসম্বাদ নাই, তখন প্রফুল্লিত হোয়ে সেরি-গিয়ার টপ্‌পা গাইতে লাগ্‌লো, তৎকালীন আগরা সহরে ঐ টপ্পার বড় গৌরব। সলিমানের প্রফুল্লচিত্ত দেখে আমার মনে মনে হিংসা হোতে লাগ্‌লো, তার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থা মিলিয়ে দেখলেম, সে আমার চেয়ে অনেক সুখী, যতক্ষণ তার উদরটী শান্ত থাকে, তত-ক্ষণ তার মনে কোন তাপপাপ থাকেনা, ততক্ষণ সে কিছুতেই বিরক্ত হয়না। আমি আমার মাথা লয়েই ব্যতিব্যস্ত, মাথাটা বাঁচাবার নিমিত্ত কতই চিন্তা কোচ্ছিলেম, কবে যে ছিন্ন হবে তার ঠিকানা ছিলনা, এমন স্থান নাই যে, সেই স্থানে মাথাটা রেখে নির্ভাবনা হই। ধনগড়গঞ্জ নামক পর্ব্বত কন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, আমার সহচরের মুখে একটী কথাও শুন্‌তে পাই নাই, পথ গুলি ছোট ছোট ঝোপে আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাই আরও মনে মনে আক্ষেপ কোত্তে লাগলেম, এমন বাগ্-

দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গে কেন এলেম, সহপথিকের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোধ হোতে লাগ্‌লো, এব্যক্তি অতি মন্দ প্রকৃতির লোক। পর্ব্বততলে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেবে পোড়্‌লেম, নেবে পোড়ে সুলতান মামুদের নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতগুহার ভিতর প্রবেশ কোল্লেম, কন্দরের প্রবেশমুখটী অতি বৃহৎ, দেখে বোধ হলো যেন আকাশ পাতাল হাঁকোরে গ্রাস কোত্তে আস্‌ছে। আমার সহচর সেই বিস্তৃতমুখ কন্দরের মধ্যে ঘোড়া নিয়ে চোলে গেলেন, আমায়ও ইশারা কোরে ঘোড়া শুদ্ধ তার মধ্যে যেতে বোল্লেন। সলিমান আর আমি দেখে শুনে চমৎকৃত হোয়ে গেলেম, ভিতরে প্রবেশ কোরে দেখি, বৃহৎ ময়দানের মতন চারিদিকে দরাজস্থান পোড়ে রোয়েছে, সে স্থানটী কেবল অশ্বেতে পরিপূর্ণ, অশ্বগুলির পা রশী দিয়ে বাঁধা, ঘাস খেতে খেতে এক একবার মাথা উঁচু কোরে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তিনটী নূতন ঘোড়া এসেছে তাই যেন স্বাগত বোলে তাদের আহ্বান কোচ্ছিল, তাদের দেখে মিত্রবৎ হেসারব কোরে আনন্দ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লো। এস্থলে বিস্তর লোক উপস্থিত দেখলেম, তাদের মধ্যে অনেকেই আরব জাতীয়, সকলেই ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত, কেউ গা মোল্‌ছে, কেউ পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ জিনপোষ, কেউ লাগাম, কেউ কজাই মেরামত কোচ্ছে, কেউ বা বোসে আছে, তাদের দেখে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম, এই সকল কালান্তক নিষ্ঠুর প্রাণীদের সঙ্গে আমায় বাস কোত্তে হবে, কিন্তু সেটী আমার ভুল। আমার পথপ্রদর্শক ইশারা করায় আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চোল্লেম। এই আস্তাবোলের দক্ষিণ পাশে আর একটী কন্দর আছে, তার সুমুখে নিরেট খিলেন গাঁথুনির একটী ছোট দরজা, আমরা তার ভিতরে প্রবেশ কোত্তে পেলেম না, ঐ দরজা আমাদের পথ অবরোধ কোল্লে। ঐ ছোট দরজার গায় পায়রাখোপের মত একটী ক্ষুদ্র কাটা দরজা ছিল, ঐ কাটা দরজার বগলে একহাত লম্বা লোহার গরাদে দেখা যাচ্ছিল। আমার সহপথিক সেই ছোট দরজার

উপর স্পষ্ট স্পষ্ট চারিবার সবলে আঘাত কোল্লেন, কাটা দরজাটি খুলে গেল, তার পর ভিতরে মাথা গলিয়ে দিয়ে, সেই গরাদের উপর মুখ রেখে, সাঙ্কেতিক বাক্য "এন্‌সাফ" উচ্চারণ কোল্লেন, তার পরেই দরজাটী আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম, সলিমানকে বাহিরে একটী স্থান দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে সেই খানে আমার ঘোড়ার হেফাজাত কোত্তে লাগ্‌লো। যে কন্দরে প্রবেশ কোল্লেম, সেটী যুদ্ধাস্ত্র রাখ্‌বার স্থান, (শিলাখানা) উপরে পাহাড়, ঐ পাহাড়ের ছিদ্রদিয়ে তার মধ্যে আলো প্রবেশ কোত্তো। এখানে যে সকল লোক্‌কে দেখলেম, তারা আস্তাবোলের লোক অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক ভদ্র। একটী লোক আমায় সেলাম কোরে কুশল জিজ্ঞাসা কোত্তে লাগ্‌লো, তার কণ্ঠস্বর আমার বেশ স্মরণ ছিল, আমি মনে কোরেছিলেম সে কণ্ঠস্বর জন্মের মতন নীরব হোয়ে গিয়েছে। এব্যক্তি কলম্‌বেগ্‌, নজফালীখাঁর কার্‌পর্‌দাজ, তাকে দেখ্‌তে পেয়ে বিস্ময়াপন্ন হোলেম, আমি যে তাকে চিন্‌তে পেরেছি তাই জান্‌তে পেরে, সেব্যক্তি অপ্রতিভের মত হোয়ে লাঞ্ছিত লজ্জিত হোতে লাগ্‌লো। তাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কে, ও! কলম্‌বেগ? তুমি না কলম্‌বেগ?" হাঁ আমি কলমবেগ্‌ই বটে, সেই বৃদ্ধার নষ্টামী চক্রে পোড়ে প্রাণে মারা পোড়েছিলেম আর কি, নজফালীখাঁও আমার প্রতি সন্দেহ কোরেছিলেন। আল্লা বিচার কোর্‌বেন, আমি তাঁকে অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই; আবার যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা,—

আমি বোল্লেম, "থাক্‌ থাক্‌, আর দেখা কোত্তে হবে না, তিনি জীবিত নাই, কবরে না গেলে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না"।

কি বোল্‌ছেন আপনি? নজফালী খাঁ মোরেছেন! তিনি বেঁচে নাই!

আর একটী স্বর অমনি বোলে উঠ্‌লো, "কি! সে কাল্‌নিষ্ঠুরের মৃত্যু হোয়েছে? কিসে মোলো? লড়াই কোরে? এটী রুস্তমের কণ্ঠস্বর।

আমি বোল্লেম, "না, লড়াই কোরে মরেনি, মাহিরেদের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায়, তারা একটী তীর মারে, সেই তীর তাঁর বক্ষঃস্থল ভেদ করে" ।

কলমবেগ্ বোল্লে, "তবে তার শৃগাল কুকুরের মত মৃত্যু হোয়েছে ! ভালই হোয়েছে, ঐরূপ পাপমৃত্যু তার হওয়াই উচিত ছিল । মাহিরেদের মধ্যে সে কি কোরে প্রবেশ কোল্লে" ?

মাহিরেদের সঙ্গে নজফালী খাঁর যেরূপ সাক্ষাত হয়, সে বৃত্তান্ত অবগত করালেম, তারা শুনে শিউরিয়ে উঠে বোল্লে "এইটীই তার অদৃষ্টে লেখাছিল ।"

রস্তম বোল্লে "আপনি যে বোল্লেন একজন নাচওয়ালী চক্র কোরে আপনার লোকের হাতেথেকে নজফালীকে ছিনিয়ে লয়ে যায়, সে স্ত্রীলোকটী কে ? কেন সে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ? তার দর্কার্ কি ছিল ?

এই সময় কর্কশদর্শন সহচর বোল্লেন "আর ফাল্‌তো কথা নিয়ে সময় নষ্ট কোল্লে কি হবে ? এসো এখন কাজে যাওয়া যাক" । এইকথা বোলেই অসুরের মত বজ্রতেজে আমার একখানা হাত চেপে ধোরে, একটী নির্জ্জন কোনে টেনে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে বোল্লেন "ও সকল লোকের সব কথায় উত্তর দিতে নেই, তাদের সকল সন্ধান বোল্‌তে নেই, তুমি খুব্ সাবধান হোয়ে চোল্‌বে । নুর্‌মহল, কিম্বা যাকে আমরা জীবা বলি, তার নাম এদের কাছে কোরোনা, তার সম্বন্ধে কোন কথা এদের কাছে বোলোনা, নুরমহলের বিষয় এরা কিছুই জানেনা । আমি শুনেছি নুরমহলের কথাক্রমে নজফালী খাঁ এদের কয়েদ করেন, এক্ষণে যদি তারা জান্‌তে পারে জীবা সেই নুর্‌মহল, তাহলে আমাদের বিপদ ঘট্‌বার সম্ভবনা, তখন এরা আমাদের কাজকথা একপাশে ফেলে রেখে, নূর্‌মহল কিসে জব্দ হবে তারি চেষ্টা কোর্‌বে, তাতেই তারা মত্ত হবে, নুরমহলও জানেনা এ সকল লোক এপর্য্যন্ত বেঁচে

আছে, এরা যে আমাদের কর্ম্মে ব্রতী হোয়েছে, নুর্ মহল তাও জানে না, তাই তোমার চুপ কোরে থাকাই ভাল"। আমি এই ইঙ্গিত পেয়ে অতিশয় বাধিত, অতিশয় আপ্যায়িত হোলেম, শুন্‌লেম, আমার সহচরের নাম বকারালী, সকলে কিন্তু বীরকেশরী বোলে ডেকে থাকে। মৃত্তিকা-উদরস্থিত এই কন্দরে কিছু দিন বাস কোরে এখানকার স্বভাবতঃ অস্পষ্ট আলো আমার অভ্যাস গত হলো, অনেক পরিচিত লোকের মুখ দেখ্‌তে পেয়ে তাদের চিন্‌তে পাল্লেম, আগে মনে করেছিলেম, তারা বহুকাল মানবলীলা সম্বরণ করেছে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকগুলি রজপুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, দারা কর্ত্তৃক তারা গোয়ালিয়রে বন্দী হোয়ে থাকে, সেখানে প্রাণহন্তা পোস্তসরবতের প্রভাবে ক্রমে শীর্ণ হোয়ে, ক্রমে জীর্ণ হোয়ে, কালগ্রাসে পতিত হোতে হয়, তাই দারাও স্থির কোরেছিলেন, আমিও স্থির কোরেছিলেম, তারা অকালে মৃত্যুমুখে অবসান হোয়েছে। দারার কুপরামর্শমতে শাজাহানও কতকগুলি লোককে কয়েদ করেন, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবও অনেকগুলি লোককে কারারুদ্ধ করেন, আজ সেই সকল লোককে পাতাল পুরে বাস কোত্তে দেখ্‌লেম, আরঙ্গজেবের কয়েদীরা প্রতিফল দেবার নিমিত্ত ক্রোধে কালাগ্নির ন্যায় হোয়েছে, কতদিনে দাদ্ তুল্‌বে, কতদিনে আড়ি সাধবে, তাই ব্যগ্র হোয়ে বেড়াচ্ছে, যাঁরা রাগদ্বেষহিংসায় উগ্রমূর্ত্তি হোয়ে মুখে আক্রোশ প্রকাশ কোচ্ছিলেন, অপহৃত ঝীহন সিংহের দুটী পুত্রও সেই দলে দলভুক্ত ছিল। তারা পিতার মৃত্যুতে শোকাকুল হোয়ে, দিবারাত্র বিলাপ কোত্তো, মুখে সর্ব্বদা বোল্‌তো "আরঙ্গজেব কি পাপিষ্ঠ,পিতাকে প্রাণে নষ্ট কোরে কি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ কোরেছে, রাজকুমার চণ্ডালের মত, মুচির মত, হাড়ির মত ব্যবহার কোরেছে।" ঝীহন খাঁ রাজপুত্র দারাকে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ কোরেছিল বোলেই তাঁর ভত শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হোয়ে পোড়েছে, তবে সেব্যক্তিকে

তাঁর সৌভাগ্যের মূলাধার বোল্‌তে হবে । ঐ দুই কালমূর্ত্তি যুবা রজপু-তের হৃদয়ে প্রতিহিংসা অনল দুরন্তবেগে প্রজ্বলিত হোচ্ছিল, দেখে বোধ হলো তাদের ক্ষমতা থাক্‌লে আরঙ্গজেবকে ছিড়ে খণ্ড খণ্ড কোত্তো। এই সকল লোক নিয়ে তিন হাজার রজপুত আমাদের পক্ষ হয়, মুখদিয়ে এক কথা বেরুলেই তখনি তারা রণমত্ত হোয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ।

গোয়ালিয়রের জেল খানার মধ্যে যে সকল লোক মরেছে বোলে জ্ঞানছিল, শুন্‌তে পেলেম তারা ঘুসদিয়ে মুক্তি লাভ করে । বকারালী, যাঁর উপনাম সেরসাহেব, ঐ জেলখানার অধ্যক্ষ ছিলেন, লাভের অনুরোধেই হোক্, কিম্বা দয়া কোরেই হোক্, তিনি ঐ সকল লোককে মুক্তি দান দিয়ে দারা ও শাজাহান উভয়কেই প্রতারিত করেন, রীতি-মত তাঁদের আজ্ঞাপালন হোচ্ছিল কি না, সে বিষয় তাঁরা স্বপ্নেও জান্‌তেন না । বকারালী বোল্লেন "এক্ষণে আমরা গুণ্‌তিতে পাঁচহাজার প্রাণীও হবো না, আরঙ্গজেব ইঙ্গিতে ত্রিশহাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পারেন, ঐ ত্রিশহাজারের সঙ্গে আমাদের একমুষ্টি লোক নিয়ে সমক-ক্ষতা করা উচিত হয় না । আমরা এখানে যে পঁচিশজন সরদার উপস্থিত আছি, ঐ পঁচিশজন চারিদিকে ছোড়িয়ে পোড়লে ভাল হয়, কি ব্যক্তিকে একটী সময় বেঁধে যেতে হয়, ঠিক সেই সময়ে পাঁচশত লোক সঙ্গে নিয়ে তাঁকে এখানে ফিরে আসতে হবে, পাঁচশতের অতিরিক্ত হলে আরও ভাল হয় । রাজপুত্র সুজার যে লস্করদল ছত্রভঙ্গ হোয়ে পোড়েচে, আমি তাদের একত্র কোরে হাজার লোক সংগ্রহ কোত্তে পার্‌বো, তদ্ভিন্ন আরঙ্গজেবের লস্করের মধ্যে অসন্তুষ্ট জন্মিয়ে তাদের মনভঙ্গ কোরে দেবো, তাতেও তিনহাজার লোক হস্তগত হবার উপায় হবে । সাদক! তুমিও একজন বীরপুরুষ, তোমাকেও চারিদিকে চেষ্টা কোরে লোক সংগ্রহ কোত্তে হবে । আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমাদের বীরবিক্রান্ত

রাজপুত্রের মন প্রফুল্লিত কোত্তে পার্বো, তিনি তাঁর দুরাক্রান্ত বৃদ্ধ পিতামহকে উদ্ধার কর্বার্ নিমিত্ত শশব্যস্ত হোয়ে বেড়াচ্ছেন। যাতে তাঁর মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, সেটী আমাদের করা উচিত। ঐ কথা শুনে আমরা অমনি বোলে উঠ্লেম, "সম্রাট দীর্ঘজীবি হউন, শাজাহান দীর্ঘজীবি হউন," তার পরেই প্রতিজ্ঞা কোল্লেম তাঁর জন্যে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

কিসে আমাদের জয়লাভ হবে, আমরা যখন সেই সকল কৌশল চিন্তা কোচ্ছিলেম, সেই সময় আস্তাবোলের মধ্যে হঠাৎ একটা গোল্-মাল্ শোনা গেল, বোধ হলো বাহিরে যেন একটা আকুণ্ডুকুণ্ডু বেঁধে উঠেছে, তখন তার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্তে পাল্লেম না, কিন্তু মনে বড় ত্রাস হলো, সকলেই তল্ওয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে, মনে কোরেছে শত্রুপক্ষেরা আমাদের কেল্লা উড়িয়ে দিতে এসেছে। সেরসাহেব মর দানা গলায় হেঁকে হেঁকে বোল্তে লাগ্লেন, "আমার বীর্ পুত্র সকল! ভয় কি! সাহসের উপর নির্ভর কর! যে ব্যক্তি এরমধ্যে মাথা গলাবে, সে জাহান্নমে যাবে, ফলে তিনি তখন যমের দোসোরের ন্যায় ভীষণ কালমূর্ত্তি ধারণ কোরে দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর দুমুখো তলওয়ার খানি দুহাত দিয়ে কোসে ধোরে, কাঁদের উপর রেখে, প্রস্তুত হোয়ে রইলেন, যে কেহ দুঃসাহস কোরে দরজার ভিতর মাথা দেবে, তারে তৎক্ষণাৎ সংহার কোর্বেন। কিন্তু তত ডামাডোলের পর তোপ মুরচার ঘন গভীর ধ্বনির পরিবর্ত্তে চারটী মাত্র কোমল আঘাত শুনতে পেলেম্, আমরা পাশকাটা দরজাটি টেনে খুলে ফেল্লেম, একটী লোক লোহার গরাদের কাছে, "এন্সাফ, এন্সাফ কোরে উঠ্লো, ঐ ইঙ্গিত বাক্য শুন্তে পেয়ে আমরা নির্ভয় হোলেম, দরজাটী খুলে দেওয়া গেল, একজন মাহির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হোয়ে কন্দরে প্রবেশ কোল্লে, প্রবেশ কোরেই মৃতবৎ অবসন্ন হোয়ে ভূতলশায়ী হলো, বাইরে কিন্তু

পূর্ব্বের মতই মহাগোলমাল্ মহাধুমধাম্ চোলেছে, জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, আজবেক্, কাবুল, গিজনি প্রভৃতি দেশ সংক্রান্ত কতকগুলি রাজপ্রতিনিধি আগ্রা থেকে অসুমার লুটের মাল নিয়ে স্বদেশে চোলে যাচ্ছিলেন, আমাদের একান্ত অনুগত অথচ আমাদের অনুসেবায় নিযুক্ত একদল মাহির রাহাজানী কোরে তাঁদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, কাড়াকাড়ির সময় ভয়ঙ্কর কাটাকাটি মারামারি হোয়ে গিয়েছে, সকলকেই ক্ষতবিক্ষত হোতে হয়েছিল, যার শরীরে অস্ত্রাঘাতের বিকট নিদর্শন দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিল না, এমন লোকই ছিলনা। অপহৃত সম্পত্তি গুলি তৎক্ষণাৎ কন্দরের ভিতরে এনে রাখা হলো, ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেদের সেবা শুশ্রুষা চোলতে লাগ্‌লো, সেরসাহেব বোল্লেন "এই তো চাই, সবদিক ভালরূপই চোল্‌ছে। আজন্! দেখ যেন বীররত্ন মাহিরেদের প্রতি বেশ্ স্নেহ যত্ন করা হয়, আরবীয় হাকিম্ বেন্‌হামেত্ যেন তাঁদের চিকিৎসা করেন, হাকিম যেন মন দিয়ে দেখেন শুনেন, যখন আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌বে, তখন তাদের পেট্‌ভোরে মদখেতে দিও, তাতে যেন ক্রটী না হয়, মদ তাদের যত প্রিয় ; পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নয়, এসো এখন গাট্রিগুলি খুলি, এরা লুট কোরে কি নিয়ে এসেছে দেখাই যাক," আমরা খুলে দেখি গাঁট গুলি বিস্তর বহুমুল্য দ্রব্যে ঠাসা রোয়েছে,—হীরা, মুক্তা, চুনি, পান্না, সাল, রুমাল্, রেশম, মোহর, সোণা, রুপো, সুমুখে স্তুপাকার কোরে ফেল্লেম, সেরসাহেব বোল্লেন, "রত্নগুলি আগ্‌রায় কোন ক্রমেই পাঠান হবেনা। আমল খাঁ! আমি জানি কোন্ জিনিসের কি দর তা তুমি বেশ অবগত আছ, তুমি এ রত্নগুলি দিল্লীতে নিয়ে বিক্রী কর, দেখো! বেশ্ গুমরে, বেশ দরে, বিক্রী কোত্তে চাও, এ গুলি বিক্রী কোরে যে টাকা পাবে, ঐ টাকায় মোহর গেঁথে নিয়ে এসো। সাদক! সাল রুমাল্ আর রেশমের বস্ত্রগুলি তোমার জিম্মে থাক, তুমি ঐ গুলি সঙ্গে কোরে নিয়ে যেও, রাজাদের উপহার দেবে,

তাঁদের কাছে যে সাল রুমাল পুরস্কার পাবে,সে গুলি যত লাভে পারো বিক্রী কোরে নগদ টাকা নিয়ে এসো। বেলা দুই প্রহর হোয়েছে, আর এখানে থাকা নয়, এখন একটু আরাম করা যাক্, অবকাশ পেলেই একটু সুস্থ হোয়ে শরীরের বল কোরে নিতে হয়, নচেৎ মেজাজ ভাল থাকেনা"। আরাম কোরবো কি, এদিকে ক্ষতগ্রস্ত মাহিরেরা চীৎকার কোচ্ছে, তাদের সেবা শুশ্রূষা না কোল্লে নয়। হাকিম বেন্‌হামেত এখানে পৌঁছিলে এক ঘন্টা পরে তাঁর মৃত্যু হয়, সুতরাং তাঁর দ্বারা চিকিৎসা করানো হোয়ে উঠ্‌লোনা। হাকিমের পারিষদেরা এই বিষাদাবহ ঘটনা উপলক্ষে বাড়িতে ডাকাত পড়বার ন্যায় চীৎকার শব্দে হাহাকার কোত্তে লাগলেন, তাঁদের সকরুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ কোরে মরামানুষ পর্য্যন্ত জাগ্রত হোয়ে উঠে। পারিষদেরা বোল্লে, "হাকিমের কবর না হোলে তারা অন্ন জল গ্রহণ কোর্‌বে না।" বকারালী তাদের সান্ত্বনা করবার নিমিত্ত অনেক যত্ন কোত্তে লাগলেন, তাঁর মনে ভয় হোলো, কি জানি যদি দৈবাৎ কোন পথিক এই রাস্তা দিয়ে চোলে যায়, সেব্যক্তি ঐ রোদনধ্বনি শুনে আমাদের সন্ধান জান্‌তে পার্‌বে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত হাকিমের কবর না হোয়েছিল, সে পর্য্যন্ত তারা শৃগাল কুকুরের মতন কেবল হাউ হাউ কোরে দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তে লাগলো, অবশেষে হাকিমের কবর দেওয়া হোলো, তখন নিশ্চিন্ত হোয়ে শুধু মাটির উপর শুয়ে পোড়্‌লো, সকলেই অগাধনিদ্রায় অভিভুত হোলো। আমার পক্ষে কিন্তু তা নয়, আমার অনেক চিন্তা ছিল; মনে সুখ ছিলনা, তাই আমার ঘুম্ হোলনা, নিস্তব্ধ হোয়ে অমনি পোড়ে ছিলেম, অথচ লোকে বোধ কোল্লে যেন কতই ঘুমুচ্ছি। একটু পরে কে যেন খট্ খট্ মচ্‌মচ্ কোচ্ছে শুন্‌তে পেলেম, কেউ যেন কিছু নাড়ছে, কি সরিয়ে রাখ্‌ছে, এইরূপ জ্ঞান হোলো। চোক্ মেলিয়ে চেয়ে দেখি, যা ভেবে ছিলেম তাই বটে, আমার ভ্রম নয়, রস্তম উঠে তাঁর নিকটে যারা যারা শুয়ে ছিলো, তারা ঘুমুচ্ছে

কি না, তাই ঠাউরে ঠাউরে একবার নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লে, তখন কিন্তু সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল, তাই নির্ব্বিঘ্ন মনে কোরে নিঃসাড়ে মালখানায় গিয়ে একটী গাঁট্‌রি খুল্‌ছিলো। আমি ভাবলেম এখন সাড়াদিয়ে গোলমাল কোরবো না, সে কিছু আত্মসাৎ করে কি না আগে দেখি, তা যদি হয়, তখন তাড়া দেওয়া যাবে। রুস্তম যে তত হাট্‌চোর ছিল, আমি তা পূর্ব্বে জান্‌তেম না। আমার অপেক্ষাও আর একটী সতর্ক চক্ষু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রস্‌তমের চরিত্রের প্রতি চেয়ে দেখছিল, হতভাগা রুস্তম যেমন একটী গাঁট্‌রি খুলেছে, সেরসাহেব অমনি ধড়্‌মড়িয়ে উঠেই তার মাথাটা টক্‌কোরে কেটে ফেলে দিলেন। তখনি একটা গোলমাল হোয়ে উঠ্‌লো, সেই গোলমালে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তারা মনে কোল্লে শত্রু এসে প্রবেশ কোরেছে, বিশেষতঃ বকা-রালীর উগ্র করাল মূর্ত্তি দেখে, তাদের যেন দাঁদা লেগেগেল, সের-সাহেব তখন তলওয়ার খানি খুলে কালের স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত বেয়ে পোড়্‌ছে, হতভাগ্য রুস্তমের মস্তকটী উচু কোরে ধোরে চেঁচিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তোমরা নেমক হারাম্‌, বিশ্বাস ঘাতকী চোরের শাস্তি দেখ।" কার্‌ মাথা কাটা গেল, কে কার্‌ মাথা কাট্‌লে, এ সন্ধান হঠাৎ কেউই নির্ণয় কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না, যে জন্যে যা হোয়েছে, সে সর্ব্ববৃত্তান্ত অনেকক্ষণের পর সকলে অবগত হোলো, অবগত হোয়ে একটী প্রাণীও সেরসাহেবের প্রতি সন্তুষ্ট হলোনা। এক ব্যক্তির প্রাণবধ কোত্তে পারেন; তত ক্ষমতা তাঁর ছিল কি না বোলতে পারিনা, তিনি কিন্তু মনে মনে গর্ব্ব কোত্তেন তাঁর তত ক্ষমতাই ছিল। বকারালীর চেহারাতে কেমন একটী দুরন্ত ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভাব ছিল, সে ভাবটী মুখে ব্যক্ত করা যায়না, তাঁকে দেখ্‌লে ভয় হতো, তাঁর সঙ্গে কথা কোইতেও ভয় হতো, ঘরশুদ্ধ লোক অসন্তুষ্ট হোয়ে গজরগজর কোত্তে লাগলো, কিন্তু এ কাজ্‌টী যে ভাল হয়নি, কি তারা

যে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হোয়েছে, একথা কেউই সাহস কোরে তাঁর মুখের উপর বোল্‌তে পাল্লেনা। যদি আপনারা বকারালীর কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেব্যক্তি খাত্তিরনদারদ্, লোকে তাঁকে ভাল বোল্লে, কি মন্দ বোল্লে, তাঁর তা খবরেই আস্‌তোনা, তিনি তা গ্রাহ্যই কোঁত্তেন না। বকারালী আপনার দেওয়ানকে ডেকে, রস্তমকে দেখিয়ে দিয়ে বোল্লেন, এই কুকুরটাকে নিয়ে কবর দাও" দেওয়ান গোলমাল না কোরে, নিঃসাড়ে নিস্তব্ধে রস্তমের সৎকার কার্য্য সম্পন্ন কোল্লেন। সেরসাহেব এক্ষণে স্থির শান্ত হোয়ে আপনার শয্যায় চোলে গেলেন, আমার ঠিক অনুমান হোচ্ছে, তিনি গিয়ে শয়ন কোল্লেন, আপাতত নিশ্চিন্ত হোয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমুলেন। এক্ষণে রাত্র, সেরসাহেব উঠে আমাদের আহারের উদ্যোগ কোত্তে লাগ্‌লেন, কলম্‌বেগ আমাকে একদিকে ডেকে নিয়ে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, দেখেছো ভাই কেমন অবিচার! রস্তম আমার পরম বন্ধু, তাকে হক না হক্ খুনকোরে ফেল্লে, এত অত্যাচার কি সহ্য কোরে থাকা যায়! আমি বোল্লেম, "ওটা হঠাৎ হোয়ে পোড়েছে, এরূপ নিষ্ঠুর প্রতিফল দেবার পূর্ব্বে বকারালীর উচিত ছিল আমাদের জিজ্ঞাসা করেন। কলম্‌বেগ বোল্লে, "একটা কিছু প্রতিকার করা বড় আবশ্যক হোয়েছে, আমার বন্ধুকে যে শ্যাল কুকুরের মত জবাই কোর্‌বে, অথচ তার কোন প্রতিকার হবেনা, আমি তা সহ্য কোত্তে পারবো না" আমি কলম্‌বেগকে শান্ত করবার নিমিত্ত, তাঁকে ক্ষান্ত করবার নিমিত্ত, অনেক যত্ন কোল্লেম, কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হলোনা, বিস্তর প্রবোধ বাক্য বোলে অনেক বোঝালেম, সে কিন্তু তাতে কর্ণপাতও কোল্লেনা। একটা বৃহৎ ডেকে কোরে এক ডেক প্লোয়া মধ্যস্থলে রাখা হোয়েছে, কলম্‌বেগ ভিন্ন সকলেই আহার কোত্তে বোসেছে, সেরসাহেব কলম্‌বেগকে একটী স্থান দেখিয়ে দিয়ে, সেই স্থানে বোসে আহার কোত্তে বোল্লেন।

কলম্ বেগ বোল্লে "না, আমি আহার কোর্ বোনা, তোমার মত নিষ্ঠুর দুরাত্মার সঙ্গে বোসে আমায় যেন আহার কোত্তে না হয়, আল্লা যেন না করেন তোমার মত চণ্ডালের তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দর্শন কোত্তে হয়। ঐ কথা শুনে বকারালী গর্জ্জিয়ে বোল্লেন "পাপিষ্ঠ! তোর মুখে এত বড় কথা! তোর এত বড় দেমাক্! রস্তমের মৃত্যু কি তোর গলায় আট্‌কিয়ে গিয়েছে নাকি।"

কলম্ বেগ্ বোল্লে "হাঁ! তা নয়তকি! তার মৃত্যু আমার গলায় বেধে রোয়েছে৷ প্রতিফল দেবার নিমিত্ত চীৎকার কোরে ডাক্‌ছে, বকারালী! আমি তোমায় বোল্‌ছি আজ রবিদেব অস্তগত নাহোতে, আর একটী ব্যক্তিকে রস্তমের পাশে শয়ন কোরে কাল্ নিদ্রায় অভিভূত হোতে হবে। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, যে নিঃসহায়, যার হাতে অস্ত্র নাই, যে দুর্ব্বল, তুমি তারি যম, তুমি তাকেই বধ কর্‌বার্ নিমিত্ত তলোয়ার ধোত্তে শিখেছ, এইবার তোমার পরাক্রমের, এইবার তোমার বীরত্বের, প্রভাব বোঝা যাবে, যে আপনা বাঁচিয়ে চোলতে জানে, এবার তার কাছে পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি কেমন অস্ত্র ধোত্তে শিখেছ, এইবার তা জানা যাবে, এক্ষণে খেয়ে নাও, এই তোমার জন্মের শোধ খাওয়া, বোধ হয় আর তোমায় খেতে হবে না"।

ঐ কথা শুনে সের সাহেব সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রোধস্বরে গর্জ্জিয়ে বোল্লেন, "তুই অতি অভাজন! তুই অতি অকৃতজ্ঞ, তুই অতি কাপুরুষ, এই আমি তলওয়ার খুলে দাঁড়ালেম, তুই তোর ভগ্নশরীর রক্ষা কর।" ঐ কথা বোলেই বকারালী তাঁর দুমুখো ধারাল তলওয়ারখান মাথার উপর তুলে বাগিয়ে ধোল্লেন, চোট বোসিয়ে দেন আর কি, এমন সময় আমরা পোড়ে নিরস্ত কোল্লেম, তাঁরে বোল্লেম, "সমান সমান অস্ত্র না হলে বড় অবিচার হবে, তোমাদের যদি লড়াই কোত্তে একান্তই মন হোয়ে থাকে, তবে বিরাট অসিখানি অবশ্যই ত্যাগ কোত্তে হবে,

...নি ত্যাগ কোরে কলম্‌বেগের হাতে যেরূপ একখানি ছোট তল-ওয়ার আছে, ঐরূপ আর একখানা তলওয়ার নিয়ে লড়াই করা উচিত"। বকারালী বোল্লেন "আমি অন্যায় কোরে আপনার সুগম সুবিধা চাইনা, তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয় একখান অস্ত্র এনে আমার হাতে দাও," আমরা তৎক্ষণাৎ কলম্‌বেগের তলওয়ারের মত একখানা তলওয়ার এনে তাঁর হাতে দিলেম, স্থান প্রস্তুত কোরে লওয়া হলো, উভয় যোদ্ধা উভয়ের প্রতি চক্ষু আরক্ত কোরে কালাগ্নিবৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন, সেরসাহেব তলওয়ার খানি উঁচিয়ে আছেন, প্রহার করেন আর কি, কলম্‌বেগও আপনার তলওয়ারখানি মাথার উপর তুলে ধরেছে, এমন সময় কে এসে দরজার গায় স্পষ্ট স্পষ্ট কোরে চার্‌বার্‌ আঘাত কোল্লে, সে শব্দ অতি কোমল হোয়েও মত্ত যোদ্ধাদ্বয়ের উর্দ্ধে উত্থিত কাল্‌-অসির বেগ নিবারণ কোল্লে, কাটা দরজা সরিয়ে দেওয়া হলো, বার্‌থেকে একটী স্বর "এন্‌সাফ, এন্‌-সাফ" এই কথা বোলে উঠ্‌লো, সেরসাহেব অধীর হোলেন, লড়াই করা হলো না বোলে দাঁত মুখ খিচুতে লাগ্‌লেন, বিড়বিড় কোরে কত কি বকতে লাগলেন, কত দেক্‌সেকও হোতে লাগলেন, শেষে দরজা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে দিলেন। যিনি প্রবেশ কোল্লেন, তাঁর মুর্ত্তিখানি প্রথম দেখেই ভয় হলো, জ্ঞান হলো যেন কোন শত্রু এসে আমাদের বিরল-পুরে প্রবেশ কোল্লে, যে মুর্ত্তিকে প্রবেশ কোত্তে দেখলেম, একখানি কৃষ্ণসালে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকাছিল, তাই তাঁকে হঠাৎ চিন্তে পাল্লেম না। আমাদের কিন্তু অধিকক্ষণ অপরিচিতের ন্যায় থাক্‌তে হয় নি, তিনি যখন গায়ের আবরণটী পরিত্যাগ কোল্লেন, তাঁরে চিন্‌তেপেরে চোম্‌কে উঠ্‌লেম, ইনি স্বয়ং সুলতান মামুদ। অপ্রতীক্ষ দর্শককে দেখেও যোদ্ধারা অকুতোভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কোল্লেন তলওয়ার খুলে দাঁড়িয়ে থাকা হোয়েছে কেন? এ আবার কোন্‌ ভাব্‌, তুমি

বকারালী, তোমায় আমি শত্রু নিপাত কোত্তে পাঠিয়েছি, সুহৃদ বধ কোত্তে পাঠাইনি, আমি দেখ্ছি স্বজনের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোয়েছো, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? বকারালী সব কথাই খুলে বোল্লেন, কলম্-বেগ্ রাজপুত্রের সুম্‌খে প্রতিজ্ঞা কোল্লে, সমুচিত শাস্তি না দিয়ে ক্ষান্ত হবে না, রাজপুত্র নিষেধ কোল্লেন, তাঁর কথা কেউই শুন্‌লেন না, তিনি বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে তাদের ক্ষান্ত কোত্তে পাল্লেন না। উভয় যোদ্ধা উভয়ের রক্তপানের নিমিত্ত কাল্‌তৃষ্টায় ছট্‌ফট্ কোচ্ছিল, তারা যে এক্ষণে পরস্পর মিত্র হোয়ে একজনের পক্ষ অবলম্বন কোর্‌বে, সে অনেক দূরের কথা, সখ্যতা হবার তো কথাই নয়, বরং প্রতিজ্ঞা কোল্লে, তাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু না হোলে ক্ষান্ত হবে না। তারা যে আর এসংসারে একত্রে বাস কোর্‌বে, সেটী কখনই হবার নয়। রাজপুত্র দেখ্‌লেন তাঁদের পরস্পর সদ্ভাব হবার কোন আকার নাই, বিশেষতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দুই ব্যক্তিই যদি জীবিত থাকে, তবে তাঁর সাহসবৃত্তির পক্ষে বিশেষ হানি জন্মিবে, তাই সাতপাঁচ চিন্তা কোরে, তাদের যুদ্ধ কোত্তে অনুমতি কোল্লেন, রাজপুত্র স্বয়ং মধ্যবর্ত্তীহলেন। সেরসাহেবের প্রহারগুলি মহাবেগে এসে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, কলম্‌বেগও কিছু মেষশাবকের ন্যায় কাপুরুষ ছিলো না, সেব্যক্তিও কালপ্রহার কোরে আস্ফালন কোত্তে লাগ্‌ল, বরং কলম্‌বেগই সবপ্রথম দুস্‌মনের রক্তপাত কোল্লে। বকারালী চোট খেয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হোলেন, আর তিনি সতর্ক হোয়ে কৌশলের উপর চোল্‌তে পাল্লেন না, এখন তিনি এলোমেলো কোপ ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন, শত্রুকে বাগ্‌মত কায়দায় পেলেন কিনা, এক্ষণে তাঁর সে বিবেচনা ছিল না, তাতে কোরে কলম্‌বেগের পক্ষে অব্যর্থ সুবিধা হোয়ে দাঁড়ালো, ঐ সুযোগ পেয়ে সেব্যক্তি দ্বিতীয়বার প্রহার কোত্তে অবসর পেলে। পক্ষান্তরে সের সাহেব একটী দুর্জয় প্রহার কর্‌বার্ অবকাশ পেলেন.

ঐ প্রহারের তেজ যত ছিল, কৌশল তত ছিল না, প্রহারটী এসে কলম্‌বেগের স্কন্ধের উপর পোড়্‌লো, ঐ চোট খেয়ে কলম্‌বেগের শরীর দিয়ে রক্তের ঢেউ খেল্‌তে লাগ্‌লো। এদের এখন মনুষ্যের আকার নাই, ঠিক যেন দানোর মত চেহারা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। কলম্‌বেগের বলশক্তি ক্রমে খর্ব্ব হোয়ে পোড়েছে, সেরখাঁর স্নিগ্ধমুর্ত্তি অনেক-ক্ষণ তিরোহিত হোয়েছে, তাঁর তেজের কিন্তু কণিকামাত্রও হ্রাস হয় নাই, উভয়েই সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যেন রক্তদন্তিকা সেজেছে, এপর্য্যন্ত উভয়ের কেউই অবসন্ন না হওয়ায় যুদ্ধের জয়পরাজয় স্থির হেলো না। আমি কলম্‌বেগকে অনেক সাধ্যসাধনা কোরে বোল্লেম, তুমি ক্ষান্ত দাও, ঢের্‌ হোয়েছে, আর রক্তারক্তি কোরে কাজ নাই, সে কিন্তু কোনমতেই তার জেদ্‌ ছাড়্‌লে না, আমার ততি মিনতি করা বৃথা হোলো। কলম্‌বেগের লম্বা লম্বা চুলগুলি চোকের উপর এসে পোড়েছিল, সে গুলি সে সরিয়ে ঘাড়ের দিকে ঠেলে রাখ্‌লে, রেখেই বীরতেজে আস্ফালন কোরে বিপক্ষের প্রতি ঘোর বেগে প্রধাবিত হলো, তার বিপক্ষও সেই সময় কালান্তকবৎ দোর্দ্দণ্ড ক্রোধে অগ্নি অবতার হোয়ে কলম্‌বেগের মস্তকে একটী ঘোর প্রহার কোল্লেন, সেই প্রহারে কলম্‌বেগ ধরাশায়ী হোলো, বকারালীও সেই সময় মূর্চ্ছিত হোয়ে পোড়্‌লেন, আমরা মনে কোল্লেম উভয়েই প্রাণ ত্যাগ কোরেছে, উভয় যোদ্ধাই অতি নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবিক্ষত হোয়েছিল। কলম্‌বেগের আর কথাকর্ব্বার ক্ষমতা ছিল না, তাঁর বাক্য রোধ হোয়ে পোড়লো, তাঁর বাঁচ্‌বার্‌ও আশা ছিল না। সেরসাহেব বিস্তর রক্ত-পাত হওয়ায় দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছিলেন সত্য, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাৎ প্রাপ্ত হন্‌ নাই, তাই হাকিম বোল্লেন তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আমরা অতি সন্তর্পণে সেবা শুশ্রূষা কোত্তে লাগ্‌লেম, কিন্তু যার যে নিয়তি, হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! কলমবেগ্‌ সেই

রাত্রেই মানবলীলা সম্বরণ কোল্লেন, সে ব্যক্তি ভূতলে পতিত হওয়া অবধি তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তিও হয় নাই, তার চেতনাও হয় নাই। প্রতিপক্ষের কাল্‌হোয়েছে শুনে সেরসাহেব পাশফিরে শুলেন, তাঁর সহবাসী কলম্‌বেগের বীরের ন্যায় সাহস পরাক্রম ছিল বোলে, তাঁর মৃত্যুতে বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। উগ্রদর্শন সেরসাহেবের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বিস্তর সেবাশুশ্রুষার, বিস্তর আন্তরিক যত্নের আবশ্যক হোয়েছিল, তিনি এত অবাধ্য এত অধৈর্য্য হোয়ে পোড়্‌লেন, তাঁকে শেষে নিরস্ত কোরে রাখাই দুষ্কর হোয়ে উঠেছিল। রাজপুত্র অতিশয় আক্ষেপ কোরে বোল্লেন, নাজানি বকারালী কতকালেই আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌বেন, কর্ম্মকাজের অনেক বিলম্ব পোড়েগেল। তা যাই হোক্‌, আমার কিন্তু দৌত্যকার্য্যের ভার লোয়ে প্রস্থান কোত্তে আজ্ঞা কোল্লেন, প্রভাত নাহোতেই ধনগড়্‌গঞ্জ পরিত্যাগ কোরে চোলে যেতে বোল্লেন। রাজপুত্র মল্লযুদ্ধের সূত্রেই কি কোরে এখানে হঠাৎ উপস্থিত হোলেন, সে সন্ধান আমি অবগত হোতে পারি নাই, তিনি নাকি আপনার অভীষ্টসিদ্ধ কর্‌বার্‌ নিমিত্ত অত্যন্ত উতলা হোয়েছিলেন, কি হোচ্ছে না হোচ্ছে, তাই বোধ হয় একবার্‌ দেখ্‌তে শুন্‌তে এসেছিলেন।

সলিমান তড়াক্‌কোরে লাফিয়ে উঠে বোল্লে "আল্লা! তুমি করুণাময়! তুমি দয়াময়! তাই আমরা এ ভয়ঙ্কর পর্ব্বতকন্দর থেকে প্রাণলোয়ে পালাতে পাল্লেম, আমি জন্মেও কখন এমন ভয়ঙ্কর রক্তারক্তির অভিনয়-স্থান দর্শন করি নাই। হুজুর! আপনি যে প্রাণে প্রাণে সেখানথেকে বেঁচে এসেছেন, তাই আমার মনে বড় আহ্লাদ হোয়েছে, আপনি যদি পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে,"—আমি অমনি সলিমানের মুখে থাবা মেরে নিরস্ত কোল্লেম, তার তাৎপর্য্য এই, সলিমান যে কথা বোল্‌বে, সে কথা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরে-

ছিলেম, সে আমায় লহিত-তরঙ্গিত অকল্যাণকর পথথেকে ফিরে যেতে পরামর্শ দিত। এ পরামর্শ আমার পক্ষে ভাল ছিল বটে, আমা-রও ভালবোলে জ্ঞান হোতো, কিন্তু করি কি, আমি যে ব্যাপারে জোড়িয়ে পোড়েছি, বিশেষতঃ আমি যেরূপ অপমানিত হোয়েছি, সে অপমান যতদিন স্মরণ থাক্‌বে, ততদিন আমি একার্য্যে বিমুখ হোতে পার্‌বো না।

---

২৬ পরিচ্ছেদ।

"কর্ত্তা গেলে ঘোল পায়না, চাকরকে পাঠায় দই আন্‌তে।"

আমরা অধিক পথ চোল্‌তে পারিনি, এমন সময় একটী কাতর-স্বর কর্ণস্পর্শ কোল্লে, স্বর শুনে বোধ হলো একটী প্রাণী যেন বিস্তর কষ্ট বিস্তর যন্ত্রণা পাচ্ছে, স্থানটী মরুভূমির সদৃশ, যে দিকে চাই, কেবল কতকগুলি কণ্টকময় বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। কতকগুলি কুৎসিত কদাকার বৃক্ষের ঝোপ্‌থেকে ঐ স্বর বহির্গত হোচ্ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি সেই দিকে চোল্লেম, দেখিনা একটী পথিক ক্ষতবিক্ষত হোয়ে পোড়ে আছে, জ্বালায় ছট্‌ফট্ কোচ্ছে, পথিক আমাদের দেখে বিস্তর কাতর হোয়ে বোল্লে "দোহাই আল্লার! আমায় বাঁচাও।" পথিকের চারিদিকে কতকগুলি তীর ইতস্ততঃ পোড়ে ছিল, সেই তীর দেখে বুঝ্‌তে পাল্লেম সে ব্যক্তি মাহিরেদের ক্রোধের ভাজন হোয়েছে। ক্ষতগুলি নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌লেম, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সে গুলি অস্ত্রের চোট্, পথিকের শরীর যদি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হোতো, তবে তাঁকে জীবন-আশায় জলাঞ্জলি দিতে হোতো। এই ব্যক্তির অদূরেই আরও তিন জন হতভাগ্য পোড়ে আছে দেখ্‌লেম, তারা আজ্‌বেক্ দেশের রাজপ্রতিনিধি, এদের গায় বিষাক্ত তীরগুলি সংলগ্ন ছিল, এরা বেঁচে নাই, প্রাণে মারা পোড়েছে, এক্ষণে আমার সেবাযত্ন শুদ্ধ এক জনের জন্যেই আবশ্যক হোলো। আমি তার ক্ষতগুলি বেশ্‌কোরে বাঁধলেম, বেঁধে সলিমান্‌কে জলের জন্যে পাঠালেম, সলিমান্ বিস্তর কষ্টকোরে জল নিয়ে এলো, নিকটস্থ গ্রামথেকে তিন জন লোকও সঙ্গে কোরে আন্‌লে, সেইটীই

বড় বুদ্ধির কাজ কোরে ছিল, সেই তিনটী লোক সহায় কোরে, ঐ ক্ষতাক্রান্ত ব্যক্তিকে একটী কদাকার মেটেখুপ্‌ড়িঘরে নিয়ে গেলেম, ঘরখানি রাগকুঁড়ের মতন হোলো তো কি বোয়ে গেল, আশ্রয়ের স্থান্ তো পেলেম, তখন আবার রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ কোচ্ছিল, যেন্ জ্বলন্ত আগুণে পুড়িয়ে মাচ্ছিল, সে কষ্ট থেকে তো বেঁচে গেলেম। ঐ বাড়ীর পুরুষদের জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে আহার অন্বেষণ কোত্তে হোতো, তাভিন্ন আর তাদের উদরাগ্নি নিবারণের উপায় ছিল না। জঙ্গলে গিয়ে মাহিরেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই মারামারি কোত্তে হোতো, তাই প্রায়ই ক্ষতবিক্ষত হোয়ে বাড়ীতে ফিরে আস্‌তে হোতো, সেই গরজে বাড়ীর স্ত্রীলোকটী ক্ষত শুষ্ক হবার অনেক গুলি গাছ্‌গাছ্‌ড়া শিখে রেখেছিল। আমরা তার বাড়ীতে উপস্থিত হোলে ঐ স্ত্রীলোকটী জঙ্গলে থেকে কতকগুলি পাতা ছিড়ে এনে জলে ভিজিয়ে রেখে দিলে, ঐ পাতা গরম কোরে ঘাধুইয়ে তাতে বোসিয়ে দিলে, অল্প আফিঙ্‌ও খেতে দিলে, তাতে কোরে পথিক অগাধ নিদ্রায় অভিভুত হোলো, নিদ্রাভঙ্গের পর সে ব্যক্তি অনেক সুস্থ সচ্ছন্দ হলো। আমার পিটে চাবুক্ পোড়্‌ছে, আমি আর বিলম্ব কোত্তে পারিনে, আমাকে আপনার কাজে যেতে হবে, তথাচ গড়িমসিকোরে আরও এক দিন বিলম্ব কোল্লেম, ভাব্‌লেম, এক দিন থেকেগেলে পথিকের যদি কোন উপকার হয়, তো, হোক্। পথিক শ্রাবণধারার ন্যায় আমার উপর অজস্র সাধুবাদ বর্ষণ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি যখন বিদায় হই, সেই সময় বোল্লেন, "আমার নিকট এমন কোন বিশেষ পদার্থ নাই যে, তাই দিয়ে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ প্রদান করি। আপনি যদি কখনও কাবুলের অন্তর্গত গিজ্‌নিসহরে গমন করেন, তবে সওদাগর হামেতের অনুসন্ধান অবশ্যই কোর্‌বেন, সে ব্যক্তি বাড়ী দিয়ে, অর্থ দিয়ে, আপনার আতিথ্য কোর্‌বে" ঐ কথা শুনে আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, কি বোল্লেন? হামেত! সত্যই তাই

নাকি! যার পতিপ্রাণা স্ত্রী ভতবীরবিক্রম প্রকাশ কোরে কাল্‌মাক্ ডাকাতের উৎপাৎ থেকে গিজনিসহর পরিত্রাণ কোরেছেন, আমি কি সেই হামেতের সঙ্গে আলাপ কোচ্ছি!!

হামেত শুনে বিস্ময়াপন্ন হলেন, আমায় কিন্তু বারম্বার বোল্লেন, তিনি সেই হামেতই বটেন, আমি কাল্‌মাকের বৃত্তান্ত কি কোরে অবগত হলেম, সে কথাও জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি বোল্লেম, তাঁর একজন সহচরের মুখে সকল কথাই আনুপূর্ব্বিক শুনেছি, এই কথা বোলে বোল্লেম, কাল্‌মাক ডাকাতের হাতে রক্ষা পেয়ে, বিদেশে এসে, যদি দুরাত্মা মাহিরেদের হাতে প্রাণ হারাতেন, তবে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হতো, সে আক্ষেপ রাখ্‌বার স্থান থাক্‌তোনা। হামেত বোল্লেন, দোস্ত! সেটী আমার অদৃষ্ট, কার্ অদৃষ্টে কি আছে কে বোল্‌তে পারে, কাল্‌শত্রুর হস্তে পরিত্রাণ পেয়েও হয়ত শেষে একটু পাদস্খলিত হোয়ে প্রাণটি তখনই হারাতে হয়, আল্লাকেই ধন্যবাদ দাও, আল্লাই সত্য, তিনিই আমার উপকারের নিমিত্ত আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমি প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেম, যদি গিজনির নিকট দিয়ে কখন যাই, তবে অবশ্যই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত কোর্‌বো। ঐ কথা বোলে, আমি বিদায় হোলেম, এমন সৎপাত্রকে উপকার কোত্তে পেরেছি বোলে মনে মনে বেশ্ আনন্দিতও হলেম। হামেতের অদর্শনে তাঁর পতিগতাস্ত্রীর চিত্তোদ্বেগ আমার অন্তর্‌পটে চিত্রিত কোত্তে লাগ্‌লেম। হামেত দেশে ফিরে গেলে, স্বামী অনুরক্তা খোজেস্তা যেরূপ উল্লাসিত হবেন, সে উল্লাসও যেন চক্ষের উপর দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। আমার অদৃষ্টে গৃহসুখ নাই, আমার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী নাই, দীর্ঘকালের পর দেশে ফিরে এলে আমায় পেয়ে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করে আমার তেমন কেউই নাই, আমার তেমন কপালই নয় যে, গৃহে প্রত্যাগমন কোরে, পতিগতা প্রণয়িনীর মুখকান্তি সন্দর্শন কোরে অমিয় সুখে

সম্বরণ কোর্‌বো, বিধাতা বিস্মৃত হোয়ে আমার ললাটে মধুর গৃহ সুখ লেখেন নাই, তাই এজন্ম সেসুখের আস্বাদ জানতে পাল্লেম না। সোয়ার হোয়ে এই সকল দুঃখের চিন্তা কোত্তে কোত্তে চোলেছি, চোল্‌তে চোল্‌তে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে এসে পৌঁছিলাম, গ্রামটী জয়পুর থেকে দশক্রোশ দূরে। পূর্ব্বে মনে কোরেছিলাম এ পথে আর কোন ক্রমেই আস্‌বোনা, কিন্তু কার্য্যের গতিকে আবার আস্‌তে হলো। জয়পুরের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে ভয় হলো, এত ভয় হলো যে, মুখে বোলে উঠ্‌তে পারিনে। শুন্‌লেম, ঐ গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ গণৎকার এসেছেন, তাঁর ভারি নাম খ্যাতি, বাড়ীতে ভিড় লেগেই আছে, যেন বাজার বোসে গিয়েছে, বিস্তর লোক আপনার অদৃষ্টের বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত সেখানে উম্মেদারি কোচ্ছে। দৈবজ্ঞের গণনার প্রতি আমার অচলাভক্তি, এ শ্রদ্ধা বালক কাল্‌ থেকেই আমার আছে, অনেকের সম্বন্ধে গণৎকারেরা যাকে যা বোলেছেন, তার পক্ষে তাই সিদ্ধ হোতে দেখিছি। কাকেও প্রত্যাদেশের ন্যায় পূর্ব্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছেন, তার অদৃষ্টে বিপদ ঘোট্‌বে, আবার সাবধান হও বোলে সতর্কও কোরে দিয়েছেন, যাকে যা বোল্‌তে শুনেছি, তার্‌ তাই খেটে যেতে দেখেছি, তাঁরা বাকসিদ্ধির ন্যায় যাকে যা বলেন, তার তাই ফলে যায়। আমার মন কখন ভরসায় কখন নির্ভরসায়, কখন ভয়ে কখন নির্ভয়ে আন্দোলিত হোচ্ছিল, আমি যে সাহসরত্তির উপর আরোহণ কোরেছি, তাতে কৃতার্থ কি অকৃতার্থ হব, সেই বিষয় জান্‌বার জন্য মনে মনে বড় উতলা হলেম, আমি যে পথ ধোরে চোলেছি, সে পথ অবরোধ কর্‌বার পক্ষে ভবিষ্যদ্বক্তার এমন সুযোগ আর হবে না, সে ব্যক্তি নিষেধ কোল্লে, আমি সে পথে কখনই পদার্পণ কোর্‌বো না আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন, কোথায় গেলে তাঁকে দেখা পাওয়া যায়। শুন্‌লেম তিনি গ্রামের মধ্যে নাই, গ্রামের

মধ্যে থাকাও তাঁদের রীতি নয়। গ্রামের বাহিরে একটা ভগ্ন গোরস্থান আছে, সেইখানে অষ্টকোণাকার একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে বাস কোচ্ছেন, নিশীথ রাত্রে তাঁর কাছে উপস্থিত হোয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে হয়। আমায়ও তাই কোত্তে হলো, অত গভীর রাত্রে একখানি সালদিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে সেই ভগ্ন কবরস্থানে চোলে গেলেম, সেখানে বিস্তর লোকের আম্‌দানি দেখ্‌তে পেলেম, যুবাবৃদ্ধ আদি কোরে ছোট বড় নানা প্রকার আন্‌কা আন্‌কা চেহারার ভিঁড়্‌ লেগে গেছে, মনে কোল্লেম, আমিও যে অভিপ্রায় কোরে এসেছি, এরাও সেই অভিপ্রায় কোরে এসেছে, কি হয়ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গেই চোলে এসেছে, গণৎকার তাঁদের বিষয় কি বোল্লেন, সেই বিষয় তাদের মুখে শুন্‌তে এসেছে, যদি তাই হয়, তবে তাঁদের নৈরাশ হোয়ে ঘরে ফিরে যেতে হোয়েছিল, তার কারণ এই, যাদের অদৃষ্টের কথা ব্যক্ত কোরে বোলে দেওয়া হোচ্ছিল, তারা একতিলও দাঁড়াচ্ছিল না, অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছিল, তাদের এস্তমুর্ত্তি দেখে বোধ হোতে লাগ্‌লো, তারা যেন বাড়ীতে গিয়ে পোড়্‌তে পাল্লেই বাঁচে। গোরস্থানের দরজার কাছে একটী বামন দাঁড়িয়ে ছিল, সে ব্যক্তি গণৎকারের চাকর, দেখ্‌লেম তাকে প্রসন্ন না কোল্লে, তার দূরদর্শী চতুর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কোন প্রত্যাশা নাই। ঐ বামন আমায় সঙ্গে কোরে অষ্ট কোণাকার কুটীরের মধ্যে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি দৈবজ্ঞবর আসন পিঁড়ে হোয়ে বোসে আছেন, তিনি বৃদ্ধ, দেখ্‌তে খর্ব্বাকার, শোনের মত শুভ্র দাড়ি লম্বা হয়ে ঝুঁলে পোড়েছে, মুখখানি ফেঁকাসে, যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে, দেখে বোধ হলো রবিদেবের উজ্জ্বল ছটা সেমুখের উপর কখন যেন প্রদীপ্ত হয়নি। তাঁর মাথায় আর্‌মানি কেতার একটী মখ্‌মলের টুপি, ঐ টুপির উপর সোণার রূপোর তারে কারিকুরি কোরে অনেকগুলি অক্ষর লেখা আছে, সে গুলি

গূঢ়াক্ষর, তার নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ নাই। তা যাই হোক, একটী বিষয় দেখে বিস্ময়াপন্ন হোতে হলো, তাঁর পীঠের উপর তিনটী সর্প ফণা ধোরে রোয়েছে, সর্পগুলি কখন মাথার উপর, কখন ঘাড়ের উপর উঠ্ছে, ক্রমাগত ফোঁসফোঁস শব্দ কোচ্চে, আবার থেকেথেকে লক্‌লকে জিব বারকোরে ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি হোচ্চে। পণ্ডিতবরের সম্মুখে একখানি আসন পাতা ছিল, আমায় ইশারা কোরে সেই আসনের উপর বোস্‌তে বোল্লেন, আমি গিয়ে যেমন বোসেছি, সর্পগুলি অমনি হিল্‌বিল্‌ হিল্‌বিল্‌ কোরে কুলোর মতন বৃহৎ চক্রধোরে উঠ্‌লো, তাদের ক্রোধ পূর্ণ আরক্ত চক্ষু দিয়ে যেন অগ্নির তরঙ্গ নির্গত হোতে লাগ্‌লো। কি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি! দেখে আমার মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। গণৎকার আমার ত্রাস দেখে সর্পগুলিকে তাড়না কোত্তে লাগ্‌লেন, তারা কিন্তু সে তাড়না গ্রাহ্য কোল্লে না, তাই দেখে পণ্ডিতবর সরুতানে একটী শিশ্‌ দিলেন, শিশ্‌ দিতেই, যে গদীর উপর তিনি বোসে ছিলেন, সেই গদির নীচেথেকে একটী বেজি বেরিয়ে এলো, বেজিটী দেখ্‌তে খর্ব্বাকার, অতি সুন্দর, আপাদ মস্তক শাদা ধপ্‌ ধপ্‌ কোচ্চে, গলায় রূপোর ছোট ছোট ঘন্টা বাঁধা। নেউলের উপর সর্পবিষের প্রভাব খাটেনা, পৃথিবীর মধ্যে এরূপ জন্তু আর দ্বিতীয় নাই। ভুজঙ্গগুলি এই কালান্তক জাতশত্রুকে দেখ্‌তে পেয়ে ভয়ে কেঁচো হোয়ে পোড়ল, কোঁকড়শোঁকড় হোয়ে মাথাগুলি হেঁট কোল্লে, চক্রগুলি গুড়িয়ে নিলে, ফোঁসফাঁস শব্দে গর্জ্জন করাও রহিত হলো, এখন সুড়সুড় কোরে পণ্ডিতের টুপীর পশ্চাতে গিয়ে লুক্কায়িত হলো, কেবল থেকেথেকে ঘাড়ের দিক্‌ দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল, তাদের পরমশত্রু সেই বেজিটী কোথায় কি কোচ্চে, উঁকি মেরে মেরে তাই দেখ্‌ছিল। নেউলটী কখন এদিকে সেদিকে শুঁকেশুঁকে ঘ্রাণ নিয়ে বেড়াচ্ছিল, কখন বেপরোয়া বেখবর হোয়ে পণ্ডিতের হাঁটুর উপর বোসে আপনার গাত্র আঁচ্‌ড়িয়ে পরিষ্কার কোচ্ছিল। আমি বোল্লেম,

আমি আমার অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছি, আপনি যদি পারেন তো বলুন, ভয় কোর্‌বেন না। ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধটী মুখতুলে, চোক্‌মেলিয়ে, একবার চেয়ে দেখ্‌লেন, দুর্গ প্রদীপের ন্যায় মিট্‌মিট্‌কোরে একটীমাত্র আলো জ্বল ছিল, সেই প্রদীপটী তিনি উস্‌কিয়ে দিলেন, আমি বোল্লেম, "বোধ হয় আমার বয়স আন্দাজ আটাস বৎসর, সেপাইগিরি আমার ব্যবসা"।

বৃদ্ধটী বোল্লেন, "তবে নিঃসন্দেহ তোমার মাথার উপর দিয়ে বিস্তর উৎপাত হোয়ে বোয়ে গিয়েছে"। আমি ঘাড়নেড়ে সায় দিলেম, বৃদ্ধ বোল্লেন, "এখনও বিস্তর বিপদ তোমার জন্যে ভাণ্ডারে মজুৎ রোয়েছে।" আমি বোল্লেম, "তা হোতে পারে, চরমে কিদশা হবে সেই কথা বলুন।"

আচার্য্য বোল্লেন, "শেষ মৃত্যু।"

আমি বোল্লেম, "মৃত্যু তো ধরাই রোয়েছে, তা তো হবেই, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হবে কি না, তাই বলুন।" আচার্য্য বোল্লেন, "অদৃষ্টবান হবার জন্যে তুমি যখন ব্যাকুল হোয়ে বেড়াবে, সেই সময় সর্ব্বান্তক মৃত্যু তোমায় গ্রাস কোর্‌বে। এই কথোপকথনের সময় বৃদ্ধের আজ্ঞাক্রমে দুখানি হাত কোণাকুণি করে বুকের উপর বেঁধে রেখে দাঁড়িয়ে আছি, মনে কোচ্ছি অদৃষ্টের বিষয় বৃদ্ধ আরও কত কথাই বোল্‌বেন, শুনবো। দৈবজ্ঞ কিন্তু ঐ কথাগুলি বোলে মুখবন্ধ কোল্লেন, সে মুখ আর খুল্লেন না। তাই দেখে যা থাকে অদৃষ্টে ভেবে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "আমি যে কোনপ্রকার অভিসন্ধিতে লিপ্ত আছি, আপনি সে বিষয় কেমন কোরে জান্‌লেন?"

আচার্য্য বোল্লেন, "যুবা! আমি মনুষ্যের অদৃষ্ট কি কোরে জান্‌তে পারি, সে বিষয় তোমায় বোল্‌তে বাধ্য নহি। তুমি বল দেখি তোমার পিতা জীবিত আছেন কি না?" আমি বোল্লেম আমি কখন পিতাকে দেখি নাই, আমি তাঁকে জানিও না চিনিও না।

আচার্য্য বোল্লেন, "তবে ঐ চুনীর আংটীটী কি কোরে তোমার হস্তগত হোল ?" আমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেলেম, মনে কোল্লেম এই ব্যক্তিই উপযুক্ত পাত্র, যে বিষয় জান্‌বার নিমিত্ত তত ব্যগ্র তত ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছি, এই ব্যক্তি হোতেই তার সন্ধান জান্‌তে পারবো। আমি বোল্লেম "আঃ কি কথাই বোল্লেন ! আপনি যদি সে বিষয়ের কিছু জানেন, তবে অনুগ্রহ কোরে বলুন, আর আমায় সংশয়ে রাখ্‌বেন না। যে ব্যক্তি আমায় পিতা বোলে পরিচয় দিতেন, সেই ব্যক্তি আমায় এই আংটীটী প্রদান কোরেছেন, কিন্তু তৎকালীন তাঁর কথা কইবার শক্তি ছিল না, সেটি দারার নিদারুণ নিষ্ঠুরতার গুণ। আচার্য্য বোল্লেন, "সে দাতার নাম অবশ্যই সাদুল্লাখাঁ হবে," আমি বোল্লেম, "হাঁ, তাঁর নাম সাদুল্লখাঁই বটে। কেন ? আর কি সংসারে এরূপ আকারের এরূপ বর্ণের আংটী নাই ?" আচার্য্য বোল্লেন, "না, কখনই না" এই কথা বোলে, একটা ক্ষুদ্র থোলের ভিতর হাত পুরে দিয়ে অবিকল আমার আংটীর মতন আর একটী আংটী বার কোল্লেন। আমি বোল্লেম, হাঁ, এইটী তৃতীয় আংটী"। আচার্য্য অমনি বোলে উঠ্‌লেন, "এইটী কি তৃতীয়? তবে বোধ হয় দ্বিতীয়টী তুমি দেখেছ" আমি বোল্লেম, "হাঁ দেখেছি, আবার যে তৃতীয় একটী ছিল, তা আমি জান্‌তাম না"। আচার্য্য বোল্লেন, "তোমার হাতে যেরূপ আংটী আছে, ঐরূপ আর একটী আংটী কোথায় দেখেছ মনে কোরে দেখ দেখিন"। "আমার বিদ্বেষকারী, আমার নিগ্রহদাতা নজ্জকালীখাঁর হাতে দেখেছি, তিনি তখন মাহিরেদের আশ্রয়ে বাস কোচ্ছিলেন"। "তবে তুমি যখন সেখানথেকে চোলে এসো, নজ্জকালীখাঁর হাতে সেই আংটী দেখে এসেছ !" হাঁ, দেখে এসেছি, তিনি যখন শবাকার হোয়ে পোড়েছেন, তখন সেই আংটীটী তাঁর হাতে রোয়েছে দেখেছি। "বড় আক্ষেপের বিষয় যে, ঐ আংটীর উপর দৃষ্টিপাত হবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তির স্বভাব ওরূপ ছিল না" আপনি প্রেক্ষে-

লিকার মত কুট্ অর্থের কোন কথা আমায় বোল্‌বেন না, এই তিন আংটীর আমূল বৃত্তান্ত আমায় ভেঙ্গে খোলসা কোরে বলুন। "বস্ চুপ কর! আর আমাদের কথোপকথন চোল্‌বে না, সর্পেরা ফোঁসফাঁস কোরে গর্জ্জন কোচ্ছে, রাত্রি প্রভাত হোয়ে এসেছে, আবার কাল রাত্রে এসো, যখন সকলে নিঃশব্দ নিস্তব্ধ হবে, যখন অন্ধকারে কোলের মানুষ দেখা যাবে না, সেই সময় এসো, এখন উঠ, আর বিলম্ব কোরো না, আপনার ঘরে চোলে যাও।"

এই কথা বোলে আচার্য্য মিহিস্বরে একটী শীশ্ দিলেন, ঐ শীশ্ শুনে সেই খর্ব্ব মূর্ত্তিটী আমায় সঙ্গে কোরে বাইরে নিয়ে এলো, আমি চোলে এলে গণৎকার আলটী নিবিয়ে ফেল্লেন। কবরের বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা পাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাই ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এক চোঁচা টানে সটান্ বেরিয়ে পোড়্‌লেম। আমিই বা কে, আমার জন্মদাতাই বা কে, সেই বিষয় জান্‌তে না পারায় মনটা বড় উচাটন হলো, ঐ উচাটন মনে ভিঁড়ের মধ্য দিয়ে যখন চোলে যাই, তখন এক ব্যক্তি বোল্‌ছে শুন্‌তে পেলেম, "দেখো, চেহারাটা কেমন বিশ্রী হোয়ে পড়েছে, চোক্ মুখ বোসে গিয়েছে, ঠিক যেন মড়ার মতন দেখাচ্ছে, আমি দিব্যি কোরে বোল্‌তে পারি আচার্য্য চোক্ খুলে দিয়েছে, তিনি বোলেছেন, 'তুমি আর বিস্তর দিন বাঁচ্‌বে না, শীঘ্র মোর্‌বে, তোমার আয়ু শেষ হোয়ে এসেছে।" আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "দেখেছ ভাই, ভিঁড়ের ভিতর দিয়ে কেমন তিড়িং তিড়িং কোরে লাফাতে লাফাতে চোলেছে, ও ব্যক্তি কেন অদৃষ্ট জান্‌তে এসেছিল? এ দুর্ব্বুদ্ধি তার কেন হলো? তাই এখন অনুতাপ কোচ্ছে সন্দেহ নাই"। তৃতীয় স্বর বোল্লে, "এ ব্যক্তি, কে, চেন?" এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি আড্ডায় গিয়ে পৌঁছিলেম। আমার বিলম্ব দেখে সলিমান ব্যাকুল হোয়ে বেড়াচ্ছিলো, কতক্ষণে ফিরে আস্‌বো তাই পথের

দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলো। সলিমান আমায় দেখ্‌তে পেয়ে চীৎকার শব্দে বোলে উঠ্‌লো, "আল্লা! তোমার মহিমা বৃদ্ধি হোক্! আপনি যে সেই ভণ্ড বৃদ্ধের কাছ থেকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে এসেছেন, তাই আমার পরম লাভ, লোকে বোল্‌ছে সে বেটা মূর্ত্তিমান জালিয়াত"।

আমি বোল্লেম, চুপ্ কর্ মূর্খ, তোরা তাঁর গুণ কি জান্‌বি। তিনি পণ্ডিত চূড়ামণি, তাঁর অতি নিরীহ স্বভাব।

সলিমান বোল্লে, "হুজুর! আমি এইমাত্র জানি, যারা তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোত্তে যায়, তার মধ্যে তিন জনের বাক্‌রোধ হোয়েছে, তারা একেবারে বোবা হোয়ে পোড়েছে, তাই গ্রামের মধ্যে ভারি ডামাডোল চোলেছে, লোকের মনে বড় ভয় হোয়েছে। আমি বোল্লেম, তারা অতি অজ্ঞান, তাদের বুদ্ধি অতি কম, মনের বল নাই; তারা হাবার মত ভয়তরাসে, সেই দোষেই তাদের জিহ্বা অসাড় হোয়ে পড়েছে, তাই তারা কথা কোইতে পাচ্ছে না, নচেৎ পণ্ডিতবরের কোন দোষ নাই, তিনি কখনই নষ্টামি কোরে তাদের মন্দ করেন নাই। যদি আল্লার মনে থাকে, আবার কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্‌বো।

সলিমান শিউরিয়ে উঠে বোল্লে, "আবার! আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ? তত বাড়াবাড়ি কোর্‌বেন না, তাহোলে আপনাকে বিপদে পোড়্‌তে হবে"।

আমি বোল্লেম তুই চাকর বোইতো নোস্, তোর অত কথায় কাজ কি? তুই এখন শুয়ে থাক্ আমার জন্যে তোর ভাবতে হবে না। সলিমান কোরাণের কতকগুলি টিপ্‌নি লেখা নিয়ে আস্তে আস্তে চোলে গেল, আমি একটা মাদুরের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম, নিদ্রা যাবার জন্যে শুলেমনা, অনুসন্ধানরূপ ইচ্ছাসূত্র আমার মনকে টেনে ধোরে রেখেছিল, যত পেরেছিল টেনে কোসে ধোরে রেখেছিল, তাতে আর কি কোরে ঘুম হয়। আমি যে বিষয় জান্‌বার জন্যে এতকাল

লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই চিরবাঞ্ছিত পরিচয় অবগত হোতে পাল্লে, হয়ত আমার অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন বিস্তর বৈলক্ষণ্য হোয়ে পোড়্বে, হয় তো এক্ষণকার অবস্থার সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রভেদ হোয়ে দাঁড়াবে, হয়তো আমার এই উপস্থিত সাহসবৃত্তি একটী নূতন মূর্ত্তি ধারণ কোর্বে, রাজপুত্রের অনুসেবা পরিত্যাগ কোরে হয়ত আমায় আগ্রায় ফিরে যেতে হবে। আমার বন্ধু বান্ধব, আমার আত্মীয় স্বজন জীবিত থাক্তে পারেন, হয় তো তাঁদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূরদেশে গমন কোত্তে হবে। ভাই ভগিনী, পিতা মাতা, আমায় দেখ্বার নিমিত্ত হয়তো পথ চেয়ে আছেন। পিতা মাতা পুত্র বোলে, ভ্রাতা ভগিনী, ভ্রাতাবোলে আমায় সম্ভাষণকোত্তে পারেন। আহা! সেদিন আমার কতই আনন্দের হবে। আমার শুভ অদৃষ্ট প্রসন্ন হোয়ে আমায় অতল অনুসন্ধানরূপ গভীর প্রবাহের মুখে এনে ফেলেছে, আমার শুভগ্রহই পথপ্রদর্শক হোয়ে আমায় সেই অনুসন্ধানের পথে এনে তুলেদিয়েছে। যেরাত্রে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে মন ব্যাকুল হয়, সেরাত্র যেন প্রভাত হয়েও হয় না, কিম্বা কাল প্রভাতে মনের বাসনা পূর্ণ হবে, কি মনের সংশয় দূর হবে বোলে যেরাত্র চিত্ত আনন্দে প্রফুল্লিত হয়, সে রাত্রও যেন অধিক দীর্ঘ বোধ হয়, শেষ যেন হয়েও হয় না। সূর্য্যদেব যখন সরাগে আপনার রক্তিমামূর্ত্তি প্রকাশ কোল্লেন, তাঁর সেই প্রাতঃমূর্ত্তি দর্শন করে কতই আনন্দিত হোলেম, তৎকালীন আহ্লাদে মেতে উঠে আমি যতখানি প্রফুল্ল আমোদে আমোদিত হোলেম, কোন গইবির সে সময় ততখানি হৃষ্টচিত্ত হয়ে তত উল্লাস তত আনন্দ বর্ষণ কোত্তে পারে না, আবার যখন ঐ রবিদেব মন্থরগতিতে আপনার পরিমণ্ডল পরিভ্রমণ কোরে পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হন, তৎকালীন আমার মন যতখানি আহ্লাদরসে প্লাবিত হলো, একজন পেটার্থী মুসলমান রোমজানের উপবাস কোরেও সে সময় ততখানি আহ্লাদ অনুভব কোত্তে পারে

না। তমোময়ী রজনীর ক্রমিক ঘোরমূর্ত্তি দেখে, গভীর রাত্রিচর দস্যুরা, কুশল হউক, মঙ্গল হউক বোলে যেমন না আহ্লাদ বৃষ্টি করে, রজনী যত ঘোর হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো, আমিও তেমনি আহ্লাদ বৃষ্টি কোত্তে লাগ্‌লেম; সলিমান কালিয়া প্লোয়া প্রস্তুত কোরে, কিসে আমি দুগ্রাস খেতে পারি তারি চেষ্টা তারি যত্ন কোত্তে লাগ্‌লো, গোলাপ জল, ভাল ভাল খোস্‌বদার সর্‌বৎ, গোলাপি পানের খিলি, আলবোলা আমার সম্মুখে এনে রেখে দিলে, আমি না আহারি কল্লেম, না পানই খেলেম, না তামাকই খেলেম, তাই দেখে সলিমান একান্ত মনে কোল্লে, গণৎকারের মোহিণী মন্ত্রের প্রভাব ক্রমেই প্রকাশ পাচ্ছে, তাই আমার আহারাদিতে রুচি প্রবৃত্তি নাই। রাত্র ক্রমে অধিক হয়ে পড়েছে, আমি শাল জোড়া দিতে বোল্লেম, আমার একান্ত বিশ্বাসী চাকর সেই সলিমান শাল জোড়া যখন আমার গায়ে জড়িয়ে দেয়, সেই সময় দেখ্‌লেম, তার হাত দুখানি থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপ্‌ছে, এবার আর প্রাজ্ঞের ন্যায় হিতোপদেশের কথা বোলে সে আমায় বিরক্ত কোল্লে না, তার কথায় আমার যে মন ভিজ্‌বে না, সে তা জান্তে পেরেছিল। তা যাই হউক, আমি যখন ঘরে থেকে বেরিয়ে যাই, সলিমান ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লো। এখনও বেশী রাত হয় নাই, দ্বিপ্রহর হতে এখনও একঘন্টা বাকী আছে, এই অবকাশে গ্রামের চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লেম, দেখ্‌লেম স্থানে স্থানে লোক দঙ্গল বেঁধে বোসে গিয়েছে, কথাবার্ত্তা প্রায় কাণে কাণেই ফুস্‌ফাস কোরে চোলেছে। গণৎকার যে প্রতিবাসীদের মনে ত্রাস জন্মিয়ে দিয়েছেন, তাতেকোরে আমি দুঃখিত না হয়ে বরং সন্তুষ্টই হোলেম, মনে বড় আহ্লাদ হলো আজ রাত্রে আমি বই সে কবরস্থানে আর কেহই যাবে না, ভালই হলো, অনেক সময় পাব, আমার জন্মবৃত্তান্তের কথা গুলি ভাল কোরে শুন্তে পাব। সময় নিকট হয়ে এসেছে, যে এক ঘন্টা বাকী ছিল, তাও

শেষ হতে আর বড় বিলম্ব নাই। যতই আমি দৈবজ্ঞের নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লেম, আমার হৃদয় ততই আহ্লাদে নেচেনেচে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বহুকালের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বোলে, আমার অন্তঃকরণ উল্লাস তরঙ্গে ভাস্‌তে লাগ্‌ল। আমি একমনে চোলেছি, সটান চোলেছি, এমন সময়ে একটী গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, সে ব্যক্তি আমার পথ অবরোধ কোল্লে, আমি যাতে কোন মতেই গণৎকারের নিকট না যাই, তাই বিস্তর অনুনয়বিনয় কোরে নিষেধ কোত্তে লাগ্‌লো। সেব্যক্তি বোল্লে, গণৎকার একটী মহামায়াবী, মায়া বিদ্যার প্রভাবে যা মনে করে তাই কোত্তে পারে, তার গোণাপাড়া সকলি মিথ্যে, তার যত কার্য্য সকলি মায়া, সকলি জাল। আমি তার উপর অত্যন্ত রাগত হলেম, বোল্লেম, তুই কে? পথ ছেড়ে দে! সরে তফাত যা! আমায় দেক্ করিস্‌নে। সে ব্যক্তি বোল্লে, দোহাই আল্লার! মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর, তুমি তোমার বিপদ দেখতে পাচ্ছো না, আর দুপা বাড়িয়েছো কি অমনি,—এই শেষকথাটি বোল্‌তে না বোল্‌তেই, অমনি তখনি একটা ঘোরতর গভীর শব্দ হোয়ে ধরা কম্পিত কোরে তুল্লে, পৃথিবী যেন বজ্র নিনাদের ঘোর পরাক্রম সহ্য কোত্তে না পেরে, অন্তরবিদার হোয়ে, গুমরিয়ে, উঠে ফেটে পোড়ল, আরঙ্গজেবের সমুদয় তোপখানা যেন এককালীন ভীমবিক্রম কোরে, ঘোর ভৈরব শব্দে গর্জ্জন কোরে উঠ্‌ল। তখন কিন্তু নিবিড় মেঘের নীলোদর ভেদ কোরে শশিকান্তির শ্বেতছটা ধরাতলে ভেসে চোলেছে, সেই নির্ম্মল হাস্যমুখী শ্বেত আলোকে দেখ্‌লেম, ভগ্নকবরমন্দিরের গর্ভ থেকে স্থূল জলস্তম্ভের ন্যায় রাশি রাশি ধূম পুঞ্জ নির্গত হোচ্ছে, আবার সেই সময় গ্রামের সমুদায় লোক যুটে চারিদিক থেকে ইট্‌ পাট্‌কেলের বৃষ্টি কোচ্ছিল, ইট্‌পাট্‌কেলের যেন ধারা সম্পাত হোচ্ছিল। আমি যখন গ্রামের দিকে ফিরে এলেম, সেই সময় লোকে আহ্লাদ প্রকাশ কোরে একটা পশুবৎ ঘোর

অসভ্য চীৎকার কোরে উঠ্‌লো। সবপ্রথম সলিমানের সঙ্গে দেখা হলো, আমি প্রাণেপ্রাণে বেঁচে এসেছি বোলে সে ব্যক্তি প্রাণভোরে আল্লার গুণানুবাদ কোত্তে লাগ্‌লো, সে বোল্লে "নরাধম পাপিষ্ঠ গণকের কুহকজাল থেকে গ্রামের লোক যে পরিত্রাণ পেয়েছে, তারজন্যেও একবার ধন্যবাদ দিয়ে আল্লার মহিমা কীর্ত্তন কোল্লেম"।

আমি বোল্লেম, "কিরে পাজি! তুই কি বোল্‌ছিস্? তুই কি বোল্‌ছিস্ বল্? তোকে তা বোলতেই হবে।" "আঃ হুজুর! সে ব্যক্তি নাই, অনেকক্ষণ হোয়ে গিয়েছে, আমরা তাকে স্বর্গে পাঠিইছি, সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর এক্ষণে যদি তাকে গ্রহণ করেন, তবেই তার পক্ষে মঙ্গল।" তুই কি ভাবের কথা বোল্‌ছিস? তোর ওসব কথার মানে কি? হুজুর! আমি এই কথা বোল্‌ছি, আজ আমি আপনার যে একটী উপকার কোরেছি, তেমন উপকার এপর্য্যন্ত কেউ আপনাকে করে নাই, আজ আমার জন্যেই আপনি বেঁচে গেছেন, নচেৎ আজ আপনার কি দুর্দ্দশাইকি দুর্গতিই না হোতো। আপনি যে মনন কোরে বেরিয়ে ছিলেন, আজ যদি সেই মুর্ত্তিমান মায়াবীরাক্ষসের কাছে গমন কোত্তেন, তবে নাজানি আজ কি সর্ব্বনাশই ঘোট্‌তো, আপনি নষ্ট হোতেন, আপনার দেহ নষ্ট হতো, আপনার প্রাণ নষ্ট হতো, আরও কত কি না হোতো।

আমি বোল্লেম, "নরাধম চণ্ডাল! সে সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথায়? হুজুর! তাকে তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে, তার সেই সাপ, বেজি, বামন, সবশুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। দৈবজ্ঞের অদৃষ্টে যা ঘোটেছে, ঐ কথা শুনেই তা বুঝ্‌তে পাল্লেম, ভূতসাধের, ভূত যন্ত্রের, বৃত্তান্তগুলি অবগত হবার নিমিত্ত মনে যে চিরবাঞ্ছিত চিরাদৃত অভিলাষ ছিল, সে অভিলাষ এক্ষণে একেবারে চিরবিলুপ্ত হলো, যত পাল্লেম, সলিমানকে যা ইচ্ছা তাই বোলে ঝুড়িঝুড়ি গালাগালি দিতে লাগ্‌লেম,

"তুই বজ্জাত, তুই পাজি, তুই চণ্ডাল, তুই খুনে, তুই ডাকাত," এই সকল দুর্ব্বাক্য বোলে, এছাড়া আরও কত কটূক্তি কোরে রাগ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেম। তখন ঐ হাবা উন্মাদ আমায় বোল্লে, তারই পরামর্শ ক্রমে গ্রামের লোকযুটে একটী নিরীহ নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণনষ্ট কোরেছে।

আমি বোল্লেম, "তোর এ ফাঁপরদালালি কর্‌বার্‌ কি আবশ্যক ছিল, তুই কেন পরাধিকার চর্চ্চায় হাত দিতে গেলি, তুই দূর হ, তুই কালামুখ্‌ কর, তুই মহাপাতকী, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হয়," এই বোলে তারে ধিক্কারের উপর ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেম। আমিতো এখন আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হোয়েছি, বুড়ো পাগল সলিমানের মুখের উপর চোকের উপর জুতো মাত্তেমাত্তে গ্রাম ময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেম, সলিমান মার্‌ খেয়েখেয়ে শেষে নির্জ্জীব প্রায় হোয়ে পোড়্‌লো। আমি একটা পুষ্করিণীর ধারে গিয়ে বোস্‌লেম, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভেবে মনেমনে কতই আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেম, সলিমান এমন গাধা, হক্‌ না হক্‌ আমার পথে কন্টক দিয়ে দিলে, আমি মৎস্যভঙ্গ হোয়ে পোড়্‌লেম, উপস্থিত বিড়ম্বনা শেল্‌ হোয়ে আমার হৃদয় চ্ছেদ্‌ কোত্তে লাগ্‌লো, স্থির্‌শান্ত হোয়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো, যে বিষয় জান্‌বার জন্যে কত ব-ৎসর ধোরে লালায়িত হোয়ে বেড়াচ্ছি, সেই বিষয়টী আজ ব্যক্ত হোতে পাত্তো, কিন্তু আমার ভৃত্য সলিমানের অল্পবুদ্ধির দোষে, তার অনধি-কার চর্চ্চার দোষে, বিশেষতঃ গ্রামের কতকগুলি ইতর মূর্খ লোকের নিমিত্ত, সে বিষয়টী প্রকাশ হোতে পেলে না, আর যে কখন প্রকাশ হবে, সে আশাও নাই। এই সকল দুঃখ মনে হোয়ে আমার কান্না পেতে লাগ্‌লো, আমি ভেউ ভেউ কোরে কাঁদ্‌তেও লাগ্‌লেম, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উন্মাদের ন্যায় একবার এদিক, একবার সেদিক কোরে ছুটোছুটি কোত্তে লাগ্‌লেম। লোকের ভিড়ে চারিদিক ঠেসে গিয়েছে, তারা মনে

কোল্লে, আমায় দানোয় পেয়েছে, নারকী গণৎকারের মায়াজাল আ-মায় বেড়ে চেপে ধোরেছে, এই ভেবে তারা এক এক কোরে সকলেই সোরে পোড়্লো, সলিমান আমার ঐরূপ ভাবান্তর দেখে, আপনার ঘোড়ার উপর সোয়ার হোয়ে তাড়াতাড়ি আগ্রার দিকে চোলে গেল, তার পরদিন লোকের মুখে এই কথা শুন্‌তে পেলেম।

পরদিন প্রাতে আমি সেই এককালিন্ বিধ্বংসপ্রাপ্ত গোরস্থানটী দেখ্‌তে চোল্লেম, গিয়ে দেখি পাথরের ইট্‌গুলি কৃষ্ণবর্ণ হোয়ে স্থানে স্থানে স্তূপাকার্ হোয়ে রোয়েছে, পাথরের দেয়ালগুলি ফেটে চৌচির হোয়ে পড়েপড়ে হোয়েছে, যেদিকে চাই সেই দিকে কেবল উজাড় উচ্ছিন্ন দেখ্‌তে পেতে লাগ্‌লেম। একটী লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সেটা কিন্তু আধপাগ্‌লা, বর্ব্বরেরা যে কৌশল কোরে দৈবজ্ঞবরকে নিষ্ঠুর প্রাণে বিনাশ কোরেছে, তার মুখে সে সকল ফেরেবফন্দির কথা শুন্‌তে পেলেম। এই স্থানে একটী পাহাড়ের খাত ছিল, গোরস্থানের পশ্চাৎ দিকে অথচ খাতের প্রান্তভাগের উপর ঐ গোরস্থানের পশ্চাৎদিক্‌কার দেওয়াল গেঁথে তোলা হয়। খাতের আশেপাশে বিস্তর ছিদ্র, বিস্তর ফাঁক ছিল, তাই আর বারুদ পুরেদেবার নিমিত্ত গর্ত্ত কোত্তে হয় নাই, যদি গর্ত্ত কোত্তে হতো, তবে গণৎকার মনে অবশ্যই ভয় পাইতেন, তিনি তবে পূর্ব্বাহ্লেই সতর্ক হোতেন। ঐ সকল ছিদ্রের মুখে বারুদ পুরে দিয়ে ঐ বারুদ প্রায় গ্রামের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত লোয়ে যাওয়া হয়, তাতে কোরেই গোরস্থানের ইমারতগুলি ভূমিসাৎ হোয়ে পড়ে। আমার ইচ্ছা ছিল ভগ্নাবশেষগুলি স্থানান্তর কোরে গণৎকারের মৃতদেহটী বার্ করি, কিন্তু আর কাহাকেও পেলেম না যে, আমার সঙ্গে যোগাড় দেয়, একটী প্রাণীকেও সে পথ দিয়ে যেতে দেখলেম না, তাই সুতরাং বিমুখ হোয়ে আপনার আড্‌ডায় ফিরে আস্‌তে হলো, এক্ষণে শোকদুঃখমন-স্তাপ আমায় যেন আড়ে আড়ে গ্রাস কোত্তে লাগ্‌লো। অনেকগুলি সন্ধান

অবগত হবার নিমিত্ত অতিশয় উতলা, অতিশয় উচাটন্ হোলেম, আমার মন যেন লালায়িত হোয়ে বেড়াতে লাগ্লো। প্রথমতঃ আমার জন্ম বৃত্তান্ত কিম্বা আমার বংশের পরিচয়। দ্বিতীয়তঃ সাদুল্লা খাঁ ব্যক্তিটে কে? সে কেন আমায় পুত্র বোলে সম্বোধন কোত্তো। তৃতীয়, এ সকল গূঢ় বৃত্তান্তের মধ্যে নজফালী খাঁ কি কোরে একজন গণীভূত ব্যক্তি হলো, সে ব্যক্তি কি কোরে আমার বংশাবলী ঘটিত অস্ফুট বৃত্তান্তগুলি অবগত হোয়েছিল? চতুর্থ, যে আংটি তার হাতে আছে দেখে চোলে আসি, সে ব্যক্তি তো তখন মাহিরেদের ভিতর শব হোয়ে পোড়ে ছিল, সে আংটিটী গণৎকারের হস্তগত কি কোরে হলো? পঞ্চম, আমার মনে বেশ প্রতীতি হোয়েছিল, এবার আমার অদৃষ্টের বিষয় অবগত হোতে পার্বো, আমার বংশ পরিচয়েরও অন্তর্মর্ম্ম জান্তে পারবো। দৈবজ্ঞের মনে ভয় হোয়েছিল যে, অনেক বিপদ অনেক বিঘ্ন আমায় ঘেরে রোয়েছে, তিনি পূর্ব্বাহ্লে সাবধান কোরে দিয়ে আমায় রক্ষা কোত্তে পাত্তেন। এই সকল গুরুতর বৃত্তান্তের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট কোরে ব্যাখ্যা করে, এমন লোক আর দ্বিতীয় নাই, বাস্তবিক সে নিগূঢ় কথাগুলি একাল্আখেরের মতন তোপের মুখে যেন উড়ে গিয়েছে বোধ কোত্তে হবে। এক্ষণে আবার পূর্ব্বের মত স্থিরশান্ত হোয়ে জয়পুরের যাত্রা কোল্লেম, সঙ্গে দোসর কেউই নেই, হরকরাদের, সোয়ারেদের পূর্ব্বাহ্লেই সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে, সুতরাং একাকী রওনা হোয়ে, আমি সেখানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেম। জয়পুরে পৌঁছে শুন্লেম, রাজা বনক্রীড়া কোত্তে যাবেন, চিতাবাঘ, কালসার, এই সকল জানোয়ারের কৌতুক দেখ্বেন, তারি উদ্যোগ হোচ্চে। এই মহোৎসবে আমোদআহ্লাদ কর্বার্ নিমিত্ত অনেক্কেই তাঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি কোরেছেন। পরদিন প্রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত্ কোল্লেম, রাজন্বর আমায় দেখে চিন্তে পাল্লেন, তাই তাঁর পাশাপাশি হোয়ে যেতে অনুমতি কোল্লেন।

রাজা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তোমার জয়পুরে আসা এইবার নিয়ে তিন-বার হলো, এ যাত্রা কি অভিপ্রায় কোরে আসাহোয়েছে। আমি তাঁকে বারম্বার অবধারিত কোরে বোল্লেম,এবার আস্‌বার নিতান্তই প্রয়োজন হোয়েছে, যদি অনুমতি করেন, সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎ কোরে যে কার্য্যের ভার লোয়ে এসেছি তার মর্ম্ম অবগত করাই। রাজা তাতে সম্মত হোয়ে বোল্লেন,আচ্ছা,সেই কথা ভাল। আমরা এক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে কৌতুক ক্ষেত্রে চোল্লেম। সেখানে যেতে না যেতেই চিতাবাঘগুলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তামাসা দেখাতে লাগ্‌লো, এই সময়ে হঠাৎ একটা কাল্‌সার দেখ্‌তে পেয়ে, চক্ষুর ঠুলি খুলে দিয়ে চিতাবাঘটীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাঘটী যখন থাবা মেরে মাটীতে বোস্‌লো, একবার এদিক একবার সে-দিক কোরে যখন পুচ্ছ আস্ফালন কোত্তে লাগ্‌লো, আবার যখন শিকা-রের নিমিত্ত ঘাড়্‌ ফিরিয়েফিরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল, তখন তার চোক্‌দিয়ে যেন মুর্ত্তিমান কালাগ্নি ঝলকে ঝলকে উথ্‌লিয়ে পোড়্‌ছিল, সে ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখ্‌তে একটী প্রকাণ্ড তামাসা। ঐ কৃষ্ণসারের প্রতি ব্যাঘ্রটীর যখন দৃষ্টিপাত হোলো, তখন তার ভাবভঙ্গি দেখে আমাদের অল্প আমোদ হোচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কারুরি কথা কইবার, কি নোড়ে বস্‌বার অনুমতি ছিলনা। যে দিকে গেলে তার পক্ষে সুবিধা হয়, চিতাবাঘটী সেইদিকে নিঃসাড়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়েদিয়ে যেতে লাগ্‌লো। প্রথমতঃ অনেক অন্তরে থেকে একটী চক্র দিলে, শেষে অল্প অল্প কোরে ক্রমেক্রমে শিকারটীর নিকটবর্ত্তী হোতে লাগ্‌লো, যদি কখন কাল্‌সারটী ঘাড়্‌ উঁচু কোরে চেয়ে দেখেছে, ব্যাঘ্রটী অমনি একটী ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে প্রবেশ কোরে তার মধ্যে শরীরটি লুকাতে লাগ্‌লো, তাই দেখে রাজার মনে অতিশয় আনন্দ হোলো,চরমে কিফল দাঁড়াবে, সেই কৌতুক দেখ্‌বার নিমিত্ত সকলেই উতলা হোলো। ব্যাঘ্রটী যেমন কৃষ্ণসারের প্রতি লক্ষ্য কোচ্ছিল, তার চাল্‌ চলনের প্রতি

সে যেমন একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে দেখ্ ছিল, আমরাও তেমনি ব্যগ্র হোয়ে ব্যাঘ্রটীর গতিপ্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কোচ্ছিলেম। রাজা বোল্লেন, তবে আর কি,কৃষ্ণসার এখনও তার বিপদ বুঝ্ তে পারিনি, তাই অসংশয় মনে চারি দিকে চোরে খেয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার আর রক্ষা নাই, ঐ দেখ চিতাবাঘটী ঝোপ্ আশ্রয় কোরেছে, ঐ ঝোপের পশ্চাদ্দিক থেকে লম্ফ প্রদান কোর্ বে, তাই আস্ফালন কোরে ল্যাজের ঝাপ্ টা মাচ্ছে। এই কথা বোল্ তে না বোল্ তেই ব্যাঘ্রটী লম্ফ প্রদান কোল্লে, কিন্তু কি আক্ষেপ ! লম্ফটী ব্যর্থ হলো,কৃষ্ণসারের উপর আক্রমণ কোত্তে পাল্লে না, আমরা মনে কোরেছিলাম, এবার তার আয়ু নিতান্ত শেষ হোয়েছে, ব্যাঘ্রটী মৃত্যুবাণ হোয়ে তার রক্ত পান কোর্ বে, কিন্তু কাল্-সারটী সেই সময় একটী লাফ দিয়ে ঠিক্ রিয়ে গিয়ে তফাতে পোড়্ লো, তাই সে এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পাল্লে, ঠিক্ রিয়ে পোড়েই সুমুখের ময়দানের দিকে নক্ষত্র বেগে ছুট্ তে লাগ্ লো, শেষে কোথায় পালালো আর তাকে দেখা গেলনা। ব্যাঘ্রটীকে ভুলিয়ে ফুস্ লিয়ে আন্ বার নিমিত্ত ডুরিওয়ালারা কাঁচা মাংস নিয়ে চারি দিকে দৌড়াদৌড়ি কোত্তে লাগ্ লো, ব্যাঘ্রটী তখন সংক্ষুব্ধ গভীর অম্বুরাশির ন্যায় গুম্ রিয়ে গুমরিয়ে গর্জ্জিয়ে উঠে মহা আস্ফালন কোচ্ছিল, পুচ্ছটী পেছনের দুখানি পায়ের ভিতর থেকে ঝুলে পোড়েছে, শিকার কোত্তে পাল্লেনা বোলে,লজ্জায় যেন ঢেকে রেখেছে ! আজ্ কার কোতুকর নিমিত্ত এবাঘ আর কোন কর্ম্মেরি হবে না, তার লম্ফ প্রদান করা যদি একবার নিষ্ফল হোয়ে পড়ে, তবে সে দিন আর শিকার কোত্তে কখনই তার প্রবৃত্তি হবে না, কখন কখন সপ্তাহ না গেলে সে তার পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হয় না। একটুক পরেই আর একটী কৃষ্ণসার ময়দানের মধ্যে চোরে বেড়াচ্ছে দেখ্ তে পেলেম, একটী কণ্টকময় ঝোপের পাশে পাশে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। রাজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে পূর্ব্বেই তাকে দেখ্ তে পেয়েছিলেন, রাজনবর ইঙ্গিত কোত্তেই, দোসরা

একটী চিতাবাঘকে চক্ষের ঠুলি খুলে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো! আজ অতিশয় গ্রীষ্ম, রৌদ্রে পাষাণ ফেটে যাচ্ছে, তাই এ ব্যাঘ্রটী নিতান্ত অকর্ম্মা হোয়ে পোড়্‌লো, শিকার কোত্তে তার প্রবৃত্তিই হলোনা, তত অসহ্য গ্রীষ্মের তাড়নায় হাঁসফাঁস কোত্তে লাগ্‌লো, ঘাড় ফিরিয়ে চারি দিকে চেয়েচেয়েও দেখ্‌ছিল, তাতে স্পষ্ট বোধ হলো,একটী শীতল ছায়া পেলেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় লয়। কোথায় বৃক্ষের ছায়া পোড়েছে,তাই দেখ্‌বার নিমিত্ত তার উগ্রবৎবন্যচক্ষুদুটী ময়দানেরচারিদিকে দৃষ্টি পাত কোচ্ছিল, ঐ সময় একটী শিকারের প্রতি তার লক্ষ্য হলো, শিকার করাই ব্যাঘ্রের অভ্যাস, তাই পুর্ব্বকার ব্যাঘ্রের মত দুর থেকে মস্ত একটা চক্র দিয়ে থাবা গেড়ে বোসে পোড়্‌লো, সেই মনোহর কৃষ্ণসারটী যেস্থানে চোরে বেড়াচ্ছিল, ব্যাঘ্রটী সেইখানে ক্রমেক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। শুন্‌লেম প্রথমটীর অপেক্ষা এব্যাঘ্রটী, বয়সেও বড়, চতুরতায়ও বড়, তাই সকলে মনে কোল্লে এবার আর শিকারটী মুখে থেকে ফোস্‌কে যাবে না, বিশেষতঃ এবাঘটী আজ তামাম দিন পেট ভোরে খেতে পায়নি, উদরাগ্নির জ্বালাতে তাকে আজ শিকার কোত্তেই হবে। আমরা পরস্পর বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লেম, এবার আর এ কৃষ্ণসারটী পালিয়ে বাঁচতে পার্‌বেনা,আমাদের সে অনুমান অযথা হয় নাই, ব্যাঘ্রটী কালের স্বরূপ হোয়ে একটা দুরন্ত লম্ফ প্রদান কোল্লে, দুর্ভাগ্য হরিণটী জীবনে হতাশ হোয়ে একটী ঘোর মর্ম্মান্তিক চীৎকার কোরে উঠ্‌ল, ঐ নির্ঘাৎ চীৎকারই বোলেদিলে, এবারকার আড়ম্বর নিস্ফল হয় নাই।

ব্যাঘ্রটী যত পাল্লে গলায় গলায় রক্ত পান কোল্লে, উদর জ্বালা যতক্ষণ শান্ত না হোয়েছিল, তার সুমুখে এগিয়ে যেতে কাহারও সাহস হোলোনা। আমি মনে কোল্লেম, কৌতুক দেখ্‌তেই তো অনেক সময় কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করি কখন। রাজা অদ্যকার বনক্রীড়ায় অতিশয় প্রফুল্লিত হোয়েছেন, তাঁর পারিষদেরা

আগে আগে চোলেছে,আমরা তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চোলেছি,সকলেই গৃহাভিমুখে চোলেছি। যেতে যেতে ভাবতেলাগ্‌লেম, রাজা হওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু একটী বড় অসুখের বিষয়ও আছে, যে রাজার উপর প্রজারা কখনই সন্তুষ্ট নয়, সে রাজার রাজত্ব কখন্ থাকে, কখন্ যায়, তার স্থিরতা নাই, প্রজারা তাঁর পদচ্যুত কর্‌বার্ নিমিত্ত লালায়িত হোয়ে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই সিংহাসন কেড়ে নিতে ক্রটি করেনা। আমার মনে কিন্তু এই একটা অভিমান ছিল, আমি যদি কখন তত বড় পরাক্রান্ত রাজ পদে অভিষিক্ত হই, প্রজাদের সুখ সৌভাগ্য আমার জপমালা হবে, কিসে তারা সচ্ছন্দে, কিসে তারা আনন্দে থাক্‌বে, কিসে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বান্ধবতা হোয়ে স্নেহডুরিতে আমায় বেড় দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে, আমি তারি যত্ন তারি চেষ্টা কোত্তেম। যতজন রাজারাজড়া আছেন, তার মধ্যে জয়পুরের রাজা সকলের অপেক্ষা সুখী বোধ হোলো। যদি প্রজার কাছে তত প্রিয় না হউন, কিন্তু তাঁর তুল্য মান সম্ভ্রম আর কারুরি ছিলনা। জয়পুরের রাজা যেমন বিনয়ী, যেমন নম্র, মোগল বাদশারাও তেমন নন, অথচ আবার সকল বিষয়ে এরাজার যেরূপ আঁটাআঁটি যেরূপ কড়াকড়ি, অন্য কোন রাজারই সেরূপ শক্তাশক্তি সেরূপ আঁটসাঁট ছিলনা। জয়পুরের রাজা কখন কাহাকেও অপমান কোত্তেননা, কি অপমানের কথাও বোল্‌তেন্‌না। মন্ত্রিবর্ আমির্‌খাঁ সমাদর পূর্ব্বক আমার সম্বর্দ্ধনা কোল্লেন, সম্বর্দ্ধনা কোরে বোল্লেন, আপনার কিজন্যে আগমন হোয়েছে সেই কথা শুন্‌তে রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বোল্লেম,আপনার তুল্য উপযুক্ত পাত্রের নিকট সেকথা বোল্‌তে কোন বাধা নাই, সৌভাগ্য ক্রমে আপনার সদৃশ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হোলো, এই আমার পরম লাভ। আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম, উজির বড় আত্মাভিমানি, তাতে কোরেই ততস্তুতি বাক্য, তত সভ্যতা ব্যবহার, তাঁর

পক্ষে অনাদরের হোলোনা। আমি বোল্লেম, আরঙ্গজেবের যে উপকার কোরেছে, রাজপুত্র তারি শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার সাক্ষি দেখুন ঝীহনখাঁ, সে ব্যক্তির প্রতি আরঙ্গজেব চণ্ডালের অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ব্যবহার কোরেছেন। এই সকল কথা বোলে আরঙ্গজেব যে উপকার স্বীকার করেন্‌না, বরং যে তাঁর উপকার করে, উল্‌টে তারি আবার অনিষ্ট কোরে থাকেন, সেই কথা প্রতিপন্ন কর্‌বার নিমিত্ত, অনেক লতাপাতা কেটে, দিব্যি পরিপাটী কোরে, রাজপুত্রের কৃতঘ্নতা চিত্রিত কোল্লেম, চিত্রিত কোরে বোল্লেম, ঐ উপকার্‌-ঘাতক রাজপুত্রকে পদচ্যুত কোত্তে হবে, তাই মহারাজের সহায়তা প্রার্থনা কোত্তে এসেছি। উজির্‌বর্‌ আমার মুখে ঐ কথা শুনে হাস্য সংবরণ কোত্তে পাল্লেননা, তিনি একটু মুচ্‌কে হেঁসে বোল্লেন, আপনি যখন যে পক্ষে হন, সেই পক্ষেই মহা উৎসাহী দেখ্‌তে পাই, তাই আমি হেঁসেছি, আপনি ক্ষুন্ন হবেন্‌না। "যখন যে পক্ষ," একথা বল্‌বার তাৎপর্য্য এই, প্রথমতঃ দারা ও আমীর্‌জেম্‌লার পক্ষ হোয়ে আমাদের এখানে শুভাগমন করেন, আমীরজেম্‌লা তখন আরঙ্গজেবের অনুসেবায় নিযুক্ত, এক্ষণে আবার রাজপুত্র সুলতান্‌ মামুদের পরম মিত্র হোয়ে, তার দৌত্যভার লয়ে এসেছেন। শাজাহান বাদ্‌শাহের পক্ষ একান্ত উৎসাহী দেখ্‌তে পাচ্ছি, বৃদ্ধ বাদশাহের প্রতি যে নিতান্ত কুব্যবহার হোয়েছে, সে কথা আমি স্বীকার করি, বাস্তবিক্‌ সে সব্‌ই সত্য। আমি বোল্লেম, আমার কোন অপরাধ নাই, রাজপুত্রের মধ্যে একটী অতি নিষ্ঠুর, আর একটী অতি অধম, অতি জঘন্য, অতি অকৃতজ্ঞ। উজির্‌ বোল্লেন, তাই বটে, তা ভালই কোরেছেন, যার জন্যে যা কোরেছেন, আমি কিছু সে কথা বিশেষ কোরে জিজ্ঞাসা কোচ্ছিনা, যেটা ঘোটেছে তাই বোল্লেম, রাজা শুনেও অল্প তামাসা মনে কোর্‌বেন না। আমীরখাঁর মুখে শেষের কথাটী শুনে মনে মনে কিঞ্চিৎ বেজার হোলেম, আমি যে ক্ষুন্ন হোয়েছি আমীরখাঁ

সেটী বুঝ্‌তে পাল্লেন, তাই তিনি ওকথা উল্‌টে দিয়ে অন্য কথা এনে ফেল্লেন। আমি বড় বীর আমার বড় সাহস, আমার বড় উৎসাহ, সেই সকল গৌরবই অধিক কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম, হুজুর! রাজপুত্র সুলতান মামুদের কাছে গিয়ে আমি কি বোল্‌বো? আপনি কি সাহায্য কোর্‌বেন? মন্ত্রিবর বোল্লেন, বিষয়কর্ম্মের কথা পোড়্‌লেই বিষয় কর্ম্মেরমত কথা কোইতে হয়, তাতে চক্ষু লজ্জা কোল্লে চলেনা,আমি আপনাকে স্পষ্ট পরিস্কার কথাই বোল্‌ছি শুনুন্‌, যে কার্য্যের পরিণামে নৈরাশ হবার সম্ভাবনা আছে, এমন কার্য্যে সহায়তা কোত্তে আমি রাজাকে পরামর্শ দিতে পার্‌বোনা, শুধু তা নয়, তার পর শুনুন, সুল্‌তান মামুদ যেরূপ অপ্রাজ্ঞ অনাবধান, তাঁর যেরূপ ব্যস্তস্বভাব, তিনি যেরূপ অপরিণামদর্শী, তাতে কোরে কিছুকাল তাঁকে বিজ্ঞতা প্রাজ্ঞতা শিক্ষা করা আবশ্যক, তাঁর পিতার সমুদয় বেইমানি দোষ, সমুদায় নেমোক্‌হারামি দোষ তাঁতে বর্ত্তিয়েছে, তদ্ভিন্ন এক্ষণে আরঙ্গজেবের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব চোলেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকার কুমন্ত্রণার চক্র না করি, তবে বোধ হয় সে সদ্ভাব হঠাৎ ভঙ্গ হবে না।

আমি বোল্লেম, আপনার এ আপত্তি যে প্রাজ্ঞের মত বিচার সঙ্গত, সে কথা আমি অস্বীকার কোত্তে পারিনা, তবে, যে কার্য্যের ভার নিয়ে এসেছি, আমি যদি তা প্রতুল্‌ কোরে না তুল্‌তে পারি, তাতে কোরে আমায় দুঃখিত হোতে হবে বটে, কিন্তু চেষ্টার তো ক্রটি কোল্লেম না, তাই ভেবেই সন্তুষ্ট থাক্‌বো।

মন্ত্রিবর বোল্লেন, তা নয়, আমার কথা কিছু আইন্‌ নয় যে অকাট্য হবে, পরামর্শ দিলেই যে রাজা গ্রহণ কোর্‌বেন তাও কোর্‌বেন না। আপনার কথা রাজার কাছে উপস্থিত কোর্‌বো, তাঁর কি রায় শুন্‌তেই পাবেন, আমি তাতে কোন কথাই বোল্‌বোনা!

মন্ত্রিবরের যে কথা সেই কাজ। আমায় লয়ে রাজার কাছে উপস্থিত

কোল্লেন, রাজা তখন খাস্‌কাম্‌রায় বোসে আছেন, আমি সুল্‌তান মামুদের পত্রখানি ধোরে দিলেম, পত্রখানি পড়্‌বার অগ্রেই আমি যে অভিপ্রায়ে রাজদর্শন কোত্তে এসেছি, চতুর মন্ত্রিবর সেই মর্ম্মকথাটী রাজাকে মুখে অবগত করালেন, অবগত কোরিয়ে পত্রখানি খুলে পো-ড়্‌তে বোল্লেন। রাজা তাঁর প্রার্থনায় সম্মত হবেন বোলে, সুল্‌তান মামুদ্‌ প্রবৃত্তি দেবার নিমিত্ত অবশ্যই প্রলোভের কথা লিখে থাক্‌বেন, সে কিরূপ প্রলোভ, পত্রখানি খুলে সেই বিষয় দেখ্‌তে বোল্লেন। পত্র-খানি পড়া শেষ হোয়ে গেলে, রাজা বোল্লেন, অঙ্গীকার কর্‌বার সময় বাদশাজাদাদের দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না, তাই কথায় কথায় লম্বালম্বা আশা দেখিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে এনে তুলে দেন, তবে কথা এই, বাদশাহপুত্র যে বিষয়ের অঙ্গীকার কোরে পাঠিয়েছেন, গত রাত্রে আমিও সেই বিষয়টী স্বপ্নে দেখেছি, ঐটী বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য। যাই হোক, তাড়াতাড়ি কোরে একথার জবাব দিতে পারি না, আগে একটু ধীরসুস্থির হোয়ে বিবেচনা কোরে দেখি, তারপর যা হয় বোল্‌বো। অল্‌নসরমস্তককে একথা জিজ্ঞাসা কোত্তে হবে, তাঁর কি মত শোনা যাক। অল্‌নসরমস্তক একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ দৈবজ্ঞ, এক্ষণে তাঁর তুল্য প্রবীণ লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। মন্ত্রিবর! তাকে একবার ডেকে পাঠাও।

"মন্ত্রিবর বোল্লেন, হুজুর! সকলি বিস্মৃত হয়েছেন, সে ব্যক্তি যে মহারাজের নিকটে বিদায় হোয়ে আগ্‌রায় চোলে গিয়েছেন"।

রাজা বোল্লেন, "তবে আগরাতেই লোক পাঠিয়ে দাও, তাঁকে এক-বার সঙ্গে কোরেই নিয়ে আসুক"।

আমি বোল্লেম, হুজুর! যদি মাপ হয় তো বলি। মহারাজ যাঁর তত গৌরব কোচ্ছেন, সে ব্যক্তি তো দেখ্‌তে খর্ব্বাকার? প্রাজ্ঞের মত সফেদ্‌ দাড়ি আছে, কপালটা উঁচু, যেন ঠেলেবেরিয়েছে, মাথায় একটা আরমানি ধরণের কাল মখ্‌মলের টুপি, সেই ব্যক্তি তো?

রাজা বোল্লেন, হাঁ, সেই ব্যক্তি, পথে বুঝি তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হোয়েছে। আমি বোল্লেম, সাক্ষাৎ হোয়েছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, আচার্য্য মৃতের দলে পরিগণিত হোয়েছেন।

রাজা বোল্লেন, “কি! আল্‌নসরের কাল হোয়েছে! তিনি মরেন নি, বেঁচে আছেন, একথা আমায় যে শোনাতে পার্‌বে, তাকে আমি লক্ষ টাকা বক্‌সিস কোর্‌বো, আচার্য্য যখন এখানথেকে চোলে যান, তখন তো তাঁর কোন অসুখই ছিল না, তখন তাঁর বুদ্ধিবিবেচনারত্ত বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তবে কেন হঠাৎ মৃত্যু হলো।” যেরূপে দৈবজ্ঞের জীবন অবসান হয়, সেই দুঃখের বৃত্তান্তটী রাজাকে অবগত করালেম, রাজা শুনে ক্রোধে অগ্নি অবতার হোলেন, মহারাজ চোম্‌কে উঠে বোল্লেন, দেওয়ালার কতকগুলি পশুবৎপাষণ্ড চোয়াড় তাঁকে বারুদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে! নিষ্ঠুর চণ্ডালেরা দৈবজ্ঞবরকে একপ্রকার তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে! আমি তো বেঁচে আছি, এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার প্রতিফল পাবেই পাবে, আমীর খাঁ! ঐ গ্রামের অভাবত কুড়িজন পাষণ্ডের মাথা আমায় এনে দাও”।

উজির বোল্লেন, “যে আজ্ঞা মহারাজ! সম্প্রতি কিন্তু সন্ধি হোয়ে সে গ্রামটী ঠাকুর জোয়াল্‌সিংহের অধিকারভুক্ত হোয়েছে, জোয়াল্‌সিং-হকে এ সময় অবমাননা কোল্লে প্রাজ্ঞের মত কাজ হবে না”। রাজা বোল্লেন, সেকথা সত্য, পাষণ্ড চোয়াড়দের অদৃষ্ট ভাল, তাই এ যাত্রা আমার হাতথেকে বেঁচে গেল। আমীর খাঁ! আমি তোমায় আজ্ঞা কচ্ছি, জোয়াল সিংহকে একখানি পত্রে লিখে পাঠাও, একাজ অতি অন্যায় অতি গর্হিত হোয়েছে, ঐ কথা লিখে বিচারের প্রার্থনা জা-নাও।

উজির বুকের উপর কোণাকুণি হাত বেঁধে অতি নত হোয়ে রা-

জাজ্ঞা শিরে বহন কোল্লেন, রাজা আচার্য্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত শুনে যারপর-নাই অতিশয় কাতর হোলেন, তাই সেদিনকার মতন আমাদের কথা-বার্ত্তা বন্ধ হলো, আমারা চোলে এলেম, আমি আমার স্থানে গেলেম, উজির জোয়ালসিংহ ঠাকুরকে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেন, ঐ পত্রের উত্তর এসে পৌঁছিলে, রাজা আমায় পুনরায় ডেকে পাঠাবেন, উজির আমায় এই কথা অবধারিত কোরে বোল্লেন। এই অবকাশে আমার প্রাণপ্রমিতা দেলযানের পবিত্র কবরটী চোক্ষে দর্শন কোল্লেম, যুবতীকে উদ্ধার কোত্তে গিয়ে, যে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দর্শন অবলোকন কোত্তে হোয়েছিল, কবরটী দর্শন কোরে সেই নির্দ্দয় ঘটনাগুলি একটী একটী কোরে স্মরণ পথে সমুদিত হোয়ে আমার হৃদয় কম্পিত কোরে তুল্লে, তাই মনের বেগ সম্বরণ কোত্তে না পেরে, কবরের উপর দাঁড়িয়ে ডাক্‌ছেড়ে কাঁদতে লাগ্‌লেম, বোধ হয় আমি অনেকক্ষণ ধোরে কেঁদে ছিলেম, কেননা আমি যখন পুরাতন জয়পুরের সরাইয়েতে ফিরে এলেম, তখন প্রায় অন্ধকার হোয়ে এসেছে, এসে দেখি অনেকগুলি রাহাগির রাত্রের মতন আহারাদি কোরে মাদুর বিছিয়ে বোসে আছে। আল্লা মঙ্গল করুন, এই বিনয় বাক্য বোলে, অতিনত হোয়ে আমি তাদের সেলাম কোল্লেম, তারাও আমায় ভদ্রতা পূর্ব্বক একটী পাল্‌টা সেলাম কোল্লে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বোল্লে "কি আশ্চর্য্য! যে চাকরটী ভয়ে থর্‌থর্‌ কোরে কাঁপছিল দেখ্‌লেম, তাদের মুনিব কোথায় গেল"? আর এক ব্যক্তি বোল্লে, "হয়ত সে ব্যক্তি বৃদ্ধ জাদুকরের মায়ামন্ত্রের প্রভাবে পুড়ে ভস্ম হোয়ে গিয়েছে"।

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, "দোহাই আল্লার! সেই দিগ্‌ভ্রান্ত, মতিচ্ছন্ন চাকরটীর মুখে যখন শুন্‌লেম, গ্রামের সমুদায় লোক যুটে সেই বুড়োভণ্ডকে বারুদের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে, বাড়িশুদ্ধ রসাতলশায়ী কোরে দিয়েছে, শুনে আমি কতই হাঁসলেম"।

চতুর্থ ব্যক্তি বোল্লে, "সে ব্যক্তি কি মজারি দৈবজ্ঞ! পরের অদৃষ্ট গুন্‌তে বেশ পটু ছিল, কিন্তু নিজের বেলায় আঙ্গুল ফোসকে যেতো। যে ব্যক্তি নিজের অদৃষ্ট গুন্‌তে জানে না, সে আবার পরের অদৃষ্ট কোন্‌ মুখে গুন্‌তে যায়, এমন তো বেহায়াও দেখিনি, আমার তো বিবেচনা হয়, সে ধূর্ত্ত বেটার উপযুক্ত শাস্তিই হোয়েছে"।

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, এখানকার মহারাজের নাকি ঐ দৈবজ্ঞের প্রতি বড় শ্রদ্ধা ছিল। অপর একব্যক্তি বোল্লে, তা হবে, একথা বিচিত্র কি, হয়ত একটা যৎসামান্য বিষয় দৈবাৎ বোল্‌তে পেরেছিল, তাই সভাস্থ লোক মনে কোরেছে, ওর মতন ভালেবর আর কেউ দুনিয়াতে নাই।

আমি বোল্লেম, আমিও তাঁকে বিজ্ঞ বোলে জান্‌তেম। ঐ কথা শুনে সকলে আমার দিকে ফিরে বোস্‌লো।

একটী রাহাগির জিজ্ঞাসা কোল্লে, দোস্ত! তুমি কি সে বৃদ্ধটীকে কখন চক্ষে দেখেছ? আমি বোল্লেম, হাঁ, দেখেছি। একটীবার মাত্র দেখা হয়। আর একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে আনন্দ লাভ কোত্তেম, কিন্তু দেওয়ালার পশুবৎ পাষণ্ড অবতারদের নিমিত্ত সেটী অদৃষ্টে ঘটে উঠ্‌লোনা।

প্রথম বক্তা বোল্লে, আমরা শুনেছি, তিনি বৃদ্ধঅঙ্গুলির চেয়ে উচঁ ছিলেন না, সে কথা কি সত্য?

আমি বোল্লেম, দোস্ত সকল! সে সর্ব্বৈব মিথ্যা, যাঁরা একথা বোলেছেন, হয় তাঁরা রহস্য কোরে বোলেছেন, নয় ত্রাসে তাঁদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধির ঠিক ছিল না। যে প্রাজ্ঞবরের প্রসঙ্গ হোচ্ছে, তিনি আকার প্রকারে প্রায় আমাদেরি মতন, তবে কিঞ্চিৎ মাথায় খাট-ছিলেন, এইমাত্র প্রভেদ। প্রকাণ্ড দাড়ি ছিল, তিনি অতি সুধীর অতি সুশান্ত ছিলেন, তাঁর স্বভাবও অতি পবিত্র ছিলো, তেমন আপনারা কখন দেখেন নি।

ঐ কথা শুনে পান্থেরা বোলে উঠ্‌লো, হা বারিক্ আল্লা! তবে কি অলীক কথাই আমাদের গলার ভিতর ঠেসে দিয়ে গিলিয়ে দিয়েছে। তবে কথা কি, ঐ গ্রামের যে তিনটী লোক তাঁর কাছে অদৃষ্টের বিষয় জান্‌তে যায়, তাঁদের নাকি বাকরোধ হোয়েছে, একথাকি সত্য।

আমি বোল্লেম, আমিও সে কথা শুনেছি, দুর্ভাগ্য মহাপুরুষের অপমৃত্যু হবার কারণই সেই। যদ্যপিস্যাৎ বাকরোধই হয়ে থাকে, সে দোষ কিন্তু সে মহাপুরুষের নয়, তিনি কেন কুচক্র কুমন্ত্রণা কোরে তাদের বাক্‌পথ অবরোধ কোত্তে যাবেন, তারা বোবা হোলে তাঁর কি লাভ, তবে কথা এই, যারা বোবা হয়েছে, তারা হয় তো হাবার মত বোকা, তাই ত্রাসে তাদের রসনা অবশ হোয়ে পড়েছে।

একটী রাহাগির বোল্লে, ভালো, তাই যেন হলো, যে ব্যক্তিকে দিক্‌ভুলের ন্যায় ফুল্‌কোচোকো হোয়ে ঘোড়ায় চোড়ে যেতে দেখ্‌লেম, সে আমাদের বোল্লে, সেই দৈবজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎকরা অবধি তার মুনিবের মেজাজ বিগ্‌ড়ে গিয়েছে, তার চাল চলনও নাকি কেমন এক প্রকার থাপ্‌ছাড়া থাপ্‌ছাড়া হোয়ে পড়েছে।

আমি অমনি বোলে উঠ্‌লেম, সে বেটা অতি আহাম্মক অতি নাদান, যে উন্মাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল, সে আমারি চাকর, তারি ফাজিলচালাকির দোষেই সেই ভবিষ্যতবক্তার অকালমৃত্যু হোয়েছে সন্দেহ নাই। ঐ কথা বোলে, যে যে ঘটনা হোয়ে ছিল, সমুদায় অবগত করালেম। আমি যে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ কত্তে পেলেম না, সেটা আমার পক্ষে একটি বিড়ম্বনা বোল্‌তে হবে, তাই বিস্তর দুঃখ প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেম।

আর একটী রাহাগির বোল্লে, এটা দুঃখের বিষয় বটে, এতে কার্ না রাগ হয়, কিন্তু আমার মনে এই ভয় হোচ্চে, তোমার চাকর যেরূপ গোঁয়ারতামি কোরেছে, সে ভোগাভোগ হয় তো তোমাকেই বা ভুগতে

হয়। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, গ্রামের লোকেরা সকল দোষ চাকরের স্কন্ধে দিয়ে আপনারা অন্তর হোয়ে দাঁড়াবে, রাজা শুনে মনে কোর্‌বেন তুমিও তার চক্রের মধ্যে লিপ্তছিলে, তোমাকে তিনি দোষী কোর্‌বেন।

আমি বোল্লেম, তা হলে অবিচার হয়, আমি যত অপরাধী গুরু-দেবই তা জানেন, আমিতো তাঁরে গুরু বোলেই জান্তেম, তাঁর আদেশ গুলিও গুরুবাক্যের ন্যায় শিরে বহন কোরেছি, আমি কখনই তাঁর মৃত্যু কামনা করি নাই, আল্লা তার সাক্ষী আছেন। রাহাগির বোল্লে, সে সবই সত্য বটে, কিন্তু চাকরের অসৎ আচরণের নিমিত্ত মুনিবেদের প্রায়ই দায়ী হোতে হয়, রাজা তারে জবরদস্তি কোরে দায়ী করেন। যেস্থলে রাজারা কুপিত হন, বিশেষতঃ চাকর যদি গুরুপাপ কোরে উপস্থিত না থাকে, সেস্থলে তাঁদের ক্রোধ প্রায় মুনিবের স্কন্ধেই পতিত হয়, তাই আপনাকে বোল্‌ছি, আপনি যত শীঘ্র পারেন জয়পুরথেকে প্রস্থান করুন, নচেৎ চাকরের অপরাধের নিমিত্ত রাজার গুরুকোপে পড়ে প্রাণে মারা পোড়বেন।

আমি বোল্লেম, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, নচেৎ আপনার কথা মত এখানথেকে চোলে যেতেম, এক্ষণে তাতো পারি না, সুতরাং রাজার অনুগ্রহের উপর, তাঁর বিচারের উপর, আমায় আত্ম সমার্পণ কোত্তেই হোয়েছে, তদ্ভিন্ন আর উপায় কি। রাজার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখাসাক্ষাত হোয়েছে। আমার মুখে এই কথা শুনে রাহাগিরেরা আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। মনে কোল্লে, তবে আমি একজন মস্ত বড়লোক হব, তার পর তারা কাণেকাণে ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে কি বলাবলি কোত্তে লাগ্‌লো, আমি তার এক কথাও শুন্‌তে পেলেম্‌ না।

এই সময় আমার ছয়জন হর্‌করা উপস্থিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে, চিঠি পত্র লয়ে তাদের কোথাও যেতে হবে কি না। আমি বোল্লেম, না,

কোথাও যেতে হবেনা, তবে একজন কাল প্রাতে আমার কাছে যেন হাজির থাকে। এই আলাপের পর রাহাগিরেরা সকলেই, "হুজুর, খোদাবন্দ, মহারাজ," এইরূপ সম্বোধন কোরে, আমার গৌরব কোত্তে লাগ্‌লো, তাদের মধ্যে একজন রাজদর্‌বারে একটা উপকার কোরে দিবার্‌ নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ জানালে, সে ব্যক্তি অতি কাতর হোয়ে, অতি নম্র হোয়ে, আমার বিস্তর উপাসনা কোত্তে লাগ্‌ল। আমি বোল্লেম, উপকার কোরে দিতে আমি এখুনিই পাত্তেম, তবে কথা কি, আজকাল্‌ একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছি, রাজাও এক্ষণে সেই বিষয় লয়ে ভারি আন্দোলন কোচ্ছেন, আপাততঃ তাঁর আর অন্যদিকে মন নাই, তবে তোমার বিষয়টা কি, একবার শুন্‌তে চাই।

একব্যক্তি বোল্লে, আমরা কাশ্মীরের সওদাগর, বেম্বার্‌ নামে সে দেশে একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে আমাদের বাস্‌, রেমশ, শাল, এবং অন্য অন্য বাণিজ্যদ্রব্য লয়ে এদেশ দিয়ে চিরকাল যাতায়াত কোরে থাকি, মাস্থল্‌ও যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে থাকি। এক্ষণে মাস্থল দপ্তরের দারোগারা বিস্তর মাস্থলের দাবি কোচ্ছেন, এটী পূর্ব্ব নিয়মের বহির্ভূত, বিশেষতঃ তত শোষণ কোল্লে আমরা তো একেবারে উচ্ছেদ হয়ে যাই। বোধ হয় রাজা এ জবর্‌দস্তি কর্‌ আদায়ের বিষয় অবগত নন, এরূপ অন্যায় কর্‌ চাওয়া বোধ হয় তাঁর অনুমতি ক্রমে হোচ্ছেনা, তাই আমাদের ইচ্ছা, যদি এমন কোন বন্ধু পাই, তাঁরে উপলক্ষ কোরে, কার্‌পর্‌দাজের দৌরাত্মের বিষয় রাজদর্‌বারে উপস্থিত করি। আমি বোল্লেম তবে একখানা দর্‌খাস্ত লিখে রাজ্‌দর্‌বারে নিয়ে যাও। সওদাগর একটু হেঁসে বোল্লে, হুজুর! দরখাস্ত লিখে দর্‌বার্‌ করা যে কি কষ্ট, কি ব্যয়, তা বুঝি আপনি অবগত নন্‌, আপনারা রাজা রাজড়াদের নিকটে বাস করেন, প্রজার দুঃখ কি কোরে জান্‌বেন,

দর্‌খাস্ত কোরে রাজাদের কাছে দুঃখ জানানো প্রজার পক্ষে যে, কি দুরূহ কি কঠিন ব্যাপার, আপনি তা চিন্তা কোরেও অনুভব কোত্তে পারেন না। প্রথমতঃ মুন্সির্‌ কাছে যেতে হয়, শুদ্ধ দর্‌খাস্ত লেখাই তাঁর কাজ্‌, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তিনি কেবল রাজার গৌরব, রাজার যশ, রাজার মহিমা কীর্ত্তন কোরে, দর্‌খাস্তের ভূমিকা পত্তন করেন, তার জন্যে প্রতি কথার মূল্য যত দিতে হবে, তা ধরা আছে। তার পর দ্বিতীয় মুন্সির কাছে উপস্থিত হোতে হয়, তিনি দুঃখের সারমর্ম্মটী লিখে দেন, কিন্তু তাঁর দর্‌ বড় চড়া। এই কোত্তেই তো চার দিন কেটে যায়, কষ্ট ও ব্যয় যা হবার তাতো হয়, এতদ্ভিন্ন মুন্সিদের নফর চাকর্‌দেরও দস্তুরি স্বরূপ কিছু কিছু পূজা দিতে হয়, না দিলে রক্ষা নাই, এম্‌নি একটী শক্ত মোড়া দিয়ে মুনিবের কাণভারি কোরে দেয় যে, তাতে কোরে সব পরিশ্রম পণ্ড হোয়ে যায়। এক্ষণে দরখাস্ত পেস্‌ কর্‌বার সময়, এ বড় মহা পাপ, এ বড় কঠিন ব্যাপার, দরজায় পাহারাওয়ালা, চোপ্‌দার জমাদার, তার পর দাওয়ান, নায়েব-দাওয়ান, তার পর স্বয়ং উজির প্রধান, এঁদের মধ্যে যাঁর যেরূপ পদ, তাঁর পেট্‌ সেইরূপ মোটা কোত্তে হবে, নচেৎ দর্‌বার্‌ করা চোল্‌বে না, সব ভণ্ডুলি হোয়ে যাবে। তাও যা হোক্‌, যেন খরচপত্র করাই গেল, কিন্তু দর্‌খাস্ত খানি রাজার চক্ষে পড়া না পড়া অদৃষ্টের কথা, অদৃষ্ট ভাল হোলো তো রাজার চক্ষে পোড়্‌লো, নচেৎ কোথায় এক পাশে পোড়ে থাকবে তার ঠিক্‌ নাই, তাই রাজদর্‌বারে তত টাকার তত কষ্টের ঝুঁকিতে না গিয়ে, তার চেয়ে বরং মাশুল দপ্তরের দারোগারা দুইয়ে নেয় সেও ভাল, তাতে আমরা রাজি আছি, তাতে তত কষ্ট তত ব্যয় হয় না, অথচ আবার শীঘ্র শীঘ্র ছুটিও পাই।

আমি বোল্লেম, রাজদর্‌বার্‌ করা যে মুখের কথা নয়, তা আমি মানি। আমি যদি কোন দেশের রাজা হোতেম্‌, তবে প্রজাদের কখন

কষ্ট পেতে দিতেম না। সওদাগরেরা আপনাদের মধ্যে বোল্‌তে লাগ্‌লো "হুজুর কি বোল্‌ছেন শুন" বাঃ বাঃ, কি এন্‌সাফের কথাই বোল্‌ছেন, চেহারাখানিও যেন আমিরের মতন। লগ্নমত খোসামোদের কথা বোল্লে মত্‌লোব হাঁসিল্ অবশ্যই হয়, মুখে লোকে ঘৃণাই করুক্, আর হত-শ্রদ্ধাই করুক, তোষামোদের তার্ বড় মিষ্ট, সে তার্ কেউ ভুল্‌তে পারে না, তাই আমি সওদাগরেদের পক্ষ হোয়ে রাজদর্‌বার কোত্তে প্রতিশ্রুত হোলেম, তারা আমায় বোঝাবোঝা সাধুবাদ্ মাথায় চাপিয়ে দিতে লাগ্‌লো, স্তব স্তুতি কোরে, কত যে আমার গৌরব বাড়াতে লাগ্‌লো, তা এক মুখে বোলে ফুরুতে পারিনে, শুনে আমার যেন বাক্-রোধ হোলো। পরদিন প্রাতে উজিরের কাছথেকে একটী হর্‌করা এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল, উজির আমার সম্বর্দ্ধনা কোরে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা একখানি পত্র দুটী আঙ্গুল দিয়ে ধোরে আছেন, আমায় দেখে বোল্লেন, দৈবজ্ঞের নিপাতের নিমিত্ত তোমাকেই বাহ্‌বা দেওয়া উচিত।

আমি বোল্লেম, কি! মহারাজ আমি! আল্লা তা না করুন্, দৈবজ্ঞের মৃত্যুর জন্য আমি যত দুঃখিত, বোধ হয় মহারাজ তার অর্দ্ধেকও দুঃখিত হন্‌নি, তাঁর মৃত্যুতে আমার যেন মহাগুরুনিপাত হোয়েছে, আমি তাঁকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি কোরেছি। রাজা বোল্লেন, তাঁরে মেরে ফেল্‌বার্ নিমিত্ত তোমার্ চাকর্ কি পরামর্শ দিয়ে গ্রামের লোক্‌কে নাচিয়ে দিইনি? এ কথা সত্য কি মিথ্যা? আমি বোল্লেম, সে কথা খুব্ সত্য, সেই গুরুপাপের নিমিত্ত সে পাষণ্ডকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়েছি, যদি ক্ষমতা থাক্‌তো, তার মাথাটা তখনি কেটে ফেলে দিতেম্।

রাজা তখন ভারি রেগেছেন, ঐ কথা শুনে বোল্লেন, এতবড় গুরুতর কার্যটী তোমার অজ্ঞাতে তোমার অমতে কি কোরে হোলো

কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তোমার যখন এদিকে আসা হয়, তোমার উচিত যথাযোগ্য রেশেলা, তদ্ভিন্ন বিজ্ঞ দেখে কতকগুলি ভালভাল মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে আসা, তাদের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব থাকাও আবশ্যক। তোমার মতন্‌ দীন দুঃখী ইতর রাজদূত আমার নিকট কেন পাঠান হয়েছে, এরূপ হীনদশা করে পাঠাবার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, আমি না সে দূতের উপরেই সন্তুষ্ট, না তার আস্‌বার অভিপ্রায় শুনেই সন্তুষ্ট, আমার কথা এই, সুল্‌তান্‌ মামুদ যদি বারান্তর আমায় অপমান করেন, তবে তাঁর পক্ষে মঙ্গল হবেনা, তাঁর ষড়যন্ত্রের কথা আরঙ্গজেবকে লিখে অবগত করাবো।

রাজার ঐ গুরুক্রোধ দেখে, আমার আর মুখ খুল্‌তে সাহস হোলো না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল দৌত্যকর্ম্মের ভার লয়ে এসেছিলেম, তাতেও যেমন অপদস্থ হয়েছি, এবারও তেমনি অপদস্থ হলেম, তাই আমি অতি বিষণ্ণ, অতি ম্লান হয়ে পান্থালয়ে চোলে এলেম, সেখানে বন্ধুবান্ধবেরা, বিশেষতঃ মহাজনেরা আমি কতক্ষণে ফিরে যাব বোলে হাঁ কোরে পথচেয়ে দেখ্‌ছিলেন, আমায় দেখে তাঁরা সকলে একেবারে বোলে উঠ্‌লেন, "কিরূপ প্রতুল্‌ কোরে এলেন্‌ বলুন্‌।" আমি মহাজনেদের বিষয় এককালীন্‌ ভুলেই গেছিলেম, যখন রাজবাটীর সীমা প্রায় ছাড়িয়ে এসে পোড়েছি, তখন তাদের কথা স্মরণ হোলো, যদি পূর্ব্বেও স্মরণ হতো, তথাচ সে কথা উত্থাপন কোত্তে পাত্তেম্‌ না, রাজার মেজাজ তখন ভাল ছিল না।

আমি বোল্লেম, বন্ধুসকল! বড় আক্ষেপের বিষয়, আমার চাকর সলিমান্‌কে বাহবা দাও, তারি আহাম্মুকির্‌ জন্য তোমাদের দর্‌বার সুপ্রতুল কোরে তুল্‌তে পাল্লেম না, দৈবজ্ঞের মৃত্যুতে রাজা রেগে আগুণ হোয়ে গেছেন, তোমাদের কথা কি, আমার নিজের দর্‌বার্‌ও শুন্‌লেন্‌ না, "শুন্‌তে পার্‌বো না," এই অপমানের কথা বোলে বিদায়

কোরে দিলেন, সে সময় তোমাদের কথা উত্থাপন কোল্লে ধাষ্টামির্ চূড়ান্ত হোতো, তাতে কোরে তোমাদের পক্ষে হানি ভিন্ন লাভের প্রত্যাশা কিছুই ছিল না। গরিব মহাজনেরা ঐ কথা শুনে মৎস্যভঙ্গের ন্যায় অবসন্ন হোয়ে পড়লো, নৈরাশমেঘে তাদের মুখ চোক্ ঢেকে ফেল্লে, সলিমানকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি কোত্তে লাগ্লো, সলিমান তখন আগ্ বায়, সে যে কি অপকার কোরে গিয়েছে সে তা স্বপ্নেও জানেনা।

---

২৭ পরিচ্ছেদ।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে। কাল্ কোল্লে এঁড়ে গরু কিনে॥

জয়পুর, নসীরাবাদ, আজমির, নিমাচ্ প্রভৃতি স্থানে যতই পরাঙ্মুখ হই না কেন, অপর অপর রাজা রাজ্‌ড়ারা, তদ্ভিন্ন বিস্তর ঠাকুর বংশীয়েরা যতদূর সাধ্য রাজপুত্র সুল্‌তান্ মামুদের সহায়তা কোত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন। পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে ধনগড় গঞ্জে রাজপুত্রের নামে চিঠি লিখে ধাউড়ে রওনা কোরে দিলেম, তার পরেই আমিও রওনা হোলেম, আমার সঙ্গে দুইজন মাত্র হর্‌করা ছিল, নির্ব্বিঘ্নে সেই গুপ্ত উপত্যকায় পোঁছিলেম, সঙ্কেতকথা উচ্চারণ করায় বখারালীখাঁ কন্দরের মধ্যে আমায় আহ্বান কোল্লেন, তিনি এ পর্য্যন্ত শয্যাগত হয়েই ছিলেন, কলম্‌-বেগের সঙ্গে লড়াইয়েতে যে ক্ষত প্রাপ্ত হন্, সে ক্ষত অদ্যাপি সুন্দর রূপে শুষ্ক হয় নাই, আমায় দেখে বোল্লেন, তুমি বেশ সময় এসেছো, অদ্যরাত্রে রাজপুত্রের আস্‌বার কথা আছে, কোথায় কিরূপ প্রতুল্ কোরে তুল্‌তে পেরেছো, তুমি আপন মুখেই তাঁকে বোল্‌তে পার্‌বে। জয়পুর হাতছাড়া হয়েছে শুনে, রাজপুত্র মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হোয়েছেন, তোমার দোষেই যে হাতছাড়া হোয়েছে, এইটীই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এ কলঙ্ক হতে যাতে মুক্ত হতে পার তার চেষ্টা কোরো। রাজার প্রিয়পাত্র দৈবজ্ঞের মৃত্যু, আমার চাকরের মূর্খতা, ইত্যাদি বৃত্তান্ত সকল আনুপূর্ব্বিক সেরসাহেবের নিকট ব্যক্ত কোল্লেম না, ব্যক্ত কর্‌বার আশ্যক ছিল না বোলেই তাঁর কাছে সকল

কথা ভেঙ্গে বোল্লেম না। রাজপুত্র কতক্ষণে আস্‌বেন সেই প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম,মনে কোল্লেম তাঁর কাছেই একটী একটী কোরে সকল কথাই খুলে বোল্‌বো। রাত্রি যখন দুই প্রহর, সেই সময় সুল্‌তান্‌ মামুদ এসে উপস্থিত হোলেন, আমায় দেখে বেশ সমাদর কোল্লেন, জয়পুরে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই, তার জন্য বিস্তর আক্ষেপ কোত্তে লাগ্‌লেন। জয়পুর এবং জয়পুরের নিকটবর্ত্তী যে যে ঘটনা হয়েছিল, সে সমুদায় বৃত্তান্ত রাজপুত্রকে অবগত করালেম, রাজপুত্র শুনে দুর্ভাগ্য সলিমানের উপর ভারি বিরক্তি প্রকাশ কোত্তে লাগ্‌লেন। আমি বোল্লেম, শুদ্ধ তারি দোষে যে সেখানকার যাত্রা নিষ্ফল হয়েছে তা নয়, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই মন্ত্রীবর আমীর খাঁ আমায় স্পষ্টই বোলেছিলেন, সাহায্য কোত্তে রাজাকে তিনি কখনই পরামর্শ দেবেন না। রাজপুত্র বোল্লেন, রাজার সেই স্বপ্ন, সেকথা কে বোল্‌তে পারে, সে দৈবজ্ঞ যদি তৎকালীন উপস্থিত থাক্‌তো, সেব্যক্তি সে স্বপ্নের অর্থ কিরূপ সংস্থাপন কোত্তো, তাই বা কে জানে, হয়ত তাঁর ব্যখ্যা কর্‌বার গুণে আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হতো, তা হলে রাজা তাঁর উজীরের কথা কখনই শুন্‌তেন না। রাজপুত্র বোল্লেন, সাদক! যে সকল লোক আমাদের অষ্টপ্রহর ঘের থাকে, তাদের মুর্খতা দোষে আমাদের বিস্তর প্রমাদ, বিস্তর বিঘ্ন যোটে থাকে, তারা যে কখন্‌ কি বিপদ আমাদের স্কন্ধে এনে ফেলে দেয়, সেটী কারুরি জান্‌বার্‌ সাধ্য নাই। যাই হোক্‌, সে জন্য আমাদের ভীত হবার আশ্যক করে না, আমরা এক্ষণে চোদ্দ হাজার সৈন্য সংগ্রহ কোরেছি, পিতার লস্করের ন্যায় আমরা তত পুষ্ট নই সত্য, কিন্তু তারা যখন গাফিলি হোয়ে বেখবর থাক্‌বে, সেই অসাবধান সময়ে, আমাদের এই অল্প সৈন্য দ্বারাই বৃহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হোতে পার্‌বে। আমি বোল্লেম, সে কথা সত্য, তবে এই মাত্র ভয়, সেই বেখবর সময়খুঁজে পাবোনা, সেটী আমাদের হাতে লাগ্‌বেনা, যে চোদ্দহাজার

সৈন্যের কথা বোল্‌ছেন, তারা যে সকলেই আমাদের পক্ষ, তাও নয়, অনেকে শুধু কথায়মাত্র বন্ধু, অনেকে আবার তল্‌ওয়ার ধোরেও মিত্রতা সপ্রমাণ কোর্‌বে। বখারালী বোল্লেন, আমার পরামর্শ এই, যেমন রম্‌জান স্বুরু হবে, সেই সময় আর কাল বিলম্ব না কোরে, একেবারে দিল্লীর কেল্লা দখল কোরে বসা যাবে, আমাদের লস্করেরা কাজে কুড়ে সত্য, কিন্তু মুখবাজী কোত্তে তাদের আলাস্য নাই, হয়ত কোন্‌ দিন্‌ কার কাণে তুলে দেবে, অমনি ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পোড়্‌বে, তখন সব এলিয়ে যাবে। রাজপুত্র বোল্লেন, তবে রাজাদের চিঠী লেখা যাক্‌, তাঁরা যে বিষয় স্বীকার কোরেছেন, তা এক্ষণে পূর্ণ করুন, বিস্তর অনুনয় বিনয় কোরে একথাও লিখে দেওয়া যাক্‌, তাঁরা যেন যথাসাধ্য গোপনে গোপনে দিল্লীতে লস্কর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁদের সঙ্গে সেই খানেই সাক্ষাত কোর্‌বো। দুর্গের ভিতর আমিই সকলের অগ্রে মাথা বাড়িয়ে দেবো, বখারালী! দুর্গ অবরোধ কর্‌বার ভার তোমার উপরেই রোইলো, সাদক! তোমায় কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার ভিতর প্রবেশ কোত্তে হবে, শাজাহান্‌ বাদসাহের কাছে তুমি অপরিচিত নও, তোমায় উপস্থিত দেখ্‌লে তাঁর অনেক সাহস হবে, তাই তোমার অবিচ্ছিন্ন যত্নের উপর তাঁর রাজশরীর সমর্পণ কোল্লেম। যে সকল প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষেরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিজনকেই একটী একটী ভার নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেন, এমন কি আমাদের মানস অনায়াসেই পূর্ণ হোতে পাত্তো, কিন্তু একটী ব্যক্তির জন্যেই সে মানস স্বসিদ্ধ হলোনা।

আমি বোল্লেম, কেল্লার ফটক্‌ তো খোলা পাওয়া যাবে? যে ব্যক্তি খুলে দিতে চেয়েছে, তার কথার উপর তো নির্ভর করা যেতে পারে?

রাজপুত্র বোল্লেন, আমি তো পারি।

আমি আর দ্বিরুক্তি কোল্লেম না, ধর্ম্মঘাতিনী পাপিয়সী, মুর ম-

হলের উপর যখন এতদূর বিশ্বাস করা হোয়েছে, তখন পরিণামে সুপ্রতুল হবার পক্ষে আমার মনে বড় সন্দেহ হতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লেম ভিতরে ভিতরে ভারি একটা দূরভিসন্ধি তার আছেই আছে। নুরমহল ফটক্ খুলে দিতে পারে সত্য, কিন্তু যেমন আমরা কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোর্‌বো, ঐ ফটক্ অমনি তখনি বন্ধ কোরে দেবে, সে বন্ধ একালে আখেরের মত হবে।

রাজপুতানাথেকে আনুকূল্য পোঁছিয়েছে শুনে, আমরা তখনি কুচ্ কোরে দিল্লীতে চোলে গেলেম। সহরের ভিতর প্রবেশ কোত্তে কেউ আমাদের নিষেধ কোল্লেনা, সুল্‌তান্ মামুদ নাকি সেনাপতি হয়ে আগে আগে চোলেছেন, তাই নগররক্ষকেরা মনে কোল্লে, হয়ত আরঙ্গজেবের অনুমতিই আছে রাজপুত্র সহরের মধ্যে সৈন্য লোয়ে প্রবেশ কোত্তে পার্‌বেন, কি রাজপুত্র বোলে নিষেধ কোত্তে হয়ত তাদের সাহসই হলোনা। ফটকের মধ্যে প্রবেশ কোরে বখাৱালী গম্ভীরমূর্ত্তি হোয়ে প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র হোয়ে সার্‌বন্দী খাড়া হোতে হুকুম কোল্লেন, তখন প্রহরীদের মনে সন্দেহ হতে লাগ্‌লো, তারা মনে কোল্লে তবে এরমধ্যে অবশ্যই কোন মন্দ অভিসন্ধি আছে, তাই তারা তল্‌ওয়ার ছাড়্‌লেনা। আমাদের লোকেরা কিন্তু তাদের হাত থেকে বন্দুক ও তল্‌ওয়ারগুলি মুচ্‌ড়িয়ে কেড়ে নিলে, কেড়ে নিয়ে, তাদের হাতে পায় বেঁধে, প্রহরীদের যার যে ঘর, তারে সেই ঘরে আটক্ কোরে রেখে দেওয়া হলো। কেল্লার ফটকের কাছে পৌঁছে বখারালী ঐ ফটকের প্রহরী হোলেন, সুল্‌তান্ মামুদ ঘোড়াথেকে নেবে দরজায় চারবার আঘাত কোল্লেন, ছোটো কাটাদরজা খুলে গিয়ে নুর্‌মহল দর্শন দিলে, দুই লক্ষ টাকা তার হস্তে সমর্পণ করা হলো, অমনি বড় ফটক্ খুলে গেল, রাজপুত্র সুলতান মামুদ একশত বলবান লস্কর সঙ্গে লোয়ে কেল্লার ভিতর প্রবেশ

র একশত লস্কর লোয়ে কেবল মাত্র তাঁর
, এমন সময় দেখ্‌লেম নুরমহল কেল্লার ফটক্‌
নে ইঙ্গিত কোল্লে, আমি অম্‌নি দাগাবাজি
দ্ধশ্বাসে চীৎকার কোত্তে লাগ্‌লেম, ঐ চীৎকার
অগ্রসর না হয়ে যদি ফিরে এসে পালিয়ে
ভাল হয়, সর্বদিক্‌ রক্ষা পায়, কিন্তু সেটী ঘটে
নিমিষেই একটী প্রকাণ্ড বিরাট্‌ ফটক্‌ ঝন্‌ঝন্‌
র কাছেই পোড়ে বন্ধ হোলো, রাজপুত্রও
আমার দৃষ্টির বহির্ভুত হোলেন, আর এক পা
া বৃহৎ ফটক্‌ চাপা পোড়ে চূর্ণ হয়ে যেতেম,
াচ পা অগ্রসর হোয়ে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোল্লে
দাগাবাজিফাঁদে গেরেপ্তার হয়ে পোড়্‌তেম, আমার
ভাল, তাই তার কাল্‌ ফাঁদ থেকে দৈব বলে উদ্ধার হোলেম।
এই সময়ে আরঙ্গজেবের লস্কর পশ্চাদ্দিক্‌ থেকে আমাদের উপর
চড়াও কোল্লে, ভয়ঙ্কর কাটাকাটি হতে লাগ্‌লো, রক্তের স্রোত
বোয়ে চোল্লো, রজপুতদিগের বীরবিক্রমে কেল্লা থরহরি কম্পিত
হলো, জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমায় প্রাণ ওষ্ঠাগত কোত্তে হোয়ে
ছিল। মহাপ্রলয়ের ন্যায় সেই ঘোর কোলাহলের মধ্যে ফটকের
মস্তকোপরি, গম্বুজ থেকে একটী কণ্ঠস্বর হেঁকে হেঁকে বোল্‌তে
লাগ্‌লো, "সাদক্‌কে গেরেপ্তার কোরে বন্দী কর"। কাল্‌নাগিনী
নুর্‌মহল্‌ যখন ফটক্‌ রুদ্ধ কোত্তে গোপনে ইঙ্গিত করে, সে তখন
নিশ্চয় মনে কোরেছিল আমি কেল্লার মধ্যে প্রবেশ কোরেছি, এক্ষণে
দেখ্‌লে সেটী তার ভ্রম, তাই আমায় ধর্‌বার্‌ নিমিত্ত পাপিয়সী
গর্জ্জিয়ে চীৎকার কোচ্ছিল। আমি যদি বন্দী হই, তবে আর
মৃত্যু ছাড়াছাড়ি নাই, তাই মরিয়া হোয়ে বিপক্ষের মধ্যে দিয়ে

মহাবেগে বেরিয়ে পোড়্লেম, এর পূর্ব্বে বখারালী সদর ফটক্ সুর-ক্ষিত রেখে আমাদের সহায়তা কোত্তে চোলে এসেছিলেন। আমাদের ঘোড়া নাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই লড়াই কোত্তে হোচ্চে, অস্ত্রের মধ্যে কেবল তল্ওয়ার, ঐ তল্ওয়ার সহায় কোরে লড়াই কোত্তে কোত্তে বেরিয়ে পোড়্তে হবে। রাত্র ঘোর অন্ধকারময়, আলোর নাম মাত্র নাই, কে কার্ ঘাড়ে চোট্ মারে তারও ঠিকানা নাই। কেউ কাত্রাচ্ছে, কেউ গোঙ্রাচ্ছে, কেউ আর্ত্তনাদ কোচ্ছে, কেউ শপথ কোরে কিরেদিব্য কোচ্ছে, কেউ অভিসম্পাত্ কোচ্ছে, ত্রিলোক সংহারের ন্যায়, এই সকল ঘোর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদের শব্দ, চারিদিক্ থেকে আমার কর্ণ বধির কোত্তে লাগ্লো, আবার ফটকের মাথার উপর থেকে ঘোর হুঙ্কার শব্দে বোল্তে লাগ্লো "সাদক্কে ধর, বিশ্বাসঘাতক সাদক্কে গেরেপ্তার কর"। ঐ সকল ঘোর আস্ফালন শব্দের তোড়ে অন্য অন্য শব্দ আমার কর্ণ বিবরে প্রবেশ কোত্তে পাচ্ছিলনা, অবশেষে অনেক কষ্টে সেরসাহেব বখারালীকে চিনে বার কোত্তে পাল্লেম, তাঁর স্বর শুনেই চিন্তে পাল্লেম, চেহারা দেখে পাল্লেমনা, তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্তে পেয়েই আমি অমনি "এন্সাফ্" বোলে চীৎকার কোরে উঠ্লেম, বখারালী গলার আওয়াজে আমায় চিন্তে পেরে বোল্লেন, "সাদক! আমার পাশে পাশে থেকো, তারা কখনই তোমায় গেরেপ্তার কোত্তে পার্বেনা"। এই সময় এক-খানা তল্ওয়ার তাঁর মাথার উপর উঁচিয়ে ধোরেছে, চোট্ মারে আর কি, এমন সময় আমি তার হাতের কব্জাটী এক চোটে দুই টুক্রা কোরে ফেল্লেম, নচেৎ সেই চোটেই সেরসাহেবকে সাবাড়্ হোতে হোতো। এই সময় কেল্লার ভিতর বিপক্ষেরা মহা হল্লা কোরে ফটকের দিকে চড়াও কোল্লে, তখন আমরা আরও আসন্ন বিপদ গ্রস্ত হলেম। সেরসাহেব বোল্লেন, সাদক! পালাও পালাও, আর

পোড়্‌ছে। আমরা হন্‌ হন্‌ কোরে যাচ্ছি-
... শত্রুর, কি মিত্রের, যার তার মৃতদেহের
... ড়্‌ছি আবার অমনি উঠ্‌ছি, আবার
... ত ঝাঁপাতে সহরের ফটকের
কাছে ... য়ামন্ত্রের প্রভাবে প্রাণ রক্ষা
কোল্লেম, ... থেকে প্রাণ লোয়ে সে রাত্রে
বেঁচে আস ... ই ফটকের প্রহরীগুলিকে যার
যে ঘরে বন্দী ... চাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম, বখা-
রাণীর ঐ কার্য্য ... হয়েছিল। এক্ষণে কাকামযদানে
এসে পোড়্‌লেম, আ... ন কেউ পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে
যাচ্ছে, সেইরূপ মহাত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে হন্‌হন্‌ কোরে দৌড়ে
চোলেছি, সর্ব্বাঙ্গের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তের স্রোতবেয়ে চোলেছে,
তার উপর আবার এই পরিশ্রম, আমরা খানিকদূর দৌড়ে ঝিম্‌
ধরা হোয়ে পোড়্‌লেম্‌ এদিকে আবার গেটের আলো, সহর ফটকের
আলো দেখা যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে ভয়ে আরও মরিবাঁচি
কোরে দৌড়িতে লাগ্‌লেম, কোন্‌দিকে দৌড়েচ্ছি তার নিরাকরণ নাই,
দৌড়িতে দৌড়িতে খানিক পথে গিয়ে কুকুরের রব্‌ শুন্‌তে পেলেম,
তখন নিশ্চয় জান্‌লেম গ্রামের দিকেই চোলেছি। হায়! গ্রামে
গিয়েও সুস্থির হতে পার্‌বোনা, চেহারা দেখেই লোকে আমাদের
চিন্‌তে পারবে, যেমন না কেউ মৃত্যুপথ পরিহার কোরে অবিঘ্ন পথে
গমন করে, সেইরূপ আমারাও ঐ গ্রাম পরিত্যাগ কোরে অন্য দিকে
চোল্লেম, আশ্রয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোলেছি, কিন্তু সে আশ্রয় কোথাও
পেয়ে উঠ্‌ছিনা। বখারাণী বোল্লেন, এ কেমন কথা হলো, এ গর্ভপাত
হবার তাৎপর্য্য কি? রাজপুত্র কোথায়? আমি একটী মাত্র কথা
বোলে সকল কথার উত্তর দিলেম,— "নুর্‌মহল এর মূলাধার"।

কে! সেই কাল নাগিণী? সে কি বিশ্বাসঘাতিণী হয়েছে?

আমি বোল্লেম, হাঁ, হোয়েছে। যখন শুন্‌লেম, এ দুঃসাহসের মধ্যে সেও একজন চক্রী, তখনিই আমার মনে সন্দেহ হয়েছে, তখনিই ভেবেছি একার্য্য প্রতুল কোরে তোলা যাবে না।

তুমি তবে তাকে পূর্ব্বে জান্‌তে?

আমি বোল্লেম, জান্‌তেম সত্য, হায়! আমার সঙ্গে তার জানা-শুনা না থাকাই ভাল ছিল। বখারালী! সেই পাপীয়সীই আমায় এত কষ্ট দিয়েছে, এত যাতনা দিয়েছে যে, তুমি তা মনেও ভেবে আন্‌তে পার না।

তবে সেই কথা বল, তোমার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল বোধ হয়।

আমি বোল্লেম, না, তার প্রতি বরং আমার দ্বেষ আছে, সেই নিমিত্তই আমার উপর তার তত রাগ, তত আক্রোশ, তত হিংসা, আমি সত্যই বোল্‌ছি, তার বিশ্বাসঘাতিনী হবার তাৎপর্য্য এই যে, আমায় গেরেপ্তার কোরে আরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে, এইটীই তার মানস, নচেৎ সুল্‌তান মামুদকে কৌশল জালে ফেলে সে যে কিছুলাভ কোর্‌বে, সে অভিপ্রায় তার তত ছিল না, আমায় গেরেপ্তার কর্‌বার্ নিমিত্তই সে অতিশয় উতলা হয়েছিল, তাই সে ব্যগ্র হয়ে ফটক বন্ধ কর্‌বার্ জন্যে তাড়াতাড়ি সঙ্কেত করে, তার সেই সঙ্কেত আমার পক্ষে শাপে বর্ হয়েছে, তাই আমি এ যাত্রা বেঁচে গেলেম। বখারালী সে ফটক চক্ষে দেখেননি, সেই প্রকাণ্ড কাল্‌ফটক্ কিরূপ, তাঁকে সেটী বিস্তার কোরে বুঝিয়ে দিয়ে বোল্লেম, হতভাগ্য সুলতান মামুদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে না, জন্মের মতন আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো।

সেরসাহেব বোল্লেন, ভয়ানক কাণ্ড! তিনি ফেঁটে গিয়ে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌লেন, এক্ষণে পোস্তার দানামাত্র তাঁর আহার হবে, অবশেষে শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে চিররুগ্নের ন্যায় কালযন্ত্রণা পেয়ে

ঊজীর ।।ত্র ।

বিকটমৃত্যু তাঁকে অপেক্ষা কোরে

ছুরদৃষ্ট ! এইরূপেই তাঁর শেষ হবে ।

ড়গঞ্জের দিকে তো যাওয়াই হবে না,

রে বোসে আছে, তার অপেক্ষা কোন

া করা বরং ভাল, আমাদের নাগ

র্ম কোত্তেম, তাও ভাঁড়াতে হবে ।

ানায় আর তো আমি মুখ দেখাতে

ঘোর বিপদ, যেহেতু তত রজপুতকে

খে এনে ফেলে দিইছি ।

সেরসাহেব বোল্লেন, সেকথা সত্য বটে, তবে এখন চোলে যাওয়া যাক্, যেতে যেতে একটা না একটা আশ্রয় পাওয়া যাবেই যাবে । এক্ষণে কিন্তু চোলে যাওয়া সহজ কথা নয়, আমার হস্ত পদ শক্ত হয়ে আস্তে লাগ্‌লো ; ক্রমে অবসন্ন হতে লাগ্‌লেম, ক্ষতগুলির জ্বালায় অস্থির হয়ে পোড়্‌লেম, ছট্‌ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লেম । বখাররালীও অবসন্ন হয়ে পোড়্‌লেন, তিনি কলম্‌বেগের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ কোরে যে চোট্‌ যে ধাক্কা খেয়েছিলেন, সে ধাক্কা থেকে কেবল সম্প্রতিমাত্র সাম্‌লিয়ে উঠেছেন, তাই আর তাঁর শরীরে তাদৃশ বল শক্তি ছিল না । প্রভাত হলো হলো বোলে, সেরসাহেবের মনে আরও দুর্জ্জয় ত্রাস হতে লাগ্‌লো, পাষণ্ড খুনেদের মনেও রাত্র প্রভাত হলে তত ত্রাস হয় না । আমরা ভাবছি, আরঙ্গজেবের দূত, তাঁর চর, তাঁর লোকজন অবশ্যই চারিদিকে ছুটেছে, তারা আমাদের বেশ চেনে, তাদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য, আরঙ্গজেবের হস্তে পোড়্‌লে আমাদের মৃত্যু কেউ রক্ষা কোত্তে পারবে না, তাই প্রাণের ভয়ে আমাদের শরীরে যেন আরও

বল হলো, আমরা মরেপিটে দৌড়তে লাগলেম, দৌড়িতে দৌড়িতে একটী ঘোর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। সেখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। এই স্থানে বিশ্রাম করবার চেষ্টা কোচ্চে, কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ঘোড়ার টাপ শুনতে পেলেম, আমাদের মহাপ্রাণী শুকিয়ে গেল। বখারালী বোল্লেন, বিপক্ষেরা আসচে, গাছে উঠতে না পাল্লে আমাদের আর নিস্তার নাই, একবার উঠতে পাল্লে হয়, তা হলে বৃক্ষের সতেজ শাখাপল্লবের মধ্যে আমাদের শরীর গোপন কোত্তে পারবো। ঐ কথা বোলেই, বখারালী প্রাণপণে গাছের গুঁড়িটী আঁকড়িয়ে ধোল্লেন, উঠবার জন্যে দুবার চেষ্টা কোল্লেন, দুবারই হাত ফস্কে পোড়ে গেলেন,ঘোড়ার পায়ের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনাযেতে লাগলো, আমি নিরুপায় দেখে তলওয়ার দিয়ে গাছের গায় খাঁজ কেটে গর্ত্ত কোরে দিলেম, ঐ গর্ত্তগুলি ধাপের কার্য্য কোল্লে, বখারালী ঐ ধাপে পা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠলেন, নিকটে একটা ডাল ছিল, ঐ ডাল ধোরে একেবারে গাছের মাথায় গিয়ে চোড়ে বোসলেন, আমিও শেষে বিস্তর কস্তাকস্তি কোরে, কতক বখারালীর হাত ধোরে গাছের মাথার উপর গিয়ে উঠে বোসলেম। এক্ষণে প্রভাত হয়েছে, তুরুকসহরেরা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোল্লে, কতকগুলি বৃক্ষপত্রের আড়ালমাত্র আমাদের ভরসা

আমি বোল্লেম, তারা গাছের গায় গর্ত্তগুলি দেখতে পেয়ে আমাদের সন্ধান পাবে, তবেই জন্মের মত গেছি আর কি।

আমার সহচর বোল্লেন, সেটী আমাদের অদৃষ্ট, গ্রহভাল হয় তো তারা এদিকে আসবে না, কিন্তু দোহাই আল্লার! আমি প্রাণ থাকতে ধরা দেবো না, তারা কখনই আমায় জ্যান্ত ধোরে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমি বোল্লেম, আমাকেও পারবে না, হতভাগা দারার মতন

লে চেয়ে চেয়ে
আমায় যে জোর
তে কবুল কর্‌বো
বরং ভাল।
ঘোড়া দেখ্‌তে
বে ঘোড়া থেকে

তারা তাই কোল্লে, ঘোড়া থেকে নেবে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ কোল্লে। আমরা যে গাছের মাথার উপর বোসে ভয়ে কাঁপ্‌ছিলেম, তারাও সেই গাছের তলায় এসে দাঁড়ালে।

তাদের একজন বোল্লে, অবশ্যই এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ কোরেছে, তিনজন তাদের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া যাক্, বাকিদুজন এইখানেই থাকি, কি জানি যদি এখনও পৌঁছিতে না পেরে থাকে, তাও তো হতে পারে, তা যদি হয়, এই দুজন প্রহরী তাদের গেরেপ্তার কোর্‌বে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে, যদি পেরে উঠা যায়, তবে তাদের প্রাণে না মেরে অমনি গেরেপ্তার কোত্তে হবে, আমাদের উপর হুকুমই তাই, সেটা যেন স্মরণ থাকে।

তাদের মধ্যে তিনজন লোক স্বতন্ত্র হয়ে অগ্রসর হলো বাকি দুজন ঐ গাছের তলাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এক্ষণে সূর্য্যদেবের আরক্ত মূর্ত্তি দর্শন দিয়েছে, তাঁর তরুণ আভায় ল্যাঙ্গা তল্‌ওয়ার গুলি ঝক্‌ঝক্‌ কোচ্ছিল। এই দুজনের একজন বোল্লে, সুল্‌তান মামুদের কি ভরসা, তিনি ভারী জাঁহাবাজী দেখিয়েছেন।

তাঁর সহচর বোল্লে, এতো জাঁহাবাজীর কাজ হয় নাই, একাজ গোঁয়ারের মতই হয়েছে।

সে কথা সত্য, গোয়ারতামি যে, তার সন্দেহ কি। কিন্তু জীবা যদি

বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে প্রহ...

সুপ্রভাত হতো।

হায়, কি তামাসা ...

সুলতান্ মামুদ তাকে ...

আপনিই খুলিয়ে নিয়ে...

ধোরিয়ে দিয়েছে, বে... টাকা ছুঁড়ীকে বক্‌সিস্ কোরেছেন, তবু ...ড়ি সন্তুষ্ট হয়নি। সাদক পালিয়ে প্রস্থান কোরেছে বোলে সে মনে মনে বড় দুঃখিত, আরঙ্গজেবের কাণে নানা কথা তুলে দিয়ে তাঁর মনভারি কোরে দিয়েছে, এক্ষণে সাদক্‌কে গেরেপ্তার কর্‌বার নিমিত্ত রাজপুত্র ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। তবে তাকে গেরেপ্তার কোত্তে পাল্লে আমরা বিলক্ষণ দু...টাকার মুখ দেখ্‌তে পাবো। সুলতান্ মামুদ যখন কুচ্ কোরে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁর পিতার সঙ্গে চোকে চোকে সাক্ষাত হয়, তখন তাঁর মূর্ত্তিখানি ঠাউরে দেখিছিলে কি? খুনে জল্লাদের মুর্ত্তিও তত নিষ্ঠুর তত চোয়াড়ের মতন নহে। জীবার উপর বিশ্বাস করাই তাঁর পাগ্‌লামি হয়েছিল, এ সকল কাজে স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস কোত্তেই নাই, বিশেষতঃ তার মত চরিত্রের স্ত্রীলোক কিছু অর্থ পেলেই আপনার পিতাকেও ধরিয়ে দিতে পারে।

প্রথম বক্তা বোল্লে, সে কথা আমি খুব্ মানি, তা যাই হোক্ সাদক্‌কে গেরেপ্তার কোত্তে হবে। বখারালীকেও গেরেপ্তার কোত্তে হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি বোল্লে, বখারালী খুব্ হুসিয়ার লোক, সে ব্যক্তিটে কে?

প্রথম ব্যক্তি বোল্লে, সে কথা কেউ ঠিক কোরে বোল্‌তে পারে না। আমার বোধ হয় সে পাঠান, সে একজন বেশ প্রবীণ যোদ্ধা, শরীরটী আজও বেশ্ মজবুত আছে, খুব্ বলিষ্ঠ, খুব কর্ম্মশূর, কিন্তু একস্থানে

বি।

এক্ষণে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আধার দেখ্‌তে ল। [illegible]

শস্যক্ষেত্রের মধ্যদিয়া চোলেছি,তাই এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা কোত্তে পাল্লেম, নচেৎ অনাহারে জীবনে জলাঞ্জলি দিয়ে ভূপৃষ্ঠে শয়ন কোত্তে হোতো। জল্‌তো খুঁজেই পেলেম না, নিকটস্থ গৃহস্থের বাটীতে গিয়ে চাইতেও সাহস হলোনা, তাদের বাড়ীর নিকটদিয়েও যেতে ভরসা হোলোনা। তথাচ দুজনে গল্প কোত্তেকোত্তে চোলেছি, মোত্তেমোত্তে যে বেঁচে গিইছি সেই কথা লয়েই আমোদ কোচ্ছি।

আমার সহচর বোল্লেন, শুনেছ তো,গাছের তলায় দাঁড়িয়ে,আমার কথা পেড়ে, বেটারা কেমন অপমানের কথা বোল্‌ছিল।

আমি বোল্লেম, হাঁ, শুনেছি। তুমি রেগে আগুন হোয়েছিলে, তাও চক্ষে দেখেছি।

"রাগ না হবে কেন? সাদক! তুমি তো কিছুই অবগত নও, এতে যে রাগ হতেই পারে, আগে সে দিন হোক্, তখন বিশ্বাস কোরে একটী নিগূঢ় কথা তোমার হৃদয়ে স্থাপিত কোর্‌বো, সেকথা এখন শুন্‌লে তোমার বিস্ময় জ্ঞান হবে। হা আল্লা! আমার চরমদশা কি এই হলো, ঈশ্বরের বিচারে কি পাষণ্ডদের দণ্ড নাই, আমি কি চিরকালটাই এদেশসেদেশ কোরে টো টো কোরে বেড়াবো!।

ঐ কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বখাধ্বালীর রবিদগ্ধ পবিত্র গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পোড়্‌তে লাগ্‌লো, আমি পাছে তার মনকষ্ট জান্‌তে

বখারালী বোল্লেন, বন্ধু কে? তুমি? তুমি হয়ত আমার শত্রু

শত্রুই হবে, কি আমার কোন শত্রুপক্ষের লোকই হবে, কি আমার কোন শত্রুকুলে তোমার জন্মই হবে।

ও কি ভাবের কথা, বখারালী?

সাদক! তুমি এ আংটী কোথায় পেলে? দোহাই আল্লার, এ আংটী কোথায় পেলে বল? তুমি কি লুট কোরে পেয়েছো? না কোন ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলে তার হাত মুচ্‌ড়িয়ে কেড়ে নিয়েছো?

আমি বোল্লেম, আল্লার দিব্যি, তা নয়, (সেরসাহেবের কাতর মূর্ত্তি দেখে আমি স্তব্ধ হোয়ে গেলেম) যে ব্যক্তিকে বহুকাল পিতা বোলে জান্‌তেম, তিনিই আমায় এই আংটীটি দিয়েছেন।

"তাঁর নাম কি? গুরসাজ্‌?

আমি বোল্লেম না। তাঁর নাম সাদুল্লা খাঁ, শাজাহান্‌ বাদসাহের উজীর।

বখারালী ছোটো ছোটো কোরে বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "কি আশ্চর্য্য! আমার মনে সকলি অন্ধকার, সকলি গোল্‌মাল বোধ হোচ্ছে। সাদুল্লা খাঁ! এনাম তো কখন শুনি নাই"।

আমি বোল্লেম, আপনি কি আংটীর বিষয় কিছু জানেন? সাদুল্লা

খাঁ বোলেছেন, এই আংটী

পারবো।

বখারালী আমার কথার

বিষয় কি জানি, আংটীটি

তদারক কোরে দেখি। আং

ক্ষণ কোরে দেখে বোল্লেন, "

আমি বোল্লেম, হাঁ, পাচ্ছি।

যে হাত এ আংটীটী ধোরে আছে, সেই হাতের দ্বারাই ঐ দাগটী হয়, এ আংটী আমারি ছিল, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এর যুড়ি আর একটীমাত্র আংটী আছে। সে আংটী,—আবার তাঁর চক্ষু দিয়ে টস্ টস্ কোরে অশ্রুপাত হোয়ে গাল বেয়ে গোড়িয়ে পোড়তে লাগলো।

আমি বোল্লেম, সে আংটীও আমি দেখেছি।

বখরালী শুনে, চিত্র পুতুলের ন্যায় আড়ষ্ট হোয়ে রোইলেন।

আমি বোল্লেম, আপনি যে অবাক্ হোয়ে রোইলেন, একবার কেন, কতবার দেখিছি, হুবহু এর জুড়ি আংটী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আর তা পাওয়া যাবে না।

কারে পোত্তে দেখেছো? কোন্ পাষণ্ডের হস্তে সে সূর্য্যকান্তমণি আপনার উজ্জ্বল কান্তি বর্ষণ কোরেছে?

আমি বোল্লেম, নজ্‌কালী খাঁর হাতে দেখেছি।

আমার সহচর বিড়্‌বিড় কোরে বোল্লেন, এও একটা আন্‌খা নাম। সেব্যক্তি কে?

সে ব্যক্তি যে প্রকারের লোক ছিল, আমি তাঁরে অবগত করিয়ে বোল্লেম' শেষে আমি, গণৎকারের কাছে সেই আংটী দেখেছি। গণৎকারের মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষতঃ যেরূপে তাঁর মৃত্যু হোয়েছে, তাতে সে আংটী আর যে কখন দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, সে প্রত্যাশা নাই।

হোয়ে মাথা নাড়্লেন, আমায় আংটীটি ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেন, যতদিন বাঁচ্বে,সাবধানে রেখো" ।

আমি বোল্লেম, আমি তাই কোর্বো ।

আমরা আবার পায় পায় এগিয়ে চোলেছি, দুজন চাসাকে হঠাৎ দেখ্তে পেয়ে বোল্লেম, "রাজপুতানায় কোন্ পথ দিয়ে যাবো"। তারা শুনে হাঁস্তে লাগ্লো, মনে কোল্লে,আমরা বুঝি জেনেশুনে তাদের সঙ্গে নেকামো কোচ্ছি। তারা "চল চল" বোলে জোর্ কোরে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগ্লো,তাদের যত্ন দেখে আমরা মহা আহ্লাদিত হোলেম,অবশেষে নিমাচ্ ছাড়িয়ে বংশারিতে উপস্থিত হোলেম। পথিমধ্যে কতই কষ্ট পেয়েছি কতই উৎপাতে পোড়েছি, কতই দুর্গতি, কতই দুঃখ মাথার উপর দিয়ে চোলে গিয়েছে, কতস্থানে আতঙ্কে অবসন্ন হোয়েছি, সে সকল দুঃখের, সে সকল দুরবস্থার কথা পাঠককে অবগত করাবার প্রয়োজন নাই ।

বখারালী বোল্লেন,এখানকার রাজার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় আছে, বোধ হয় তাঁর কাছে আশ্রয় পেতে পার্বো। কিন্তু আমি যে কে, তা তিনি জানেন না,'মদগর্ব্বিত আরঙ্গজেবের উপর, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর শাজাহানের উপর রাজার আন্তরিক দ্বেষ ।

আমরা এত নিকটে পেঁ

একটা আশ্রয় না হোলে তো

যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া

শক্তি নবরাগে যেন আর

চোল্‌তে লাগ্‌লেম। এ

আমাদের আগে আগে

চোলে তাঁকে গিয়ে যে ... এই

চোলেছি, পরস্পর কথা বার্ত্তাও চোলেছে, অ চ তিনি ঘাড়্ ফিরিয়ে দেখ্‌লেন না যে আমরা কে। একটা স্থানে জমিটা হেটাঠাংরা ছিল, টাটুটা সেইখানে হুম্‌ড়ি খেয়ে পোড়ে গেল, আমি অমনি তাড়াতাড়ি সোয়ারকে ধোরে তুল্‌তে গেলেম। হে ভগবান্! ধোত্তে গিয়ে দেখি, ইনি সেই গণৎকার আল্‌নসার! তাঁরে দেখে আমার বিস্ময় জ্ঞানও যেমন হলো, আবার ভয়ও তেমনি হলো, মনে কোরেছিলেম তাঁর দেহটী খণ্ডখণ্ড হোয়ে দেওয়ালার ময়দানে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গণৎকারকে দেখে আমার কথা কইতে সাহস হলোনা, তখন জ্ঞান হলো এব্যক্তি অবশ্যই মায়াজীবি হবে। আল্‌নসার কিন্তু একটু মুচ্‌কে হেঁসে শির নম্র কোরে আমায় সাধুবাদ কোল্লেন, তাঁর সেই বিনয়পূর্ণ নম্রমূর্ত্তি দেখে আমার আতঙ্ক দূরীভূত হলো। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাত হোয়ে ছিল, সেই কথা তাঁরে স্মরণ করিয়ে দিলেম। তাঁর সঙ্গে যেদ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ কোরে সুখী হোতে পারিনাই, বিশেষতঃ তাঁর জন্যে যে কত দুঃখিত কত নৈরাশ হোয়েছি, সে কথাও বোল্লেম।

দেওয়ালা গ্রামবাসীদের পশুবৎ নৃসংশ আচরণ স্মরণ কোরে, আমার হৃৎকম্প হয়, আমি মনে মনে নিশ্চয় কোরেছিলেম, আপনি এ পার্থিব সংসার পরিত্যাগ কোরেছেন, এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে বখারালী এসে উপস্থিত হোলেন।

লেনসার, যাঁর কথা

হায়ে সেই লোকটীর
ব্যক্তির কাছে সেই
সকল কথা জিজ্ঞাসা
ন, এমন সময় সেরসা-
লো, যে কারণেই হোক,
য়ে, তাঁর যেন বাক্য হরণ
নীর বাক্যস্ফুর্ত্তি হলো, তখন
।
সত্য কোরে বল ? আমার তো
কি না, তুমি না গুরসাচ্ আমার
াক্ হোয়ে গেলেন, একটু পেছিয়ে
ার্ নিমিত্ত চক্ষের উপর একখানি
বেলা ঠিক দুই প্রহর, রৌদ্র
ঝাঁঝাঁ কোচ্ছে। দৈবজ্ঞবর্ বখারালীর মুর্ত্তিখানি ঠাউরে ঠাউরে বেশ নিরীক্ষণ কোরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

বখারালী বোল্লেন, তুমি বাস্তবিক গুরসাচ্ কি না বল, বোলে আমার মনের সন্দেহ দূর কর।

দৈবজ্ঞ বোল্লেন, হাঁ, আমি গুরসাচ, কিন্তু বন্ধু, আপনি কে আমি চিন্‌তে পাচ্ছি না, আপনার মুর্ত্তিখানি আমার কাছে অপরিচিতের ন্যায় জ্ঞান হোচ্ছে, আপনি কে যে আমায় অনায়াসেই চিনে ফেল্লেন, আমার তো বড় আশ্চর্য্য বোধ হোয়েছে"।

সেরসাহেব বোল্লেন, " আর কেন, ঢের হোয়েছে, আল্লার মহিমা বৃদ্ধি হোক, একটী মাত্র কথা বোল্লেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই বোলে

তাঁরা একটু তফাতে গেলেন, তা পরেই যে এইরূপ আন্তরিক ভক্তির সহিত পরস্পর দেখে আমি অল্প বিস্ময়াপন্ন হোলেম না।

দৈবজ্ঞ আর বখারালী পুনরায় আমার সঙ্গে এ জনে সরাসর বংশারি সহরে চোলেছি। গুরু সাচ শুনলেম, কি কোরে তাঁর মৃত্যুরূপ পেলেন, সেই বিষয় অবগত হবার নিমিত্ত অ... গুরুসাচ আড়েআড়ে একটু হেঁসে বোল্লেন, দোস্ত! যে ব্যক্তি আ... শুনতে না পারে, সে নিতান্ত আনাড়ি গণক, সে পরের আপদবিপদ কি কোরে বোলতে পারবে। ফলে আমি কিন্তু মোত্তেমোত্তে বেঁচে গিয়েছি।

আমি মনে কোল্লেম, দৈবজ্ঞের শরীরে বিশেষ কোন সিদ্ধ বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা অন্য মনুষ্যের নাই, ভবিষ্যৎ ঘটনা জানতে না পাল্লে তিনি তাঁর মৃত্যুমুখ থেকে কদাচ রক্ষা পেতেন না।

বৃদ্ধ বোল্লেন, তুমি যে অবাক্ হোয়ে গেলে, আমার মুখে কিন্তু সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনলে, তোমার এ ভ্রম থাক্‌বে না, শুদ্ধ একমাত্র দৈববলে আমি তাদের বারুদচক্রের সন্ধান জানতে পেরেছিলেম, তাই ভিন্ন আর কিছুই নয়। নক্ষত্রের দিকে একদৃষ্টে চেয়েথাকা আমার অভ্যাস। পূর্ব্বে জেনেছিলাম একটী গ্রহ রাত্রি দুইপ্রহর একঘন্টার সময় উদয় হবে, সেই গ্রহটী দেখবার অনুরোধে সেই ভগ্ন মসজিদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছি, বামন অনুচরও আমার সঙ্গে ছিল। এদিকে যে, ঘোর মৃত্যুবাণ পেতে রেখেছে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। আমি যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী আকাশের দিকে উচু কোরে ধোরেছি, এমন সময় বামন বোল্লে, "হুজর! আমি বারুদের আঘ্রাণ পাচ্ছি"।

আমি বোল্লেম, "চুপ্ কর্ আহাম্মুক"। তখন মনে কোল্লেম, বারুদ নয়, অন্য কোন জিনিসের আঘ্রাণ পেয়ে থাক্‌বে।

...মার পায়ে ঠেক্‌ছে।

...ম, যে প্রস্তরের উপর

...ন্ত্রে বারুদপুরে দেওয়া

...ত, বিপদ যে আমায়

...কথা জান্‌তে সিদ্ধমন্ত্রের

...যে সে বারুদের পাঁতিতে

...। নাই, তাই আর ঘরে গিয়ে

হলেম না। বামনকে বোল্লেম,

বোলেই পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে,

...লেম, দৌড়িতে দৌড়িতে অনেক

...ফাঁদ আমার জন্যে পাতা

...ক তফাতে এসে পোড়্লেম।

...ক্ষাৎ হলোনা, তার জন্যে আমি

হোয়েছিলেম, অনেক মর্ম্মকথা,

...বো বোলে মনে কোরেছিলেম।

আমরা দৌড়াচ্ছি আর কবর মন্দিরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোলেছি। রাত্রি যখন দুই প্রহর, এমন সময় মাটী ফেটে একটী ভীম গর্জ্জন হোয়ে কর্ণ বিবরের সম্ভাষণ কোর্‌লে। নিবিড় ধুমরাশি ক্রমেক্রমে উত্থিত হোতে লাগ্‌লো দেখ্‌তে পেলেম। আমার সর্পগুলি, আর আমার সেই মনোহর বেজীটী, এরাইমাত্র গ্রামবাসিদের কোপে পোড়ে প্রাণে নষ্ট হলো। গ্রামবাসিরা নাকি অতি মূর্খ, অতি নির্ব্বোধ, তাই তারা একাজ কোর্ত্তে অগ্রসর হয়, তারা যে দুষ্ট বুদ্ধিতে কোরেছে তা আমার বোধ হয় না, আমি তাদের সে দোষ দিইনা। দৈবজ্ঞের মুখে ঐ সকল কথা শুনে বড় আপ্যায়িত হোলেম, যে কথা প্রকাশ কোর্ত্তে প্রতিশ্রুত হোয়েছিলেন, এক্ষণে সেই কথা শোন্‌বার নিমিত্ত উম্মেদারী কোর্ত্তে

লাগ্‌লেম। দৈবজ্ঞবর বোল্লেন, আমি যে ... র অন্যথা হবে না! বিশেষতঃ তোমা: এই সহচর ... বিত আছেন, তখন সে কথা বোলে আরও ... কোত্তে পার্‌বো। তোমার সহচরের অদৃষ্টের সঙ্গে ... অদৃষ্ট গাঁথা রোয়েছে। তোমাদের দুজনের একরূপ দশা ... আশ্রয়।

এক্ষণে আমরা বংশারি সহরে প্রবেশ ... লেম, সহরটী বিরাট প্রচীর দ্বারা বেষ্টিত, আমরা একটী ভগ্ন ... অট্টালিকায় আড্ডা কোল্লেম, রাজা পথিকদিগের নিমিত্ত ঐ বাড়ীটি নির্দ্দিষ্ট কোরে রেখে দিয়েছেন। তখন বেলা অবসান হোয়েছে। ওথাচ বখারালী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোলে গেলেন, তাঁর বাসনা আপাততঃ রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ঐ পূর্ব্বে দৈবজ্ঞের সঙ্গে তাঁর নিরিবিলি কথা বার্ত্তা হয়।

বখারালী চোলে গেলে, আল্‌নাসার, এক্ষণে যার নাম গুর্‌সাচ শুন্‌লেম, আমায় ডেকে বোল্লেন, তোমার দুটী আংটীর ইতিবৃত্তান্ত তোমায় বোল্‌বো বোলে প্রতিশ্রুত হোয়েছি, তোমার কোন্ বংশে জন্ম, তাই জান্‌বার জন্যে তুমি উন্মত্ত প্রায় হোয়েছো, তা তো হবারি কথা, এইঅঙ্গুরীর পরিচয় অবগত হোলে, তোমার বংশের পরিচয়ও অবগত হোতে পার্‌বে, একটী অঙ্গুরী দুটী কুলাচার্য্য হোয়ে তোমার বংশাবলির কুলজি কীর্ত্তন কোর্‌বে। আমার যেন স্মরণ হোচ্ছে, তুমি বোলেছো, তোমার হাতে যে আংটীটি আছে, ঐ আংটী সাদুল্লা খাঁ তোমায় প্রদান কোরেছে, তার তখন কথা কইবার ক্ষমতা ছিল না।

আমি বোল্লেম, হাঁ, ঐ কথাই বটে। সাদুল্লা খাঁ ভাবভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিৎ ঈশারা দ্বারা অত্যন্ত ব্যগ্র হোয়ে, অত্যন্ত কাতর হোয়ে আমায় বিস্তর সাধ্যসাধনা কোরে বোলে দিয়েছেন, এই আংটীটির প্রতি আমার

প্রিয় ছিলেন বোনে তাঁদের প্রতি [illegible]

চস্‌রুর দুই পুত্র, এক কন্যা হয়, সারিয়ার নিঃসন্তান। আমি তখন জাহাঙ্গীরের দরবারে দৈবজ্ঞের ব্যবসায় করি। আমার নাম গুর্‌সাচ্‌। আমার পিতা আরবজাতীয়, আমার মাতা আর্‌মানি। আমি বালক-কাল থেকে রাশিচক্রের গণনা, ও গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধ অবগত

হোয়ে অত্যন্ত আমোদিত হোতেম, এই প্রাচীন কোত্তে আরম্ভ কোল্লেম। আমার বয়স্যে যা, আমার আমা অপেক্ষা অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট, অতিশ বালষ্ঠ মধ্যে কেউ রণ প্রিয় হোলেন, কেউবা শিকার আমোদ চস্‌রু আমার সংসর্গ অতিশয় ভাল বাসতে। বিং আমার আলাপ ছিল বোলে, সেই সূত্রে চস্‌রুর সঙ্গে ... পরিচয় হয়। তৎকালীন আরাকান বাসীদের সঙ্গে ...রের অতিশয় মনান্তর ঘোটেছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ আরাকানের ...জন গূঢ়পুরুষ পণ্ডিতদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হোয়ে চস্‌রুর কাছে সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করে। শাজাহান চিরকালই ছিদ্রাঅনুসন্ধান কোরে বেড়াতেন, রাজপুত্রের এই ছিদ্র পেয়ে বাদসাহের কাছে স্পষ্ট প্রণাম কোরে বোল্লেন, "চস্‌রু তাঁর বিরুদ্ধে চক্র করিতেছে," এ ভিন্ন আরও অনেক জাল কথা সাজিয়ে, চস্‌রুর নামে বিস্তর গ্লানি কোত্তেলাগ্‌লেন। জাহাঙ্গীরের মনে খট্‌কা জন্মিল, বাদসা বিবেচনা কোল্লেন, শাজাহানের কথা সত্য হোতে পারে, তাই চস্‌রুকে একটা নির্জ্জন কেল্লাতে পাঠিয়ে, সেই স্থানে তাঁকে আজীবন কারারুদ্ধ কোরে রাখ্‌লেন। স্ত্রীপুত্রের মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ কোত্তে হবে, আর কখন তাদের মুখাবলোকন কোত্তে পারবেন না, সে বিষয় রাজপুত্র পূর্ব্বাহ্ণেই জান্‌তে পেরেছিলেন, তাই সারিয়ারের হাতে ধোরে, বিস্তর বোলে কোয়ে, স্ত্রী আর সন্তানগুলিকে তাঁর আশ্রয়ে সমর্পণ কোল্লেন। সারিয়ার প্রতিশ্রুত হোয়ে বোল্লেন, সন্তানগুলিকে পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন কোর্‌বেন, দুঃখিনী মাতাকেও রক্ষণাবেক্ষণ কোর্‌বেন। ভাই ভাই যখন বিদায় হন্, স্ত্রী পরিবারের আর্ত্তনাদে রাজবাটী পরিপূর্ণ হোলো। চস্‌রু সারিয়ারের হস্তে একটী চুনির আংটী দিয়ে বোল্লেন, "ভাই! এই আংটীটি গ্রহণ কর, এটী পিতা আমায় প্রদান করেন, তোমারও ঐরূপ একটী আংটী আছে।

[illegible] দিতেম, তাতেই আমার দিনপাত হোতে লাগ্লো, যদি বিষয় বিশেষে আমার বাক্য সফল না হোতো, তাতে কোন হানি ছিল না, তাদের পূর্ব্বেই বোলে দিতেম, আমার কথা এখন না খাটুক, দুদিন পরে খাট্‌বে। ঐ স্তোক বাক্য বোলে, আপনার পথ পূর্ব্বাহ্নেই পরিষ্কার কোরে রেখে দিতেম। আমি যেন

বাক্‌সিদ্ধ.সে সকল লোক আমার সে রূপই গৌর
একটী কথা দৈবাৎ কখন সফ হোতো, তাতে
নাম খ্যাতি হোয়ে পোড়্‌লো ; একবার শাজাহ
সেই নির্জ্জন আবাসে এসে উপস্থিত হন্। একটী
বোল্‌বো, সেই ঘটনার পরেই তিনি
চস্‌রু ও সারিয়ার এই রাজপুত্রদ্বয়ের সঙ্গ
এলে পর, তার তৃতীয় দিবা রাত্র হয় হয়
উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে বোল্লে, সে দৈবাৎ হোঁচোট্‌ খেয়ে একটী
মৃতদেহের উপর পোড়ে গিয়েছে, যখন পে বায়, তখনও সে ব্যক্তি
গোঙ্‌রাচ্ছিল, তাই বোধ হয় সে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে, ঐ কথা
শুনে আমি একটী আলো নিয়ে দৌড়াদৌড়ি সেইখানে চোলে গেলেম,
গিয়ে দেখি না, চস্‌রু মৃতপ্রায় হোয়ে পোড়ে আছে, তাঁর শরীরে
এমন স্থান ছিল না যে, সেখানে দুর্জ্জয় অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই। দেখে
আমি শিউরে গেলেম, আমার হৃৎকম্প হোতে লাগ্‌লো। সেই কৃষক
আর আমি দুজনে হাতাহাতি কোরে নির্জ্জীববৎ দেহটীকে আমার নির্জ্জন
আরণ্য আবাসে এনে ফেল্লেম, কৃষককে বারম্বার সাবধান কোরে দিলেম,
সে যেন একথা কদাচ মুখেরবার না করে। চস্‌রুকে ঘরে এনে সেবা
সুশ্রুসা কোত্তে লাগ্‌লেম, চিকিৎসা শ ও আমার জানা আছে, তাই
ঔষধ পত্রেরও ব্যবস্থা কোল্লেম। দিন কয়েক পরে রাজপুত্র সুন্দররূপে
আরোগ্য হোয়ে উঠ্‌লেন, তাই দেখে মহা আহ্লাদিত হোলেম, তার
জন্যে একটী গুপ্ত কুটীর নির্দ্দিষ্ট কোরে দিলেম। স্থানটী বড় নির্জ্জন,
কেউ অনুসন্ধান কোরেও তার সন্ধান পেতে পাত্তোনা। আমি আবার
পূর্ব্বের মতন লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কোত্তে লাগ্‌লেম। চস্‌রু
যে সময় দুর্দ্দশাপন্ন হোয়ে, সেই নির্জ্জন কুটীরে পোড়ে আছেন, তাঁর
কালের স্বরূপ সহোদর শাজাহান বন্দরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ

কোর্‌বেনা পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাবার নিমিত্ত প্রাণপণে একবার চেষ্টা কোরে দেখবেন, যে হেতু তখন রাজসিংহাসন ন্যায় মত তাঁহারি হওয়া উচিত, আপাততঃ তিনি পারস্থানাদি দেশ ভ্রমণ কোত্তে যাত্রা কোরবেন। রাজপুত্র আমায় ডেকে বোল্লেন, গুরসাচ্'

তুমি আমার পরমবন্ধু, আমার [illegible] তা সারিয়ার শাজাহানের নিষ্ঠুর কোপে পোড়ে প্রাণে যদি মারা পড়েন, তবে তুমি আমার সন্তানের প্রতি দৃষ্টি রেখো। আমি বোল্লেম, আমি তা রক্ষণা-বেক্ষণও কোরবো। আমার মুখে ঐ কথা [illegible] দেশভ্রমণের যাত্রা কোল্লেন।

জাহাঙ্গীর বাদশাহ এ [illegible] সল হোয়ে যথেষ্ট স্নেহযত্ন কোত্তে লাগ[illegible] ভতরঘোলে পুড়ে মোত্তে লাগলেন, রাং[illegible], সারিয়ার কিন্তু খুব সাবধান সতর্ক হো[illegible]ান কোন ছল ছিদ্র পাননা, সুতরাং চসর[illegible] রয়ারের নামে গ্লানি কোত্তেও প[illegible]বন না। [illegible]টী লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, অ[illegible] ছিলেম, তাদের নামে গ্লানি কোরে রাজপু[illegible] দতেম। সারিয়ার কিন্তু তোবামোদের বশ্য[illegible] ষ্ট না হোয়ে বরং সন্তুষ্ট থাকাই জানাতেন। ঐ লোক দুটীকে আপনার কাছেই রেখে দিয়ে ছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম সাদুল্লাখাঁ, অপর জনের নাম নজ-ফালীখাঁ। ঐ দুই ব্যক্তির পরিচয় আমার সুন্দররূপই জানা আছে, তাদের কথা আমায় আর বোল্‌তে ক[illegible] কেন?। রাজপুত্র সারিয়ার এক-বার সেখ খাজামাউদ্দীনের পবিত্র গো রস্থান দর্শনের নিমিত্ত ভ্রাতষ্পুত্র পুত্রী সঙ্গে নিয়ে আজমীরের তীর্থযাত্রা করেন, সাদুল্লাখাঁ ও নজ-ফালীখাঁ এই পারিষদ দুটীও তাঁর সঙ্গে আইসে. সেই খাজার নাম পবিত্র হোয়ে লোকের চিরস্মরণীয় হোক্। সে সময় কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হোয়েছে, রাজপুত্র নিরুপায় হোয়ে, আমার দীনদুঃখী মলিন পর্ব্বত কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ কোত্তে বাধ্য হোলেন, আমি অবস্থামত রাজ-পুত্রের আতিথ্য কোল্লেম, সে দিনকার রজনী ঘোরতমোময়ী হোয়ে

[illegible], আমার যত্ন কিন্তু কোন ফলোদয় হলোনা, রাজপুত্র আমার হাতের উপরেই চরমনিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে প্রাণত্যাগ কোল্লেন। আমি প্রভাত হোতে না হোতেই সন্তানগুলিকে নিয়ে দিল্লীর যাত্রা কোল্লেম, ভাবলেম সেখানে